পঞ্চত্রিংশ ভাগ]   [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৩৫

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৳০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট্, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্

শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, এল এল ডি, সি আই ই

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ

সহকারী সম্পাদকগণ

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি

ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি, এফ জেড্ এস্

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এইচ ডি

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল, এড্ভোকেট

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; ২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ; ৪। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; ৫। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ ; ৬। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ; ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ ; ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি ; ৯। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন) ; ১০। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস ; ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ; ১২। ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ ; ১৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; ১৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই ; ১৫। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ ; ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল ; ১৭। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ১৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি-এচ ডি ; ১৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ ; ২০। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্-সি ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; ২৩। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য ; ২৪। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস ; ২৫। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল ; ২৬। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩৩৫

গ্রাহক পক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা।] [মফস্বলে ৩।৶০ তিন টাকা ছয় আনা।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

পঞ্চত্রিংশ ভাগের সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[পঞ্চত্রিংশ ভাগ]

সভাপতির অভিভাষণ*

ভারতবর্ষের ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ করা উচিত ?

ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না, ইংরাজ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইতিহাস লেখা ইংরাজদের একটা স্বভাব, স্বভাবটা ভাল। গোড়ার খবর না জান্‌লে বর্ত্তমানও বোঝা যায় না, ভবিষ্যৎ কি হবে, তাহাও ধরা যায় না। সুতরাং গোড়ার খবর রাখার ইচ্ছাটা মানুষের স্বাভাবিক। ইংরাজদের সে স্বভাবটা খুবই বেশী করিয়া আছে। তাইতে তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া ইহার ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন।

ইতিহাস লিখিতে গেলে যে মাল-মসলা পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইতিহাস গড়িয়া লইতে হয়। ইংরাজেরা গোড়ায় যে মাল-মসলা পাইয়াছিলেন, তাহার সমস্তই মুসলমানদের দেওয়া। সুতরাং তাঁহারা ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজত্ব যখন আরম্ভ হয়, তখন হইতেই ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার আগে হিন্দুরা রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে, তাঁহাদেরও ইতিহাস কিছু কিছু ছিল বটে, কিন্তু সে সব সংস্কৃতে লেখা। সংস্কৃত তখন ইংরাজেরা কিছু জানিতেন না। সুতরাং মুসলমানেরা যাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা হইতেই তাঁহারা হিন্দুর ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে পারেন নাই।

মিলের ইতিহাস পড়িলে, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে সত্য, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার ছয় ভলিউমের মধ্যে এক ভলিউম হিন্দুদের ইতিহাস। ইতিহাসের মাল-মসলা ছিল না,—সুতরাং হিন্দুদের সম্বন্ধে কতকগুলি আচার ব্যবহারের কথাই তিনি বলিয়াছেন ; আর হিন্দুদের নিন্দাই করিয়াছেন।

মিলের পর প্রায় ৪০ বৎসর পরে এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন। তখন অনেক সাহেব সংস্কৃত পড়িয়াছেন, কতকগুলি সংস্কৃত পুঁথিও সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু সে সংস্কৃত সকলে পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং এলফিন্‌ষ্টোনকে মুসলমানদের ভারত অধিকারের সময় হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। হিন্দুদের সম্বন্ধে তিনি কেবল সাহিত্যের

---

* ১৩৩৫, ১৩ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

কথাই কিছু কিছু বলিয়াছেন। রাজবংশ, রাজাদের ইতিহাস কিছুই বলিতে পারেন নাই।

ইহারও ২০ বৎসর পরে মার্শমান্ সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখেন, হিন্দুদের ইতিহাস সবে ১৬ পাতা, মুসলমানদের প্রায় ২৫০ পাতা, দুই ভলিউমের বাকী প্রায় সব ইংরাজের কথা।

কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে ইউরোপীয়েরা কতকগুলি সংস্কৃত বই পড়িয়াছিলেন। অনেক শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন, অনেক সিক্কা পড়িয়াছিলেন, বিদেশী লোকে ভারতবর্ষের কথা কে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বিদেশীয়দিগের লিখিত ভারতবর্ষের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িয়া ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা উপায়ে ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করিতেছিলেন। কেবল ভাল করিয়া পড়েন নাই সংস্কৃত সাহিত্য—বিশেষ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি। আর যে সব মাল-মসলা পণ্ডিতেরা পাইয়াছিলেন, যাঁহারা ইতিহাস লিখিতেন, তাঁহাদের সে সকল প্রায়ই পড়া ছিল না। সুতরাং ইতিহাস সেই পুরাণো ধারায় চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুদের ইতিহাস বলিয়া কতকগুলি পাতা লেখা হইত, তাহাতে রাজারাজড়ার নাম কিছুই লেখা হইত না। রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্প, মনুর সময়ের সামাজিক অবস্থা—এই সব থাকিত। কোন্ বইখানা যে কখন লেখা, তাহার কোন নিরাকরণ ছিল না। সুতরাং যাহা কিছু লেখা হইত, তাহাও একনাগাড়ে হইত না। পড়িলে একটা ধাঁধাঁ লাগা ছাড়া আর কিছুই হইত না। মুসলমানদের ইতিহাস ও ইংরাজদের ইতিহাসের যথেষ্ট মাল-মসলা সংগ্রহ হইয়াছিল। ক্রমেই সেইগুলি ভাল করিয়া লেখা হইতেছিল।

এই দীর্ঘ কালের মধ্যে হিন্দুদের দুইটি ইতিহাসের ঘটনা মাত্র স্পষ্টরূপে জানা গিয়াছিল। একটি বুদ্ধদেবের জন্ম, অপরটি অশোকের শিলালিপি। কোন কোন ঐতিহাসিক সেগুলিও হিন্দু ইতিহাসের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন।

১৮৯৫ সালে আমার ইচ্ছা হইল, বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান-আক্রমণ পর্য্যন্ত এই সময়ের—ষোল সতের শত বৎসরের একটা একনাগাড়ে ইতিহাস লিখি। কিন্তু মাল-মসলা ঐ। আমি তখন ইউরোপীয়দিগের শিষ্য—যে বইএর গ্রন্থকারের পরিচয় না পাইয়াছি, সে বই গ্রহণ করি নাই। সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদি বই আমাকে পরিহার করিতে হইয়াছিল। পরিহার করিয়াও একটা ইতিহাসের আদড়া খাড়া করিতে পারিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক ছিল, সে ফাঁক ভরাইতে পারি নাই। কিন্তু সে সময় ঐ ইতিহাস লইয়াই একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। যাঁহারা ইতিহাস-রসিক ছিলেন, তাঁহারা খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা ইতিহাস-রসিক ছিলেন না, তাঁহারা একটা তারিখের ভুল, একটা নামের ভুল, একটা ঘটনার ভুল, একটা ছাপার ভুল, একটা বানানের ভুল প্রভৃতি লইয়া কল্লোল কোলাহল তুলিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি যখন তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিয়া চেয়ার হইতে নামিয়া আসেন, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আপনার এই বক্তৃতায় এমন কিছুই নাই, যাহা আমার বইএ নাই।" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "You are a wicked fellow. You have simply anticipated us by some years." সেই বক্তৃতার দরুণ সভাপতি ডাক্তার হারলীর খুব নাম বাজিয়াছিল। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে সংবর্দ্ধনা (Congratulations) পাইয়াছিলেন।

ইহারই কয়েক বৎসর পরে এলাহাবাদ গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ সাহেব পেন্সন্ লইয়া দেশে যান এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের কোথায় কি ইতিহাসের খবর বাহির হইতেছে, তিনি সেগুলির খুব সন্ধান লইতেন এবং সেগুলি হইতে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই আপনার পুস্তকে ভরিয়া লইতেন। তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহার বইএর চারি এডিশন্ হইয়াছিল। চারি এডিশনেই তিনি অনেক নূতন নূতন কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহার জানা ছিল না; এমন কি সংস্কৃতে যে সমস্ত বই ছাপা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও তিনি পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার ইতিহাসও সেই বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ। ভারতবর্ষের লোকে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের বিশেষ আদর করিয়াছে এবং আরও করা উচিত। এখন কথা হইতেছে, সংস্কৃত-সাহিত্যটাকে এইরূপ তফাতে রাখিয়া কি ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরকালই চলিবে? না আমরা সমস্ত সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িয়া, তাহা হইতে আমাদের ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করিব?

এই সময় আর একটি কথা বলিয়া যাই। এখন একরকম পাণ্ডিত্য হইয়াছে, যাহার মত অসার পদার্থ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। সংস্কৃত কেহই পড়েন না ও পড়িতে পারেন না। যদি ইংরাজীতে তর্জ্জমা হয়, তবে তাহাই পড়িয়া সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য ফলান। তর্জ্জমাও ভাল করিয়া পড়েন না। ইন্‌ডেক্স দেখিয়া তাহা হইতে দরকার-মত খবর সংগ্রহ করিয়া লন। ইন্‌ডেক্স হয় কেন?—যে, বইখানা পড়িয়া সব কথা ত আর মনে থাকে না, কোথায় কি আছে, তাও মনে থাকে না, তাই ইন্‌ডেক্স দেখিয়া দরকার-মত জিনিষ বাছিয়া লইতে হয়। যে পড়ে, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ইন্‌ডেক্স হয়। কিন্তু আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা ইন্‌ডেক্স দেখিয়াই বিদ্যা জাহির করেন। আমরা এরূপ পাণ্ডিত্যের কথা বলিতেছি না, যাহারা সত্য সত্য সংস্কৃত পড়ে এবং পড়িতে জানে, তাহাদের কথাই বলিতেছি।

অনেক সংস্কৃত বই ছাপা হইয়াছে। ভালই হউক, মন্দই হউক, ছাপা হইয়াছে। তাই পড়িয়া যাহারা ইতিহাস লিখিতে চাহিবে, তাহাদের কথা বলিতেছি। তাহারা এখন কি করিবে? তাহাদের উচিত, নূতন করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করা।

সে চেষ্টা করিতে গেলে, কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে? এক একবার মনে হয়,

পুরাণ যেমন আরম্ভ করিয়াছে, প্রজাপতিদিগের সময় হইতে ইতিহাস আরম্ভ করা ভাল। ব্রহ্মার মানস পুত্র দশ জন—তাঁহাদের সময় হইতেই আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু এ কালের লোক বলিবে, সে সকল কল্পনামাত্র, সে ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। আমার নিজের মত, সেইখান থেকেই আরম্ভ করা ঠিক। সকল দেশেরই ইতিহাসের গোড়ায় খানিকটা কল্পনা থাকে। সেই কল্পনা হইতে ক্রমে ইতিহাসের ক্ষেত্রে লোকে নামে এবং একটি ইতিহাস গড়িয়া ফেলে। তাহার পর ক্রমে সকল কথারই খুঁৎ ধরিতে থাকে। এ খুঁৎ ধরার নাম রিসার্চ্চ। রিসার্চ্চ হইতে পুরাণো ইতিহাসটা পরিষ্কার হইয়া যায়, মিথ্যা ধরা পড়ে, সত্য বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের ঠিক উল্‌টা হইয়াছে। গোড়া হইতে খুঁৎ ধরাই আরম্ভ হইয়াছে—কোথাও কিছু নাই, ফাঁকার উপর খুঁৎ। সুতরাং মালটা এখনও দাঁড়ায় নাই।

কিন্তু আমি এখন আমার মত জাহির করিতে চাই না। লোকে যাহা লইতে চাহে, এমন মতই প্রকাশ করিতে চাই। আমি বলি, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ হইতে আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হওয়া উচিত। অনেকে বলিবেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হইয়াছিল কি না, তাহারই ঠিক কি? আমি বলি, তাহা হইলে তোমাদের ইতিহাস পড়ার দরকার নাই। যে ঘটনা হইতে ভারতবর্ষের পুরাণ বল, ইতিহাস বল, গল্প বল, সাহিত্য বল, কাব্য বল, শাস্ত্র বল, সেই ঘটনাকেই যদি তোমরা উড়াইয়া দিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদের ইতিহাসে আর কাজ নাই।

পুরাণে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে ধারাবাহিক ইতিহাস ও সময়-তালিকা পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ছয় মাসের মধ্যে যুধিষ্ঠির রাজা হন। তিনি ৭১ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া ৩৭ বৎসর রাজত্ব করেন ও ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের নাতি পরীক্ষিৎকে রাজা করিয়া যান। পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে নন্দ রাজার রাজত্ব পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ, মগধবংশের রাজাদিগের ধারাবাহিক নাম ও রাজত্বের কাল পাওয়া যায়। রাজ্যকালের সমষ্টি ১০৫০ বৎসর। নন্দ রাজার অভিষেক খৃঃ পূঃ ৪২৫ বৎসরে হইয়াছিল। সুতরাং পরীক্ষিতের অভিষেক ১৪৭৫ খৃঃ পূঃ হইয়াছিল। ইহাতে ৩৭ বৎসর যোগ করিলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় (১৫১২ খৃঃ পূঃ) পাওয়া যায়। আমি বলি, এইখানেই আমাদের আরম্ভ করা উচিত।

আমি এখানে কলি যুগের আরম্ভ ও তাহা লইয়া মতামতি, এ সব কথা ধরিতেই চাহি না। চাহি একটি প্র্যাক্‌টিক্যাল্ অব্দ—সেটি ১৫১২ খৃঃ পূঃ। এইখান হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধদেবের জন্ম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল। সুতরাং হিন্দুদের যদি কিছু গৌরবের থাকে, এই সময়েই আছে।

বলিবে, পার্জিটর সাহেব তাঁহার কলি যুগের ইতিহাসে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ১৪৭৫ খৃঃ পূঃ ধরিয়া, তাহার পরে যে আর একখানি বই লিখিয়াছেন, তাহাতে ১৪৭৫কে

ক্রমে কমাইয়া কমাইয়া ১০০০এ দাঁড় করাইয়াছেন। কিন্তু আমি বলি, তিনি এ কার্য্যটি অন্যায় করিয়াছেন। কেন বলি, তাহার কারণ পরে জানাইতেছি।

কৌটিল্য খৃঃ পূঃ ৩০০ হইতে ৩৫০এর মধ্যে তাঁহার অর্থশাস্ত্র লেখেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার কাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, দণ্ডই রাজার বিদ্যা অর্থাৎ রাজারা দুষ্টের দমন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—না, তাহা হইবে না, শুধু দণ্ড দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না। প্রজাদের ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিতে হইবে অর্থাৎ তাহারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে কৃষি-বাণিজ্য ও পশুপালন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। কৃষি, বাণিজ্য ও গো-পালনের নাম এক কথায় বার্ত্তা। মানবেরা বলিলেন, শুধু দণ্ড ও বার্ত্তায় হইবে না, তাহাদের লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। কিন্তু চাণক্যের আচার্য্যেরা বলেন—না, তাহাতেও হইবে না, তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। এই যে চারি থাকে অর্থশাস্ত্রের উন্নতি, এ উন্নতি হইতে কত দিন লাগে? ইউরোপে এ উন্নতি হইতে প্রায় বারো শত বৎসর লাগিয়াছিল। রোমান রাজত্বের ধ্বংস (৪৭৬ খৃঃ অঃ) হইয়া গেলে যে অসভ্যেরা ইউরোপ দখল করিল, তাহারা প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা করাই আপনাদের মূল কার্য্য বলিয়া মনে করিল। কৃষিবাণিজ্যাদির তত ভাল ব্যবস্থা বোধ হয় ছিল না। সেই জন্য চারি পাঁচ শত বৎসর পর হইতে ব্যবসায়ীরা আপনাদের ব্যবসায় রক্ষার জন্য জোট বাঁধিতে লাগিল। ক্রমে দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা গেল, সকল দেশে সকল রাজ্যের প্রায় ১৫০টি বণিক্-নগর জোট বাঁধিয়া ব্যবসা চালাইতেছে। ইহাতে রাজাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। তখন রাজারা ঐ জোট ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং আপনারা বাণিজ্যাদির ভার লইতে লাগিলেন। তাহার পর যখন ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্ দখল করিয়া লইল এবং সেখানকার গ্রীক পণ্ডিতেরা পশ্চিম ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িলেন, তখন রাজারা তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়া এবং শিক্ষার বিস্তার করা আবশ্যক মনে করিতে লাগিলেন। আর এখন বিংশ শতকে সকল রকম লেখাপড়ার ভারই রাজারা লইয়াছেন। চাণক্য যে চারিটি থাকের কথা বলিয়াছেন, এও ত সেই চারিটি থাক। ইউরোপে যদি এই চারিটি থাক জমিতে চৌদ্দ পনেরো শত বৎসর লাগিয়া থাকে, তবে কৌটিল্যের লিখিত চারিটি থাক জমিতে কত বৎসর লাগা উচিত? আমার বোধ হয়, আরও বেশী বৎসর লাগা উচিত। কারণ, ইউরোপের সমাজ একটা সভ্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর স্থাপিত, আর আমাদের সব গড়িয়া লইতে হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৩৫০ বৎসর চাণক্যের সময় হইতে যদি এই চারি থাকে ১২০০ বৎসরও লাগে, তাহা হইলে ত ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাস মোটামুটি খৃঃ পূঃ ১৬০০ বৎসরে পঁহুছিবে।

এ ত গেল রাজনীতির কথা। ধর্ম্মনীতিতে দেখুন। রোম-রাজ্য যখন ধ্বংস হইয়া গেল, তখন ধর্ম্মের কি অবস্থা ছিল? রোম-সাম্রাজ্যের লোক কতক খৃষ্টান

হইয়াছিল, অসভ্যেরা আপনাপন ধর্ম্ম লইয়া থাকিত। শেষ শার্লেমেনের সময় Holy Roman Empire হইলে, রাজা হইলেন শার্লেমেন, পোপ হইলেন ধর্ম্মের কর্ত্তা। ক্রমে সব অসভ্যদেশ খৃষ্টান হইয়া গেল। রোমের প্রভাব খুব বাড়িয়া উঠিল। ভিক্ষুরা প্রবল হইল। তাহার পর এই ভিক্ষুদের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য অনেকবার অনেক জায়গায় চেষ্টা হয়। পনেরো শতকে লুথারের চেষ্টা সকলের চেয়ে সফল হইয়াছিল। তারপর এখনকার অবস্থা সকলেই জানেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র ধর্ম্মযাজক হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের একাধিপত্য হইল। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মুক্তিপথের পথিক হইলেন, অনেকে ভিক্ষু হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুদিগের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণদিগকে আর মানিতেন না। তাই সাত আটটি নূতন ধর্ম্ম হইল। ইহারা কেহই ব্রাহ্মণ মানে না, চেলাও ঢের করে। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায় খুব বড় হইল। ধর্ম্মের এত পরিবর্ত্তন করিতে কত সময় লাগে? ইউরোপে ভিক্ষু মারিয়া পাদ্রী হয়, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ মারিয়া ভিক্ষু হয়, এইমাত্র তফাৎ কিন্তু এ কাজ করিতে কত বৎসর লাগে? পার্জিটরের মত মানিতে হইলে চারি পাঁচ শত বৎসরে এত কাজ করিতে হয়; কিন্তু তা করা যায় না। ইউরোপে যত দিন লাগিয়াছিল, আমাদেরও তত দিন লাগা উচিত, বরং বেশী।

কুরুক্ষেত্রের পর বেদের ব্রাহ্মণভাগ সৃষ্টি হইতে থাকে। কারণ, ব্রাহ্মণ ত শাখাভেদের পর, আর শাখাভেদ জিনিষটা বেদব্যাসের শিষ্যেরা করেন। তখন ব্যাকরণের কি অবস্থা ছিল? অক্ষর ধরিয়া ব্যুৎপত্তি হইত। 'সা' একটা শব্দ, 'ম' একটা শব্দ, দুইটি মিলাইয়া হইল 'সাম'। ছান্দোগ্য উপনিষদের গোড়াটাই দেখুন না, এ রকম অনেক ব্যুৎপত্তি তাহাতে আছে। 'নদী'র 'ঈ'-কার পূর্ব্বরূপ, 'অর্থে'র 'অ'-কার পররূপ, উভয়ে মিলিয়া 'য'-কার একাদেশ হইল। বেদের মন্ত্র পড়িতে পড়িতে, সংহিতা ও পদপাঠ পড়িতে এই 'য'-কার কোথা হইতে আসিল, এই তর্ক লইয়া সংহিতা-উপনিষৎ হইল। এই সংহিতা-উপনিষৎ অনেক শাখাতেই আছে। এই সকল অতি সামান্য ব্যাকরণের চর্চ্চা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৯০০ ধাতু হইতে সমস্ত শব্দরাশি উৎপন্ন হইয়াছে,—এই মতে উপস্থিত হইতে কত বৎসর লাগে? পাণিনি ত ঐ ১৯০০ ধাতুই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে আর দশ জন ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। দশ থাক ব্যাকরণ লিখিতে কত বৎসর লাগে? পাণিনির সময় ৪০০—৫০০ খৃঃ পূঃ। এই দশ থাক ব্যাকরণ লিখিতে যদি দশ শত বৎসর লাগে, তাহা হইলে ত ১৪০০ বৎসর।

ইউরোপে নাট্যশাস্ত্র কিরূপে আরম্ভ হয়? প্রথম থাকে Mystery play, রোমান্ ক্যাথলিক্ ভিক্ষুরা কথা না কহিয়া প্যাণ্টোমাইম্ করিত। তাহার পর Miracle play হয়। তার পর থিয়েটার হয়। সে থিয়েটারে সিন্ ছিল কি না, সন্দেহ। কিন্তু এই যে স্তরে স্তরে উন্নতি, ইহাতে ইউরোপে কত বৎসর লাগিয়াছিল? আমাদেরও দেবাসুরের যুদ্ধ লইয়া প্রথম প্যাণ্টোমাইম্ আরম্ভ হয়। বর্ষা যায়, শরৎ আসে, এমন সময় দেবতারা অসুরদের

জয় করিয়া এক ইন্দ্রধ্বজ খাড়া করিলেন। এখনও ইন্দ্রধ্বজ নেপালে আছে, মহীশূরে আছে। কৃষ্ণ মথুরায় ইন্দ্রধ্বজ তোলা বন্ধ করিয়া দেন, তাইতে তাঁকে গোবর্দ্ধন ধারণ করতে হয়। দেবতারা ইন্দ্রধ্বজের চারি পাশে কেমন করিয়া অসুর বধ করিয়াছিলেন, তাই প্যাণ্টোমাইম্ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। অসুরেরা ব্রহ্মার কাছে গিয়া নালিশবন্দী হইল,—"আমাদের একে ত হারাইয়াছে, তাহার উপর আবার অপমান করিতেছে!" ব্রহ্মা এলেন, বিষ্ণু এলেন, শিব এলেন,—দেবতারাও সমুদ্র-মন্থন দেখালেন, ত্রিপুরদাহ দেখালেন। তাঁরা বলিলেন, "বাঃ! বাঃ! বেশ হয়েছে!" ব্রহ্মা বলিলেন, "এদের বেশ দেওয়া চাই," বিষ্ণু বলিলেন, "এদের প্রহরণ দেওয়া চাই," শিব বলিলেন, "এদের একটু নাচ দেওয়া চাই।" এই রকমে ক্রমে পাকাপাকি থিয়েটার হয়ে দাঁড়াল। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এ ত নাটকের উৎপত্তি হ'ল,—কত নাটক জন্মাইলে একটা নাট্যসূত্রের দরকার হয়? পাণিনিরও আগে তিন রকম নাট্যসূত্র অন্ততঃ ছিল। এক ত ভরত মুনির, এক শিলালীর, আর এক কৃশাশ্বের। আর কত ছিল, আমরা জানি না। এই সকল সূত্রের ভাষ্য হইত, টীকা হইত, সংগ্রহ হইত, নিরুক্ত হইত, কারিকা হইত। এই সমস্ত সূত্র, ভাষ্য, নিরুক্ত ইত্যাদি একত্র করিয়া, তবে ত নাট্যশাস্ত্র হইয়াছে। নাট্যসূত্রও ইউরোপে এখনও হয় নাই, নাট্যশাস্ত্রও ইউরোপে এখনও হয় নাই। দেবাসুরের যুদ্ধের নকল হইতে থাকে থাকে নাট্যশাস্ত্রে উঠিতে কত সময় লাগে? দু' পাঁচ শত বৎসরে হয় না।

তাই বলিতেছিলাম, পার্জিটার সাহেব যে হাজার খৃঃ পূঃ থেকে পাঁচ শত খৃঃ পূর্ব্বের মধ্যে থাকে থাকে এত সব উন্নতি পুরিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইলে কি থলির ভিতর হাতী পুরা হইত না?

আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহাই বলি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতেই আমাদের ইতিহাস আরম্ভ হওয়া উচিত। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব ৩৭ বৎসর, পরীক্ষিতের রাজত্ব ৩৭ বৎসর, জন্মেজয়েরও প্রায় সেইরূপ,—তাঁহার পুত্র শতানীক, তাঁহার পুত্র অশ্বমেধদত্ত, তাঁহার পুত্র অধিসীমকৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র নিচক্ষু। পরীক্ষিতের সময় ভাগবত তৈয়ারী হয়, জন্মেজয়ের সময় মহাভারত প্রথম প্রকাশিত হয়, শতানীকের সময় ভবিষ্যপুরাণ লিখিতে আরম্ভ করা হয়, বাকী পুরাণ সমস্তই অধিসীমকৃষ্ণের দোহাই দেয়। পুরাণে এই সকল রাজার কাল বর্ত্তমান কাল বলে। ইহার পুর্ব্বের ঘটনা ভূতকাল বলিয়া লেখা হয় এবং ভবিষ্যতের ঘটনা ভবিষ্যতের বিভক্তি দিয়া লেখা হয়। নিচক্ষুর সময় হস্তিনাপুর গঙ্গাসাৎ হইয়া যায়। পাণ্ডববংশীয়েরা তখন কৌশাম্বীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। এই বংশে সঙ্গীত ও নাট্যসূত্রকর্ত্তা ভরতের জন্ম। এই বংশে সম্রাট্ উদয়নেরও জন্ম,—যিনি হস্তিবিদ্যায় অদ্বিতীয়, বীণাবাদনে অদ্বিতীয়, প্রজাপালনেও অদ্বিতীয়। এই উদয়নই বোধ হয়, বুদ্ধদেবের তুল্যকালিক।

এ সকল ইতিহাসের কথা। যাঁহারা বুদ্ধদেবের জন্মকাল হইতে ভারতের ইতিহাস আরম্ভ করেন, তাঁহাদের বলিবার জো নাই। তবে কি এগুলি একেবারেই ইতিহাস নয়?

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শব্দ-সংখ্যা-প্রণালী

পরিচয়

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে সংখ্যা জ্ঞাপনের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অর্ব্বাচীন কালেও তাহার কিছু কিছু ব্যবহার দেখা যায়। উহা সর্ব্বতোভাবে হিন্দুস্থানের নিজস্ব সম্পত্তি। এই প্রণালী-মতে কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করিতে হইলে সরাসরি তাহার নামোল্লেখ না করিয়া, অথবা তন্নির্দ্দিষ্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা অঙ্ক ব্যবহার না করিয়া, তদ্‌বিশিষ্ট কোন বস্তুর নামোল্লেখ করিতে হয়। যথা—জগতে একটা বই দুইটা চন্দ্র নাই, তাই এক সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ চন্দ্র উল্লিখিত হয়। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্, সুতরাং ব্রহ্ম শব্দও সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। এই প্রকারে ভূ, রূপ প্রভৃতি আরও অনেকানেক শব্দনাম এক সংখ্যা বিবক্ষার্থ ব্যবহৃত হয়। মানুষের দুইটি কর ও দুইটি নেত্র; তাই দুই সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ কর ও নেত্র এবং তাহাদের পর্য্যায় শব্দ ব্যবহৃত হয়[১]। এই প্রকারে ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যা এবং তদূর্দ্ধ কতিপয় সংখ্যাও নির্দ্দিষ্ট নামবিশেষের উল্লেখ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে। আবার ঐ সকল শব্দের নামের সুনিয়ন্ত্রিত সমাহারবিশেষের দ্বারা ছোট বা বড় অপর যে কোন সংখ্যা সহজে প্রকাশ করা যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলেন যে, বৃহস্পতি গ্রহ এক মহাযুগে "খদস্রাক্ষিবেদষড়্‌বহ্নি" বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। খ = ০, দস্র = ২, অক্ষি = ২, বেদ = ৪, ষড়্ = ৬, বহ্নি = ৩। এই প্রণালী-মতে সংখ্যানির্দ্দেশক পদগুলি অঙ্কে প্রকাশ করিতে হইলে, যেই ক্রমে পদান্তর্গত এক একটা শব্দনাম লিখিত হয়, নির্দ্দিষ্ট অঙ্কগুলি তদ্‌বিপরীতক্রমে সাজাইতে হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং পাওয়া গেল যে, বৃহস্পতি এক মহাযুগে ৩৬৪২২০ বার ভূপ্রদক্ষিণ করে, এই প্রকার গুণরস = ৬৩, শশিযমশর = ৫২১, সমুদ্রবসুবিষয় = ৫৮৪। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গলে"র রচনার সাল লিখিতে গিয়া বেশ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন,—

> "বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
> এই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা॥"

অর্থাৎ অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে রচিত।

উপযোগিতা

শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশ-প্রণালীর কয়েকটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। প্রথমতঃ উহা ছন্দের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অতি পুরাতন কাল হইতেই হিন্দুরা ছন্দে মনোভাব প্রকাশ

১। অর্ব্বাচীন কালে নেত্র শব্দ কখন কখন তিন সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। মহাদেবের ত্রিনেত্র হইতে ইহার উৎপত্তি। এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা পরে করা যাইবে।

করিতে ভালবাসেন। এমন কি, তাঁহাদের জ্যোতিষ, শিল্প ও গণিত প্রভৃতি বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থগুলিও নানাবিধ ছন্দে লেখা। এক একটা সংখ্যা বা অপর যে কোন ভাব প্রকাশের জন্য বহু শব্দ থাকিলে ছন্দোবন্ধন খুবই সুকর হয়। কারণ, কোন সংখ্যাবাচক শব্দবিশেষের ব্যবহারে ছন্দ না মিলিলে, তৎসংখ্যানির্দ্দেশক অপর একটি শব্দ ব্যবহার করিয়া অনায়াসে অভীপ্সিত ছন্দ রক্ষা করা যায়, অথচ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাও প্রকাশিত হয়। শব্দ দ্বারা সংখ্যা-লিখন-প্রথার উদ্ভাবনাতে সংখ্যাপ্রকাশক শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়াছে; সুতরাং তাহাতে ছন্দোবন্ধন ও গ্রন্থরচনা সহজ হইয়াছে বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই প্রণালী-মতে কোন একটা বৃহৎ সংখ্যাকে স্বল্পাক্ষরে প্রকাশ করা যায়। অধিকন্তু তাহাকে যথাবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া ছোট বড় করা যায় ও বিভিন্ন রকমে ব্যক্ত করিতে পারা যায়। যে কোন একটা বৃহৎ সংখ্যা লইয়া আলোচনা করিলেই এই বিশিষ্টতা উপলব্ধ হইবে। ১৪৩৩২৪ একটা বৃহৎ সংখ্যা। সাধারণ নিয়মে ইহাকে প্রকাশ করিতে গেলে বলিতে হয়, 'এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিন শত চব্বিশ'। শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী অনুসারে বলিতে হইবে, 'বেদযুগগুণরামাব্ধিচন্দ্র,' এই পদটি যে পূর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পাক্ষর, তাহা বলা বাহুল্য। ঐ সংখ্যাটিকে অতি ন্যূন পক্ষে ৩১৪৯১৪৬ বিভিন্ন রকমে প্রকাশ করা যায়[১]। আবার আবশ্যকানুযায়ী ইহাকে আরও সংক্ষিপ্ত করা যায়। যথা, সমুদ্ররদহুতাশনমনু, জিনরামগুণমনু, জিনগুরমনু, ইত্যাদি। এই প্রকারে শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়া ছন্দোবন্ধন যেমন সহজ হয়, গ্রন্থ-বাহুল্য-দোষও তেমন কমে। অবশ্য অঙ্কের দ্বারাও কোন সংখ্যাকে স্বল্পপরিসরের মধ্যে লেখা যায়। কিন্তু অঙ্ক ছন্দের উপযোগী নহে। তৃতীয়তঃ পুরাকালে যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন লোকে হাতে নকল করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পড়িত। অঙ্ক নকল করিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আবার কোন ক্রমে ভুল হইয়া গেলে তাহা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম। ততোধিক কেহ দুরভিসন্ধিবশতঃ কোন সংখ্যা বা তদন্তর্গত কোন একটা অঙ্ক পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলে, অঙ্কের বেলায় তাহা সহজে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা কম; কিন্তু শব্দের বেলায় ভুল বা চুরি অনায়াসে ধরা পড়িত। কারণ, একের পরিবর্ত্তে অপর শব্দ বা অক্ষর বসাইলে ছন্দের যতি-ভঙ্গ হইয়া যাইত। সুতরাং সংখ্যার বিশুদ্ধি রক্ষা বিষয়ে শব্দসংখ্যাপ্রণালী অধিকতর উপযোগী। সম্ভবতঃ এই কারণেই পুরাকালের হিন্দুরা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদিতে সংখ্যা-নির্দ্দেশের এই প্রণালীই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, ঐ সকল গ্রন্থে সংখ্যার বিশুদ্ধি রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। অধুনা স্থলবিশেষে তাহা একটা রীতি হইয়া পড়িয়াছে, আর স্থলবিশেষে তাহা যেন পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

১। মহাবীরাচার্য্যকৃত "গণিতসারসংগ্রহে" ব্যবহৃত সংখ্যাবাচক শব্দের উপর নির্ভর করিয়া এই গণনা করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে ১এর জন্য ১১ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ২এর জন্য ১৪ শব্দ, ৩এর জন্য ১৩ শব্দ এবং ৪এর জন্য ১১ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রতি অঙ্কের জন্য পৃথক্ শব্দ প্রয়োগ করিলে সমগ্র সংখ্যাটি ১১×১১×১৩×১৩×১৪×১১ অর্থাৎ ৩, ১৪৯, ১৪৬ ভিন্ন সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। দুই দুইটি অঙ্কের জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করিয়া আরও বহুসংখ্যক পদের সৃষ্টি করা যাইতে পারে।

উৎপত্তি—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত

শব্দের দ্বারা সংখ্যা-জ্ঞাপন পন্থা যে কখন্ উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা এই পর্য্যন্ত নিশ্চিত হয় নাই। জি, আর, কে (G. R. Kaye) মনে করেন যে, "খৃষ্টীয় নবম শতকে, সম্ভবতঃ প্রাচ্য হইতে" এই প্রকার সংখ্যালিখনপ্রথা ভারতে প্রবেশ করে।[১] এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনি কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু উহা যে সর্ব্বতোভাবে ভুল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তদুল্লিখিত সময়ের চারি শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার গ্রন্থে—বরাহ-মিহির কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ও বৃহৎসংহিতায় তাহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দুরা যে অপর কোন প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য জাতি হইতে উহা গ্রহণ করেন নাই, তাহাও অবিসংবাদিরূপে সত্য। কারণ, অপর কোন জাতির মধ্যে, সংস্কৃত ও অপর কতিপয় ভারতীয় ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষার মধ্যে সংখ্যা নির্দ্দেশের এই প্রকার পন্থার চিহ্ন পাওয়া যায় না। ওয়েবর ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।[২] তিনি বলেন যে, শ্রৌতসূত্রের যুগেই এই প্রকার সংখ্যালিখন-*প্রথার প্রথম প্রচলন হয়*[৩] ও *তাঁহার মতের সমর্থকরূপে তিনি দুইটা প্রমাণও* উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে[৪] আছে,—"দক্ষিণা গায়ত্রীসম্পন্না ব্রাহ্মণস্য" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দক্ষিণা গায়ত্রী (=২৪)-সম্পন্ন। সেইরূপ লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রে আছে[৫]—"গায়ত্রী-সম্পন্না দক্ষিণা ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ, জগতীসম্পন্না রাজা"। অর্থাৎ "ব্রাহ্মণকে গায়ত্রী (=২৪)-সম্পন্ন দক্ষিণা দিবে, ক্ষত্রিয়কে জগতী (=৪৮)-সম্পন্ন (দক্ষিণা দিবে)"। এই উভয় স্থলেই গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ২৪ সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে। শেষোক্ত বচনে জগতী শব্দের দ্বারা ৪৮ সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে। গায়ত্রী একটা বৈদিক ছন্দের নাম; তাহার তিনটা পাদ; প্রতি পাদে আটটি অক্ষর;[৬] সুতরাং সমগ্র ছন্দে একুনে ২৪টি অক্ষর। জগতীও একটা বৈদিক ছন্দের নাম; তাহার চারি পাদ; প্রতি পাদে ১২ অক্ষর;[৭] সুতরাং সমগ্র ছন্দে একুনে ৪৮ অক্ষর। অপরাপর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ওয়েবরকে অনুসরণ করিয়াছেন।

বেদে সংখ্যার দ্বারা শব্দ-নির্দ্দেশ

বেদে দেখা যায় যে, কখন কখন সংখ্যার দ্বারা তৎসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তুকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আছে,[৮]—

১। G. R. Kaye, *Indian Mathematics*, Calcutta, 1925, p. 31.

২। W. Weber, *History of Indian Literature*, English translation by Mannand Zachariæ, London (1878), p. 60.

৩। W. Weber, *Indische Studien*, vol. viii, pp. 166 sq.

৪। ১০।১।১৫ ৫। ৯।৪।১৩

৬। পিঙ্গল ছন্দঃসূত্র, ৩।৩

৭। ঐ ৩।৪ ৮। ৭।১০৩।৯

"দেবহিতিং জুগুপুর্দ্বাদশস্য ঋতুং নরো না প্রমিনংত্যেতে"

ভাষ্যকার সায়ন বলেন, "দ্বাদশস্য দ্বাদশমাসাত্মকস্য সংবৎসরস্য"; অর্থাৎ এই ঋকে দ্বাদশ সংখ্যার উল্লেখ দ্বারা বৎসরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ,দ্বাদশ মাসে এক বৎসর; সুতরাং "দ্বাদশস্য ঋতুং" অর্থ 'বৎসরের ঋতু'। এইরূপে উদ্ধৃত ঋকের অর্থ হইবে, "নেতা মণ্ডূকগণ দেবকৃত বিধান রক্ষা করে। ইহারা দ্বাদশ (মাসের) ঋতুগণকে হিংসা করে না"[১]। অথর্ব্ব-বেদে আছে,[২]—"ওঁ যে ত্রিসপ্তা পরিযন্তি" ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ত্রিসপ্ত গমন করে ইত্যাদি। ত্রিসপ্ত পদের ভাষ্যে সায়ন লিখিয়াছেন, "ত্রিসংখ্যাক্রান্তা যে সন্তি তে সর্ব্বে অত্র ত্রিশব্দেন বিবক্ষিতাঃ"। তদ্রূপ "যে সপ্তসংখ্যাক্রান্তাঃ সন্তি তে সর্ব্বে অত্র সপ্তশব্দেন অভি-মতাঃ"। সুতরাং ঐ স্থলে সংখ্যার দ্বারা তৎসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তুই বিবক্ষিত হইয়াছে দেখা যায়। অথর্ব্ববেদের অন্যত্র আছে,[৩]—

"অশীতিভিস্তিসৃভিঃ সামগেভিরাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ"

সায়ন মনে করেন যে, এই স্থলে ত্রি-অশীতি শব্দের দ্বারা গায়ত্রী, উষ্ণিঃ ও বৃহতী তৃচকে অথবা তৎপ্রতিপাদ্য ইন্দ্র দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "তাভিস্তৎসংখ্যাক্রান্তাস্তৃচৈঃ তৎপ্রতি-পাদ্যেন্দ্রদেবতায়া বা"। কারণ, ঐতরেয় আরণ্যকে তাহাদের প্রত্যেকের অশীতিসংখ্যকের উল্লেখ করিয়া তৃচ সংজ্ঞা করা হইয়াছে[৪]। অপর এক স্থলে অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন[৫],—

"নবৈব তা নবতয়ো যা ভূমির্ব্যধূনুত।
প্রজাং হিংসিত্বা ব্রহ্মাণীমসংভব্যং পরাভবন্॥"

এখানে নবনবতি সংখ্যার দ্বারা শম্বরের নবনবতি পুর বিবক্ষিত হইয়া থাকিবে। ইন্দ্র কর্ত্তৃক তাহাদের ধ্বংসের উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখা যায়।[৬]

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে,[৭]—"একস্মৈ স্বাহা, দ্বাভ্যাং স্বাহা, ত্রিভ্যঃ স্বাহা।"...ইত্যাদি। এই প্রকারে এক হইতে উনিশ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সংখ্যা উল্লেখে স্বাহা করিয়া পরে ২৯, ৩৯, ৪৯,...৯৯, ১০০, ২০০ প্রভৃতি সংখ্যাকে স্বাহা করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী নয়টি সূক্তেও উক্ত প্রকারে বিভিন্ন সংখ্যাকে স্বাহা করা হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে যে প্রত্যেক সংখ্যার উল্লেখে তৎসংখ্যাবিশিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া স্বাহা করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সায়ন বলেন যে, এক সংখ্যার দ্বারা প্রজাপতি বিবক্ষিত

১। রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদ।
২। ১।১।১
৩। ২।১২।৪
৪। ঐতরেয় আরণ্যক, "গায়ত্রী তৃচাশীতিঃ ঔষ্ণিহী তৃচাশীতিঃ বার্হতী তৃচাশীতিঃ।" (১।৪।৩)
৫। ৫।১৯।১১
৬। ১।৫৪।৬
৭। ৭।২।১১

হইয়াছে। কারণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে,—"একস্মৈ স্বাহেত্যাহ, প্রজাপতির্ব্বা একঃ। তমেবাপ্নোতি"। প্রজাপতি এক হইলেও তাঁহার বহু বিভাব। সেই বিভাবগুলি দুই, তিন বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখা যায়। সুতরাং ঐ সকল সংখ্যার উল্লেখ দ্বারা তত্তৎসংখ্যক বিভাবকে, ততোধিক তদ্‌বিশিষ্ট প্রজাপতিকে প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন,—"অস্য চ সর্ব্বাত্মকত্বাৎ যে যে দ্বিত্বাদিসংখ্যাবিশিষ্টাঃ পদার্থাস্তে সর্ব্বেঽপি প্রজাপতিরূপাঃ।"

কি প্রকারে যে শব্দ ও সংখ্যার মধ্যে এই নিগূঢ় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল, তৈত্তিরীয় সংহিতার কয়েকটি সূক্তে[১] তাহা সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তথায় ছয় সংখ্যাকে ঋতুর সঙ্গে, ১৫, ১৭, ২১, ৩৩, ২৪, ৪৪, ৪৮ প্রভৃতি সংখ্যাকে তত্তৎসংখ্যক স্তোমের সঙ্গে, আবার তাহার কোন কোনটাকে তদক্ষরবিশিষ্ট বৈদিক ছন্দের সঙ্গে নিগূঢ়রূপে সম্পর্কিত করা হইয়াছে। তাহারা সমতুল্য। সায়ন বলেন,—"ষট্‌সংখ্যাদ্বারেণর্ত্তুপ্রাপ্তিঃ। তদ্দ্বারা সংবৎসর-প্রাপ্তিঃ," "চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাদ্বারা গায়ত্রীপ্রাপ্তিঃ, তদ্দ্বারা চ ব্রহ্মবর্চ্চসপ্রাপ্তিঃ।" ইত্যাদি। এইরূপ ৪৪ = ত্রিষ্টুভঃ, ৪৮ = জগতী ইত্যাদি।

শব্দের দ্বারা সংখ্যা-জ্ঞাপন—ভগ্নাংশ

বেদে কখন কখন শব্দ দ্বারা সংখ্যাও নির্দ্দেশিত হইত। বিশেষভাবে ভগ্নাংশগুলিই এই উপায়ে বেশী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে দেখা যায়। এক চতুর্থাংশ বুঝাইতে তখন পাদ শব্দ উল্লিখিত হইত। এখনও হইয়া থাকে। এই সংজ্ঞার উৎপত্তি বিষয়ে বলা হয় যে, গরুর চারিটি পা। চারিটার একটাকে একপাদ বা শুধু পাদ বলিতে হয়। এইরূপে পাদ শব্দ $\frac{1}{4}$ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে লাগিল[২]। সংস্কৃত শ্লোকের চারি ভাগের এক ভাগকেও পাদ বা চরণ বলা হয়। ছন্দঃ-প্রিয় বৈদিক ঋষি এই কারণেও এক চতুর্থাংশ অর্থে পাদ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। এই প্রকার শফ = $\frac{1}{8}$, কুষ্ঠ = $\frac{1}{12}$, কলা = $\frac{1}{16}$। শফ অর্থ ক্ষুর। গরুর আটটি ক্ষুর, তাই ক্রমে অষ্টাংশ বুঝাইতে শফ শব্দ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কুষ্ঠ শব্দের উৎপত্তি জানা নাই। কলা শব্দের ব্যবহার চন্দ্র হইতে। চন্দ্রের ষোল কলা বা অংশ, প্রতি তিথিতে তাহার এক একটা ক্ষয় বৃদ্ধি হয়; সুতরাং এক কলা ষোল ভাগের এক ভাগ[৩]। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,

---

১। ৭।২।৫—৬। এই প্রকারের দৃষ্টান্ত তৈত্তিরীয় সংহিতায় বিরল নহে।

২। পরবর্ত্তী কালে পাদ = অঙ্‌ঘ্রি = ৪, এই ব্যবহার ও পাওয়া যায়।

৩। অর্ব্বাচীন কালে কলা শব্দ কখন কখন ১৬ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ও ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। মনোহর দাস প্রণীত "অনুরাগবল্লী"র সমাপ্তি-সন লিখিত আছে,—

"বসুচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্রসিতেঽমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যান্তুপূর্ণানুরাগবল্লিকা।"

বসু = ৮, চন্দ্র = ১, কলা = ১৬; অর্থাৎ ১৬১৮ শকে।

"ষোড়শকলঃ পুরুষঃ"[১]। তদ্রূপ আপস্তম্বশুল্বসূত্রে আছে,[২]—"তৃতীয়েন নবমী কলা" এই উভয় স্থলেই "কলা" শব্দ "অংশ" বা "ভগ্নাংশ" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রকৃত উৎপত্তি বেদে

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংখ্যার দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ এবং বস্তুর নামের দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশ, এই উভয় প্রথা সামান্যবিশেষ ভাবে বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল। উভয়ে প্রকৃত পক্ষে এক পর্য্যায় ভুক্ত। সংখ্যা ও তদ্বিশিষ্ট বস্তুর নাম, এই উভয়ের অন্তর্নিহিত সম্পর্কটাকে মুখ্যরূপে মানিয়া লইলে একের গ্রহণে অপরের গ্রহণ স্বতঃই হয়। গুণ ও গুণীর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য ও নিত্য। হিন্দুর দর্শনে এই তত্ত্বটি চিরকাল স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বিশেষণের উল্লেখে তদ্বিশিষ্ট বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া বাক্য প্রয়োগ করার প্রথা এ দেশে অতি প্রাচীন ও সাধারণ। ইহার জন্য দার্শনিক পরিভাষাও সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, শব্দসংখ্যালিখনপ্রণালীর প্রকৃত উৎপত্তি বেদে। ইহার মধ্যে এই মাত্র বিশেষ আছে যে, সংখ্যার দ্বারা শব্দ নির্দ্দেশের দৃষ্টান্ত বেদে যত পাওয়া যায়, শব্দের দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশের দৃষ্টান্ত (ভগ্নাংশ ব্যতীত) তত পাওয়া যায় না। যাহা হউক, পরে পরে প্রথমোক্ত প্রথা পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু অপর প্রথার প্রচলন রহিয়া গেল। অধিকন্তু নব নব শব্দ-সম্পদের প্রয়োগে, নব নব তত্ত্বের অবতারণায় কালক্রমে তাহা সঞ্জীবিত ও অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। আমরা এখন তাহারই আলোচনা করিব।

ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতসূত্র

শব্দের দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দেশের প্রথা বেদের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতসূত্রাদিতেও সামান্য-বিশেষভাবে চলিয়া আসিয়াছে। কাত্যায়ন ও লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা গিয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে[৩] এবং শতপথ ব্রাহ্মণে[৪] 'কৃত' (= ৪) শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[৫] 'বিরাট' ও 'পঙ্‌ক্তি' শব্দ কয়েক স্থলেই সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিরাট (= ১০) শব্দের ব্যবহার বৌধায়নের শুল্বসূত্রেও পাওয়া যায়[৬]। সংখ্যার প্রতি স্বাহাকারী যেই সূক্তটি ইতিপূর্ব্বে তৈত্তিরীয়সংহিতা হইতে আহৃত হইয়াছে, তাহা—

১। ৬।৭।১

২। ৪র্থ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক

৩। "যে বৈ চত্বারঃ স্তোমা কৃতং তৎ," তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।৫।১১।১)

৪। "চতুষ্টোমেন কৃতেন অয়ানাং," শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩।৩।২।১)

৫। ২।২৪ ; ৩।২৩ ; ৪।১৬, ১৮ ; ৫।৪, ৬, ১৯ ; ৬।২৯

৬। ১।৭৮

সামান্যবিশেষ পরিবর্ত্তিতরূপে মৈত্রায়ণী সংহিতা[১], কৌষীতকী সংহিতা[২], শতপথ ব্রাহ্মণ[৩], আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র,[৪] কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র[৫] ও বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে[৬] পুনরুক্ত হইয়াছে। আরও বিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই একটা দৃষ্টান্ত ব্যতীত সংখ্যার দ্বারা শব্দ নির্দ্দেশের অপর কোন দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থাদিতে বিরল। অপরন্তু শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশ প্রথার প্রচলন ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে।

অনিশ্চয়তা-দোষ

এই প্রকারে সংখ্যা নির্দ্দেশের একটা দোষ আছে। দার্শনিকের পরিভাষায় এই ব্যবহারটা হইল লক্ষণাপ্রয়োগ। সুতরাং লক্ষণাপ্রয়োগের যাহা দোষ, তাহা ইহাতে থাকিবার কথা। গুণ ও গুণীর সম্পর্ক কতকটা নিত্য হইলেও একই গুণ বহু বস্তুতে থাকিতে পারে। আবার একই বস্তুর বহু গুণও থাকিতে পারে। সুতরাং লক্ষ্যার্থ ধরিয়া শব্দ প্রয়োগ করিতে গেলে কথঞ্চিৎ অনিশ্চয়তা-দোষ থাকিয়া যায়। ঐ সকল স্থলে স্থান, কাল ও ঔচিত্য বিচার করিয়া এক কথায় বক্তার অভিপ্রায় বুঝিয়া বাক্যের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একই 'বিরাট' শব্দ কখন ১০ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থে[৭], কখন বা ৩০ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থে[৮] ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। বস্তুতঃ বিরাট একটা ছন্দের নাম; তাহার তিন পাদ; প্রতি পাদে সাধারণতঃ ১০ অক্ষর; সুতরাং একুনে বিরাট ছন্দে ৩০ অক্ষর। সমষ্টি পাদস্থ অক্ষরের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বিরাট শব্দ ৩০ সংখ্যার বাচক। আর ব্যষ্টি পাদস্থ অক্ষরের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিরাট ১০ সংখ্যার বাচক।[৯] আর একটি বৈদিক ছন্দের নাম পঙ্‌ক্তি; তাহার পাঁচ পাদ; প্রতি পাদে ৮ অক্ষর; সুতরাং একুনে ৪০ অক্ষর[১০]। পাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈদিক সাহিত্যে ৫ সংখ্যা বিবক্ষার্থে পঙ্‌ক্তি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে[১১]। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে দশাক্ষরা ছন্দকে পঙ্‌ক্তি বলা হইত। সুতরাং তখন পঙ্‌ক্তি শব্দ হইল ১০

১। ৩।১২।১৫
২। ২।১—১০ (অশ্বমেধ)
৩। ১২।২।১।৫,৬
৪। ২০।১০।৭ ৫। ২০।৪।৩২ ৬। ১৫।২১
৭। ৩।২৩; ৪।১৮; ৫।১৯ ৮। ৪।১৬

৯। বিরাটের অক্ষর সংখ্যা সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে মতভেদ দেখা যায়। কোথাও দেখা যায়—বিরাট দশাক্ষরা (৬।২০); কোথাও বিরাট ত্রিংশদক্ষরা (৪।১৬); আর কোথাও বা ৩৩ অক্ষরা (২।৩৭)। প্রকৃতপক্ষে বিরাটের পাদ সম্বন্ধে কোন মতভেদ দেখা যায় না। প্রতি পাদস্থ অক্ষর সংখ্যা সম্বন্ধেই ভেদ—এক একটি পাদ নবাক্ষরা, দশাক্ষরা বা একাদশাক্ষরাও হইতে পারে। তবে দশাক্ষরা প্রয়োগই অধিক।

১০। পিঙ্গল ছন্দঃসূত্র (৩।৩৭-৪৮) দেখ।

১১। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২।২৪; ৫।৪, ৬; ৬।২৯

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, "অথো পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ" (৮।১।১০), "পঙ্ক্ত্য আঙ্‌ক্তে পঞ্চাক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ" (৬।১।১)। বৃহদ্দেবতা ১।৮৬

সংখ্যার বাচক[১]। শব্দরত্নাবলী ও পদ্মপুরাণে অযোধ্যার রাজা দশরথকে 'পঙ্‌ক্তিরথ' বলা হইয়াছে[২]।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অথর্ব্ববেদ হইতে ত্রিসপ্তের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু কোন্ বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া যে উহার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা বলা হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে ঐ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলাও যায় না। ত্রিসপ্তের ব্যাখ্যায় সায়ন বিচক্ষণ বুদ্ধি ও বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়া যাইতেছি। সায়ন বলেন যে, 'ত্রিসপ্ত' এই সমাসবদ্ধ পদকে তিন রকমে বিশ্লেষণ করা যায়। (১) "ত্রয়ো বা সপ্ত বা", (২) "ত্রিঃ সপ্ত", অর্থাৎ তিনটা সপ্ত, এবং (৩) "ত্রিগুণিতা সপ্তসংখ্যা" অর্থাৎ একবিংশতি। প্রথম অর্থে ত্রি বুঝাইবে পৃথিব্যাদি ত্রিলোক ; তাহাদের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নি, বায়ু আদিত্য ; ত্রিগুণ ; অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সপ্ত বুঝাইবে, সপ্ত ঋষি, সপ্ত গ্রহ, সপ্ত মরুদ্গণ, সপ্ত লোক, অথবা সপ্ত ছন্দ। দ্বিতীয় অর্থে ত্রিসপ্ত বুঝাইবে সপ্ত দিশ, সপ্ত ঋত্বিজ ও সপ্ত আদিত্য ;[৩] অথবা সপ্ত সিন্ধু, সপ্ত লোক ও সপ্ত দিক্[৪] ; অথবা সপ্ত গ্রহ, সপ্ত ঋষি ও সপ্ত মরুদ্গণ। তৃতীয় অর্থে ত্রিসপ্ত —দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, ত্রিলোক ও আদিত্য, এই একবিংশতি বস্তুকে বুঝাইতে পারে ; অথবা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও এক অন্তঃকরণ, এই একবিংশতি। সায়ন আরও বলেন যে, এই প্রকার সংখ্যাবিশিষ্ট যে যে দেবতা আছেন, ত্রিসপ্ত শব্দে তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে। "এবং উক্তলক্ষণাস্ত্রিসপ্তসংখ্যা যে দেবাঃ পরিযন্তি।" অনিশ্চয়তাদোষযুক্ত আরও কতিপয় সংখ্যাবাচক শব্দের আলোচনা পরে করা যাইবে।

পরবর্ত্তী যুগ—জ্যোতিষ, পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র

ইতিপূর্ব্বে উক্ত শাস্ত্র ব্যতীত অপরাপর কোন কোন শাস্ত্রেও শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশ পন্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে বেদাঙ্গজ্যোতিষের কথা। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতকে লেখা। তাহাতে আপ (= ৪), অয় (= ৪), যুগ (= ১২), রূপ (= ১), গণ (= ভগণ = ২৭), ভসমূহ (= ২৭), এবং তিথি (= ১৫) শব্দের সংখ্যার্থ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৫] বরাহমিহির, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ পরবর্ত্তী কালের হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্গণের

১। মেদিনীকোষ দ্রষ্টব্য। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে আছে, "যস্য দশ তা পঙ্‌ক্তিঃ (৯.২), "চত্বারিংশদক্ষরা পঙ্‌ক্তিঃ" (১৭।৩)

২। "অযোধ্যায়াং মহারাজঃ পুরা পঙ্‌ক্তিরথো বলী।
তস্যাত্মজো রামচন্দ্রঃ সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ।"—পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড।

৩। ঋগ্বেদ (৯।১১৪।৩) দ্রষ্টব্য।

৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (২।৮।৩।৮) দ্রষ্টব্য।

৫। বেদাঙ্গজ্যোতিষ বিষয়ে পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় গণিতজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় "যাজুষ জ্যোতিষ" ও "আর্চ জ্যোতিষ" নাম দিয়া দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহাতে শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশ প্রথা দেখা যায়। যাজুষ জ্যোতিষ—১৩, ২০, ২৩; ২৫ ও আর্চ জ্যোতিষ—৮, ১৯, ৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থে বিশেষভাবে এই প্রণালীতে সংখ্যা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রেও (খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে) এই প্রকারের দুই চারিটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়[১]। যথা—অক্ষ (= ৫), নক্ষত্রমালা (= ২৭), পাদ (= ¼) ও সপাদ (= ১¼)। পিঙ্গল প্রণীত ছন্দঃসূত্রে এই প্রয়োগের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ছন্দঃসূত্রে শব্দসংখ্যালিখন প্রথাই বিশেষ ভাবে অনুসৃত হইয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থে এত প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে ভগ্নাংশ ব্যতীত, সংখ্যানির্দ্দেশক পাঁচ ছয়টির বেশী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। বেদাঙ্গজ্যোতিষে সর্ব্বসমেত ৭টি শব্দের উল্লেখ আছে। আর পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্রের ন্যায় স্বল্পকলেবর গ্রন্থে প্রায় ২০টি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়[২]। তাই মনে হয় যে, ঐ সময়ে এই প্রকারের সংখ্যানির্দ্দেশপ্রণালী শাস্ত্রকারগণের প্রিয় হইয়া থাকিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, পিঙ্গল-ছন্দঃসূত্র খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বে লেখা[৩]। মহাভারতেও শব্দসংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়[৪]।

স্থানীয়-মানের অবতারণা—খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক

শব্দের দ্বারা সংখ্যাজ্ঞাপনকারী যে সকল গ্রন্থের নাম এই পর্য্যন্ত উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিতে সংখ্যাজ্ঞাপক শব্দ স্থানীয়-মান সহকারে ব্যবহৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয়-মানের অবতারণার পূর্ব্বে সংখ্যানির্দ্দেশের এই প্রথাটিকে বৈদিক কাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও একটা সংখ্যাজ্ঞাপক পূর্ণাঙ্গ প্রণালী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, তদ্ব্যতীত ছোট বা বৃহৎ যে কোন সংখ্যাকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না। কখন হইতে যে শব্দগুলি সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ স্থানীয়-মান সহকারে ব্যবহৃত হইতে লাগিল, সেই বিষয় এই পর্য্যন্ত প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে[৫]। স্মিথ ও কার্পিনিস্কি মনে করেন যে, "স্থানীয়-মান সহ শব্দের ব্যবহার অন্তত পক্ষে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে আরম্ভ হয়।"[৬] বরাহমিহিরের (৫০৫ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থ দৃষ্টান্তে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তদপেক্ষাও আগেকার প্রমাণ দুর্ল্লভ নহে। আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা উপস্থিত করিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ভট্টোৎপল (৯৬৬ খৃষ্টাব্দ) বৃহৎসংহিতার স্বপ্রণীত টীকায় "মূল পুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন[৭],—

১। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ডাক্তার শ্যামশাস্ত্রী প্রকাশিত।

২। ছন্দঃসূত্রে ৫৩ স্থলে শব্দসংখ্যার প্রয়োগ আছে।

৩। Macdonell—*History of Sanskrit Literature*, 1904, ch. ix.

৪। মহাভারত, বনপর্ব্ব, শব্দকল্পদ্রুমে ধৃত।

৫। অতঃপর যখনই শব্দ-সংখ্যা-প্রণালীর উল্লেখ হইবে, তখন স্থানীয় মান সহ শব্দের ব্যবহার বুঝিতে হইবে।

৬। D. E. Smith and L. C. Karpinski, *The Hindu-Arabic Numerals*, Boston, 1911, p. 38.

৭। বৃহৎসংহিতা, ভট্টোৎপলকৃত টীকা সহিত, সুধাকর দ্বিবেদী সংস্করণ, কাশী, ২৭ পৃষ্ঠা।

"খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশররাত্রয়ঃ।
ভানাং চতুর্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ইহাতে শব্দসংখ্যা-লিখনপ্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। পুলিশসিদ্ধান্ত অতি পুরাতন জ্যোতিষগ্রন্থ। কত পুরাতন, বলা যায় না। তাহার রচনাকাল বস্তুতঃ অজ্ঞাত। বরাহের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় যে পাঁচখানি সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন আছে, পুলিশ-কৃত সিদ্ধান্ত তাহার অন্যতম। সুতরাং পুলিশ যে বরাহের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নিশ্চিত। বরাহ বলেন যে, পুলিশসিদ্ধান্তের লাটকৃত এক সংস্করণ ছিল[১]। সুতরাং মূল সিদ্ধান্ত তাহারও বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে। পরে পরে ঐ সিদ্ধান্তের আরও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়[২]। স্বয়ং ভট্টোৎপল ঐ প্রকারের দুইখানি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটাকে তিনি বলিয়াছেন "পুলিশসিদ্ধান্ত", অপরটির নাম দিয়াছেন "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত"। থিবো[৩] মনে করেন যে, মূলপুলিশসিদ্ধান্ত ৪০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং বলিতে হয় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতকেও সংখ্যানির্দ্দেশক নাম স্থানীয় মান সহকারে ব্যবহৃত হইত।

শিলালেখ ও তাম্রলেখ

৮৯৮ বিক্রম-সংবতের (=৮৪২।৩ খৃষ্টাব্দ) এক শিলালেখে শব্দসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার দেখা যায়[৪]। ভারতবর্ষের বাহিরে কম্বোজ-রাজ্যের রাজধানী বায়াং নগরীতে প্রাপ্ত ৬০৪ ও ৬২৫ খৃষ্টাব্দের দুইখানি শিলালেখে উহা ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ আছে[৫]। তখনকার দিনের কম্বোজ-রাজ্যে হিন্দুসভ্যতা প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ উহা ছিল হিন্দু উপনিবেশ। ঐ প্রকারের সংখ্যা-লিখন-প্রণালী ভারতবর্ষ হইতেই তথায় গিয়াছিল। শিলালেখ দুইটির ভাষা সংস্কৃত। মূলে আছে—"রসাশ্বিবাণ" (৫২৬) ও "ঋতুসমুদ্রেন্দ্রিয় (৫৪৬) শককাল। এই দুইটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার পরের অনেক শিলালেখে শব্দসংখ্যার ব্যবহার দেখা যায়[৬]। অপর হিন্দু উপনিবেশ যবরাজ্য ও চম্পারাজ্যে প্রাপ্ত বহু শিলালেখে উহার ব্যবহার আছে[৭]।

১। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১ম অধ্যায়, ৩য় শ্লোক।

২। পুনঃ পুনঃ সংস্করণে মূল গ্রন্থ বহুল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে ঐ নামের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না—মূল ও সংস্করণ, সকলই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৩। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, থিবো এবং দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, ভূমিকা, ৬০ পৃষ্ঠা।

৪। *Indian Antiquary*, vol. XIV, p. 45 ; compare also vol. vii, p. 16.

৫। Barth, *Inscriptions Sanscrites de Campa et du Cambodge*, 1885, pp. 34-6 ; quoted by Dr. Bijanraj Chatterji, *Indian Cultural Influence in Cambodia*, 1928, pp. 47-8.

৬। *Indian Antiquary*, vol. vxi, pp. 47 sq.

৭। R. C. Mazumdar—*Ancient Indian Colonies in the Far East*, vol. I—Champa, Lahore, 1927. Vide Inscriptions Nos. 16, 20-24, 26, 30-32, 35, 37-47, 52-55, 60, 62, 79, 84, 94, 121.

প্রাকৃত ভাষায় শব্দসংখ্যার অভাব

যদিও অতি প্রাচীন কাল হইতেই সংস্কৃত-সাহিত্যে শব্দের দ্বারা সংখ্যা-নির্দ্দেশের প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তথাপি পালি ও অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতি সমসাময়িক অপর ভারতীয় সাহিত্যে তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। পালি বৌদ্ধধর্ম্মের ভাষা[১]; আর অর্দ্ধমাগধী ছিল জৈন ধর্ম্মের ভাষা। খৃষ্টীয় অব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ঐ দুই ভাষার চর্চ্চা ভারতবর্ষে প্রবল ছিল। তাহাদের সম্পদ্‌ও কম নহে। সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত সংখ্যা-নির্দ্দেশের এমন সুন্দর ও উপযোগী প্রণালীটি কেন যে ঐ দুই সাহিত্যে অনুসৃত হইত না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়[২]। ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে সকল শব্দ সংখ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, তাহার কোনটাতে বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। বৌদ্ধশাস্ত্র বা বৌদ্ধদর্শন ইত্যাদি হইতে নির্ব্বাচিত কোন শব্দ এই পর্য্যন্ত পাই নাই। জৈনপ্রভাবও অতি যৎসামান্য জিন (=২৪) ও সিদ্ধ (=২৪) শব্দ দুটি বরাহমিহিরের কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। তদ্ব্যতীত অপর কোন শব্দে জৈনপ্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। খৃষ্টীয় নবম শতকে জৈন গণিতজ্ঞ মহাবীরাচার্য্য, সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র হইতে কতিপয় শব্দ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে সেগুলি স্বীকৃত হয় নাই দেখা যায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, ভারতের বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাবের যুগের পূর্ব্বে, সংস্কৃতভাষী কোন বৈদিক হিন্দু পণ্ডিত শব্দ-সংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। পূর্ব্বপ্রচলিত বৈদিক প্রথা হইতে তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট সঙ্কেত পান বটে, কিন্তু নব নব শব্দ-সম্পদ্‌ আহরণ করিয়া, তাহাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তোলার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁহারই। প্রথম প্রথম উহা অতি অল্পসংখ্যক (—তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যাদি ও অনুগত—) লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, অপর সাধারণে তাহা বুঝিত না। কোন সাঙ্কেতিক ভাষার গুপ্ত সংখ্যা-নির্দ্দেশ-পন্থারূপে হয় ত বা ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বহু কাল এইরূপে ব্যবহৃত হওয়ার পর,

---

১। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার লুডার্স সেদিন কলম্বো নগরীর এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পালি আদিতে ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশের ভাষা ছিল। মগধের ভাষা ছিল অর্দ্ধমাগধী। ভগবান্‌ বুদ্ধ ঐ ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনগ্রন্থাদি প্রথমে অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। পরে কারণবশতঃ তাহা পালিতে ভাষান্তরিত করা হয়। এই বিষয়ে তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা নাকি বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। এই মতবাদ প্রকৃত হইলে পালিতে শব্দ-সংখ্যার ব্যবহার না থাকা আশ্চর্য্য নহে।

২। বৃহদ্‌গচ্ছের গুর্ব্বাবলীতে নিম্নলিখিত দু'টি গাথা দেখিতে পাওয়া যায়,—

সুন্নমুনিবেয়জুত্তো (৪৭০)

জিনকলা বিক্কমো ববিসসট্ঠী (৬০)।

ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় দশম শতকে রচিত। কিন্তু এই প্রকার প্রমাণও অতীব বিরল। *Indian Antiquary*, vol. xi, p. 252.

পিঙ্গলের সময়ে তাহা ধীরে ধীরে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। এই প্রকারের মতবাদ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনুমানের উপরই বেশী নির্ভর করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাকে একেবারে অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। কারণ, বিশদ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া শব্দ-সংখ্যা-প্রণালী প্রায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় ছিল। অধিকন্তু তাহার মধ্যে পৌরাণিক অপেক্ষা বৈদিক প্রভাবই বেশী বিদ্যমান।

সংখ্যার্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রাচীনতা

বর্ত্তমান সময়ে বিদিত যেই সকল গ্রন্থে শব্দসংখ্যার বহুল প্রচলন পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বরাহমিহির প্রণীত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহৎসংহিতা ও বৃহজ্জাতক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুপরিচিত। ব্যবহৃত শব্দের উপপত্তি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কথঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বৃহজ্জাতকে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত[১]। অপর দুই গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ বেদ, সংহিতা ও দর্শনাদি শাস্ত্র হইতে নির্ব্বাচিত। ফলিত জ্যোতিষ-সম্পর্কিত কোন শব্দের প্রয়োগ এগুলিতে নাই। সুতরাং শব্দ নির্ব্বাচনের হিসাবে ইহাদিগকে ভিন্ন প্রণালী বলা যাইতে পারে। কোন প্রণালীতে একই শব্দ দুই সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু দুই একটি শব্দ বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন সংখ্যার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—অর্থ। জাতকের মতে লগ্ন হইতে দ্বিতীয় ঘরে অর্থ বিচার করিতে হয়, তাই বৃহজ্জাতকে অর্থ শব্দ দ্বি সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় অর্থ = ৫। মানুষের ইন্দ্রিয় পাঁচটা; সুতরাং তাহার বিষয় বা অর্থও পাঁচটা। কিন্তু উভয় প্রণালী মতেই বিষয় = ৫। সেই প্রকার জাতক ভিন্ন শাস্ত্র হইতে নির্ব্বাচিত অপর শব্দও উভয় প্রণালীতে একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—রস = ৬, রুদ্র = ১১, মনু = ১৪, কৃত = ৪ ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী লেখকেরা পঞ্চসিদ্ধান্তিকার প্রণালী স্বীকার করিয়াছেন। ফলিত-জ্যোতিষের প্রণালীর ব্যবহার দেখা যায় না[২]। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যদিও পরবর্ত্তী গ্রন্থকারেরা বরাহের ব্যবহৃত শব্দের বিভিন্ন পর্য্যায় শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন, নব নব তত্ত্বের বিচার দ্বারা বা অপর যুক্তিযুক্ত উপায়ে নূতন শব্দসংখ্যার উদ্ভাবনায় কোন চেষ্টা করেন নাই। জৈন মহাবীর সামান্য কয়েকটি নূতন শব্দ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অপর কর্ত্তৃক যে সেগুলি স্বীকৃত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। সুতরাং মূল বিষয়ই এক রকম পরিবর্ত্তনহীন অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। বরাহের পূর্ব্ববর্ত্তী পুলিশসিদ্ধান্তে ও সূর্য্যসিদ্ধান্তেও বরাহের ব্যবহৃত শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়[৩]। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, পুলিশেরও বহু

১। বৃহজ্জাতকে স্থানীয়-মানের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

২। অতি আধুনিক সময়ে দুই এক স্থানে দেখা যায়। যথা—রন্ধ্র = ৮। ফলিতজ্যোতিষ মতে লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান রন্ধ্র।

৩। ভট্টোৎপলধৃত মূল পুলিশসিদ্ধান্তের বচনে আছে, রাত্রি = ১। অপর কুত্রাপি এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না।

পূর্ব্ব সময় হইতে শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং প্রণালীর প্রথম উদ্ভাবনা তাহারও বহু পূর্ব্বের হইবে।

পৌরাণিক প্রভাবের ক্ষীণতা

এই প্রকার মনে করিবার আরও বিশেষ কারণ এই যে, সংখ্যার্থে ব্যবহৃত শব্দগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক প্রভাব কম। কতকগুলির ব্যবহার ত পৌরাণিক শিক্ষার বিপরীত। পুরাণে প্রায় সপ্ত সমুদ্রের উল্লেখ হয়। অগ্নিপুরাণে অর্ণব শব্দ ৭ অঙ্ক নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ; আধুনিক কালেও প্রায় সর্ব্বত্রই সেই প্রয়োগ। অপর পক্ষে পিঙ্গল হইতে ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই সমুদ্রকে ৪ অঙ্ক নির্দ্দেশার্থ ব্যবহার করিয়াছেন। কবিকল্পলতার মতে সমুদ্র ৪ বা ৭ যে কোন সংখ্যাকে বুঝাইতে পারে। বেদে এক স্থলে[১] সপ্ত সিন্ধুর উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ চতুঃসমুদ্রের উল্লেখই বেশী হয়। বৈদিক সাহিত্যাদিতেও তাই। কবিকল্পলতায় বহু পৌরাণিক শব্দ দেখা যায়। যথা—পাণ্ডব (=৫), পুরাণ (=১৮), বিদ্যা (=১৪,১৮), গণেশদন্ত (=১),শুক্রচক্ষু (=১),ত্রিশিরানেত্র (=৬), অরবাহু (=৬)। এই প্রকারের আরও বহু শব্দ আছে। পৌরাণিক শিক্ষা বহু কাল পূর্ব্ব হইতে ভারতের মজ্জাগত হইয়া আছে। হিন্দু ভারতবাসীর সমস্ত চিন্তা ও ভাবপ্রবাহ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা তৎপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আছে। অথচ শব্দসংখ্যায় তাহার প্রভাব অতি ক্ষীণ। এটা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, পৌরাণিক শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পূর্ব্বে শব্দসংখ্যা-প্রণালী সুগঠিত হইয়া গিয়াছিল। আরও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থাদিতে বৈদিক ছন্দের নামগুলিই বেশীর ভাগ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইতে। পরবর্ত্তী কালে তাহারা এক প্রকার পরিত্যক্ত হয়। কৃতি, ধৃতি প্রভৃতি কয়েকটি ছন্দনাম পরবর্ত্তী কালে সংখ্যার্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু বেদসাহিত্যে তাহাদের ব্যবহার নাই। তাহার দুইটা কারণ হইতে পারে—প্রথমতঃ আমরা দেখিয়াছি যে, ছন্দনামগুলি অনিশ্চয়তা-দোষযুক্ত। বিভিন্ন উপপত্তি ধরিয়া তাহাদের নাম-বিশেষকে বিভিন্ন সংখ্যার্থে ব্যবহৃত হইত। এই দোষ পরিহারের জন্য পরবর্ত্তী কালের উদ্ভাবয়িতা তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন। কৃত প্রভৃতি শব্দে অনিশ্চয়তা-দোষ আদবেই ছিল না। তাই তাহারা পরিত্যক্ত হয় নাই। কৃতি, ধৃতি প্রভৃতি নূতন আমদানী। তাই এগুলি সেই দোষযুক্ত হইতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ সাঙ্কেতিক ও গুপ্তি অর্থে ব্যবহারের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে পূর্ব্বপরিচিত শব্দ পরিত্যক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।৮।৩।৮

খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতক ও মহাভারত

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহাভারতেও শব্দ-সংখ্যার প্রয়োগ আছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শব্দবিশেষের দ্বারা তাহাতে পরবর্ত্তী কাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংখ্যা নির্দ্দেশিত হইত। যথা—১ সংখ্যা বিবক্ষার্থ মহাভারতে অগ্নি, সূর্য্য, দেবরাজ বা যম শব্দ ব্যবহার আছে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অগ্নি = ৩, সূর্য্য = ১২, দেবরাজ (= ইন্দ্র) = ১৪, এবং যম = ২। আদিত্য শব্দের উল্লেখ পিঙ্গলছন্দঃসূত্রেও পাওয়া যায়। তথায় আদিত্য ১২ সংখ্যাকে নির্দ্দেশ করে। এই অসাধারণ প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, মহাভারতের যুগে শব্দ-সংখ্যা প্রথাটা বর্ত্তমান আকারে প্রণালীবদ্ধ হয় নাই। কতকগুলি আভ্যন্তরিক জ্যোতিষিক প্রমাণের সাহায্যে শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত অনুমান করেন যে, মহাভারত খৃষ্টের প্রায় ৪৫০ বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত। ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া জেকোবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও ঐ কাল নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকেও শব্দসংখ্যা-প্রণালীর সৃষ্টি হয় নাই।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে—পাটলীপুত্রে

কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে "সমবৃত্তা" নামে এক তুলাদণ্ডের উল্লেখ আছে। তাহার লৌহদণ্ডের উপর মানপরিজ্ঞাপক চিহ্ন খোদিত থাকিত। সর্ব্বপ্রথম চিহ্ন কর্ষ মানের। অপরাপর চিহ্ন সম্বন্ধে কৌটিল্য বলেন[১],—

"ততঃ কর্ষোত্তরং পলং, পলোত্তরং দশ পলং, দ্বাদশ পঞ্চদশ বিংশতিরিতি কারয়েৎ। ততঃ আশতাদ্দশোত্তরং কারয়েৎ। অক্ষেষু নান্দীপিনদ্ধং কারয়েৎ।"

"তারপর এক এক কর্ষ বৃদ্ধি করিয়া পল (পর্য্যন্ত), পল পল বৃদ্ধি করিয়া দশ পল (পর্য্যন্ত), দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও বিংশতি এই চিহ্ন করিবে। অতঃপর দশ বৃদ্ধি করিয়া শত পর্য্যন্ত চিহ্নিত করিবে। অক্ষস্থলাদিতে নান্দীচিহ্ন খোদিত করিবে"[২]। অক্ষেষু বহুবচনান্ত পদ। সুতরাং তদ্দ্বারা যে বহু সংখ্যাস্থলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সংখ্যা কোন্‌গুলি? প্রাচীন টীকাকার ভট্টস্বামী মনে করেন যে, পাঁচ ও সমস্ত পঞ্চগুণা সংখ্যা "অক্ষেষু" পদে বিবক্ষিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীও এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "অক্ষেষু" দ্বারা পঞ্চম, দশম, পঞ্চদশাদি সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে।

১। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, শ্রীশ্যাম শাস্ত্রী সম্পাদিত ও ইংরাজি ভাষান্তরিত, ২য় অধিকরণ, ১৯ অধ্যায়।

২। উক্ত স্থলের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে শ্যাম শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর মধ্যে সামান্য মতভেদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে কোন ব্যাখ্যায় আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে বাধা হয় না। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, স্বকৃত টীকাসহ মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর সংস্করণ, ত্রিবিন্দ্রম, ১৯২৪।

"অঙ্কেষু পঞ্চমদশমপঞ্চদশাদিষু"। ইহাঁদের কাহারও ব্যাখ্যা ঠিক নহে। কারণ, ৫, ১০, ১৫, ২০, ৩০ ..ইত্যাদি পলমানজ্ঞাপক স্থলে যখন ঐ ঐ সংখ্যাচিহ্ন খোদিত করিবার কথা বলা হইয়াছে, তখন ঐ সকল স্থলে পুনরায় নান্দীচিহ্ন খোদিত করা নিষ্প্রয়োজন[১]। সুতরাং ২৫, ৩৫, ৪৫... ইত্যাদি পলমানজ্ঞাপক স্থলই যে নান্দীচিহ্নিত করিবার কথা কৌটিল্য বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতেও এই বিষয় সম্যক্-রূপে বোধগম্য হইবে। আধুনিক তুলামানদণ্ডেও ১, ৫, ১০, ২০ ইত্যাদি বা অপর প্রধান প্রধান সংখ্যাগুলি খোদিত থাকে। মধ্যবর্ত্তী সংখ্যার মান স্থলে অপর কোন না কোন চিহ্ন দেওয়া থাকে। স্থানসংকীর্ণতাবশতঃ পর পর সকল সংখ্যা লেখা যাইতে পারে না বলিয়াই উক্ত নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই অনুমান প্রকৃত বলিয়া মনে হইলেও আমাদের দেখাইতে হইবে যে, কি করিয়া একমাত্র অক্ষ শব্দের দ্বারা এতগুলি সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। নতুবা এই অনুমানকে নিছক কল্পনা বলিলে বিশেষ দোষ হইবে না। সুতরাং বক্তার ব্যবহৃত ভাষা হইতে দেখাইতে হইবে যে, তাঁহার অভিপ্রায় ও আমাদের অনুমানে প্রভেদ নাই। অক্ষ শব্দ পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থাদিতে পঞ্চ সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। উক্ত স্থলেও যে তদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কোন মতভেদ নাই। শব্দ-সংখ্যা-প্রণালী অনুসারে লিখিত ২৫, ৩৫, ৪৫,...ইত্যাদি প্রত্যেক সংখ্যাবাচক পদ অক্ষযুক্ত হইতে পারে। যথা,—২৫ = অক্ষকর, ৩৫ = অক্ষাগ্নি, ৪৫ = অক্ষবেদ, ৫৫ = অক্ষবাণ, ইত্যাদি। সুতরাং অক্ষ শব্দের দ্বারা যখন তাহাদের সকলকে লক্ষণা করা যাইতে পারে, তখন "অক্ষেষু" বাক্যের অর্থ হইবে "অক্ষপূর্ব্বসংখ্যাদিষু।" এতদ্ব্যতীত অপর কোন প্রকারের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত স্থলের সম্যক্ অর্থসঙ্গতি হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত অনুমান সত্য। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত স্থলে অক্ষ শব্দ স্থানীয় মান সহকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই হেতু স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য স্থানীয়-মানতত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ তৎসহ শব্দ প্রয়োগ করিতেন।

শব্দসংখ্যা, সাধারণ অঙ্ক ও শূন্য চিহ্ন

বুলার ও বার্ণেল[২] প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, শব্দসংখ্যা-প্রণালী সাধারণ অঙ্ক-প্রণালীর পরে উদ্ভাবিত। কৌটিল্য যখন স্থানীয় মানতত্ত্ব জানিতেন, তখন তাঁহার সময়ে আমাদের সাধারণ অঙ্কপ্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শূন্য চিহ্ন (0) স্থানীয়-মানতত্ত্বের

১। ডাক্তার শ্যাম শাস্ত্রী মহাশয় এই কঠিন বিষয়ের সমাধানের কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার অনুবাদ "In the place of Akshas, the sign of Nandi shall be marked." তাঁহার পাদটীকায় ভট্টস্বামীর উল্লেখ আছে।

২। Bühler, *Indische Palæographie*, English translation by Fleet ; A. C. Burnell, *South Indian Palæography* ; J. F. Fleet, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, *vol. III.*

প্রাণ। শূন্য চিহ্ন ব্যতীত স্থানীয়-মান নির্দ্দেশ করা যায় না[১]। অপর পক্ষে স্থানীয়-মানতত্ত্ব ব্যতীত শূন্য চিহ্ন পরিকল্পনা করা নিরর্থক। বস্তুতঃ তাহারা উভয়ে সহজাত। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বে হিন্দুরা শূন্য চিহ্ন জানিতেন। খুব সম্ভব যে, অথর্ব্ববেদেও তাহার উল্লেখ আছে[২]। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে, কৌটিল্যের সময়ে শূন্য চিহ্ন ও স্থানীয়-মানতত্ত্ব পরিজ্ঞাত থাকা অসম্ভব নহে। কৌটিল্য যে তুলাদণ্ডে পরিমাণজ্ঞাপক চিহ্ন করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহা অঙ্কে লিখিত হইত। শ্যাম শাস্ত্রী ও গণপতি শাস্ত্রী উভয়েই এই বিষয়ে একমত। কৌটিল্য বলেন যে, দণ্ডে "বিংশতি পঞ্চাশৎশতমিতি পদানি কারয়েৎ"। অন্যত্র তিনি দণ্ডটাকে "পদবতী" বলিয়াছেন। গণপতি শাস্ত্রী বলেন, পদ অর্থ (অঙ্ক) রেখা। পদবতী="একদ্বিত্র্যাদিরেখোপেতা"। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিকাশের অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার কথা আছে। সমগ্র রাজ্যটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া, তাহার প্রত্যেকটি হইতে দৈনিক, সাপ্তাহিক (বা পঞ্চাহিক), পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক রাজস্ব আদায়-বিবরণী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বিভাগ করিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইত এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, তাহা পুস্তকনিবদ্ধ হইত। হিসাব পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারী (সংখ্যায়ক) নিযুক্ত থাকিত[৩]। সংখ্যা জ্ঞাপনের কোন সরল প্রণালী ব্যতীত অত পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। প্রতি গ্রামের বিস্তৃতভাবে আদমসুমারী রাখার কথা আছে। গ্রামস্থ ভিন্ন ভিন্ন জমিকে বিভিন্ন "সংখ্যা"-চিহ্নিত করিবার কথা আছে। গ্রামের করদ ও অকরদ গৃহে পৃথক্ সংখ্যা বসিত। "গৃহাণাং চ করদাকরদসঙ্খ্যানেন..."[৪]। এই প্রকার স্পষ্ট কথনের পর কৌটিল্যের সময়ে ভারতবর্ষে যে সংখ্যালিখনপ্রণালী ছিল, তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তবে সেই প্রণালীটা যে কি রকম, এখন আমরা তাহা সঠিক বলিতে পারি না।

সংখ্যা-নাম ও শব্দসংখ্যার সংমিশ্রণ

কখন কখন সংখ্যার নামও এই প্রণালীতে লিখিত হইত দেখা যায়। শ্রীধরাচার্য্যের (৭৫০ খৃষ্টাব্দ) "ত্রিশতিকায়" এই প্রকারের দৃষ্টান্ত আছে। যথা,—"ষট্পঞ্চদ্বিকরাশে (২৫৬)

১। আবেকস (abacus) বা অন্য কোন প্রকার সংখ্যাজ্ঞাপক যন্ত্র ভারতবর্ষে কখনও ছিল বলিয়া প্রমাণ নাই।

২। Bibhutibhusan Datta, "Early Literary Evidence of the Use of the Zero in India," *American Mathematical Monthly*, vol. 33, 1926, pp. 449—54. Compare also "Early History of the Arithmetic of Zero and Infinity," *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. 18, 1927.

৩। অর্থশাস্ত্র, ২য় অধিকরণ, ৭ম অধ্যায়।

৪। ঐ, ২য় অধিকরণ, ৩৫শ অধ্যায়।

দ্বিখদ্বিরাশেশ্চ (২০৩)"[১]। মহাবীরের "গণিতসারসংগ্রহে"ও তাহা বিরল নহে[২]। যথা—"একাষ্টচতুঃসপ্তকনবষট্‌পঞ্চাষ্টক" = ৮৫৬৯৭৪৮১। "একাদিষড়ন্তানি ক্রমেণ হীনানি" = ১২৩৪৫৬৫৪৩২১। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "পঞ্চত্র্যেক" = ১৩৫ ও "দিত্রিপাণি" = ৩২ হাত। আবার কখনও বা সংখ্যানাম ও শব্দসংখ্যা উভয়ের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। যথা,—"কৃতবসুনবাষ্টনবনবষট্‌ত্রিনবাগেন্দবো"[৩] = ১৭৯৩৬৯৯৮৯৮৪। "সপ্তশূন্যং দ্বয়ং দ্বয়ং পঞ্চৈকঞ্চ প্রতিষ্ঠিতম্"[৪] = ১৫২২০৭। এই প্রকারে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যবোধে আমরা তাহাতে বিরত রহিলাম। সকল গ্রন্থকারই সুবিধানুযায়ী সংখ্যা নাম ও শব্দসংখ্যার সংমিশ্রণ অল্পবিস্তর করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী প্রণীত "বৈষ্ণব-তোষণী" ও স্বপ্রণীত "লঘুতোষণী" রচনার সময় সম্বন্ধে জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

> "শকে ষট্‌সপ্তিমনৌ (১৪৭৬) পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
> সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈক (১৫০৪) গণিতে তথা॥"

বামাগতি ও দক্ষিণাগতি

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে লিখিত সংখ্যানির্দ্দেশক পদগুলি অঙ্কে প্রকাশ করিতে বিপরীত রীতি অনুসরণ করিতে হয়। আর্য্য জাতিরা বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগতিক্রমে লিখিয়া থাকেন। সুতরাং সংখ্যাবাচক পদগুলিও দক্ষিণাগতিতে লিখিত হইত, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহাদিগকে অঙ্কে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করিবার সময় পদান্তর্গত প্রত্যেক শব্দের বিবক্ষিত সংখ্যা দক্ষিণ দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর বাম দিকে, অর্থাৎ বামাগতিতে সাজাইতে হয়, ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম যে কেন অবলম্বিত হইল, এই পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তোষ-জনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে ইহার মধ্যে যে কোন বামাগতি-লিপিক জাতির প্রভাব নাই, তাহা সুনিশ্চিত। কারণ, সেই প্রকার কোন জাতির মধ্যে শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

কখন কখন এই প্রণালীতে দক্ষিণাগতিও অনুসৃত হইত বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কাশীরাম দাসের বিরাট পর্ব্বের একখানি সুপ্রাচীন পুঁথি হইতে দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন[৫]।

> "চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
> বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥"

১। ত্রিশতিকা, সুধাকর দ্বিবেদী সংস্করণ, কাশী, ১৮৯৯, পৃষ্ঠা ৪,৬। (রূপ = ১) ব্যতীত অপরাপর শব্দসংখ্যার প্রয়োগ শ্রীধর করেন নাই।

২। গণিতসারসংগ্রহ, পরিকর্ম্মব্যবহার, ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, সুধাকর দ্বিবেদী সংস্করণ, কাশী, ১৯০২, মধ্যমাধিকার, ১৭ শ্লোক।

৪। গণিতসারসংগ্রহ, ১০ পৃষ্ঠা। এই প্রকারের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, ৯—১২ পৃষ্ঠা।

৫। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯ সন, ১২৬ পৃষ্ঠা।

দক্ষিণাগতি ধরিলে উদ্দিষ্ট সময় হইবে ১৫২৬ শক, আর বামাগতি ধরিলে হইবে ৬২৫১ শক। বর্ত্তমানে ১৮৪৯ শকবর্ষ চলিতেছে। সুতরাং ৬২৫১ পাঠ ভুল, ১৫২৬ পাঠই শুদ্ধ। এইরূপে দেখা যায়, কাশীরাম দাস ১৫২৬ শকে বিরাটপর্ব্ব রচনা সমাপ্ত করেন। কাশীরাম দাসের জীবনকালের সঙ্গে তাহার কোন অসঙ্গতি হয় না[১]। সুতরাং উক্ত বচনে সংখ্যা-নির্দ্দেশ করিতে দক্ষিণাগতি অনুসৃত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। মাণিক গাঙ্গুলির "ধর্ম্মমঙ্গল" রচনার সময় সম্বন্ধে লেখা আছে[২] :—

"শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥"

এখানে অঙ্ক দক্ষিণাগতি ক্রমে লিখিতে হইবে বলিয়া স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এইরূপ প্রথম পঙ্‌ক্তি হইতে পাওয়া যায় ৬৪৭ সংখ্যা। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন যে, 'সিদ্ধ' পাঠ ভুল, তাহা 'সিদ্ধি' হইবে। সিদ্ধি=৮, যুগ=২ (?), পক্ষ=২। দক্ষিণাগতি ক্রমে উদ্দিষ্ট সংখ্যা হয় ৮২২। উভয়ের যোগফল ৬৪৭+৮২২ অর্থাৎ ১৪৬৯ শকবর্ষে ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হয় বলিয়া দীনেশবাবুর মত[৩]। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন যে, 'সিদ্ধ' পাঠ শুদ্ধ; সিদ্ধ=২৪, যুগ=৪, পক্ষ=২। তিনি আরও মনে করেন যে, উক্ত কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে দক্ষিণাগতি অবলম্বিত হইলেও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে গ্রন্থকার বামাগতি অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং উদ্দিষ্ট সংখ্যা ২৪২৪। উভয়ের যোগফল ৬৪৭+২৪২৪ =৩০৭১। পুনরায় বামাবর্ত্তন করিয়া পাওয়া গেল ১৭০৩। ঐ শকবর্ষে মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া যোগেশবাবুর মত[৪]। এই ব্যাখ্যায় বিচক্ষণতার পরিচয় থাকিলেও তাহা সরল ও সহজ নয়; বড় কট্‌মট্‌। উহাতে যেন কিঞ্চিৎ অধিক কল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। তাই নিঃসংশয়ে তাহা স্বীকার করা যায় না। ইহার অনুকূলে যোগেশবাবু বলেন যে, মাণিকরামের বংশলতা তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রাপ্ত সময়ের সমর্থন করে। কিন্তু শ্রীযুক্ত

১। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি কাশীরাম দাসের ভাই গদাধর দাসের হাতের লেখা ১৫৫৪ শকের একখানি মহাভারতের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন। Vide Dinesh Chadra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, Calcutta, 1911, p. 219.

২। কবির বংশধরের নিকট প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে নাকি আছে,—

"সাকে রীও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সির্দ্ধসহ জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥"

এই পাঠ যে ভুল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ভিন্ন রকমের। আমরা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৩ সন, ১০-১১ পৃষ্ঠা।

৪। ঐ, ১৩১৫ সন, ৫১ পৃষ্ঠা। প্রবাসী, ২৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৩ সন, ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা; ২৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৩৩৪ সন, ৬৪০ পৃষ্ঠা।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহাতে সন্দেহ করিয়াছেন[১]। যাহা হউক, উভয় গতির ঐ প্রকার অদ্ভুত সংমিশ্রণের অপর কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। দীনেশবাবুর ব্যাখ্যায়ও কিছু দোষ আছে। যুগ শব্দ সর্ব্বত্র ৪ অঙ্ক নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হয়, ২ অর্থে ব্যবহারের কোণ প্রমাণ নাই। অধিকন্তু তাহার উপপত্তিও হয় না। তিনি যে সিদ্ধি পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারও কোন সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করেন নাই। বস্তুতঃ তাহার আবশ্যকতাও নাই। সাধারণতঃ জৈন তীর্থঙ্কর হইতেই সিদ্ধ (=২৪) শব্দের উপপত্তি ধরা হয়। পাতঞ্জলযোগে সিদ্ধ অর্থে তাহার উপপত্তি ধরিলে সিদ্ধ শব্দ ৮ অঙ্ককে বুঝাইবে। কারণ, যোগদর্শনের মতে সিদ্ধি ৮ প্রকার[২]। উক্ত কবিতার উভয় পঙ্‌ক্তিতে একই রীতি অনুসৃত হইয়াছে মনে করা অধিক সঙ্গত। সুতরাং ৬৪৭+৮৪২ অর্থাৎ ১৪৮৯ শকে মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিবে[৩]।

কোন একটা বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ করিতে গিয়া মহাবীরাচার্য্য এক স্থলে লিখিয়াছেন[৪]—"ষট্‌ত্রিকং পঞ্চষট্‌কঞ্চ সপ্ত চাদৌ প্রতিষ্ঠিতম্।" অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য বলেন যে, অত্রোদ্দিষ্ট-সংখ্যা ৩৩৩৩৩৩৬৬৬৬৬৭। সর্ব্ব দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া এই পাঠ স্বীকার করা যাইতে পারে না। (১) প্রথমতঃ এই পাঠোদ্ধারে দক্ষিণাগতি অনুসৃত হইয়াছে; ঐ প্রকারের অপর কোন দৃষ্টান্ত মহাবীরের গ্রন্থে নাই। (২) দ্বিতীয়তঃ সাধারণতঃ ষট্‌ত্রিক ৬×৩ অর্থাৎ ১৮ কে বুঝায়; তদ্রূপ পঞ্চষট্‌ক=৫×৬=৩০। সুতরাং উদ্দিষ্ট সংখ্যা বস্তুত পক্ষে ৭৩০১৮ হইবে। ৭৬৬৬৬৬৩৩৩৩৩৩ যে হইতে পারে না, তাহাও নহে। সে যাহা হউক, আমরা ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলাম যে, শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালীতে সময় সময় দক্ষিণাগতিও অবলম্বিত হইতে পারে বলিয়া রঙ্গাচার্য্য মহাশয় মনে করেন।

হিন্দী কবি যোধরাজ, তাঁহার "হাম্মির রসো"র রচনাকাল দিয়াছেন,—

চন্দ্র নাগ বসু পঞ্চ গিনি সংবৎ মাধব মাস। (১৭৮৫)
শুক্র সুলিত্তিয়া জীবজুত তাদিন গ্রন্থপ্রকাশ॥

তিনি দক্ষিণাগতিক্রমে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। বামাগতি ধরিলে গ্রন্থরচনার কাল হয় ৫৮৭১ সংবৎ; উহা অসম্ভব[৫]।

১। প্রবাসী, ২৭ ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩৩৪, ২৫২ পৃষ্ঠা।

২। ঐ যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে, এমন কি, ধর্ম্মমঙ্গলেও সিদ্ধ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। উহা নিশ্চয় যোগসিদ্ধির সম্পর্কে ব্যবহৃত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণও অণিমাদিসিদ্ধ পুরুষকে সিদ্ধ বলিয়াছেন। (শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ড, ৭৮ অধ্যায়)। তথায়, এমন কি, ৩২ সিদ্ধের প্রসঙ্গও আছে।

৩। জোগ=যোগ পাঠ ঠিক আছে বলা যায়। যোগের আট অঙ্গ, সুতরাং যোগ=৮। এই প্রকারে ধর্ম্মমঙ্গল রচনার সময় হইবে ৬৪৭+৮৮২ অর্থাৎ ১৫২৯ শক।

৪। গণিতসারসংগ্রহ, পরিকর্ম্মব্যবহার, ১১শ শ্লোক, ১০ পৃষ্ঠা।

৫। এই কবিতাটির জন্য আমি কাশীর শ্রীযুক্ত ত্রিভুবননারায়ণ সিংহের নিকট ঋণী। তিনি হিন্দী সাহিত্য হইতে শব্দসংখ্যাবিষয়ক আরও অনেক খবর সংগ্রহ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী কবি চাঁদবর্দ্দাই স্থানীয়মান সহ শব্দসংখ্যা ব্যবহার করেন নাই।

কতিপয় দুরূহ শব্দের উপপত্তি বিচার

শব্দসংখ্যা-প্রণালীতে এমন কতিপয় শব্দের সচরাচর প্রয়োগ দেখা যায়, যাহাদের উপপত্তি দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যাবৃত। তাহাদের উপপত্তি সন্ধান করিতে গেলে যে শুধু ঐ প্রণালীর উদ্ভাবনার কাল পাওয়া যাইবে, তাহা নহে; ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার কোন কোন লুপ্ত তত্ত্বও ব্যক্ত হইয়া পড়িবে মনে হয়। আমরা এ স্থলে সেই প্রকারের দুএকটি শব্দের পরিচয় দিতেছি। কিন্তু তাহাদের ও অপরাপরগুলির বিশদ ও পূর্ণ আলোচনা বিজ্ঞতর ব্যক্তির শক্তি-সাপেক্ষ। প্রথমে 'অক্ষ' শব্দকে গ্রহণ করা যাক্। কৌটিল্য হইতে ভাস্করাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে ৫ অঙ্ক জ্ঞাপনার্থ উহার প্রয়োগ করিয়াছেন। এই প্রয়োগের উপপত্তি কি? অক্ষক্রীড়া বা পাশাখেলা বৈদিক যুগে এ দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আর পৌরাণিক যুগে এই দ্যূতখেলার মোহে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে আপনার রাজ্য, দেশ, এমন কি, স্ত্রীকে পর্য্যন্ত পণ রাখিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ভীষণ ধ্বংসলীলার বিষময় ফলভোগ করিতেছে। যাক্, বৈদিক যুগে সাধারণতঃ চার পাশা নিয়া খেলা হইত। তাহাদের নাম ছিল কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি[১]। কৃত ছিল জিতিবার পাশা ও কলি ছিল হারিবার পাশা[২]। ইহাদের উপর যথাক্রমে ৪, ৩, ২ ও ১এর অঙ্ক খোদিত বা লিখিত থাকিত[৩]। কখন কখন কলির উপর পাঁচের অঙ্ক থাকিত।[৪] অথবা পাঁচ পাশার দ্বারা খেলা হইত। কাশিকাকার "পঞ্চিকা" নামক পাঁচ পাশার খেলার উল্লেখ করিয়াছেন। তখন কলি হইত জিতিবার পাশা[৫]। এই কারণেই বোধ হয়, কলির অপর নাম ছিল "অভিভূ" বা "অক্ষরাজ"[৬]। কেহ কেহ মনে করেন যে, পাশাখেলায় অঙ্কের খেলও ছিল[৭]। আজকাল

১। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৪।৩।৩; বাজসনেয় সংহিতা, ৩০।১৮; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।১৫।

২। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকেও 'কৃত' (প্রাকৃত "কড়") জিতিবার পাশা ছিল। তাহাকে কখন কখন "কর্ত্তা"ও বলা হইত। (মৃচ্ছকটিক, ২য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ শ্লোক) উভয়ের মূল এক। এই খবর আমি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাইয়াছি। অক্ষক্রীড়াবিষয়ক অপরাপর সন্ধান শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর ওঝা কৃত "প্রাচীন লিপিমালা" হইতে গৃহীত।

৩। সেণ্ট পিটর্সবর্গ অভিধান দেখ। ঋগ্বেদে (১০।৩৪।২) আছে;—

"অক্ষস্যাহমেকপরস্য হেতোরনুব্রতামপজায়ামরোধম্।"

একপর অর্থ—যাহার উপর একের চিহ্ন আছে। কারণ, পাণিনি বলেন, "অক্ষশলাকাসংখ্যাঃ পরিনাঃ" (২।১।১০)

সুপ্রসিদ্ধ আরবী পর্য্যটক আলবিরুণী এক প্রকার ভারতীয় পাশা খেলার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে এক জোড়া পাশা নিয়া খেলা হইত। তাহাদের উপর অঙ্ক খোদিত থাকিত।

৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, "অথ যে পঞ্চ কলিঃ সঃ।" (১।৫।১১।১)

৫। বাজসনেয় সংহিতা, ১০।২৮

৬। শতপথ ব্রাহ্মণ, ৫।৫।৪।৬; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।৪।১১৬; বাজসনেয় সংহিতা, ৩০।১৮। মহাভারতের যুগেও এই নাম প্রচলিত ছিল। মহাভারত, কুম্ভকোণম্ সংস্করণ, বিরাট পর্ব্ব, ৫০।৩৭।

৭। Macdonell and Keith, *Vedic Index*.

তিন পাশা নিয়া খেলা হয়। যাহা হউক, এইরূপে আমরা সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত 'কৃত' (=৪)[১] ও 'অক্ষ' (=৫) শব্দের উপপত্তি পাই। অক্ষক্রীড়ার বিবর্ত্তনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে শব্দসংখ্যা-প্রণালীর উৎপত্তির আভাসও পাওয়া যাইতে পারে।

'অঙ্ক' শব্দের উপপত্তি বিচার হিন্দু গণিতের ইতিহাস চর্চ্চার বিশেষ উপযোগী। তাহাতে অনেক সংশয়ের সহজ সমাধান মিলে। বরাহমিহির হইতে পরবর্ত্তী সকল গ্রন্থকার ৯ সংখ্যার পরিবর্ত্তে 'অঙ্ক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রচলিত দশমিক হিন্দু সংখ্যালিখন-প্রণালীতে সর্ব্বসমেত দশটা চিহ্ন বা 'অঙ্ক' আছে। সংস্কৃত ভাষায় অঙ্ক ও চিহ্ন সমানার্থক ; সুতরাং সংশয় হয় যে, অঙ্ক শব্দ দশ সংখ্যা জ্ঞাপন না করিয়া নয় সংখ্যা জ্ঞাপন করে কেন। তবে কি মনে করিতে হইবে যে, যে সময়ে শব্দসংখ্যা-প্রণালীতে অঙ্ক শব্দের আবির্ভাব হয়, তখন সর্ব্বসমেত নয়টি 'অঙ্ক' হিন্দুরা জানিতেন ? কেহ কেহ এই প্রকারই বলেন। তাঁহারা মনে করেন যে, আদিকালে হিন্দুরা শূন্য-চিহ্ন পরিকল্পনা করেন নাই। ওটা অনেক পরের সৃষ্টি। শূন্যচিহ্ন ব্যতীত সংখ্যালিখন-প্রণালী এ দেশে ছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে নয়টার অপেক্ষা অনেক বেশী—কত বেশী, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে না,—অঙ্কের বা চিহ্নের আবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল সংখ্যালিখন-প্রণালীতে ছিলও তাহাই। সুতরাং সেই দিক্ দিয়া অঙ্ক শব্দের উপপত্তি হইয়া থাকিলে, তাহা অনিশ্চিত রকমের বেশী সংখ্যার জ্ঞাপক হওয়া উচিত ছিল। ততোধিক স্থানীয়মান-তত্ত্বহীন, শুধু যৌগিক নিয়মানুসারী কোন শব্দসংখ্যা-প্রণালীর অস্তিত্বের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বার্ণেল ও বুলার প্রমুখ মনীষিগণ মনে করেন যে, শব্দসংখ্যা-প্রণালী সাধারণ সংখ্যালিখন-প্রণালীর পরে উদ্ভাবিত। তাঁহাদের মত যদি সত্য হয়, সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, তবে শব্দসংখ্যা-প্রণালী উদ্ভাবনার সময়ে এ দেশে শূন্যচিহ্ন লইয়া সর্ব্বসমেত দশটি চিহ্ন ছিল। তথাপি অঙ্ক শব্দ নয় সংখ্যা জ্ঞাপন করে কেন ? এই প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক—তাহাই প্রকৃত—উত্তর এই যে, হিন্দুগণ শূন্যচিহ্নকে একটা অঙ্ক বলিয়া মনে করেন না। শূন্যচিহ্ন একাকী কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করে না। অপরাপর চিহ্নগুলি একাকী, স্বগুণে সংখ্যা জ্ঞাপন করিতে পারে। কিন্তু শূন্য কোন অঙ্কের সহযোগে আসিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সংখ্যাজ্ঞাপন-শক্তিটাকে বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে। এইরূপে

১। ছান্দোগ্যোপনিষদের শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রকরণে দশ সংখ্যাকে 'কৃত' বলা হইয়াছে। যে হেতু 'বিরাট' শব্দও দশ সংখ্যা জ্ঞাপন করে, সেই হেতু বলা হইয়াছে যে, 'কৃত' ও 'বিরাট' সমান—

"তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ কৃতং তস্মাৎ সর্ব্বাসু দিক্ষু অন্নমেব দশকৃতং সৈষা বিরাড়ন্নাদী ..।" (৪।৩।৮) ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য "শারীরকভাষ্যে" (১।১।২৫) ইহার উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "সংখ্যা-সামান্য" কারণে এক শব্দ "অর্থান্তর" নির্দ্দেশের জন্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দশ সংখ্যার 'কৃত' নামকরণ করার কারণ নাকি 'কৃত' নামক পাশার উপর এক কালে দশাঙ্ক লিখিত থাকিত। যাহা হউক, শব্দসংখ্যা-প্রণালীতে দশ সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ 'কৃত' শব্দের ব্যবহারের কোন প্রমাণ এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

শূন্যের শক্তি মুখ্য না হইয়া গৌণ। কিন্তু তাহা যে অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে শূন্য স্থানবিশেষে চিহ্ন বা অঙ্কের অভাব নির্দ্দেশ করে। তাই মধ্যযুগের হিন্দু গণিতবিশারদগণ শূন্যকে সংখ্যামধ্যে পরিগণিত করিলেও অভাব বলিয়া তাহার সংজ্ঞা করিয়াছেন[১]। অপর নয়টি ভাব চিহ্ন। তাহাদের সংখ্যাজ্ঞাপন-শক্তি মুখ্য ও স্বনিষ্ঠ এবং তাহাদিগকেই সাধারণতঃ অঙ্ক বলা হয়। তাই অঙ্ক নয়টি। সেই কারণে অঙ্ক শব্দ নয় সংখ্যা জ্ঞাপন করে। সুতরাং দেখা গেল যে, অঙ্ক শব্দ নয় সংখ্যা জ্ঞাপন করে বলিয়াই তৎকালে শূন্য চিহ্ন ছিল না, মনে করা ভুল। এই প্রকারে আমরা আর একটি দুরূহ প্রশ্নের সুন্দর সমাধান পাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে সিরিয়াবাসী ধর্ম্মযাজক সেবোরাস সেবোক্ত প্রসঙ্গক্রমে হিন্দুর নবাঙ্কের উল্লেখ করিয়াছিলেন[২]। তদ্দৃষ্টে কোন কোন মনীষী অনুমান করেন যে, যে সময়ে হিন্দু গণনা-প্রণালী সিরিয়া দেশে প্রবেশ করে, তখন তাহাতে শূন্য চিহ্ন ছিল না। এবং ঐ কারণেই তাঁহারা মনে করেন যে, শূন্যচিহ্নের পরিকল্পনা ও স্থানীয়মানতত্ত্বের আবিষ্কার খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের বেশী কাল পূর্ব্বে হয় নাই। একমাত্র উপরিলিখিত আলোচনা হইতেই বোধগম্য হইবে যে, তাঁহাদের অনুমান কত ভিত্তিহীন। নবাঙ্কের উল্লেখ দেখিয়া শূন্য চিহ্ন ছিল না বলা যাইতে পারে না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের বহু পূর্ব্বে যে এ দেশে শূন্য চিহ্ন ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা অন্যত্র দিয়াছি এবং ইতিপূর্ব্বে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ দিয়াছি। মেক্সিমস প্লেনুদস (১৩০০ খৃষ্টাব্দ) নামে একজন গ্রীক গণিতক ভারতীয় গণিতবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লেখেন। তাহাতে তিনি নবাঙ্ক ও শূন্যের উল্লেখ করেন[৩]।

শব্দের সংখ্যাভেদ ও তজ্জনিত বিপর্য্যয়

কখন কখন দেখা যায়, একই শব্দ দুই বা ততোধিক সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ ব্যবহৃত হয়। এটা অতীব দোষের। মহাবীর ব্যতীত পুরাতন কোন গ্রন্থকারের এই দোষ ছিল না বোধ হয়। মহাবীরের মতে 'রত্ন' শব্দ ৩ ও ৯ দুইই বুঝাইতে পারে। সেরূপ দিক্ = ৮, ১০। কবিকল্পলতায় এই দোষ কিছু বেশী। যথা, অঙ্গ = ৫, ৬ ; গুণ = ৩, ৬ ; ভূষণ = ৩, ১৪ ; দ্বীপ = ৭, ১৮ ; বিদ্যা = ১৪, ১৮ ; রস = ৬, ৯ ; সমুদ্র = ৪, ৭। রন্ধ্র শব্দের ভেদই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা হয়।

১। Early History of Arithmetic of Zero and Infinity, loc. cit., pp. 116-7.

২। J. Ginsburg, "New Light on our Numerals," *Bulletin of the American Mathematical Society*, vol. 23, 1917, p. 366 ; M. F. Nau in *Journal Asiatique*, series 10, vol. 16, 1910.

৩। Maximus Planudes, *Arithmetic after the Indian Method*, available in original Greek (Gerhardt, *Das Rechenbuch des Maximus Planudes*, Halle, 1865) and also in a German translation (H. Waeschke, Halle, 1878). Quoted in Heath's *History of Greek Mathematics*, vol. II, Oxford, 1921, p. 547.

আমরা দেখিয়াছি, বৃহজ্জাতকের মতে রন্ধ্র=৮ ; অপর সকলের মতে রন্ধ্র=৯। দ্বারভাঙ্গার ধমুকা গ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখে আছে,—"শকে রন্ধ্রতুরঙ্গমে শ্রুতিমহীসংলক্ষিতে হায়নে"[১]। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে এখানে রন্ধ্র=৮। রাণী ভবানী-প্রতিষ্ঠিত কোন শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-সন দেওয়া আছে,—"রন্ধ্রক্ষৌণ্যব্ধিচন্দ্রে শকপতিগুণিতে"[২]। শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহারের পাঠানুসারে রন্ধ্র=৯। শেখ-শুভোদয়ার মতে রাজা রামপালের মৃত্যু হয় "যুগ্মকৃশানুরন্ধ্রমিত" শাকে[৩]। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বলেন, রন্ধ্র=০। এই স্থলে রন্ধ্র শব্দে যে ৮ বা ৯ হওয়া সম্ভব নহে, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাঠ শুদ্ধ। অপর দুই স্থলেও এই পাঠ গ্রহণ করিলে ৮।৯ বছরের পার্থক্য হয়, তাহা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বোক্ত শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা-সনে 'অব্ধি' শব্দ ৪ অর্থে গ্রহণ করিলে রাণী ভবানীর সময় তিন শ বছর পিছাইয়া যাইবে। সুতরাং উহা অসম্ভব। কৃষ্ণদাস কবিরাজ "সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দু" শকে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনা করেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির একটা পদাবলীতে আছে,[৪] "সমুদ্দ কর (? পুর) অগিনী সসী"। এই উভয় স্থলে সমুদ্র শব্দের সংখ্যাভেদের জন্য সময়ের বেশী পার্থক্য হয় না। শ্রীরূপ গোস্বামী "চন্দ্রাদ্রিভুবনে শাকে" "উৎকলিকাবল্লরী" রচনা করেন। 'ভুবন' অর্থে ৩ ধরিলে তিনি ৩৭১ শকের লোক হইয়া পড়েন। গুরুর জন্মের হাজার বছরেরও অধিক পূর্ব্বে শিষ্যের জন্ম!

উপসংহার

পরিশেষে আমরা উপরের আলোচনাতে কি কি তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। শব্দসংখ্যা-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। তাহা এই দেশেই প্রথম উদ্ভাবিত হয় ; কোন বহিঃস্থ দেশ হইতে আসে নাই।

২। বেদে বস্তু জ্ঞাপনার্থ সংখ্যার উল্লেখ হইত।

৩। সংখ্যার্থ শব্দ ব্যবহারের প্রথম উৎপত্তি ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থাদিতে। কিন্তু ঐ প্রথাটা সম্যক্‌রূপে প্রণালীবদ্ধ হয় অনেক পরে।

৪। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে কৌটিল্য স্থানীয়মানের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং তিনি সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ স্থানীয়মান সহ শব্দ ব্যবহার করিতেন।

৫। দশমিক সংখ্যাজ্ঞাপন-প্রণালী কৌটিল্য জানিতেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

১। J.A.S. B., vol. XIV, 1918, p. 281, fn. 7.

২। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বঙ্গাব্দ ১৩১৪, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

৩। *Indian Antiquary*, vol. XLIX, 1920, p. 192 ; গৌড়রাজমালা, ভূমিকা, ৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

৪। পদাবলী, ৫৩১ পৃষ্ঠা, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, J. A. S. B. vol. XI, 1915, p. 418.

গাজী সাহেবের গান*

প্রায় বিশ বর্ষের উপর হইল, মুর্শিদাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয় 'হর-পার্ব্বতী-মঙ্গল' নামক একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের পরিচয় লিখিয়া পাঠান। তৎকালে আমি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। মূল গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হস্তগত না হওয়ায় গ্রন্থ-বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই। এই 'হর-পার্ব্বতী-মঙ্গলে' গ্রন্থকার এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

"জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদন-মল্লানুরাগ
অধিপতি শ্রীমদন রায়।
নিজে মোবারক গাজী আপনি হইয়া রাজী
বনমাঝে দেখা দিলা তায়॥
সঙ্গেতে সহায় হয়ে নবাবে স্বপন ক'য়ে
শিরোপা পাইল জমিদারী।
দত্তকুল-সমুদ্ভব গোষ্ঠীপতি খ্যাতি রব
কায়স্থ কুলের অধিকারী॥
বৃত্তিভোগী কত দ্বিজ পঞ্চম তনয় নিজ
কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব জমিদারী তাহে বর্ত্ত
তদঙ্গজ শ্রীদুর্গাচরণ॥
সহায় আনন্দময়ী সর্ব্বাংশে হইল জয়ী
শ্রীমতী 'শ্রীমতী' যার রাণী।
করিয়া সমাজস্থান কত ভূমি কৈল দান
বারুইপুরেতে রাজধানী॥
তস্য পুত্র গুণধাম শ্রীকালীশঙ্কর নাম
অল্পকালে হইল লোকান্তর।
তস্য পুত্র মহাশয় শ্রীরাজবল্লভ হয়
চৌধুরী বিখ্যাত সর্ব্বত্তর॥
শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য ধরা অবিবাদে পালে ধরা
গাম্ভীর্য্যেতে রঘুপতি রাম।

---

* ১৩৩৫, ৬ই শ্রাবণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

অধিকার ইঙ্গরাজী কেহ করি কারসাজী
কিছু গ্রাম করায় নিলাম ॥
তার মধ্যে বাসস্থান হরিনাভি সমাখ্যান
কিনিলেন দুর্গারাম কর।
নহেন সামান্য ব্যক্তি গুরুদেব দ্বিজে ভক্তি
কীর্ত্তি কত দেশ দেশান্তর ॥
উভয়ত গুণ যোগী কিন্তু যার বৃত্তিভোগী
আশীর্ব্বাদ করি পুনঃ পুনঃ।
কবীন্দ্র মাতামহকুল ইষ্ট যার অনুকূল
পিতৃপরিচয় কিছু শুন ॥
মুখুটী বিখ্যাত কুলে মেলবন্ধ যার কুলে
শঙ্করের তনয় গোপাল।
ভরদ্বাজ মুনি অংশ কানাই ঠাকুর-বংশ
আদান প্রদানে সম ভাল ॥
তিন কুল ভঙ্গ নিজ মাহিনগরেতে দ্বিজ
কামদেব সার্ব্বভৌমাখ্যান।
বিবাহ তনয়া তারি তাহাতে সন্তান চারি
রামধন তৃতীয় সন্তান ॥
তদঙ্গজ রামচন্দ্র ইষ্ট চরণারবিন্দ
একান্ত হৃদয় মাঝে ভাবি।
বিনোদরাম সুতাসুত রচিল বিনয়যুত
সম্প্রতি নিবাস হরিনাভি ॥”

হরপার্ব্বতীমঙ্গলের গ্রন্থকারের আত্মপরিচয় হইতে জানা যাইতেছে, কবি রামচন্দ্র মুখটী বারুই-পুরের জমিদার রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর সময় এই গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত রাজবল্লভ রায়ের বৃদ্ধপিতামহ হইতেছেন, রাজা মদন রায়। এই মদন রায় মোবারক গাজীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন; এইটুকু পরিচয় হরপার্ব্বতীমঙ্গল হইতে পাইয়াছিলাম। সেই সময়ে মদন রায় ও মোবারক গাজীর পরিচয় জানিবার একান্ত কৌতূহল জন্মে। তৎকালে বারুইপুরের জমিদার আমার বৈবাহিক (পরে পরলোকগত) দুর্গাদাস রায় চৌধুরী মহাশয়কে মদন রায় ও মোবারক গাজীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। তাঁহার নিকট জানিতে পারি, দক্ষিণ দেশে মুসলমান-সমাজে “গাজী সাহেবের গান” প্রচলিত আছে; তাহাতে রাজা মদন রায়ের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গাজী সাহেবের গান শুনিবার আমার একান্ত ইচ্ছা হয়। তৎপূর্ব্বেই ‘রায়মঙ্গল’-গ্রন্থে দক্ষিণরায় ও বড়ে়খাঁ গাজীর বিবরণ পাইয়া বিশ্বকোষ ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ

করিয়াছিলাম। তৎকালে স্বর্গগত বন্ধুবর ব্যোমকেশ মুস্তফী রায়মঙ্গল-বর্ণিত দক্ষিণরায় ও বড়েখাঁ গাজীর ইতিহাস সংগ্রহে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মোবারক গাজীর সহিত বড়েখাঁ গাজীর কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। দুর্গাদাস বাবু আমার অনুরোধে কলেমুদ্দি গায়েনকে ডাকাইয়া গাজী সাহেবের গানের কথা বলেন। জমিদারের আদেশে সিতাকুণ্ডুনিবাসী কলেমদ্দী গায়েন আমাকে এক প্রস্থ "গাজী সাহেবের গান" বা "মোবারক গাজী সাহেবের উপাখ্যান" নকল করিয়া দিয়াছিলেন। আমার সংকল্প ছিল, আরও ২।১ প্রস্থ সংগ্রহ করিয়া, পাঠ মিলাইয়া, পরে গাজী সাহেবের গান প্রকাশ করিব। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য-ক্রমে বহু চেষ্টাতেও আর এক প্রস্থ এত দিনেও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। অবশ্য ২৪পরগনায় প্রায় সকল জনবহুল মুসলমান-পল্লীতে গাজী সাহেবের আস্তানা আছে, বিশেষতঃ বারুইপুরের চৌধুরী জমিদারগণের যেখানে যেখানে জমিদারী আছে, সেখানে গাজী সাহেবের আস্তানা ও তাঁহার সম্মানার্থ হাজত দিবার ব্যবস্থা আছে। বারুইপুরের জমিদার ও স্থানীয় প্রজাসাধারণের বিশ্বাস, গাজী সাহেবের কৃপায় রায়চৌধুরীবংশের জমিদারী এখনও বজায় আছে।

হিন্দুমুসলমানের নিকট গাজী সাহেবের এরূপ অনন্যসাধারণ সম্মান লাভের কারণ কি, তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বহু চেষ্টাতেও আর এক প্রস্থ নকলের সুবিধা হইল না। এদিকে আমারও জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। দশ বর্ষের উপর গৃহমধ্যে আবদ্ধ আছি; এমন কি, শয্যাগত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ অবস্থাতে সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান হিতৈষী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু আমার নিকট একটী প্রবন্ধের তলব করিলে, তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষার জন্য অদ্য আমার সংগৃহীত 'গাজী সাহেবের গান' নকল করাইয়া প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম।

হরপার্ব্বতী-মঙ্গলে কবির আত্মপরিচয় ও গাজী সাহেবের গান পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি, রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর পিতামহ দুর্গাচরণ প্রথম বারুইপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতা শ্রীরাম রায় ও পিতামহ রাজা মদনরায় রাজপুরে বাস করিতেন। রাজ-পুরে মদনরায়ের দ্বিতল বাড়ী ছিল, তাঁহার রাজার ন্যায় সম্মান ছিল। ঢাকার নবাবকে কর দিতে হইত। তখন মুর্শিদাবাদে নবাবের রাজধানী হয় নাই। খাজনা বাকি ফেলিলে ঢাকা হইতে নবাবী ফৌজ আসিয়া বাকিদার জমিদারগণকে ধরিয়া লইয়া যাইত। গাজী সাহেবের গানে লিখিত আছে,—

"নবাব বলে সেরেস্তাদার মেরা পানে চাও।
বাকি কেত্তা জমিদার বোলাইয়া দাও ॥
কাগজ দেখে সেরেস্তাদার এই কথা বলে।
মদন রায় নামে রাজা দক্ষিণ মেদনমলে ॥

তিন সন খাজনা বাকি কাগজে তাহার।
শুনিয়া নবাব জ্বলে আগ বরাবর ॥"

তাঁহার কত টাকা বাকি পড়িয়াছিল, এ সম্বন্ধে পরে লিখিত আছে,—

"কাগজ দেখেন গাজী নিরখিয়া আঁখি।
তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা মদনরায়ের বাকি ॥"

নবাব তাঁহাকে ধরিবার জন্য –

"বার জন সেফাই চলে এক জমাদার।"

নবাবের এইরূপ কর্ম্মচারিগণ আসিয়া যথেষ্ট অত্যাচার করিত। অত্যাচারের ভয়ে তাহাদের সম্মুখে সহজে কেহ হাজির হইত না। গাজী সাহেবের গানে আছে,—

"রাজপুর বাজারেতে আসিয়া পৌঁছিল।
দেখে যত প্রজা সবে ভয়যুক্ত হল ॥
কেহ বলে খুড়া জেঠা কেউ বলে ভাই।
নবাবের সেফাই এল কোথায় পলাই ॥
কেহ বলে মহারাজে খবর দিতে হল।
কেহ বলে সিফাই কি ফকিরগণ এল ॥
মুসলমান ফকির সবে এইরূপে বেড়ায়।
এসেছে ছয়লাপে বুঝিনু নিশ্চয় ॥
কেহ বলে ফকির যদি ইহারা হইবে।
পঞ্চ হাতিয়ার কেন সঙ্গেতে থাকিবে ॥
যুদ্ধের সাজ সেজে এল বুঝিনু নিশ্চয়।
ফকির কখনও নয় সিফাই নিশ্চয় ॥
চল সবে দেখা করি তাহাদের সাথে।
সিফাই হইলে কিন্তু মোট দিবে মাথে ॥
পেয়াদার বোঝা বয়ে যাইতে হইবে ॥"

এদিকে সেফাইগণ আসিয়া পড়িল; প্রজাগণ আর যায় কোথা? জমাদার তাহাদিগকে মদন রায়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিল। ভয়ে ভয়ে তাহারা মদনরায়ের বাড়ী দেখাইয়া দিল। এ দিকে প্রজাগণ তাড়াতাড়ি আসিয়া মদনরায়কে সংবাদ দিল, নবাবের ফৌজ তাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছে। সে সংবাদ পাইয়া রাজা মদনরায় থরথর কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন ফরিদ নস্কর।

মন্ত্রী বলে মহারাজ ভয় না কারবে।
কাছারী হইতে উঠে লুকাইতে হবে ॥

মদন রায় বলেন আমার ভাগ্যে এই ছিল।
মেদনমল্লের রাজা হয়ে পালাইতে হল ॥"

এখন রাজা মদনরায় আর করেন কি ? অন্তঃপুরে গিয়া তিনি পলাইয়া রহিলেন। এ দিকে সিফাই আসিয়া সদর-দরজায় পৌঁছিল, দরজাতে লাঠি সোটা মারিতে লাগিল। ভাব গতিক দেখিয়া রাজার প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহার দেওয়ানজী মহেশ ঘোষকে সিফাইদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দরজায় আসিয়া,—

'মহেশ ঘোষ বলে আমি দেওয়ান রাজার।
এ কথা শুনিয়া রাগে কহে জমাদার ॥
মহারাজ কাহা তেরা দেহ পরিচয়।
পলাইয়া গেছে কিম্বা লুকাইয়া রয় ॥
জোড় হস্ত করি তখন মহেশ ঘোষ বলে।
তিন দিবস গিয়াছেন দক্ষিণ পেঁচাকুলে ॥
সেখানেতে তালুক আছে তোমরা জান না।
তিন দিনের পথ সেই পেঁচাকুল পরগণা ॥"

জমাদার মহেশ ঘোষের কথা বিশ্বাস করিল না, মহেশ ঘোষের অনেক কাকুতি মিনতি শুনিল না। শেষে মহেশ ঘোষকে চাঁপাগাছে লটকাইয়া বেত মারিতে হুকুম দিল। বেত খাইয়া মহেশ ঘোষ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। মদনরায় দোতলার উপরে বসিয়া তাহা দেখিলেন ; তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন,—

"মন্ত্রী বলে মহারাজ না করিও ভয়।
কিছু টাকা খরচ করিলে বড় ভাল হয় ॥
আসামীর কাছে যদি ওরা টাকা কিছু পায়।
যুক্তি পরামর্শ কত বলে কয়ে দেয় ॥"

মন্ত্রী ২৮৲ টাকা লইয়া, মোবারক গাজীর নাম স্মরণ করিয়া জমাদারের নিকট হাজির হইলেন। জমাদার মন্ত্রীকে দেখিয়াও অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করিল। প্রত্যেকে টাকা পাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তখন জমাদারকে মন্ত্রী বলিলেন, মদনরায় তিন দিন পরে পেঁচাকুল হইতে ফিরিয়া আসিবেন। জমাদার সন্তুষ্ট হইয়া দশ দিন সময় দিল। মন্ত্রী মহেশ ঘোষকে আনিয়া রাজা মদনরায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন,—

"আদা ছেঁচে আদার জল মুখে দিতে যায়।
বাবাজী বাবাজী বলে ডাকে উভরায় ॥
দেওয়ানজী অজ্ঞান হয়ে আছে মার খেয়ে।
আদা ছেঁচে দিও বাবা তব নাম লয়ে ॥

সেলাম করেন মন্ত্রী গাজীর চরণে।
আদার জল দিতে গেল দেওয়ানজীর বদনে॥
অন্তর্যামী মোবারক অন্তরে জানিল।
গাজীর দয়ায় তাহার চৈতন্য হইল॥
উঠিয়া দাঁড়ায় তখন রাজার সম্মুখে।
অবাক্ হইল রাজা দেওয়ানজীকে দেখে॥"

রাজা ত অবাক্। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, একমাত্র গাজী সাহেবের কৃপায় মহেশ ঘোষ প্রাণ পাইয়াছে। মদনরায় মোবারক গাজীর এই প্রথম পরিচয় পাইলেন। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার এই দারুণ বিপদের সময় গাজী সাহেব ভিন্ন আর উপায় নাই। তখনই মন্ত্রীর পরামর্শে সির্ণির জোগাড় হইল। সেই সির্ণির হাড়ী লইয়া রাজা মদনরায় প্রভাতে উঠিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পালকীতে চড়িয়া গাজী সাহেবের দর্শনে চলিলেন,—

"রাজপুর নিজবাটী পশ্চাৎ করিয়া।
সোনারপুর গ্রামে রাজা উত্তরিল গিয়া॥
সোনারপুর থেকে রাজা হলেন বিদায়।
নওয়াভাসানের ঘাটে এসে উপনীত হয়॥
নওয়াভাসানের ঘাটে রাজা পার হইয়াছিল।
গৌড়দহ কাছারি পাছে উপনীত হল॥"

এখানে আসিয়া রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কত দূর যাইতে হইবে? দূর হইতে মন্ত্রী রাজাকে নিশান দেখাইয়া কহিলেন, বনমধ্যে ঐ যে নিশান দেখা যাইতেছে, ঐখানে গাজী সাহেবের মোকাম। রাজা কহিলেন, এই বনের মধ্যে বাঘ আছে, কিরূপে ইহার মধ্যে যাইব? মন্ত্রী কহিলেন, কোন চিন্তা নাই, বাবাজীর দোহাই দিলে বাঘ দূরে পলাইয়া যায়। পাল্কী চড়িয়া গেলে তাঁহার সহিত দেখা হইবে না। পাল্কী হইতে সির্ণির হাড়ী আপনাকে মাথায় করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এ দিকে ভক্তকে ছলনা করিবার জন্য গাজী সাহেব পঞ্চম বৎসরের বালক হইয়া রহিলেন। রাজার বিশ্বাস হইল না যে, তিনি গাজী সাহেব। রাজা গাজী সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন,—

"কাঙ্গালেরা এই ছেলে ফেলিয়া গিয়াছে।
সির্ণি খাবার লোভে এই ছেলে বসে আছে॥"

মন্ত্রী বুঝাইয়া বলিলেন, ইনিই গাজী সাহেব, ইঁহার চরণবন্দনা করুন। তখন রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া গাজীর চরণ ধরিলেন, গাজী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাথায় পদধূলি দিলেন। মদন রায়ের প্রতি অনুমতি হইল, "আমার পুকুরে গিয়া খানিকটা মাটি কাট।" গাজীর

আদেশে মদন রায় কোঁড়াদারের নিকট হইতে কোদালি লইয়া মাটি কাটিবার জন্য পুকুরে নামিলেন, তিন কোপের সময় তাঁহার কাপড় খুলিয়া গেল। তখন,—

"কোদাল রেখে মদন রায় কাপড় পড়্‌তেছিল।
মদন রায়কে ডেকে গাজী কহিতে লাগিল ॥
তিন কোপ মাটি কাট্‌লে রাজা মদন রায়।
তিন পুরুষ জমিদারী রহিবে নিশ্চয় ॥"

গাজীর মুখে এই কথা শুনিয়া মদনরায় অবাক্ হইলেন। তিনি পায়ে ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। তখন গাজী সাহেব বলিলেন, আমার বাক্য অন্যথা হইবার নয়। তবে—

"পোষ্য পুত্র রাখিলে তোমার তালুক রক্ষা হবে ॥
যত দিন নাম মম রবে মেদনমল্লে।
তত দিন দুঃখ নাহি পাবে কোন কালে ॥"

তখন গাজী বলিয়া দিলেন, তোমার আর ভয় নাই। তুমি যাইবামাত্র দরজাতে সকলে তোমাকে সেলাম করিবে, তোমার সঙ্গে চাকররূপে ঢাকা যাইবে, তোমার মকদ্দমা ফতে হইবে। মঙ্গলবারে যাত্রা করিবে এবং শুক্রবারে তোমার উদ্ধার হইবে। তখন মদন রায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—

"মোকদ্দমা করে দেন বড় করেন হিত।
মসজিদ্ মোকামে দিব সোনা রূপার চিত ॥
সাত থানিস দিয়া তব নামে হাজত দিব।
গান বাইন ডেকে তব গান করাইব ॥
মোবারক বলে বাবা আমার বাক্য লবে।
তোমা হইতে নাম মম জাহির হইবে ॥
মুর্শিদের নামে সির্ণি হাজত করিয়া।
মদন রায়ের হস্তে দিল প্রসাদি বলিয়া ॥
সির্ণির হাড়ী মদন রায় মাথায় লইল।
সেলাম করিয়া তবে বিদায় হইল ॥
ঘ্‌টাব্রী সেরিফ হইতে হলেন বিদায়।
গৌড়দহ কাছারিতে উপনীত হয় ॥
গাজীর স্মরণ রাজা মনেতে করিয়া।
বিদায় হইলেন রাজা পাল্কীতে বসিয়া ॥

বেহারা লইয়া পাল্কী দ্রুত বেগে যায়।
নিমতলার ঘাটে এসে উপনীত হয়॥
নিমতলার ঘাট রাজা পার হয়ে ছিল;
পুঁড়ী বেগমপুর রাজা মদন রায় এল॥
পুঁড়ী বেগমপুর হতে রাজা হলেন বিদায়।
রাজপুর নিজ বাড়ী উপনীত হয়॥"

মদন রায়কে পাল্কীতে চড়িয়া আসিতে দেখিয়া প্রথমে জমাদার পেয়াদাগণকে ডাকিয়া একটু হাঁকাহাঁকি করিয়াছিল; কিন্তু মদনরায় গাজীকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি সোনার ভ্রমর হয়ে রাজার হস্তে বসিলেন এবং গুন্ গুন্ স্বরে অভয়বাণী দিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা মদনরায় অন্তঃপুরে পাল্কী চড়িয়া চলিলেন। এ দিকে বার জন সিফাই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। জমাদার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া কোন উত্তর পাইল না।

"জমাদার ডাকে তারা উত্তর নাহি দিল।
দেখে মন্ত্রী ফরিদ নস্কর রাজার কাছে গেল॥"

যাহা হউক, বাবাজীকে স্মরণ করিবামাত্র ১২ জন সিফাইয়ের জ্ঞানোদয় হইল। রাজা ঢাকায় যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে পাল্কী চড়িয়া নাগরা ও নিশান লইয়া বহু লোক সঙ্গে চলিল। যে পথে মদন রায় ঢাকায় গিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ বর্ণিত আছে,—

রাজপুর নিজবাটী পশ্চাৎ করিল।
সোনারপুর গ্রাম রাজা গিয়ে উত্তরিল॥
সোনারপুর থেকে রাজা হলেন বিদায়।
টালিগঞ্জে গিয়ে তখন উপনীত হয়॥
* * * *
টালিগঞ্জে মহারাজ তাঁবু ফেলে রয়।
সেই রাত প্রভাত হল বড়ই সকালে॥
* * * *
পাকি চড়ে মহারাজ করিল গমন।
গাজী সাহেবের নাম করিয়া স্মরণ॥
টালিগঞ্জ হতে রাজা হইলেন বিদায়।
কালীঘাটে গিয়া তখন উপনীত হয়॥
কালীঘাট মহামায়ী বামেতে রাখিয়া।
কলিকাতা মহারাজ পৌছিল যাইয়া॥
কলিকাতা মহারাজ পশ্চাৎ করিল।
বরানগর চিৎপুর উপনীত হল॥

বরানগর চিৎপুর পার হয়ে যায়।
ফরাসডাঙ্গাতে গিয়া উপনীত হয়॥
ফরাসডাঙ্গা মহারাজ পশ্চাৎ করিল।
আনওয়ারপুরে গিয়া তখন উপনীত হল॥
এইরূপে তিন মাস পথে চলে যায়।
ঢাকার সহরে গিয়া উপনীত হয়॥"

ঢাকায় আসিয়া রাজা মদনরায় ছয় দণ্ডের পথে তাঁবু ফেলিয়া রহিলেন এবং মনে মনে গাজীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এ দিকে গাজীর আসন টলিল। তিনি রাত্রিকালে ঢাকার সহরে আসিয়া স্বপ্নে নবাবকে দেখা দিলেন ও তাঁহাকে কহিলেন,—

"উঠ উঠ নবাব আউলে হও রে চিতন।
শিহরে মোবারক গাজী ঘুমে এত মন॥
আল্লা মোরে করিয়াছেন জাহিরের পীর।
মায়াজালে রহিলাম বন্দী না হইল জাহির॥
আমার নাম মোবারক গাজী নেও রে পরিচয়।
কাল প্রভাতে আসবে হেতা রাজা মদনরায়॥
শাল শিরোপা পাল্কী দিয়া তারে উলাইবে।
চড়নের ঘোড়া তোমায় বক্‌সিস্ করিবে॥
আর এক বাত নবাব শুন হকিকত।
পরোয়ানা লিখিয়া দিবে বেসরিকত॥
খেতাবী করিবে বিদায় মদন রায়ের করে।
আমার মোকাম হবে ঘুটারী মাঝারে॥"

নবাব গাজী সাহেবের আদেশ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইলেন। ইহার পর গাজী নবাবের দপ্তরখানায় গিয়া প্রবেশ করিলেন,—

"কাগজ দেখেন গাজী নিরখিয়া আঁখি।
তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা মদন রায়ের বাকি॥"

*　　*　　*　　*

"ডাইনের বাকি লয়ে বামে কেলে দেয়।
কাগজ সারিয়া গাজী হলেন বিদায়॥"

পরদিন নবাব শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। ফজরের নমাজের পর উজীর নাজীর প্রভৃতি আসিয়া নবাবের সঙ্গে দেখা করিলেন। নবাব তাঁহাদিগকে স্বপ্নের কথা জানাইলেন। তাঁহাদের পরামর্শে মদনরায়কে আগ বাড়াইয়া আনিবার জন্য হাতিয়ার লইয়া পঞ্চাশ জন সিফাই চলিল। প্রথমেই সিফাই দেখিয়া মদনরায় বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। তৎপরে যখন বুঝিলেন,

তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইবার জন্য তাহারা আসিয়াছে, তখন মহাসমারোহে মদনরায় পাল্কীতে চড়িয়া নবাব-দরবারে আসিলেন। নবাব মদনরায়কে নিজের ডাইন দিকে বসাইয়া সম্মানিত করিলেন, পরে নিজের হাতে নবাব বেসরিকতের পাট্টা সহি করিয়া দিলেন। এ সময়ে কয়েক জন ভূঞা জমিদার ঢাকার কারাগারে বন্দী ছিলেন। মদনরায় যখন কার্য্যোদ্ধার করিয়া ফিরিতেছিলেন, সেই সময় জেলখানার নিকটে কয়েদী আসামীগণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা দারোগাকে হাজার টাকা ঘুষ কবুল করিয়া মদনরায়ের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহাদের অনুনয় বিনয়ে ও মন্ত্রীর পরামর্শে মদনরায় আবার ফিরিয়া নবাবের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তখন নবাব তেল মাখিতেছিলেন। দূর হইতে মদনরায়ের পাল্কী দেখিয়া তাঁহার ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তদুত্তরে মদনরায় জানাইলেন,—

"ভাবিত হইয়া কহে রাজা মদনরায়।
বার ভূঞে জমিদার ধরেছে আমায়॥
নবাব আউলে ডেকে বলে শুন বাবাজী।
কয়েদে আসামীর উপায় তুমি কর্‌বে কি॥
মদনরায় বলে আমি ধর্ম্ম প্রমাণ কব।
বার ভূঞে জমিদারের জামিন হয়ে রব॥"

তখন নবাব আদেশ করিলেন যে, তুমি জেলখানায় গিয়া কয়েদী আসামীদের হাতের বেড়ী স্বহস্তে কাটিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার কর। তখন মদনরায় জেলখানায় প্রবেশ করিলেন। এ দিকে—

"মোবারক বলে দুখি শুন বাবাজী।
অদৃষ্টে লিখন তাহার আমি কর্‌ব কি॥
ভাগ্যে তাহার লেখা আছে জেলে যেতে হবে।
আড়াই ঘণ্টা মদনরায় জেলখানাতে রবে॥
মোবারক গাজীর কথা রদ নাহি চল।
বেড়ী কাট্‌তে মদনরায়ের আড়াই ঘণ্টা গেল॥
একে একে বাহির করে যত জমিদারে।
শেষকালে মদনরায় আইল বাহিরে॥
জমিদারে হাজতের টাকা চাঁদা তুলে দেয়।
এক হাজার টাকা তখন হাজতের হয়॥
গাজীর স্মরণ করে যে যার বাটীতে যায়।
পাল্কী চড়ে হলেন বিদায় রাজা মদনরায়॥

ঢাকা হতে রাজমিস্ত্রি সঙ্গে করে নিল।
গাজীর স্মরণ করে পথেতে চলিল॥
একাক্রমে দুই সপ্তা একা পথে চলে।
কলিকাতা এসে রাজা এই কথা বলে॥"

বলিতে কি, মদনরায় গাজীর কৃপায় তিন মাসের পথ দুই সপ্তাহে আসিলেন। কলিকাতায় আসিয়া রাজা এক হাজার টাকার মিঠাই কিনিয়া লইয়া গাজী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। মোবারক গাজী মদনরায়কে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মদনরায় মস্‌জিদের স্থান দেখিতে চাহিলেন এবং মস্‌জিদের স্থান দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মদনরায়ের উৎসৃষ্ট সাতটা খাসী লইয়া গাজী সাত হাঁড়ী মাংস সাতটি উনুনে বসাইলেন ও মুর্শিদের নামে হাজত করিয়া দিলেন। পরে সকলকে সিণি দিয়া মদনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে মদন রায়ের দ্বারা মোবারক গাজীর নাম সর্ব্বত্র জাহির হইয়াছিল।

হণ্টার সাহেব (Statistical Account of Bengal, vol. I, p 119) বিস্তাধরী নদী-তীরস্থ হাসাড়া[১] গ্রামের বিবরণ উপলক্ষে মোবারক গাজীর কিছু পরিচয় দিয়াছেন। তিনি The Revenue Surveyor's Report হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে, "মেদনমল পরগণার অধিকাংশ স্থানই বন্য জন্তু-সমাকীর্ণ জঙ্গলে আবৃত ছিল। এ সময়ের জমিদার সদানন্দ রায় চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীর বাদশাহের নিকট এই পরগণার সনন্দ পান। বাঁশড়ার জঙ্গলে মোবরা গাজী নামে এক ফকির বাস করিতেন। বন্য পশুগণের উপর তাঁহার অসীম প্রভুত্ব ছিল। এমন কি, তিনি সর্ব্বদাই বাঘে চড়িয়া জঙ্গলে বেড়াইতেন। জমিদারের খাজনা বাকী পড়ায় তাঁহাকে দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া যায়। জমিদারের মা ফকিরের শরণ লন। মোবরা গাজী দিল্লীশ্বরকে দেখা দিয়া বলিলেন, তিনিই হইতেছেন জঙ্গলের মালিক, জঙ্গলের মধ্যেই তাঁহার টাকা রহিয়াছে। জমিদারকে ছাড়িয়া না দিলে তাঁহার (বাদশার) ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। স্বপ্নে ভীত হইয়া বাদশাহ জমিদারকে মুক্তি দান করিলেন এবং লোকজন সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে মেদনমলে পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে বলিয়া দিলেন, জঙ্গলে গাজীর যে গুপ্ত ধন আছে, তাহা উদ্ধার করিয়া দিল্লীতে যেন পাঠান হয়। জমিদার গৃহে আসিয়া মাতাকে সমস্ত কথা জানাইলেন। তাঁহার মাতা গাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া, গুপ্ত ধনের কথা জানাইলে গাজী তাঁহাকে গুপ্তধন দেখাইয়া দেন ও তাহা লইয়া যাইতে আদেশ করেন। মাতা ও পুত্র, উভয়ে মিলিয়া সেই গুপ্তধন লাভ করেন। তাহার কতক অংশ দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন এবং অধিকাংশ নিজেরা হস্তগত করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জমিদার গাজীর জন্য একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে অগ্রসর হন। গাজী স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিয়া বলেন, তাঁহার মস্‌জিদে প্রয়োজন নাই। যে কোন ব্যক্তি জঙ্গলে কাঠ কাটিতে আসিবে, তাহাদের প্রত্যেকের পূজাই তিনি চান। তখন জমিদার হুকুম দিলেন যে, তাঁহার জমিদারীর প্রতি গ্রামে মোবরা গাজীর আস্তানা নির্ম্মিত

১। বাঁশড়া

হইবে এবং সর্ব্বসাধারণে তাঁহার পূজা করিবে। কেবল মেদনমল পরগণা বলিয়া নহে, সুন্দরবন-সন্নিহিত সকল পরগণাতেই মোবরা গাজীর আস্তানা দেখা যায়।"

হণ্টার সাহেব যে রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কল্পনা-প্রসূত ; গাজী সাহেবের গানে প্রকৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। বাঁশড়ার জঙ্গলে যেখানে মোবারক গাজী মোকাম করিয়াছিলেন, সেই স্থান 'ঘুটিয়ারী সরিফ' নামে প্রসিদ্ধ, ই, বি, রেলওয়ের দক্ষিণ শাখার পোর্ট ক্যানিং যাইবার পথে একটী ষ্টেশন, শিয়ালদহ হইতে ১৯½ মাইল দূরে অবস্থিত। গাজীর উদ্দেশ্যে মানত করিয়া হিন্দু মুসলমান বহু যাত্রী সর্ব্বদাই এখানে আসিয়া থাকে। মেলার সময় গাজী সাহেবের গান হয় এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হইয়া থাকে।

গাজী সাহেবের গানের যে নকল পাইয়াছি, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে মনে হইবে, ঢাকার নবাবী আমলে মোবারক গাজী ও রাজা মদনরায়ের অভ্যুদয়। ১৭শ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে নবাব নাজিমের রাজধানী পত্তন হয়। সুতরাং তৎপূর্ব্বে গাজী সাহেবের নাম জাহির হইয়াছিল। রাজা মদনরায়ের অষ্টম পুরুষ অধস্তন স্বর্গীয় দেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে রাজা মদনরায় ঢাকায় গিয়াছিলেন। তৎকালে নবাবের কর্ম্মচারিগণ সাধারণের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত,জমিদারেরাও কিরূপ খাজনা বাকি ফেলিতেন, মুসলমান ফকিরগণের হিন্দু মুসলমান সকলের উপর কিরূপ প্রভুত্ব ছিল, হিন্দু বড়লোকেও মুসলমান পীর ও গাজীকে কিরূপ সম্মান করিতেন, মোবারক গাজীর কিরূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, তাহা এই গাজী সাহেবের গানে বর্ণিত হইয়াছে। এই গানের ভাষায় গায়েন ও নকলকারীর দোষে আধুনিক ছাপ পড়িলেও ইহার মধ্যে ইংরাজ-প্রভাবের কোন নিদর্শন নাই। মুসলমানের রচনা ও মুসলমান গায়েনেরা এই গান সর্ব্বত্র সুরলয়-যোগে গাহিলেও ইহাতে সেরূপ মুসলমানী উর্দ্দু ভাষার ছাপ পড়ে নাই। গোছল, সিরণী, হাজত, মুর্শিদ, হাককত, বেসরিকৎ, আউলে, তলব, এরূপ সামান্য কয়েকটি শব্দ ভিন্ন সর্ব্বত্রই ২৪ পরগণার খাঁটি বাঙ্গালা। এরূপ গান বঙ্গের নানা স্থানে হিন্দু ও মুসলমানসমাজে নানা হীন জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, সেই সকল সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। এই সকল গ্রাম্য-গীতি হইতেও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সমাজের রীতি নীতি, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাসের ক্ষীণ স্মৃতি বাহির হইতে পারিবে।

গাজী সাহেবের গান

আরম্ভ

মোবারক বলেন দুঃখী শুন ফরমান।
ঘুটারিতে সরোবর করিব নির্ম্মাণ॥
এখনি যাইব আমি মক্কার সহরে।
পানি আনিব আমি হওয়জ কওপুরে॥
সেই পানি এনে আমি পুখুরে রাখিব।
মক্কা বলিয়া আমি প্রচার করিব॥
আসিয়া পুখুরে সবে করিবে গোছল।
মনের বাসনা তাদের হইবে সফল॥
যাত্রী লোকে এই কথা সকলে জানিবে।
গোছল করিবে সবে পদ নাহি ধোবে॥
যাও দুখী খবর কর সকলকার কাছে।
পুখুর কাটিবে বাবা মনেতে করেছে॥
এই কথা শুনে দুখী খবর করে গিয়া।
মাটি কাট্‌তে সবে যায় কোদালী লইয়া॥
চৌহদ্দি করিয়া গাজী দেখাইয়া দিল।
মাটি কাট্‌তে কোড়াদার পুকুরে ভেজিল॥
এলাহি ভাবিয়া গাজী মক্কা তৈয়ার করে।
নবাব আসিয়া বসে ঢাকার সহরে॥
নবাব বলে সেরেস্তাদার মেরা পানে চাও।
বাকি কেত্তা জমিদার বোলাইয়া দেও॥
কাগজ দেখে সেরেস্তাদার এই কথা বলে।
মদনরায় নামে রাজা দক্ষিণ মেদনমলে॥
তিন সন খাজনা বাকী কাগজে তাহার।
শুনিয়া নবাব জলে আগ্‌ বরাবর॥
এত্তা বড় জমিদার এত্তা জোর ধরে।
তিন সন খাজনা বাকি আমার সরকারে॥
আন সেই জমিদার হাতে রশি দিয়া।
বার জন সেফাই সাজে এ কথা শুনিয়া॥
বার জন সেফাই চলে এক জমাদার।
আইল তলবে সবে হয়ে রাহাদার॥
একাক্রমে তিন মাস পথে চলে এলো।
কলিকাতায় এসে সবে উপনীত হলো॥
কালীঘাট মহামায়ী দেখিবারে পায়।
প্রণাম করিয়া সবে এই কথা কয়॥
জগতজননী মাগো প্রণাম করি পায়।
যাবা মাত্র পাই যেন রাজা মদনরায়॥
যাবামাত্র জমিদারে যদি লাগ্‌ পাব।
ফেরতা কালে চরণেতে বিল্বপত্র দিব॥
কালীঘাটে জমাদার এই কথা কয়।
ঘুটারিতে মোবারক অন্তরে টের পায়॥
অন্তর্যামী গাজী সাহেব অন্তরে জানিল।
দুখী দুখী বলে গাজি ডাকিতে লাগিল॥
ছালাম করিয়া দুখী এই কথা কয়।
কি কারণে বাবাজী গো ডাকিলে আমায়॥
গাজী বলেন তবে দুখী বলি তব কাছে।
মদনরায়ের তলবেতে পিয়াদা এসেছে॥
যদি তারা মহারাজের হাতে রশি দিবে।
আমাকে বাবাজী বলে কেহ না ডাকিবে॥
দুখী বলে বাবাজী গো শুন দয়াময়।
বলুন দেখি মহারাজের কি হবে উপায়॥
এ কথা শুনিয়া গাজী কহেন দুখীরে।
আসে যদি আশীর্ব্বাদ করিব তাহারে॥

তব আশীর্ব্বাদে তাহার কি ফল হইবে।
গাজী বলে মোকদ্দমা ফতে হয়ে যাবে ॥
বাপ বেটা দুয়ে মিলে এই কথা কয়।
কালীঘাট হইতে সিফাই হইল বিদায় ॥
রাজপুর বাজারেতে আসিয়া পৌঁছিল।
দেখে সবে প্রজা সবে ভয়যুক্ত হল ॥
কেহ বলে খুড়া জেঠা কেউ বলে ভাই।
নবাবের সিফাই এল কোথায় পালাই ॥
কেহ বলে মহারাজে খবর দিতে হলো।
কেহ বলে সিফাই কি ফকিরগণ এলো ॥
মুসলমান ফকির সবে এইরূপে বেড়ায়।
এসেছে ছয়লাপে বুঝিনু নিশ্চয় ॥
কেহ বলে ফকির যদি ইহারা হইবে।
পঞ্চ হাতিয়ার কেন সঙ্গেতে থাকিবে ॥
যুদ্ধের সাজ সেজে এলো বুঝিনু নিশ্চয়।
ফকির কখন নয় সিফাই নিশ্চয় ॥
চল সবে দেখা করি তাহাদের সাথে।
সিফাই হইলে কিন্তু মোট দিবে মাথে ॥
পেয়াদার বোঝা বয়ে যাইতে হইবে।
ছাতা জুতা বস্তাদি মাথায় তুলে দিবে ॥
একথা বলিয়া সবে দাঁড়াইয়া রয়।
আসিয়া জমাদার পথে ধরিল সবায় ॥
কাহারা কোথায় যাবে বাটী কোন্ স্থানে।
এখানে দাঁড়াইয়া কিসের কারণে ॥
প্রজাগণ বলে মোরা গোমস্তা মুহুরী।
ব্রহ্মত্তর তালুক আছে খাজনা তহশীল করি
জমাদার বলে তুমি মেরা পানে চাও।
কোন জমিদার তেরা পরিচয় দাও ॥
প্রজাগণ কহে আসি যোড়হস্ত করি।
বেহালা নিবাস রাজা সাবর্ণ চৌধুরী ॥
জমাদার বলে গিধি মেরা পানে চাও।
মদনরায়ের বাড়ী কোথা দেখাইয়া দেও ॥

মহারাজের বাড়ী সবে দিল দেখাইয়া।
প্রাণের ভয়েতে সবে গেল পলাইয়া ॥
কাছারিতে বসে আছে রাজা মদনরায়।
দড়বড়ি প্রজা আসি এই কথা কয় ॥
কি করেন মহারাজ নিশ্চিন্তে বসিয়া।
সিফাই দেখিয়া আইনু খবর লইয়া ॥
একথা শুনিয়া রাজার প্রাণ উড়ে যায়।
মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলে কি করি উপায় ॥
নবাবী ফউজ এল আমার তলবে।
একথা বলিয়া রাজা থর থরে কাঁপে ॥
ত্রাসযুক্ত হয়ে রাজা জ্বর এল গায়।
কি করি উপায় মন্ত্রি বল না আমায় ॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ ভয় না করিবে।
কাছারি হইতে উঠে লুকাইতে হবে ॥
মদনরায় বলে আমার ভাগ্যে এই ছিল।
মেদনমল্লের রাজা হয়ে পলাইতে হলো ॥
শুন শুন ও বাপ মন্ত্রি আমার কথা শুন।
পলাইয়া গেলে আমার মান্য রবে কেন ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ কাছারিতে রবে।
দেখিতে পাইলে তারা হাতে রশি দিবে ॥
মহারাজ বলে তারা মান্য না করিবে।
বলুন দেখি মহারাজ মান কোথা রবে ॥
একথা শুনিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল।
মানের ভয়েতে তখন অন্তঃপুরে গেল ॥
অন্তঃপুরে মহারাজ লুকাইয়া রয়।
পিয়াদা আসিয়া সবে দ্বারেতে পৌঁছায় ॥
মদনরায় ব'লে সবে ডাকিতে লাগিল।
লাঠি সোটা দরওয়াজাতে মারিতে লাগিল
শুনে রাজা মদনরায়ের প্রাণ উড়ে যায়।
বল বল ও বাপ মন্ত্রি কি হবে উপায় ॥
দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া বুঝি আসে অন্তঃপুরে।
কি করি উপায় মন্ত্রি বল না আমারে ॥

মন্ত্রী বলে মহারাজ ভয় না করিবে।
দরওয়াজাতে দেওয়ানজিকে পাঠাইতে হবে
একথা শুনিয়া রাজা চারি দিকে চায়।
মহেশ ঘোষকে ডেকে তখন এই কথা কয়॥
শুন শুন মহেশ ঘোষ আমার পানে চাও।
বিপদ সময় একবার দরওয়াজাতে যাও॥
মহেশ ঘোষ শুনে বলে যোড়হাত করি।
আপনার চাকুরীতে অস্বীকার করি॥
যমের সঙ্গে করব দেখা দরওয়াজাতে গিয়া।
প্রাণদণ্ড হবে মম দেখুন বুঝিয়া॥
মন্ত্রী বলেন দেওয়ানজি না করিবেন ভয়।
বিপদে পড়েছে আজি রাজা মহাশয়॥
বিপদকালেতে যদি উদ্ধার না করিবে।
এ বিপদে মহারাজ কিসে ত্রাণ পাবে॥
দেওয়ানজি বলেন মন্ত্রি শুন দয়াময়।
কেমনে চলিয়া যাব শক্তি নাহি গায়॥
ভগবতীর ধ্যান ক'রে দ্বারেতে যাইবে।
বিপদনাশিনী কালী উদ্ধার করিবে॥
একথা শুনিয়া তবে করিল গমন।
জগৎজননী মাগো দিও শ্রীচরণ॥
তোমা বিনা উদ্ধারিতে কেহ মম নাই।
বিপদকালেতে যেন রাঙ্গাচরণ পাই॥
একথা বলিয়া দ্বারে গেলেন চলিয়া।
জমাদার জিজ্ঞাসিল ক্রোধান্বিত হইয়া॥
কোন আদমী মহারাজকো দেহ পরিচয়।
কিসের লাগিয়া হেতা এলে দরওয়াজায়॥
মহেশ ঘোষ বলে আমি দেওয়ান রাজার।
একথা শুনিয়া রাগে কহে জমাদার॥
মহারাজ কাঁহা তেরা দেহ পরিচয়।
পলাইয়া গেছে কিম্বা লুকাইয়া রয়॥
যোড়হস্ত করি তখন মহেশ ঘোষ বলে।
তিন দিবস গিয়াছেন দক্ষিণ পেঁচাকুলে॥
সেখানেতে তালুক আছে তোমরা জান না।
তিন দিনের পথ সেই পেঁচাকুল পরগণা॥
জমাদার বলে গিধি মেরা পানে চাও।
হাজীর কর মহারাজকে যদি প্রাণ বাঁচাও॥
মহেশ ঘোষ বলে তখন ভাবিত হইয়া।
কেমনে এখনে দিব হাজির করিয়া॥
মহারাজের কাছে দিব চিঠি পাঠাইয়া।
আসিবেন মহারাজ খবর পাইয়া॥
একথা শুনিয়া রাগে কহে জমাদার।
মিথ্যা কথা বলিলে সঙ্গেতে আমার॥
মহারাজ লুকাইয়া আছে অন্তঃপুরে।
মিথ্যা কথা হারামজাদ কহ কি খাতেরে॥
একথা শুনিয়া তখন হাতে রশি দেয়।
পিয়াদাকে ডেকে তখন এই কথা কয়॥
জমিদার গরহাজির আছে হাতে দেও দড়ী।
চাঁপাগাছে লট্‌কাইয়া মার বেতের বাড়ী॥
বাটীর সম্মুখে দুইটী চাঁপাগাছ ছিল।
দুই হাতে রশি দিয়া লট্‌কাইয়া দিল॥
প্রথমে মারিল বেত মহেশ ঘোষের গায়।
ধুলায় পড়িয়া তখন গড়াগড়ি যায়॥
মহেশ ঘোষ কেন্দে বলে বিনয় করিয়া।
বিনা দোষে মার আমায় কি দোষ পাইয়া॥
জমাদার বলে হাজির কর জমিদারে।
নতুবা এখনই দিব যমালয়ে তোরে॥
বাড়ির উপরে বাড়ি মারে নির্দ্দয় হইয়া।
মহেশ ঘোষ কান্দে তখন ধুলায় পড়িয়া॥
দশ বেতে মহেশ ঘোষ অজ্ঞান হইল।
মৃতপ্রায় সেইখানে পড়িয়া রহিল॥
দোতালা উপরে ব'সে দেখে মদনরায়।
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়॥
শুন শুন ও বাপ মন্ত্রি বলি তব কাছে।
তহশীলেতে মহেশ ঘোষ প্রাণে মারা গেছে॥

এখনি পেয়াদাগণ আসিবে এখানে।
বল দেখি ও বাপ মন্ত্রি যাই কোন স্থানে ॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ না করিবেন ভয়।
কিছু টাকা খরচ করিলে বড় ভাল হয় ॥
আসামীর কাছে যদি টাকা ওরা পায়।
যুক্তি পরামর্শ কত ব'লে ক'রে দেয় ॥
মহারাজ বলে মন্ত্রি কত টাকা দিব
টাকা খরচ করিলে আমি পরিত্রাণ পাব ॥
মন্ত্রী বলে আটাশ টাকা দিতে আমায় হবে।
দরওয়াজাতে যাব আমি নিশ্চয় জানিবে ॥
একথা শুনিয়া রাজা চাবি ফেলে দিল।
সিন্দুক খুলিয়া মন্ত্রী আটাশ টাকা নিল ॥
আটাশ টাকা গণে মন্ত্রী হাতে করে নিল।
মোবারক গাজীর কথা স্মরণ হইল ॥
গলায় বস্ত্র যোড়হস্তে সেলাম করিল।
বাবাজী বলিয়া তখন ডাকিতে লাগিল ॥
বিপদ কালেতে বাবা করিবে উদ্ধার।
তোমা বিনা উদ্ধারিতে কে আছে আমার ॥
তব নাম স্মরণ করে দরওয়াজাতে যাই।
পেয়াদার হাতে যেন পরিত্রাণ পাই ॥
করিয়া গাজীর স্মরণ দ্বারেতে পৌঁছিল।
জমাদারকে ডেকে তখন কহিতে লাগিল ॥
সাহস করিয়া মন্ত্রী এই কথা বলে।
নবাবের জমাদার নহ কোন কালে ॥
একথা শুনিয়া রাগে কহে জমাদার।
দেওয়ানের মত আজ করিব তোমার ॥
মন্ত্রী বলে তজ্‌বিচ্‌ কিছু নাহি জান।
বিনা দোষে দেওয়ান্‌জিকে খুন কর কেন ॥
জমাদার বলে আজ না পাই রোজ কড়ি।
তিন মাস বাদে আসি মহারাজের বাড়ী ॥
মন্ত্রী বলে কেত্‌না কড়ি দিতে হবে বল।
টাকার জন্য একজনার প্রাণদণ্ড হল ॥
সিকা সিকা রোজ পাব বলে পিয়াদায়।
দুই টাকা করে মন্ত্রী এক একজনে দেয় ॥
জমাদারে চারি টাকা তখনই দিইল।
একুনে আটাশ টাকা খরচ করিল ॥
টাকা পেয়ে জমাদার বড় খুসি হয়।
মন্ত্রী বলে পেঁচাকুলে রাজা মহাশয় ॥
তিন দিবস বাদে এনে হাজির করিব।
এখনি তাঁহার কাছে চিঠি পাঠাইব ॥
দশ দিন সময় দিলাম জমাদার বলে।
চিঠি প্রেরণ করিবেন দক্ষিণ পেঁচাকুলে ॥
একথা শুনিয়া মন্ত্রী কহে জমাদারে।
দেওয়ানজীকে লয়ে আমি যাব অন্তঃপুরে ॥
হাতে রশি দেওয়ানজীকে খুলে দিয়াছিল।
মৃতভাবে দেওয়ানজী মাটিতে পড়িল ॥
রক্তের ঝারা বদন ভরা মহেশ ঘোষের গায়।
আস্তে আস্তে মন্ত্রী তখন কোলে করে নেয় ॥
মহারাজের কাছে এসে হলো উপনীত।
দেখে মহারাজ কান্দে হইয়া দুঃখিত ॥
উঠ উঠ মহেশ ঘোষ ওহে প্রাণের ভাই।
হাস্যমুখে কহ কথা জীবন জুড়াই ॥
অজ্ঞান হইয়া আছে রাজার দেওয়ান।
মহারাজ বলে বুঝি নাহি দেহে প্রাণ ॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়।
দেওয়ানজি মরেছে প্রাণে কি করি উপায় ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ বলি তব কাছে।
মরেনি মরেনি বোধ হয় অজ্ঞান হয়েছে ॥
আদা ছেচে আদার জল মুখেতে দেইলে।
জ্ঞানের উদয় হবে মন্ত্রী তখন বলে ॥
মহারাজ বলে মন্ত্রি দেরি না করিবে।
এখনি আদার জল মুখেতে দেইবে ॥
আদা ছেচে আদার জল মুখে দিতে যায়।
বাবাজী বাবাজী বলে ডাকে উভরায় ॥

দেওয়ানজী অজ্ঞান হয়ে আছে মার খেয়ে।
আদা ছেচে দিব বাবা তব নাম লয়ে ॥
এখনি চৈতন্য হবে আপনার দয়ায়।
জাহিরের পীর তবে জানিব নিশ্চয় ॥
সেলাম করেন মন্ত্রী গাজীর চরণে।
আদার জল দিতে গেল দেওয়ানজীর বদনে
অন্তর্য্যামী মোবারক অন্তরে জানিল।
গাজীর দোয়ায় তাহার চৈতন্য হইল ॥
উঠিয়া দাঁড়ায় তখন রাজার সম্মুখে।
অবাক্ হইল রাজা দেওয়ানজীকে দেখে ॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়।
এই মন্ত্র ও বাপ মন্ত্রী পাইলে কোথায় ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ শুন শুন ধাম।
মন্ত্র তন্ত্র নহে গাজী সাহেবের নাম ॥
একথা শুনিয়া বলে রাজা মদনরায়।
কাহার নাম মোবারক গাজী কহ না আমায়
কোথায় তাহার বাড়ী কহ না আমারে।
একথা শুনিয়া মন্ত্রী কহে বিনয় ক'রে ॥
মুসলমান হয় তিনি কুলের প্রধান।
ফকির হইয়া আছে ঘুটারিতে স্থান ॥
একথা শুনিয়া কহে মন্ত্রীকে ডাকিয়া।
মা কালী শালগ্রাম যাইল হারিয়া ॥

... ...

বিপদ উদ্ধার করবে ফকির আসিয়া ॥
মন্ত্রী বলে শুন শুন রাজা মহাশয়।
মনের মানস করে যে যায় তথায় ॥
তাহার মানস তিনি করেন পূরণ।
এমন ফকির কোথায় না দেখি কখন ॥
তাঁর কাছে মহারাজ যাবেন আপনি।
আপনার সৎ উপায় করিবেন তিনি ॥
একথা শুনিয়া কহে রাজা মদনরায়।
কি লইয়া যাব মন্ত্রি কহ না আমায় ॥

মন্ত্রী বলে শুন শুন রাজা মহাশয়।
যার যেমন ক্ষমতা সে তাহাই লইয়া যায় ॥
যে যাহা লয়ে যায় মন স্থির করে।
হাত থেকে লয়ে গাজী আশীর্ব্বাদ করে ॥
বেমনা করিয়া যদি কেহ লয়ে যায়।
তার দিকে সেই ফকির ফিরে নাহি চায় ॥
মহারাজ বলে মন্ত্রি যাব তাঁহার কাছে।
যা হবার তা হইবে ভাগ্যে যাহা আছে ॥
যাও যাও অহে মন্ত্রি বাজার ভিতরে।
সওয়া পাঁচ সিকায় সির্ণি আন ত্বরা করে ॥
টাকা লয়ে মন্ত্রী তখন বাজারেতে গেল।
ফুল সির্ণি গাজীর নামে খরিদ করিল ॥
সির্ণির হাঁড়ি লয়ে মন্ত্রী হইল বিদায়।
উপনীত হইল যেথা রাজা মদনরায় ॥
খিড়কির দ্বারে বেহারা করে পালকির সাজন।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিলেন গমন ॥
হাজার হাজার সেলাম করেন বাবার পায়।
গাজীকে করিয়া স্মরণ হইলেন বিদায় ॥
রাজপুর নিজবাটী পশ্চাৎ করিয়া।
সোনারপুর গ্রাম রাজা উত্তরিল গিয়া ॥
সোনারপুর হতে রাজা হলেন বিদায়।
নওয়া-ভাসানের ঘাটে এসে উপনীত হয় ॥
নওয়া-ভাসানের ঘাট রাজা পার হয়ে ছিল।
গৌড়দহ কাছারি রাজা উপনীত হল ॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজা এই কথা কয়।
কতদূর যেতে হবে কহ না আমায় ॥
রাজাকে যাইয়া মন্ত্রী এই কথা কয়।
বনমধ্যে নিশান দেখিতে পাওয়া যায় ॥
ঐ নিশানের কাছে মোকাম তাঁহার।
রাজা বলে যেতে হবে বনের মাঝার ॥
বনের মধ্যে বাঘ আছে মনে শঙ্কা হয়।
কেমনেতে যাব মন্ত্রি কহ না আমায় ॥

একথা শুনিয়া মন্ত্রী কহেন রাজারে।
বাবাজীর দোহাই দিলে বাঘ যায় দূরে ॥
পাল্‌কী চড়ে তার কাছে যেতে না পারিবে।
কাঙ্গাল ফকির বটে দেখা না করিবে ॥
পাল্‌কী চড়ে অহঙ্কারে যেই জন যায়।
তার সঙ্গে সেই ফকির দেখা নাহি দেয় ॥
সির্ণির হাঁড়ি আপনার নিতে হবে মাথে।
দেখা করিবেন যদি বাবাজীর সাথে ॥
সেলাম করিয়া তখন বাবাজীর পায়।
সির্ণির হাঁড়ী মহারাজ লইলেন মাথায় ॥
বাবাজীর স্মরণ করি গমন করিল।
অন্তর্য্যামী গাজী সাহেব অন্তরে জানিল ॥
অন্তর্য্যামী গাজী সাহেব জানিল অন্তরে।
আপন পুত্র দুখীকে ডাকে বারে বারে ॥
আমার কাছে আসিতেছে রাজা মদনরায়।
কাল্ যার কথা দুখী বলিলাম তোমায় ॥
ছেড়া গুণের চট তাতে ধুলা মেশাইয়া।
মুরশিদের নাম ক'রে দিল গায় তুলিয়া ॥
ছেড়া গুণের চট যখন অঙ্গে দিয়াছিল।
পঞ্চম বৎসরের বালক ঐখানেতে হলো ॥
পথে বসে ধুলা-বালি তুলে দিচ্ছেন গায়।
সেই স্থানেতে চলে এলেন রাজা মদনরায় ॥
মুরশীদের মোকাম গাজীর দেখিল নজরে।
গলায় বসন দিয়া ছালাম তাতে করে ॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া রাজা এই কথা কয়।
বাবাজী কোথায় আছেন কহিবেন আমায় ॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ শুন দয়াময়।
পথের মধ্যে ধুলা বালি তুলে দেয় গায় ॥
জট মাথে গুণের চট্ গায়েতে দিয়াছে।
পঞ্চম বৎসরের বালক হইয়া রহেছে ॥
ঐ হবেন বাবাজী জানিলাম নিশ্চয়।
সেলাম করুন এসে বাবাজীর পায় ॥

এ কথা শুনিয়া রাজা কহেন মন্ত্রীকে।
পাগলের মত মন্ত্রি জানিলে আমাকে ॥
তোমার কথায় পাগল হয়ে আইলাম এখানে
পঞ্চম বৎসরের ছেলে দেখিলাম নয়নে ॥
কাঙ্গালেরা এই ছেলে ফেলিয়া গিয়াছে।
সির্ণি খাবার লোভে ঐ ছেলে ব'সে আছে ॥
না হইবে পীর আমি জানিলাম মনে।
বোধ হয় বাবাজী তিনি গিয়াছেন কোন স্থানে ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ বলি তব কাছে।
মন বুঝিবার তরে বসিয়া রহেছে ॥
দিনের মধ্যে হতে পারেন অনেক প্রকার।
কখন ফকির কভু বালক আকার ॥
কখন পাগল হয়ে ফেরে বনে বনে।
নানা প্রকার হতে পারে যাহা লয় মনে ॥
গলায় বসন দিয়া চরণ ধরিবে।
কাঙ্গালের ছেলে বলে ঘৃণা না করিবে ॥
এ কথা শুনিয়া রাজা চারি দিকে চায়।
কিরূপ ধরিব মন্ত্রি কহ না আমায় ॥
দুগ্ধ যেমন সাদা এরূপ ক'রবে মন।
ভক্তিভাবে ধরিবেন বাবাজীর চরণ ॥
একথা শুনিয়া রাজা গলে বসন দিয়া।
কাঁদিতে লাগিল রাজা চরণে পড়িয়া ॥
বিপদে পড়েছি দেহ চরণ দুখানি।
আপনার চরণ বিনা কিছু নাহি জানি ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা এই কথা কয়।
নিজ মূর্ত্তি ধরে গাজি উঠিয়া দাঁড়ায় ॥
মস্তকেতে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।
মোকদ্দমায় সদুপায় দিব আমি করে ॥
কেঁদ না কেঁদ না বাবা ধরিয়া চরণ।
বিপদ উদ্ধার তব করিব এখন ॥
মদনরায় বলে আমি ধর্ম্ম প্রমাণ কব।
পদধুলি দিবে আমি মস্তকে লইব ॥

পদধূলি লয়ে গাজী দিলেন তার হাতে।
ভক্তিভাবে পদধূলি লইলেন মাথে ॥
গাজী বলে মদনরায় শুন মন দিয়া।
মাটি কাট খানিক আমার পুকুরে যাইয়া ॥
কোড়াদার সঙ্গে তোমার মাটি কাট্‌তে হবে।
গরীব ফকীরের কথা রদ না করিবে ॥
একথা শুনিয়া রাজা কাটিতে যায় মাটি।
কোমরেতে বাঁধিলেন জামার দামনপাটি ॥
কোদালীর হাত থেকে কোদাল লইল।
মাটি কাট্‌তে মদনরায় পুকুরে নাবিল ॥
এক কোপ দুই কোপ তিন কোপের কালে।
গাজীর দয়ায় তার কাপড় গেল খুলে ॥
কোদাল রেখে মদনরায় কাপড় পর্‌তেছিল।
মদনরায়কে ডেকে গাজী কহিতে লাগিল ॥
তিন কোপ মাটি কাট্‌লে রাজা মদনরায়।
তিন পুরুষ জমিদারী রহিবে নিশ্চয় ॥
একথা শুনিয়া রাজা অবাক্ হইল।
সদয় হইয়া বাবা কেন বাম হল ॥
গাজী বলে মদনরায় কোমরে হাত দিলে।
মাটি কাট্‌তে পুকুরেতে কাতর হইলে ॥
তিন কোপ মাটি কেটে কোমরে দিলে হাত।
তিন পুরুষ জমিদারী রহিবে নেহাত ॥
একথা শুনিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল।
মাপ কর বাবাজী গো অপরাধ হলো ॥
উপরি উপর একশত কোপ মাটি কাট্‌ব আমি।
সদয় হইয়া বাবা দয়া কর্‌বে তুমি ॥
গাজী বলে মদনরায় বলি তব ঠাই।
যে বাক্য বলেছি আমি রদ হবে নাই ॥
মদনরায় চৌধুরী বলে শুন বাবাজী।
তিন পুরুষ গত হলে উপায় হবে কি ॥
কে রক্ষা করিবে আমার তালুক মুল্লুক।
কি দোষেতে মম প্রতি হইলে বৈমুখ ॥

গাজী বলে মদনরায় আমার বাক্য লবে।
পোষ্য পুত্র রাখ্‌লে তোমার তালুক রক্ষা হবে ॥
যতদিন নাম মম রবে মেদনমল্লে।
ততদিন দুঃখ নাহি পাবে কোনকালে ॥
ভক্তিভাবে যেই জন আমাকে ডাকিবে।
কেনা হয়ে রব তার নিশ্চয় জানিবে ॥
কোনরূপে দুঃখ আমি নাহি দিব তারে।
যে জন ভুলিবে মোরে দুঃখ দিব তারে ॥
একথা শুনিয়া তখন রাজা মদনরায়।
চরণ ধরিয়া তবে এই কথা কয় ॥
বার জন সেফাই আর এক জমাদার।
বসিয়া রহেছে তারা দেহুরিতে আমার ॥
দেখা পাইলে আমার হাতে রশি দিবে।
বন্ধন করিয়া আমায় লইয়া যাইবে ॥
একথা শুনিয়া গাজী কহেন তাহারে।
আশীর্ব্বাদ যাদুমণি করিলাম তোরে ॥
শমনের ভয় আদি নাহিক রহিবে।
দরওয়াজাতে যাবা মাত্র সেলাম করিবে ॥
তোমার সঙ্গেতে যাবে চাকর হইয়া।
মোকদ্দমা ফতে হবে ঢাকাতে যাইয়া ॥
মদনরায় বলে দেখি ঐ রাঙ্গা চরণ।
যাত্রা মঙ্গল শুভদিন করিবে এখন ॥
একথা শুনিয়া গাজী কহেন রাজারে।
দিন স্থির হল তোমার রোজ মঙ্গলবারে ॥
মঙ্গলবারে যাত্রা কর্‌বে পথে কর্‌বে স্থিতি।
উদ্ধার করিয়া লব শুক্রবার রাতি ॥
একথা শুনিয়া রাজা সেলাম করে পায়।
কান্দিতে কান্দিতে তখন এই কথা কয় ॥
মোকদ্দমা ক'রে দেন বড় করেন হিত।
মস্‌জিদ্ মোকামে দিব সোনা রূপার চিত ॥
সাত খাশী দিয়ে তব নামে হাজত দিব
গান্ বাইন্ ডেকে তব গান করাইব ॥

মোবারক বলে বাবা আমার বাক্য লবে।
তোমা হতে নাম মম জাহির হইবে ॥
শুন শুন যাদুমণি মম বাক্য লও।
মোকদ্দমা হয়ে গেল গৃহে চলে যাও ॥
মুর্শিদের নামে শির্ণি হাজত পড়িয়া।
মদনরায়ের হস্তে দিল প্রসাদী বলিয়া ॥
সির্ণির হাড়ী মদনরায় মাথায় লইল।
সেলাম করিয়া তবে বিদায় হইল ॥
ঘুটারি সেরিফ হতে হলেন বিদায়।
গোড়দহ কাছারিতে উপনীত হয় ॥
গাজীর স্মরণ রাজা মনেতে করিয়া।
বিদায় হইলেন রাজা পাল্কিতে বসিয়া ॥
বেহারা লইয়া পাল্কি দ্রুতবেগে যায়।
নিমতলাঘাটে এসে উপনীত হয় ॥
নিমতলার ঘাট রাজা পার হয়েছিল।
পুঁড়ী বেগমপুর রাজা মদনরায় এলো ॥
পুঁড়ী বেগমপুর থেকে হলেন বিদায়।
রাজপুর নিজ বাটী উপনীত হয় ॥
পাল্কি চড়ে দরওয়াজাতে উপনীত হল।
দেহুরীতে জমাদার বসে দেখিতে পাইল ॥
রাগের বশেতে ডাকে যত পেয়াদায়।
পাল্কি চড়ে আসিতেছে রাজা মদনরায় ॥
এত্তা বড় জমিদার এত্তা জোর ধরে।
পাল্কি চড়ে চোর বেটা তালুকেতে ফেরে
জমাদার হুকুম দিয়েছে গোস্বায় জ্বলিয়া।
হাতে রশি দিয়া লহ বন্ধন করিয়া ॥
একথা শুনিয়া যত পেয়াদা উঠিল।
পঞ্চ হাতিয়ার সবে হাতেতে লইল ॥
দেখে রাজা মদনরায় কাঁপেন থরে থরে।
কি করি উপায় মন্ত্রী কহ না আমারে ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ শুন গুণধাম।
উপায় নিরুপায় সেই বাবাজীর নাম ॥

একথা শুনিয়া রাজা পাল্কিতে ঠোকে মাথা।
বিপদ্কালে বাবাজী গো রহিলেন কোথা ॥
বাবাজী বলে কান্দে রাজা মদনরায়।
বিপদকালেতে বাবা রাখ রাঙ্গা পায় ॥
অন্তর্যামী মোবারক অন্তরে জানিল।
সোনার ভ্রমর হয়ে এসে দেখা দিল ॥
কেঁদ না কেঁদ না বাবা কেঁদ নাকো তুমি।
উদ্ধার করিতে তব আসিয়াছি আমি ॥
এ কথা শুনিয়া কহে রাজা মদনরায়।
দেখা দিবেন এসে আমায় হইয়া সদয় ॥
গাজী বলে মদনরায় আমার কথা রাখ।
আমায় দেখ্‌বে যদি দুটী হস্ত পেতে থাক ॥
ভক্তিভাবে মদনরায় হস্ত পেতে ছিল।
সোনার ভ্রমর হয়ে রাজার হস্তেতে বসিল ॥
গুণ গুণ স্বরে গাজী এই কথা কয়।
কি কারণে ডাক বাবাজী মদনরায় ॥
মদনরায় বলে তখন শুন বাবাজী।
বান্ধিবে পেয়াদাগণে উপায় হবে কি ॥
গাজী বলে মদনরায় ভয় না করিবে।
তোমার কাছেতে ওরা নাহিক যাইবে ॥
এ কথা বলিয়া গাজী অন্তর্ধ্যান হল।
পাল্কি চড়ে মদনরায় দরওয়াজাতে গেল ॥
অজ্ঞান হয়ে সেফাইগণ দাঁড়াইয়া রয়।
যার যে হাতিয়ার সকল মাটিতে পড়ে রয় ॥
যোড় হস্তে জমাদার সম্মুখেতে এল।
বিনয় করিয়া কথা কহিতে লাগিল ॥
কোথা হতে এলে কিবা তব নাম।
পরিচয় দেহ আজি ওহে গুণধাম ॥
আপনার নাম রাজা পরিচয় দিল।
গাজীর চরণে তখন সেলাম করিল ॥
পাল্কী চড়ে মহারাজ অন্তঃপুরে যায়।
কয় জন সেফাই তারা অজ্ঞান হয়ে রয় ॥

জমাদার ডাকে তারা উত্তর নাহি দিল।
দেখে মন্ত্রী ফরিদ নস্কর রাজার কাছে গেল॥
বার জন সেফাই বুঝি প্রাণে মারা যায়।

...　　...　　...　　...

বাবাজীর দোয়ায় তাদের জ্ঞান গেছে হরে।
বিপদ ঘটিল বুঝি দরওয়াজা উপরে॥
একথা শুনিয়া রাজার প্রাণে হল ভয়।
দরওয়াজাতে গেলেন তখন রাজা মদনরায়॥
বিনয় করিয়া তখন কহিতে লাগিল।
গরীবের দ্বারে কেন কষ্ট লহ বল॥
গাজীর দোয়ায় তখন জ্ঞানোদয় হল।
মহারাজ বলে সবে সেলাম করিল॥
সবে মিলে কহে কথা রাজার সঙ্গেতে।
কাছারিতে যাবা মাত্র কার্য্য হবে ফতে॥
ধীরে ধীরে মহারাজ অন্তঃপুরে যায়।
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়॥
যাহা করেন গাজী সাহেব যাহা করেন সাঁই।
নাগরা নিশান করে চল দরবারেতে যাই॥
একথা শুনিয়া মন্ত্রী হরষিত হ'ল।
নাগরা নিশান করে তখনি আইল॥
পাল্কী চড়ে মহারাজ করিল গমন।
গাজী সাহেবের নাম করিয়া স্মরণ॥
রাজপুর নিজ বাটী পশ্চাৎ করিল।
সোনারপুর গ্রাম রাজা গিয়া উত্তরিল॥
সোনারপুর হতে রাজা হলেন বিদায়।
টালিগঞ্জে গিয়া তখন উপনীত হয়॥
গগনমণ্ডলে বেলা ছয় দণ্ড ছিল।
রাজার কাছে গিয়া মন্ত্রী কহিতে লাগিল॥
বারবেলা হয়েছে আজি কোথায় নাহি যাব।
গাজীর স্মরণ করে তাঁবু ফেলে রব॥
সেলাম করেন রাজা বাবাজীর পায়।
টালিগঞ্জে মহারাজা তাঁবু ফেলে রয়॥

সে রাত প্রভাত হল বড়ই সকালে।
গা তুল গা তুল রাজা এই কথা বলে॥
মহারাজ বলে মন্ত্রী বলি তব ঠাঁই।
এখন যাইতে হবে নিশি আর নাই॥
পাল্কী চড়ে মহারাজ করিল গমন।
গাজী সাহেবের নাম করিয়া স্মরণ॥
টালিগঞ্জ থেকে রাজা হলেন বিদায়।
কালীঘাটে গিয়া তখন উপনীত হয়॥
কালীঘাট মহামায়ী বাঁয়েতে রাখিয়া।
কলিকাতা মহারাজ পৌছিল যাইয়া॥
কলিকাতা মহারাজ পশ্চাৎ করিল।
বরানগর চিৎপুর উপনীত হল্॥
বরানগর চিৎপুর পার হয়ে যায়।
ফরাসডাঙ্গাতে গিয়া উপনীত হয়॥
ফরাসডাঙ্গা মহারাজ পশ্চাৎ করিল।
আনওয়ারপুরে গিয়া তখন উপনীত হল॥
এইরূপে তিন মাস পথে চলে যায়।
ঢাকার সহরে গিয়া উপনীত হয়॥
গগনমণ্ডলে বেলা ছয় দণ্ড রয়।
রাজার কাছে গিয়া মন্ত্রী এই কথা কয়॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ আমার কথা রাখ।
নবাবের কাছারি ঘর পাল্কি থেকে দেখ॥
একথা শুনিয়া রাজা পাল্কি বসে দেখে।
নবাবের কাছারি দেখে কথা নাহি মুখে॥
কেমনেতে যাব মন্ত্রি কহ না আমায়।
তিন মাস হল বাবা নাহি দেখা দেয়॥
একাক্রমে তিন মাস আইলাম চলে।
অধমের কথা তিনি গিয়াছেন ভুলে॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ যদি বিপদ হব।
গাজীর স্মরণ করিলে উদ্ধারিয়া নিব॥
আপদ্ বিপদ্ পথে কিছু নাহি হল।
কি কারণে বাবাজী দেখা দেবেন বল॥

মহারাজ বলে মন্ত্রি বলি তব ঠাই।
চল চল কাছারিতে সবে মোরা যাই॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ কাছারিতে না যাব।
বাবাজীর স্মরণ করে তাঁবু ফেলে রব॥
মোকদ্দমা রুজু হবে যাইয়া প্রভাতে।
আজ গেলে না দেখা হবে হাকিমের সাথে॥
বারবেলা হয়েছে আজ না যাব কোথায়।
এই স্থানে রব আমি রাজা মহাশয়॥
ছয় দণ্ডের পথে রাজা তাঁবু ফেলে রয়।
না জানি কাল প্রভাতে ভাগ্যে কিবা হয়॥
রজনীতে শুয়ে আছে নিদ্রা নাহি চোকে।
বিপদ্‌কালে বাবা আসি উদ্ধার আমাকে॥
বলিতে কহিতে নিশি দুই প্রহর হল।
দুখি দুখি ব'লে গাজী ডাকিতে লাগিল॥
কুশা ঘাস ও বাপ দুখি এনে আমায় দিবে।
ঢাকার সহরে যাব নিশ্চয় জানিবে॥
ছয় দণ্ডের পথে আছে রাজা মদনরায়।
কুশা ঘাস এনে দুখি দেহ না ত্বরায়॥
কুশাঘাস এনে তখন বাবাজীকে দিল।
মুর্শিদ বলিয়া গাজী ডাকিতে লাগিল॥
উত্তর শিহর করে বেরেখা রাখিল।
সোনার ভ্রমর হয়ে উড়িয়া চলিল॥
শুয়ে ছিল নবাব সেথা নিশি ভোগ রাতে।
চলিলেন গাজী মিয়া জোওয়ার দেখাতে॥
ঢাকার সহরে গেল আঁখির পলকে।
নিদ্রাগত ছিল নবাব বাতি জ্বেলে রেখে॥
চতুর্দ্দিকে বাতি জ্বলে নবাব মধ্যে রয়।
ধীরে ধীরে মোবারক গৃহমধ্যে যায়॥
যাইয়া নবাবের তখন শিহরে বসিল।
জ্বলিতে ছিল মোমের বাতি মলিন হইল॥
আপনার রূপে ঘর আল ক'রে রয়।
নবাবকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়॥

উঠ উঠ নবাব আউলে হওরে চিতন।
শিহরে মোবারক গাজী ঘুমে এত মন॥
আল্লা মোরে করিয়াছেন জাহিরের পীর।
মায়াজালে রহিলাম বন্দী না হল জাহির॥
আমার নাম মোবারক গাজী নেওরে পরিচয়।
কাল প্রভাতে আস্‌বে হেতা রাজা মদনরায়॥
সাল শিরপা পাল্কি দিয়া তারে উলাইবে।
চড়নের ঘোড়া তোমার বক্সিস্ করিবে॥
আর এক বাত নবাব শুন হকিকত।
পরওয়ানা লিখিয়া দিবে বেসরিকত॥
খেতাবি করিবে বিদায় মদনরায়ের তরে।
আমার মোকাম হবে ঘুটারি মাঝারে॥
এই কয় কথা তোর মনে নাইক ভায়।
সবংশে পাইবে দুঃখ কাঙ্গাল কথায়॥
একথা শুনিয়া নবাব উঠে চমকিয়া।
কহিতে লাগিল কথা কান্দিয়া কান্দিয়া॥
নবাব বলে বাবাজী আমার পানে চাও।
কে তুমি করিলে দয়া পরিচয় দেও॥
গরীবের প্রতি বাবা নিদয় না হবে।
আস্‌বা মাত্র বিদায় কর্‌ব নিশ্চয় জানিবে॥
বলিতে কহিতে গাজী অন্তর্ধান হল।
নিশিতে নবাব তখন কান্দিতে লাগিল॥
সোনার ভ্রমর হয়ে গাজী হলেন বিদায়।
উপনীত হল গিয়া দপ্তরখানায়॥
তেথোর তালা সেই দরওয়াজাতে ছিল।
মুর্শিদের বলে সেই দরওয়াজা খুলিল॥
মুর্শিদ বলিয়া গাজী গৃহ মধ্যে যায়।
মদনরায়ের বাকির কাগজ খুঁজিয়া বেড়ায়॥
মদনরায়ের নাম সেই দপ্তরেতে ছিল।
যাইয়া তখনি সেই দপ্তর খুলিল॥
কাগজ দেখেন গাজী নিরখিয়া আঁখি।
তিন লক্ষ তিন হাজার টাকা মদনরায়ের বাকি॥

কাগজ দেখিয়া গাজী অবাক্ হইল।
এত টাকা মদনরায়ের বাকি পড়ে ছিল॥
ডাহিনের বাকী লয়ে বামে ফেলে দেয়।
কাগজ সাধিয়া রেখে হলেন বিদায়॥
ঘুটারিতে এসে গাজী উপনীত হল।
দুখি দুখি বলে তখন ডাকিতে লাগিল॥
গাজী বলেন ও বাপ দুখি শুন মোর বাণী।
ধড়েতে প্রবেশ হই দেহ ওজুর পানি॥
ওজুর পানি দুখি এনে বাবাজীকে দিল।
ওজু করে মোবারক ধড়ে প্রবেশিল॥
বলিতে কহিতে নিশি যায় পোহাইয়া।
বাবাজীর কাছে দুখী কহেন যাইয়া॥
কিরূপেতে মোকদ্দমা হইল রাজার।
বল বল বাবাজী গো সঙ্গেতে আমার॥
এ কথা শুনিয়া গাজী কহেন দুখীরে।
সোনার ভ্রমর হয়ে যাই ঢাকার সহরে॥
রাজা মদনরায় আছে ছয় দণ্ডের পথে।
নিশীথে যাইয়া তাহার দরবার করি ফতে॥
এই কথা দুই জনে কহিতে লাগিল।
শয্যা হইতে নবাব গা তুলে বসিল॥
ফজরের নমাজ তখন করিল আদায়।
প্রভাতে আসিয়া নবাব তক্তে বার দেয়॥
নাজীর হইল হাজীর আরকান দৌলত।
কান্দিতে কান্দিতে নবাব কহেন এই বাত॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে সকলের কাছে।
স্বপনেতে গাজী মিয়া যাহা বলে গেছে॥
রাত্রিকালে শুয়ে আমি পালঙ্ক উপরে।
মোবারক বলিয়া পীর বসিল শিহরে॥
স্বপনেতে এই কথা বলিল আমায়।
কাল প্রভাতে আস্‌বে হেতা রাজা মদনরায়
সাল শিরপা পাল্কি তারে বক্সিস্ করিবে।
চড়নের ঘোড়া দিয়া আগ্‌বাড়ায়ে লবে॥
এই কথা স্বপনেতে বলিছেন তিনি।
নয় লক্ষ সেফাই লয়ে যাইব এখনি॥
শুনিলাম রাজা আছে ছয় দণ্ডের পথে।
সেফাই লইয়া যাইব আগ্‌বাড়াইতে॥
শুনিয়া সেরেস্তাদার যোড় হস্তে কয়।
সেফাই লইয়া যাওয়া উচিত না হয়॥
যাইতে রাস্তার ফৌজ নাহিক ধরিবে।
ফৌজ দেখে মদনরায় ত্রাসযুক্ত হবে॥
প্রাণের ভয়ে বিষ পানে ত্যজিবে জীবন।
বিপদ্ ঘটিবে তবে জানিবে এখন॥
সম্প্রতি পঞ্চাশ সেফাই দেহ পাঠাইয়া।
আনিবে মদনরায়ে আগ্‌বাড়াইয়া॥
পঞ্চাশ সেফাই নবাব দিল পাঠাইয়া।
আন সেই মদনরায়ে আগ্‌বাড়াইয়া॥
পঞ্চাশ সেফাই তবে করিল সাজন।
পঞ্চ হাতিয়ার লয়ে করিল গমন॥
তাঁবুর ভিতরে বসে দেখে মদনরায়।
নিকটে পৌঁছিল এসে যত পেয়াদায়॥
মদনরায় বলে মন্ত্রী সর্ব্বনাশ হল।
কাল গেলে ভাল ছিল তলব চিঠি এল॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ না করিবেন ভয়।
বাবাজীর নাম যেন হৃদে গাঁথা রয়॥
বাবাজী বাবাজী ব'লে ডাকেন তখন।
বিপদ্ সময় বাবা দিবেন চরণ॥
একে একে পেয়াদা সম্মুখে দাঁড়ায়।
দেখে ভয়ে কম্পমান রাজা মদনরায়॥
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া রাজা কহেন খানসামায়।
জলের পিপাসায় মম প্রাণ বুঝি যায়॥
দেখে দুই জমাদার সম্মুখে দাঁড়াইল।
গলে বস্ত্র দিয়া কথা কহিতে লাগিল॥
মোবারক গাজী তোমার হইল সদয়।
আজ নিশিকালে তিনি স্বপ্নে বলে যায়॥

বলিয়া গেলেন তিনি আপনার কথা।
সেই জন্য আগ্ বাড়াইতে আইলাম হেতা॥
এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী রাজার কাছে গেল।
মহারাজার কাছে তখন কহিতে লাগিল॥
এত সমন নয় সমন নয় আমি জানিলাম নিশ্চয়।
আমাদের আগে আগে বাবাজী এসে
দরবার করে যায়॥
শুন শুন মহারাজ বলি তব ঠাঁই।
কাছারিতে যাব মোরা বিলম্বে কাজ নাই॥
এ কথা শুনিয়া রাজা পাল্কিতে বসিল।
বেহারা লইয়া পাল্কি কাছারিতে এল॥
তক্তে বসে নবাব আউলে দেখিবার পায়।
শাল সিরপা পাল্কী দিয়া আগবাড়াইয়া লয়॥
যেমন মত গাজী সাহেব বলে এসেছিল।
সেইরূপেতে মহারাজা আগবাড়াইয়া নিল॥
নবাব বলে মদনরায় এই স্থানে এস।
আমি বসিতাম তক্তের উপর তুমি এসে বস॥
মন্ত্রী বলেন মহারাজ না করিবেন ভয়।
বাবাজীর নাম যেন হৃদে গাঁথা রয়॥
সেলাম করিল রাজা মোবারকের পায়।
তক্তের উপর বসিলেন রাজা মদনরায়॥
নবাব বলে মদনরায় হুকুম কর্‌বে তুমি।
তুমি বস্‌বে ডাহিন দিকে বামে বস্‌ব আমি॥
বসিতে হুকুম দিল রাজা মদনরায়।
ছোট হয়ে নবাব রাজার বামে ব'সে রয়॥
ত্রাসে ঘাম হয়েছে মদনরায়ের গায়।
তখন একটী শ্বেত চামর ঢোলাইয়া লয়॥
আপনি বাতাস দিলে মদনরায়ের গায়।
বাতাস খাইয়া রাজার প্রাণ শীতল হয়॥
নবাব বলে দপ্তরি আমার কথা শুন।
মদনরায়কে বিদায় করব দপ্তর গিয়া আন॥

তারাতারি দপ্তরি গিয়া দপ্তর আনিল।
আপনি পরওয়ানা লিখে নাম সহি করিল॥
নবাব বলে মদনরায় বড় বাপের বেটা।
আমার হাতের পেলি রে বাবা
বেশরিকতের পাট্টা॥
এই কথা বলে সেই বাবাজীর কাছে।
লক্ষ লক্ষ সেলাম নবাব পাঠাইয়া দেছে॥
রাজা হাজার সেলাম করে বাবাজীর পায়।
দরবার ক'রে বিদায় হলেন রাজা মদনরায়॥
জেলখানার নিকট দিয়া বাড়ীতে যেতেছিল।
কয়েদী আসামী সবে দেখিতে পাইল॥
কেহ বলে চলে গেল রাজা মদনরায়।
ভাবিত হলেন সবে কি করে উপায়॥
সবে মিলে যুক্তি করে দারগাকে কয়।
নগদ হাজার টাকা দিব আজ তোমায়॥
মহারাজ মদনরায় যাবেন বাড়ীতে।
সাক্ষাৎ করিব গিয়া রাজার সাক্ষাতে॥
টাকার লোভে দারগা সহায় করে নিল।
মদনরায়ের কাছে এসে উপনীত হল॥
চরণ ধরিয়া সবে এই কথা কয়।
আমাদের ফেলে আজি যাইবে কোথায়॥
আপনার সাহায্য বিনা অন্য গতি নাই।
যদি যাহ ফেলে তবে গাজীর দোহাই
গাজীর দোহাই দিয়া চরণ ধরিল।
দেখে রাজা মদনরায় ভাবিত হইল॥
মন্ত্রীকে ডাকিয়া তখন এই কথা কয়।
বাবাজীর দোহাই দিল কি করি উপায়॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ এক মরণে মরি।
বাবাজীর নাম ক'রে চল নবাবের কাছারি॥
এ কথা শুনিয়া রাজা পাল্কি ফিরাইল।
পুনশ্চ নবাবের কাছে উপনীত হল॥

খানসামা নবাবের গাত্রে তইল দিতেছিল।
পাল্কি চ'ড়ে মদনরায় সেই স্থানেতে এল ॥
নবাব বলে মদনরায় বলি তব ঠাই।
আমার সম্মুখে এলে তোমার গাজীর দোহাই ॥
গাজীর দোহাই যখন মদনরায়কে দিল।
যেতেছিল বেহারাগণ থমকে দাঁড়াইল ॥
ভাবিত হইয়া রাজা পাল্কিতে বসে রয়।
দেখিয়া নবাব তখন জিজ্ঞাসিল তায় ॥
শুন শুন মদনরায় বলি তব ঠাই।
ঐ স্থান হতে বলবে কথা রদ্ করব নাই ॥
ভাবিত হইয়া রাজা কহে মদনরায়।
বারভূঞা জমিদার ধরেছে আমায় ॥
নবাব আউলে ডেকে বলে শুন বাবাজী।
কয়েদী আসামীর উপায় তুমি করবে কি ॥
মদনরায় বলে আমি ধর্ম্ম প্রমাণ কব।
বারভূঞা জমিদারে জামিন হয়ে লব ॥
একথা শুনিয়া নবাব করে হায় হায়।
স্বহস্তে কাটগে বেড়ী রাজা মদনরায় ॥
তোমার কথা রদ আমি নাহিক করিব।
কয়েদে আসামী সবে ছাড়িয়া যে দিব ॥
বেড়ী কাটতে মদন রায় জেলখানাতে গেল।
ঘুটারি সেরিফে গাজী অন্তরে জানিল ॥
দুখি দুখি বলে গাজী ডাকে উভরায়।
জেলের ভিতরে আজি গেল মদনরায় ॥
দুখী বলে বাবাজী এ কেমন কথা শুনি।
মোকদ্দমা করে এলে যাইয়া আপনি ॥
তবে কেন মদন রায় জেলের ভিতর গেল।
আপনার কথা বাবা ঠিক না হইল ॥
মোবারক বলে দুখি শুন বাবাজী।
অদৃষ্টে লিখন তাহার আমি করব কি ॥
ভাগ্যে তাহার লেখা আছে জেলে যেতে হবে।
আড়াই ঘণ্টা মদনরায় জেলখানাতে রবে ॥

মোবারক গাজীর কথা রদ নাহি হল।
বেড়ী কাটতে মদনরায়ের আড়াই ঘণ্টা হল ॥
একে একে বাহির করে যত জমিদারে।
শেষ কালে মদনরায় আইল বাহিরে ॥
জমিদারে হাজতের টাকা চাঁদা তুলে দেয়।
এক হাজার টাকা তখন হাজতের হয় ॥
গাজীর স্মরণ করে যে যার বাটীতে যায়।
পাল্কি চড়ে হলেন বিদায় রাজা মদনরায় ॥
ঢাকা থেকে রাজমিস্ত্রি সঙ্গে করে নিল।
গাজীর স্মরণ করে পথেতে চলিল ॥
একাক্রমে দুই সপ্তা এল পথে চলে।
কলিকাতায় এসে রাজা এই কথা বলে ॥
মদনরায় বলে মন্ত্রি এ কেমন হল।
দুই সপ্তায় কলিকাতায় কিরূপে আসি বল ॥
মন্ত্রী বলে মহারাজ গাজীর কৃপায়।
কলিকাতায় আইলাম জানিবে নিশ্চয় ॥
মদনরায় বলে মন্ত্রি লহ মিঠাই কিনে।
বাবাজীর হাজত দিব যাইয়া এক্ষণে ॥
এক হাজার টাকা যাহা কয়েদীরা দেয়।
সেই টাকা মিঠাই খরিদ করে মদনরায় ॥
এক শত এক ভার তখন সাজন করিল।
এক শত এক ভার মুটে স্কন্ধে করে নিল ॥
ধীরে ধীরে সবে মিলে ভার লয়ে যায়।
পিছে পিছে আসে তখন রাজা মদনরায় ॥
কলিকাতা হতে রাজা বিদায় হইল।
টালিগঞ্জে এসে তখন উপনীত হল ॥
টালিগঞ্জ হতে রাজা হলেন বিদায়।
সোনারপুরে এসে রাজা উপনীত হয় ॥
মদনরায় বলে মন্ত্রি গৃহে নাহি যাব।
বাবাজীর চরণ আগে দর্শন করিব ॥
একথা বলিয়া রাজা হলেন বিদায়।
আড়া-পাঁচে এলেন তখন রাজা মদনরায় ॥

আড়া-পাঁচ মদনরায় পশ্চাৎ করিল।
নওয়া-ভাসানের ঘাটে এসে উপনীত হল॥
নওয়া-ভাসানের ঘাটে রাজা পার হয়ে যায়।
গৌড়দহ কাছারিতে উপনীত হয়॥
মদনরায় বলে মন্ত্রি আমার কথা শুন।
শীঘ্র ক'রে সাত খাসী সঙ্গে ক'রে আন॥
খাসী কিনে মন্ত্রী তখন রাজার কাছে আনে।
উপনীত হল আসি গাজীর সদনে॥
গলে বস্ত্র সেলাম করে গাজী মিয়ার পায়।
গাজী বলে পরম সুখে থাক মদনরায়॥
কিরূপে করিলে দরবার বল দেখি শুনি।
মদনরায় বলে বাবা আমি নাহি জানি॥
আপনি করেছ গিয়া আপন দরবার।
উপলক্ষ মাত্র কেবল পাঠালে আমায়॥
গাজী বলে মদনরায় বলি তব কাছে।
পথ পানে চেয়ে তোমার মা জননী আছে॥
মদনরায় বলে বাবা কেমন কথা বল।
তুমি না সদয় হলে মা কোথায় ছিল॥
তোমার হাজত নাহি দিলে গৃহে না যাইব।
মস্‌জিদের পত্তন তবে এখনি করিব॥
মস্‌জিদের স্থান গাজী দেখাইয়া দেয়।
এই স্থানে মস্‌জিদ হবে শুন মদনরায়॥
মদনরায় বলে বাবা তোমার হাজত দিয়া।
হাজত হইলে যাব গৃহেতে চলিয়া॥
মোবারক বলে দুখী নাহি কর দেরী।
এখনই সাত খাসী দেহ জবাই করি॥
সাত খাসী দুখী দেওয়ান জবাই ক'রে দেয়।
সাত হাঁড়ী মাংস তখন সাত খাসীতে হয়॥
সাতটী তিউড়ী করে ভাবিয়া খোদায়।
সাত হাঁড়ী মাংস তখন বসাইয়া দেয়॥
আড়াই হালা কাঁচা বেনা গাজী নিল হাতে।
বিভাগ করিয়া দিল সাত উনানেতে॥
আকৃতানামা কল্মা গাজী পড়িতে লাগিল।
হু হু শব্দে সেই বেনা জ্বলিয়া উঠিল॥
দেখিতে দেখিতে বেনা পুড়ে হয় ক্ষয়।
দুখি দুখি বলে গাজী ডাকে উভরায়॥
মোবারক বলে দুখি আমার পানে চাও।
মুরশিদের নামে খাসী হাজত করে দাও॥
মুরশিদের নামে হাজত করিল তখন।
তাবারক শিরোধার্য্য করেন তখন॥
মিঠাই ফুল সির্ণি দিল বিলাইয়া।
হাজত দিয়া মদনরায় চলে বিদায় হইয়া॥
মদনরায় বলে বাবা বলি তব ঠাই।
বিপদ্‌কালে ডাক্‌লে যেন রাঙ্গা চরণ পাই॥
গাজী বলে মদনরায় না ভাবিও তুমি।
বিপদ্‌কালে ডাক্‌লে তোমায় উদ্ধারিব আমি॥
সেলাম করিয়া রাজা গাজীর চরণে।
চলিলেন মহারাজ আপন ভবনে॥
গাজী সাহেবের পালা সমাপ্ত হইল।
মদনরায়ে লয়ে গাজী জাহির করিল॥

সমাপ্ত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

চতুস্ত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে চতুস্ত্রিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল।

সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য প্রধানতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে পরিষদ্ মন্দিরের অবস্থা শঙ্কটাপন্ন প্রতীয়মান হয়। সেই সময় হইতে কি উপায়ে মন্দির সংস্কার করিতে পারা যাইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতে থাকে। এই বিপুল ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পাদনের উপযুক্ত অর্থ-সামর্থ্য পরিষদের ছিল না। এই জন্য সদস্যগণের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, আপাততঃ পরিষদের স্থায়ী তহবিল হইতে আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত হাওলাত লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইবে এবং পরে ভিক্ষাদ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া উক্ত টাকা শোধ দিতে হইবে। তদনুসারে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে মন্দির সংস্কারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়, এবং তজ্জন্য উক্ত স্থায়ী তহবিল হইতে প্রায় ৯০০৲ টাকা হাওলাত লওয়া হয়। তৎপরে কলিকাতা কর্পোরেশন পরিষদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া ২৫০০৲ টাকা দান করেন। এই টাকা প্রাপ্তির বিষয় বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই টাকার উপর নির্ভর করিয়া আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও মন্দির সংক্রান্ত বহু কার্য্য বাকী রহিয়াছে। এখনও পুস্তকাধারগুলি প্রস্তুত হয় নাই। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর, পায়খানা, জল ও ড্রেণের ব্যবস্থা হয় নাই। ঐ সকল অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা সত্বরেই করা আবশ্যক হইয়াছে।

এই মন্দির সংস্কারকার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভাপতি মহাশয় প্রতিনিয়তই কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। মেরামতের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য একজন ওভারশিয়ার এবং একজন দ্বারবান নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল।

বান্ধব

নিম্নলিখিত তিনজন বান্ধবই পূর্ব্ব হইতে আছেন। কেহ নূতন বান্ধব হন নাই।—

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে শ্রেণীভেদে নিম্নোক্তরূপ সদস্য ছিল,—

(ক) বিশিষ্ট———৯
(খ) আজীবন———৫
(গ) অধ্যাপক———৫
(ঘ) মৌলভী———০
(ঙ) সহায়ক———২১
(চ) সাধারণ—১৩১৪

কলিকাতা—৮৮৯
মফস্বল———৪২৫
১৩১৪

১৩৫৪

এই সকল সদস্যের মধ্যে (ক) বিশিষ্ট-সদস্য, (খ) আজীবন-সদস্য এবং (গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দুঃখের বিষয়, কেহ (ঘ) মৌলভী-সদস্যপদও গ্রহণ করেন নাই।

(ঙ) বর্ষারম্ভে ২১ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের স্থিতিকাল পূর্ণ হওয়ায় পুনর্নির্ব্বাচিত হন নাই এবং একজন নূতন সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া এবং শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক দ্বয় নানাভাবে পরিষদের উপকার করিয়াছেন।

(চ) সাধারণ-সদস্য। বর্ষারম্ভে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্য ৮৮৯ জন ছিলেন। নূতন নিয়মানুসারে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের চাঁদা বার্ষিক ৬৲ স্থলে ১২৲ টাকায় বৃদ্ধি হইলে ৪৪৯ জন বর্দ্ধিত হারে চাঁদা দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, ৯৪ জন মফস্বলের ঠিকানায় গিয়াছেন এবং ১২ জন পরলোকগমন করিয়াছেন ও ৫ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৩৫৮ হইয়াছে।

মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা বর্ষারম্ভে ৪২৫ ছিল। তন্মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ৯৪ জন আসিয়াছেন এবং ১৯ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এই সকল পরিবর্ত্তনের পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৫৩৩ হইয়াছে।

বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে সদস্য-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য———৯
(খ) আজীবন-সদস্য———৫
(গ) অধ্যাপক-সদস্য———৫

(ঘ) মৌলভী-সদস্য———০

(ঙ) সহায়ক-সদস্য———২১

(চ) সাধারণ-সদস্য——৯১৮

কলিকাতা—৩৮৫

মফস্বল— —৫৩৩

৯.৮

৯৫৮

কলিকাতাবাসী সদস্যের চাঁদা বৃদ্ধি হওয়ায় বহু সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা এই বর্দ্ধিত হারে চাঁদা দিতে অসম্মত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের বাড়ী বাড়ী পরিষদের অবস্থার বিষয় জানাইয়া সদস্য থাকিতে অনুরোধ জানাইবার জন্য একজন লোক দুই মাসের জন্য নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। তাহাতেও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই শ্রেণীর নূতন সদস্য সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

পরলোকগত সদস্যগণ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ১২ জন কলিকাতাবাসী সদস্য ও মফস্বলবাসী ৫ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া হইল।

(কলিকাতা)

১। অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল—স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের ইতিহাসের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক। অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এমেরিটাস্ অধ্যাপক হন। ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অর্থ দান করিয়া 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেক্‌চার' নামে এক অধ্যাপকের পদ স্থাপন করিয়াছেন ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ঐতিহাসিক গবেষণা করিবার জন্য ১০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন।

২। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ। প্রথমাবস্থায় ইনি জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পরে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া বহু নাটক ও উপন্যাস লেখেন এবং 'অলৌকিক রহস্য' নামক সাময়িক পত্রের সম্পাদকতা করেন। ইঁহার রচিত প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, পলাসীর প্রায়শ্চিত্ত, নর-নারায়ণ, আলিবাবা, রঞ্জাবতী প্রভৃতি নাটক বঙ্গ-সাহিতের অমূল্য সম্পদ্।

৩। গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। প্রথমে ইনি 'হাওড়া-হিতৈষীর' সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে মনোযোগ দেন এবং উহার গঠনকর্ত্তৃগণের মধ্যে ইনি অন্যতম। ইনি উহার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। এবং স্বদেশী যুগে সুরেন্দ্রনাথের সহিত

রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইনি বাঙ্গালাভাষায় সুবক্তা ছিলেন। কায়স্থ-সমাজের উন্নতির জন্য ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

৪। রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর বি এ, এফ এম্ এস্, এফ আর ই এস্। ইনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের Statistical Departmentএর উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন।

৫। রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল। ইনি গবর্মেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইনি জেলার জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া নানা সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ইনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং পরিষদের বহু অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়া সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিতেন। ইনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, শান্তি-সমিতি, অনাথ-আশ্রম প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৬। ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল, পি-এচ ডি। ইনি বহুভাষাবিদ্ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক এবং তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইহাঁর রচিত নিবন্ধগুলি বহু ভাব ও গবেষণার পরিচায়ক। অতি অল্প বয়সেই ইনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

৭। কবিরাজ ভোলানাথ গুপ্ত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইনি প্রতিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। 'অর্চ্চনা' পত্রে ও অন্যত্রও ইহাঁর রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

৮। যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিত্র, পৃথ্বীরাজ, মানব-গীতা, শিবাজী প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ লিখিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর রচিত বহু শিশুপাঠ্য গ্রন্থও রহিয়াছে।

৯। রায় রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি এ। ইনি ভারতীয় ডাক-বিভাগের অতি উচ্চ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং প্রতিষ্ঠাবান্ কবি ছিলেন।

১০। রামচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল। ইনি পরিষদের অত্যন্ত হিতৈষী সদস্য এবং কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যবহারজীবী ছিলেন।

১১। হরিপদ দাস ঘোষ।

১২। হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ। ইনি অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। বিগত বর্ষে ইনি পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ও তৎপূর্ব্বে সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইহাঁর রচনা-শক্তি বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। পরিষদের ইনি একজন কর্ম্মী সদস্য ছিলেন।

(মফস্বল)

১। খোকালাল মিত্র। হুগলীনিবাসী এই সদস্য নূতন হইলেও পরিষদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

২। রাজা জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী—বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সিমলাপালের ভূম্যধিকারী ছিলেন। ইনি ১৭ বৎসর পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং পরিষদের চিত্রশালার জন্য গুটিপোকার জাল উপহার দিয়াছিলেন।

৩। দক্ষিণাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। ইনি পঞ্চকোট-রাজসংসারে কার্য্য করিতেন। ২ বৎসর হইল, ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন।

৪। রামপ্রাণ গুপ্ত। ময়মনসিংহ কেদারপুর টাঙ্গাইলনিবাসী রামপ্রাণবাবু বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ঢাকার অধিবেশনে ইনি ইতিহাস-শাখার সভাপতি হন। 'ভারতবর্ষে গ্রীক্' সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। শেষ জীবনে মুসলমানযুগের ইতিহাস লিখিতেছিলেন,—ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরিষৎকে ইনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরিষৎকে ইনি কিছু টাকা দান করিবার জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার পুত্র জানাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহার চলিতেছে।

৫। সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ। ইনি বীরভূম রায়পুরনিবাসী বিখ্যাত সিংহবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বর্দ্ধমানরাজ-সরকারে উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বর্দ্ধমান অধিবেশন সফল করিবার জন্য ইনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইনি শাখা-পরিষদের পক্ষে এক বৎসর মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণ

এই সকল সদস্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যসেবী এবং সাহিত্যবন্ধুর পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে। ইঁহাদের অনেকেই এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরিষৎ বিশেষ ভাবে ইঁহাদের জন্য শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং ইঁহাদের পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

১। গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল
২। খান বাহাদুর তস্‌লিম উদ্দিন আহমদ বি এল
৩। দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ
৪। ডাঃ নলিনীকান্ত দত্ত এম এ, পি-এচ ডি
৫। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৬। প্রকাশচন্দ্র দত্ত
৭। বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি
৮। শশধর তর্কচূড়ামণি
৯। সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ
১০। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
১১। স্বামী সারদানন্দ

সাধারণ অধিবেশন

(ক) বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষের ৭ই আশ্বিন রবিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইবার পর দুই জন সাহিত্যসেবীর চিত্র-প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপর ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ও আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হয় ও চতুস্ত্রিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সদস্য-নির্ব্বাচনের পর চতুস্ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে চতুস্ত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয় ও কতকগুলি উপহার-প্রাপ্ত পুস্তক প্রদর্শিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নয়টি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটিতে কোন প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই, অবশিষ্ট আটটিতে নয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। নিম্নে অধিবেশনের তারিখ, সভাপতি, প্রবন্ধ ও তাহার লেখকের নাম লিপিবদ্ধ হইল।

প্রথম মাসিক—১লা আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই। প্রবন্ধ—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, লেখক—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল।

দ্বিতীয় মাসিক—১২ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল।

তৃতীয় মাসিক—২৯এ মাঘ, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল। প্রবন্ধ—শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি, এম এ।

চতুর্থ মাসিক—২০ এ ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস। প্রবন্ধ—সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

পঞ্চম মাসিক—২৭ এ ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস। প্রবন্ধ—'সরস্বতী' (দ্বিতীয়াংশ), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

ষষ্ঠ মাসিক—৫ই চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য। প্রবন্ধ বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

সপ্তম মাসিক—১৮ই চৈত্র, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য। প্রবন্ধ—চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, লেখক—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

অষ্টম মাসিক—২১এ চৈত্র, মঙ্গলবার। সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ,

প্রবন্ধ—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা। লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস।

নবম মাসিক—২৮এ চৈত্র, মঙ্গলবার। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। প্রবন্ধ—(ক) (ফরিদপুর) কোটালিপাড়ার গ্রাম্য-শব্দ, লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, এবং (খ) অনুমতি দেবী, লেখক—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম এ।

(গ) বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নয়টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে তিনটি সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা, তিনটি সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনে শোকসভা এবং তিনটীতে বলিদ্বীপ, যবদ্বীপ, কাম্বোডিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। নিম্নে বিশেষ অধিবেশনগুলির তারিখ, সভাপতির নাম এবং বিষয় ও আলোচনাকারিগণের নাম দেওয়া হইল।

প্রথম—১৪ই আষাঢ়, বুধবার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা। প্রাতে গোরস্থানে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের নেতৃত্বে কবির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় প্রার্থনায় যোগদান করেন এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী কবিতা পাঠ করেন এবং কবিপত্নী হেন্‌রিয়েটার উদ্দেশে প্রার্থনা করেন।

অপরাহ্ণে স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ হলে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এসসি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় "বিদ্রোহী কবি মধুসূদন" ও 'মধুসূদন' নামক দুইটি কবিতা পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল মহাশয় "মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বক্তৃতা করেন। এতদ্ব্যতীত সাগরদাঁড়ীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের চেষ্টা করার ও হেন্‌রিয়েটার সমাধি-বেষ্টনী প্রস্তুতের প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী সমাধি-বেষ্টনী নির্ম্মাণ তহবিলে ১০৲ দান করেন।

দ্বিতীয়—১১ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, বি এল। আলোচ্য-বিষয়—(ক) যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ এবং (খ) অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা মহাশয়-রচিত "যোগীন্দ্র-প্রয়াণে" নামক কবিতা পঠিত হইলে পর, কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং সভাপতি

মহাশয় ৺যোগীন্দ্র বাবুর বিষয় আলোচনা করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত চুণীবাবু ৺অধর বাবুর গুণপনা কীর্ত্তন করেন।

তৃতীয়—১৮ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। অলোচ্য বিষয়—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল। শ্রীমতী পরিমল দেবীর রচিত একটি গান গীত হইবার পর শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মন্মথ-মোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং সভাপতি মহাশয় ৺ক্ষীরোদ বাবুর বিষয়ে আলোচনা করেন। তৎপরে ৺ক্ষীরোদ বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ দেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ১০৲ হিসাবে ৫০৲ কবির চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দান করিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়—১০৲, শ্রীযুক্ত শৈলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়—১০৲, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল—১০৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১০৲, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১০৲। অতঃপর ৺ক্ষীরোদ বাবুর নরনারায়ণের অংশবিশেষ অভিনীত হয়। এই বিশেষ অধিবেশনের জন্য যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

চতুর্থ—৫ই ফাল্গুন, শনিবার। সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় 'বলিদ্বীপ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনদ্বারা বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

পঞ্চম—১২ই ফাল্গুন, শনিবার। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্ মহাশয় "যবদ্বীপ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শনদ্বারা বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

ষষ্ঠ—১৯এ ফাল্গুন, শনিবার। আলোচ্য বিষয়—৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় কবিতা পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয় মৃত মহাত্মার বিষয়ে গুণগান করেন এবং চিত্রপ্রদাতা ৺অশ্বিনীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

সপ্তম—৪ঠা চৈত্র, শনিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট মহাশয় "কাম্বোডিয়ার হিন্দু সভ্যতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন দ্বারা বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

অষ্টম—১৯এ চৈত্র, রবিবার। আলোচ্য বিষয়—৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই, ই বি ই। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়-রচিত একটি কবিতা পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর এবং সভাপতি মহাশয় ৺মুস্তফী মহাশয়ের নানা গুণাবলীর আলোচনা করেন। এই সভায় ৺ব্যোমকেশ বাবুর স্বহস্তলিখিত ও তাঁহার পরিকল্পিত "পরিষৎপ্রকাশিকা" নামক মাসিক পত্রিকার পাণ্ডুলিপি এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে পদ্যে লিখিত নিমন্ত্রণ-পত্র প্রদর্শিত হয়।

নবম—২৬এ চৈত্র, রবিবার। আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা। সভাপতি—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল। শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয়ের কবিতা পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর, শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'বন্দে মাতরম্' ও 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী' গান করেন এবং বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' অভিনয় করেন।

সংবর্দ্ধনা

(ক) আলোচ্য বর্ষের ৫ই বৈশাখ সোমবার পরিষৎ মন্দিরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীযুক্ত বিনয় বাবুর প্রবাস গমনের পর তাঁহার কলিকাতাবাসী কতিপয় গুণগ্রাহী বন্ধু, তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহও হইয়াছিল। বিগত বর্ষে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পর উক্ত কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একযোগে পরিষৎ মন্দিরে তাঁহাকে উক্ত তারিখে সংবর্দ্ধনা করেন। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সংবর্দ্ধনা-সভার সভাপতিত্ব করেন এবং এই সভায় তিনি শ্রীযুক্ত বিনয় বাবুকে অভিনন্দন প্রদান করেন। খদ্দরের উপর এই অভিনন্দন-পত্র মুদ্রিত হয়, এবং উহা রৌপ্য-পাত্রে তাঁহাকে দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় তাঁহার স্বরচিত 'বরণ' নামক গীতটি গাহেন ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। এই

অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত বিনয় বাবু দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁহার প্রবাসলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা বলেন। এই সংবর্দ্ধনার যাবতীয় ব্যয় উক্ত সংবর্দ্ধনা-সমিতির সংগৃহীত অর্থ হইতে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে ২৫৲ টাকা মাত্র প্রদান করা হইয়াছিল।

(খ) আলোচ্য বর্ষে ১৭ই হইতে ২২এ পৌষ (২রা হইতে ৭ই জানুয়ারী) কলিকাতা নগরীতে ইণ্ডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেসের ১৫শ অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষ্যে ভারতের নানা স্থান হইতে সমাগত বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণকে গত ২০এ পৌষ বৃহস্পতিবার পরিষৎ মন্দিরে সংবর্দ্ধনা করা হয়। প্রায় শতাধিক বৈজ্ঞানিক এই সংবর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে পরিষদ্ মন্দিরে এবং রমেশ-ভবনে পুস্তকাগার ও চিত্রশালার দ্রব্যাদি সজাইয়া রাখা হইয়াছিল। চাঁদা তুলিয়া এই সংবর্দ্ধনার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হয়।

(গ) বিগত ৫ই ফাল্গুন, শনিবার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ এইচ লুডার্স ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী এল্‌স লুডার্স মহোদয়াকে পরিষদে সংবর্দ্ধনা করা হয়।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট্, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই, ডি এস্ সি, পি-এচ ডি
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল
" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস
" যদুনাথ সরকার এম এ, সি আই ই
" পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন
" মহারাজ রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি আই ই
" মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সি আই ই
" কুমার শরৎকুমার রায় এম এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
" জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি

কোষাধ্যক্ষ— " যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল

চিত্রশালাধ্যক্ষ— " অজিত ঘোষ এম এ, বি এল

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি
গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর
" অনাথনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর যাবতীয় আয়-সংক্রান্ত কার্য্যভার এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপর যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিবার ভার অর্পিত ছিল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পরিচালনের কার্য্যভার এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের অন্যান্য কার্য্যভার অর্পিত ছিল।

কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের সম্পাদকতায় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৪শ ভাগ চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিলাতে অবস্থানকালীন তাঁহার নির্দ্দেশ মত পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে এবং লয়েড ও সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে পরিষদের অর্থাদি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাগারের যাবতীয় পুস্তক তালিকাভুক্ত ও সাজাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু আলমারী প্রস্তুত না হওয়ায় ও অতিরিক্ত লেখক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা না হওয়ায় এই কার্য্য অগ্রসর হয় নাই।

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় রমেশভবনে চিত্রশালার দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিয়াছেন এবং কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন।

ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, ছাত্রসভ্যগণের দ্বারা বিশেষ কিছু কাজ করাইবার সুবিধা হইতেছে না।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ এবং রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক)—সদস্যগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট
২। " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
৩। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
৪। " রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ
৫। " জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল

৬ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি
৭। " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস
৮। " ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি
৯। " ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ
১০। " নৃপেন্দ্রকুমার বসু
১১। " ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, এফ জেড এস্
১২। " বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ
১৩। " লেফটানেন্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ
১৪। " মন্মথমোহন বসু এম এ
১৫। " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
১৬। " অমলচন্দ্র হোম
১৭। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)
১৮। " নিবারণচন্দ্র রায় এম এ
১৯। " নরেন্দ্র দেব
২০। " ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ ডি

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
২। " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ
৩। " মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল
৪। " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
৫। " ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল
৬। " নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ৮টি অধিবেশন হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য মন্তব্যগুলি সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

১। বজেটের অতিরিক্ত ৩৯২৵০ ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে।

২। রমেশভবন-সমিতির কার্য্যের জন্য ১৩৬৸৶৯ হাওলাত দাদন মঞ্জুর হইয়াছে।

৩। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে,—

(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয়-সমিতি, (ছ) চিত্রশালা-সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন প্রস্তাব আলোচনা-সমিতি, (ঞ) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি বিল আলোচনা সমিতি, (ট) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকোষ সমিতি, (ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার —চিত্রনির্ব্বাচন-সমিতি, (ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি

৪। বরাহনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র মহাশয়-প্রদত্ত তাঁহার অন্নপূর্ণা মেমোরিয়াল কটেজ বাণীকুঞ্জ লাইব্রেরীর ৯১০ খানি পুস্তক, আলমারী, টেবিল, বাক্স প্রভৃতি এবং বনহুগলীনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়-প্রদত্ত "মৈত্রেয় ফ্যামিলী লাইব্রেরীর ২০০৫ খানি পুস্তক কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক একখানি বৈদ্যুতিক পাখা দানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমলা লেক্‌-চারশিপ কমিটি'তে পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল সম্বন্ধে পরিষদের মতামত প্রেরিত হইয়াছে।

৮। পরিষদ্ মন্দিরে নিখিল-বঙ্গ-পুস্তকালয় সম্মিলন উপলক্ষ্যে পুস্তকাগারের গঠন ও উন্নতি সম্পর্কীয় প্রদর্শনী হইয়াছিল।

৯। ইণ্ডিয়ান সায়ান্স কংগ্রেসের ১৫শ অধিবেশন উপলক্ষ্যে কলিকাতায় সমাগত প্রতিনিধিগণকে সংবর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছিল।

১০। গত বর্ষে বিজ্ঞাপিত শুক্রনীতিসার গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

১১। পুস্তকালয়ের পুস্তকাধার. জল, ড্রেণ, পাইখানা ও প্রাচীর প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

১২। নিখিল-বঙ্গ-পুস্তকালয়-সম্মিলনীতে ও মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা-সমিতি

অধিবেশন-সংখ্যা —সাহিত্য-শাখা—৩
ইতিহাস-শাখা—৩
দর্শন-শাখা——১
বিজ্ঞান-শাখা —৩

মনোনীত প্রবন্ধ ও লেখকগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা—

১। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

২। ফরিদপুর-কোটালীপাড়ার গ্রাম্য শব্দ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৩। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

৪। শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

৫। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

(খ) ইতিহাস-শাখা—

১। অনুমতি দেবী—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশ গুপ্ত এম এ।

২। সরস্বতী (দ্বিতীয়াংশ)—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

(গ) বিজ্ঞান-শাখা—

১। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা—

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস।

এই চারি শাখার সভাপতি ও আহ্বানকারিগণ,—

সাহিত্য-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর।

ইতিহাস " " " নিখিলনাথ রায় বি এল্।

দর্শন " " " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল।

বিজ্ঞান " " " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস্।

সাহিত্য-শাখার আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

ইতিহাস " " " অজিত ঘোষ এম এ, বি এল।

দর্শন " " " নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞান " " " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ।

জ্যোতিষ-শাখা ও চিকিৎসা-সমিতি

এই দুই শাখার কোন অধিবেশন এবং কোন কাজ হয় নাই। জ্যোতিষ-শাখার আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ও চিকিৎসা-সমিতির আহ্বানকারী শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম বি।

পুথিশালা

বিগত বর্ষের কার্য্যবিবরণে তালিকাভুক্ত পুথির সংখ্যা যাহা দেখান হইয়াছিল (৪৬৯৩ খানি), আলোচ্য বর্ষেও দুঃখের সহিত আমাদিগকে সেই সংখ্যাই দেখাইতে হইতেছে। এ বৎসর উপহারস্বরূপ কোনও পুথি পাওয়া যায় নাই এবং পুথি সংগ্রহ বা ক্রয় করিবারও কোন সুবিধা হইয়া উঠে নাই। ১৩৩২ সালে যে সকল পুথির বাণ্ডিল উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তাহার বাছাই-কার্য্য আলোচ্য বর্ষেও সম্পূর্ণ হয় নাই। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর তাহার অপরাপর খণ্ডগুলির মুদ্রণ সম্বন্ধেও কোন ব্যবস্থা এ বৎসর হয় নাই।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের পুস্তক খরিদের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ কর্পোরেশনের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কর্পোরেশনের সর্ত্ত অনুসারে ওয়ার্ড কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ মহাশয় পরিষদের পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৩৬৫৯ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৪৭২ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৮৭ খানি ক্রীত হইয়াছে।

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত ৩২৭২ খানি পুস্তকের মধ্যে (ক) বনহুগলীনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় তাঁহার পারিবারিক পুস্তকালয়ের ২০০৫ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন, (খ) বরাহনগরনিবাসী ও ভূতপূর্ব্ব 'পল্লীবাসি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নীর স্মরণার্থে ৪টি আলমারী, র‍্যাক্, টেবিল, বাক্স প্রভৃতি যাবতীয় সরঞ্জাম সমেত "অন্নপূর্ণা মেমোরিয়াল কটেজ বাণীকুঞ্জে"র সমস্ত পুস্তক মোট ৯১৭ খানি উপহার দিয়াছেন এবং পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ এটর্ণি মহাশয় তাঁহার-স্বর্গীয়া পত্নী তরলাসুন্দরী দাসীর স্মৃতি-রক্ষার্থ ২০২ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত ৩৪৮ খানি পুস্তক পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও গ্রন্থকারগণের নিকট হইতে উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পরিষৎ এই সকল দাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বড়ই আনন্দের বিষয় যে, ক্রমশঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারের উন্নতির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি পতিত হইতেছে।

আমেরিকার Smithsonian Institution তাঁহাদের প্রকাশিত ৩৩ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। আমেরিকার Anthropological Association, Museum of Fine Arts এবং লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের School of Oriental Studies তাঁহাদের পত্রিকাগুলি রীতিমত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে দান করিয়াছেন।

সাময়িক পত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণীর পত্র পত্রিকা নিম্নোক্ত সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে,—

দৈনিক——১০
সাপ্তাহিক——৩৫
পাক্ষিক——৩
মাসিক——৬২
দ্বৈমাসিক——৪
ত্রৈমাসিক——১০
বার্ষিক——১

১২৫

এই সাময়িক পত্রের মধ্যে Statesman, Englishman, Indian Antiquary, Modern Review ও কিছু দিন 'মাসিক বসুমতী' ক্রয় করা হইয়াছিল। পরিশিষ্টে সাময়িক পত্রের তালিকা দেওয়া হইল।

বর্ষারম্ভে গ্রন্থাগারে নিম্নোক্ত-সংখ্যক পুস্তক ছিল,—

(ক)	পরিষদের সংগৃহীত পুস্তক—	১৪৭৬৯
(খ)	” ” বাঁধান সাময়িক পত্র	২০১১
(গ)	বিদ্যাসাগর পুস্তকালয়	৩৫৪৬
(ঘ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ”	২২৬০
(ঙ)	রমেশচন্দ্র দত্ত ”	৭৩২
(চ)	সাহিত্য-সভার ”	২৫৪০
		২৫৮৫৮

অতএব বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তক-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত সংগৃহীত—	২৫৮৫৮
বর্ত্তমান বর্ষের সংগৃহীত—	৩৬৫৯
বর্ত্তমান বর্ষের মাসিক পত্রিকা পুস্তকাকারে বাঁধান	৩১
	২৯,৫৪৮

এই সকল পুস্তকের মধ্যে কোন্ ভাষায় কতগুলি পুস্তক রহিয়াছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে চারি মোট পুস্তক পুস্তিকা ও খণ্ডিত সাময়িক পত্রিকা বর্ষশেষে আসিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ও তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। আগামী বর্ষে তাহার বিবরণ দেওয়া হইবে।

আলোচ্য বর্ষে ১৭৮ জন সদস্য পুস্তক পাঠার্থ বাড়ীতে পুস্তক লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে ২৩৫১ বার পুস্তক আদান-প্রদান করা হয়। পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তক ও আলমারী রমেশ-ভবনে স্থানান্তরিত করার জন্য উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাবলী যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে এবং তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই। বিশেষতঃ দুই মাস পুস্তকালয় বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া এ বিষয়ে কোন কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। পুস্তকগুলি রমেশ-ভবন হইতে আনিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছেমাত্র। এই কার্য্যেই পাঁচ মাস অতিবাহিত হইয়াছে। পুস্তকাধার প্রস্তুত হইয়া গেলে এই পুস্তকগুলি রাখিবার ব্যবস্থা ও তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। তবে এই সকল কার্য্য বহু ব্যয়সাপেক্ষ। এই ব্যয় না করিতে পারিলে পুস্তকালয়ের শৃঙ্খলা ত থাকিবেই না, সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির একটি মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে নূতন পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব এবং পুস্তকাধার প্রস্তুতের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

চিত্রশালা

মন্দির সংস্কারের সময়ে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি রমেশ-ভবনে স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরিষদ্ মন্দির মেরামতের পর বিগত পৌষ মাসে চিত্রশালার যাবতীয় দ্রব্য রমেশ-ভবনে অস্থায়িভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। পরিষদ্ মন্দিরে সাহিত্যিকগণের চিত্রাদি রাখা হইয়াছে। প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলির জন্য পাদপীঠ প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব মূর্ত্তি প্রভৃতির জন্য শো-কেস্ প্রয়োজন হইয়াছে। চিত্রশালা-সমিতি এই সকল দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে না। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের সহিত হুগলী জেলার অন্তর্গত ভান্ডাড়া গ্রামে মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন।

পরিষদের বিশেষ অনুরোধে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয় কান্দী মহকুমার নানা স্থান হইতে মূর্ত্তি-সংগ্রহ করিতেছেন এবং কয়েকটি মূর্ত্তি ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে হরিহর ও নরসিংহ-মূর্ত্তি দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি পরিষদে এতাবৎ কাল সংগৃহীত হয় নাই। চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় রাজসাহী, মুরশিদাবাদ ও বাঁকুড়া জেলার কোন কোন স্থানে মূর্ত্তি-সংগ্রহ করিবার জন্য আহূত হইয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষের মধ্যেই সেই সকল স্থানে তিনি যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চিত্রশালার জন্য আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। প্রদাতৃগণের ও প্রাপ্তিস্থানের নাম সহ দ্রব্যগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বিষ্ণুমূর্ত্তি—প্রাপ্তিস্থান বামুনডিহি, ভরতপুর, কান্দী, মুরশিদাবাদ, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ।

২। হরিহর-মূর্ত্তি—প্রাপ্তিস্থান করুন্দি, ভরতপুর, কান্দী, মুরশিদাবাদ, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত হরিদাস সরকার।

৩। হরপার্ব্বতী-মূর্ত্তি—প্রাপ্তিস্থান খাঁড়েরা, ভরতপুর, কান্দী, মুরশিদাবাদ, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায়, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাস, শ্রীযুক্ত ভবতারণ দাস, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দাস।

৪। নরসিংহ-মূর্ত্তি—প্রদাতা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ।

৫। বিষ্ণুমূর্ত্তির অংশ—প্রদাতা— ঐ।

এই দুইটি মূর্ত্তি ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নীলকমল ত্রিবেদী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

৬। বিষ্ণুমূর্ত্তি—প্রাপ্তিস্থান ভান্ডাড়া, হুগলী, প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রভাচন্দ্র সিংহ এম এ,বি এল ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ।

৭। রৌপ্যমুদ্রা—দুইটি
তাম্রমুদ্রা—২৫টি } মুদ্রাগুলি নানা দেশীয় ও অল্পবিস্তর আধুনিক।

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত সৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত পণ্ডিতগণ পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

(ক) ডাঃ এইচ্‌ লুডার্স—বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক।
(খ) শ্রীমতী এল্‌স লুডার্স—ঐ পত্নী।
(গ) শ্রীযুক্ত হেলমুথ ভন্ গ্লাসেনাপ—বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক।
(ঘ) শ্রীযুক্ত পি ডব্লিউ হ্যাথওয়ে—কলিকাতা করপোরেশনের সিটি আর্কিটেক্‌ট।
(ঙ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল।
(চ) মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সায়ান্স কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ।

চিত্রশালা দেখিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

স্বর্গীয় অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ১০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের দরুন আলোচ্য বর্ষে ৭১৲ টাকা সুদ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের আসল ও সুদ ধরিয়া এই ভাণ্ডারে বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত ১২৭৪৲ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই অর্থে কোন কার্য্য করিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

রমেশ-ভবন

আলোচ্য বর্ষেও অর্থাভাবে রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের অবশিষ্ট কার্য্য শেষ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট পরিষদের এই চিত্রশালার জন্য যে ১৬,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য বর্ষের বজেটে ভুক্ত হয় নাই বলিয়া উক্ত টাকা এখনও হস্তগত হয় নাই। এই হেতু রমেশ-ভবনের ছাদের কার্ণিশ, বাহিরের সিঁড়ি, সম্মুখের দেওয়ালের প্রস্তরশিল্পের অসমাপ্ত কার্য্যগুলি, কোলাপ্‌সিবল্ গেট ও প্রাচীর এবং চিত্রশালার মূর্ত্তি প্রভৃতি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবার জন্য পাদপীঠ এবং শো-কেস্ প্রভৃতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইতেছে না। আশা করা যায়, বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষেই উক্ত ১৬,০০০৲ টাকা দান করিয়া বঙ্গদেশের এই অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান পুরাকীর্ত্তি-মন্দিরটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সাধারণের দর্শনযোগ্য করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

পদক ও পুরস্কার

পুরস্কার প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-শাখা সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পাঠাইবার দিন নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল।

পদক

	পদক	প্রবন্ধ
১।	হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক	নারী-চরিত্রে কবি হেমচন্দ্র।
২।	হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক	হিন্দু-রাজত্বে রাঢ়।
৩।	তরলাসুন্দরী সুবর্ণপদক	বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কাজ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস।
৪।	রামগোপাল রৌপ্যপদক	'এষা' কাব্য সমালোচনা।
৫।	অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (ক)	'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব।
৬।	অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক (খ)	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারী-চরিত্র।
৭।	জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী রৌপ্যপদক	মাইকেলের ছন্দ।
৮।	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক	মাসিক-সাহিত্য সমালোচনার ধারা।

পুরস্কার

	পুরস্কার	প্রবন্ধ
৯।	আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲)	শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।
১০।	গগনচন্দ্র পুরস্কার (৫০৲)	স্কন্দপুরাণে ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

৬ষ্ঠ পদকটি মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১৫ই বৈশাখের মধ্যে কোন্ পদক বা পুরস্কারের জন্য কয়টি প্রবন্ধ আসিয়াছে, প্রবন্ধগুলির পরীক্ষক ও পদক বা পুরস্কার যিনি পাইবেন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

১ম বিষয়, ৭টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রামচরণ নাথ এম এ মহাশয় পদক পাইবেন।

২য় বিষয়, ২টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। কেহ পান নাই।

৩য় বিষয়ে কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই।

৪র্থ বিষয়, ৩টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। কেহই পদক পাইবেন না।

৫ম বিষয়, ১টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম। কেহই পদক পাইবেন না।

৬ষ্ঠ বিষয়, ২টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। শ্রীমতী রত্নমালা দেবী পদক পাইবেন।

৭ম বিষয়ে ৩টি প্রবন্ধ, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম। শ্রীযুক্ত রামচরণ নাথ এম এ মহাশয় পদক পাইবেন।

৮ম বিষয়ে কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই।

৯ম বিষয়ে কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই।

১০ম বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীমতী মালতীমালা তত্ত্বদীপিকা পুরস্কার পাইবেন।

যাঁহারা পদক বা পুরস্কারের টাকা দান করিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রবন্ধগুলি পরীক্ষার ভার লইয়াছিলেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

স্মৃতি-রক্ষণ

চিত্রপ্রতিষ্ঠা দ্বারা আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্য-সেবিগণের স্মৃতিরক্ষা করা হইয়াছে,—

(ক) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন (ব্রোমাইড্)। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বামাপদ বসু মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রস্তুত।

(খ) ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (ব্রোমাইড)। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত।

(গ) অশ্বিনীকুমার দত্ত (ব্রোমাইড)। শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সরল-কুমার দত্ত এম এল সি, এবং শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত ব্যারিষ্টার মহাশয়গণ এই চিত্র দান করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্রপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ।

(খ) অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্।

(গ) যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ।

(ঘ) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম এ মহাশয় দান করিবেন।

(ঙ) দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী—শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় দান করিবেন।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র অদ্য বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইবে,—

(ক) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল (তৈলচিত্র)। শ্রীযুক্ত জে সি সিংহ মহাশয় ৩০৲ এবং শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মল্লিক মহাশয় ২০৲ এই জন্য দান করিয়াছিলেন। এই অর্থ হইতে এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

(খ) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (তৈলচিত্র)। এই চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ইঁহাদের নিকট চাঁদা পাওয়া গিয়াছে,—মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ২৫৲, শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ১০৲, শ্রীযুক্তা কামিনী রায় ৫৲ ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ২৲, মোট ৪২৲। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্র দত্ত ২৫৲ এবং শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র ৪৲ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

(গ) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ (ব্রোমাইড) এবং (ঘ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (ব্রোমাইড)। এই দুইখানি চিত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে।

স্মৃতি-রক্ষার জন্য স্থাপিত নিম্নলিখিত ভাণ্ডারগুলির অবস্থা বর্ষশেষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক) কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৩৩০৮/৯।

(খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১৬৭৷৵০।

(গ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—২০৬৪৵৯।

(ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৭৩৷৬।

(ঙ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—২৭০৲।

(চ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৬৫।০।

(ছ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১০০৲।

(জ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল—গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ১৪৫৲। বর্ষমধ্যে বালীগঞ্জ, ৫নং সানি পার্কস্থিত ললিতকলা-সংসদের পক্ষে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল, এডভোকেট মহাশয়ের নিকট ১০০৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়কে কবির চিত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। এখনও চিত্র সমাপ্ত হয় নাই। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—১৪৫৲।

(ঝ) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৩০৲ টাকাই রহিয়াছে। একখানি চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এখনও পরীক্ষা হয় নাই। এই তহবিলের আরও অর্থ সংগৃহীত না হইলে চিত্রকরের প্রাপ্য শোধ হইবে না।

(ঞ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে এই তহবিলে ৬৫৲ টাকা রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয় এই অর্থে একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং চিত্র প্রস্তুত হইতেছে।

(ট) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল—বর্ষশেষে যে ৫০৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের অর্থে কোন চিত্র আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া কোন অর্থও প্রদাতৃগণের নিকট হইতে লইতে পারা যায় নাই।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষেও করিতে পারা যায় নাই।—(ক) কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, (গ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (ঘ) ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, (ঙ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (চ) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (ছ) প্রাণনাথ দত্ত, (জ) চারুচন্দ্র ঘোষ, (ঝ) কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, (ঞ) রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, (ট) ললিতচন্দ্র মিত্র, (ঠ) স্যর আশুতোষ চৌধুরী, (ড) মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, (ঢ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ণ) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (ত) মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, (থ) দামোদর মুখোপাধ্যায়, (দ) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (ধ) চণ্ডীচরণ সেন।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শাখা-পরিষদ্গুলির মধ্যে রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, গৌহাটী, মীরাট, কাশী, উত্তরপাড়া, নদীয়া ও চট্টগ্রাম শাখা-পরিষদের কার্য্য-কারিতার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য শাখায় কি ভাবে কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহা জানিতে পারা যাইতেছে না। আলোচ্য বর্ষে মূল-পরিষদের পত্রিকা-ধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গৌহাটী ও চট্টগ্রাম শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এ দুইটি শাখা হইতে যথোপযুক্ত অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ মহাশয় বারাণসী শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে মূল-পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। শাখাগুলির কার্য্যবিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই সুযোগে অন্যান্য শাখাগুলিকে মাতৃভাষার সেবা-কার্য্যে আন্তরিকতার সহিত মনোযোগ দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ছাত্র-সভ্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ৪৯ জন ছাত্র-সভ্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে নূতন একজন ছাত্র ছাত্র-সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েকজন ছাত্র বিশেষ উৎসাহের সহিত পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত রমেশ বসুপ্রমুখ কতিপয় বিশেষজ্ঞ ছাত্রগণকে গবেষণাদি কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। দুঃখের বিষয়, ছাত্রসভ্যগণের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইতেছে না এবং আলোচ্য বর্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক কার্য্য কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় কতিপয় প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তনের ও নূতন নিয়ম সংযোজনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেগুলি শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক তাহাদের বিবেচনা শেষ হয় নাই।

মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে নিখিল-বঙ্গ-গ্রন্থাগার-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনের সম্পর্কে পরিষদ্ মন্দিরে ঐ সম্মিলনের কর্তৃত্বাধীনে ও পরিষদের সহযোগিতায় পরিষদের ও রমেশ-ভবনের হলে পুস্তকালয়-প্রদর্শনী হয়। শ্রীযুক্ত লতিকা বসু মহাশয়া এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এতদ্ব্যতীত রাজাবাগানের ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন পরিষদের হলে তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশন ও অভিনয় করেন এবং ২৪ পরগণা সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন পরিষদের হলে সম্পাদিত হয়।

বঙ্গীয়-গবর্মেণ্ট

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্য বাবদ ১২০০৲ দান করিয়াছেন এবং ২০২ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা মূল্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। চিত্রশালার জন্য বিগত বর্ষে পরিষদের আবেদনে যে ১৬০০০৲ টাকা গবর্মেণ্ট দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা আলোচ্য বর্ষেও পাওয়া যায় নাই। এ বিষয়ে গবর্মেণ্টের পত্রের প্রতিলিপি পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। আশা করা যায়, গবর্মেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া আলোচ্য বর্ষে ঐ টাকা দান করিয়া চিত্রশালার অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে পরিষৎকে সাহায্য করিবেন। উপরোক্ত বার্ষিক দানের জন্য পরিষৎ বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা করপোরেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক খরিদ করিতে কলিকাতা করপোরেশনের নিকট ৬৫০৲ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থাগারের অন্যান্য অভাব মোচনের জন্য বার্ষিক ২০০০৲ সাহায্য চাহিয়া করপোরেশনের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। এক্ষণে এ বিষয়ে করপোরেশনের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে। করপোরেশনের সাহায্যে আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মন্দির মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত করপোরেশন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের ট্যাক্স রেহাই করিয়াছেন। পরিষৎ ঐ সকল দানের জন্য করপোরেশনের নিকট বিশেষ ঋণী।

পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের সম্মুখে একটি বড় উজ্জ্বল আলোবিশিষ্ট লাইটপোষ্ট স্থাপন করিয়া পরিষদের ও সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে ৩৪শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮টি প্রবন্ধ সাহিত্যাদি চারি শাখায় অনুমোদিত হইয়াছিল। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকগণের নাম দেওয়া হইল।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—

১। দীন চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ।

২। শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ।

৩। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

৪। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৫। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

৬। ঐ বিষয়ে সম্পাদকের নিবেদন—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ।

৭। ঐ বিষয়ে মন্তব্য সম্বন্ধে বক্তব্য—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

(খ) গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ—

১। শব্দসংগ্রহ—মোল্লা শ্রীযুক্ত রবীউদ্দীন আহম্মদ।

২। বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ,—শ্রীযুক্ত গৌরীহর মিত্র বি এ।

৩। ফরিদপুর-কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

(গ) দর্শন—

১। জৈনদর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল।

২। জ্ঞান-উৎপাদ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

(ঘ) পরিভাষা—

১। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস।

(ঙ) ইতিহাস—

১। কবীন্দ্র রমাপতি—শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়।

২। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর ধরণা—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

৩। সরস্বতীর বলি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

৪। অনুমতি দেবী—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম এ।

(চ) জ্যোতিষ—

১। প্রজা-নিয়মনে ও সুপ্রজা-বর্দ্ধনে জ্যোতিষের প্রভাব—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

এই প্রবন্ধগুলি ব্যতীত গত ৩৩শ বার্ষিক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার শব্দসূচী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সূচী পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ অনুসারে বঙ্গদেশের বাহিরের ও বিদেশের পণ্ডিত-শ্রেণীর আলোচনার সৌকর্য্যার্থ ৩য় সংখ্যা পত্রিকা হইতে প্রত্যেক প্রবন্ধের ইংরেজি সার মর্ম্ম ছাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গ্রন্থপ্রকাশ ও ছাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে পদকল্পতরুর চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে পদাবলী-সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইল। এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই খণ্ডে পদসূচী, পদকর্ত্তৃসূচী, ভূমিকা, শব্দসূচি প্রভৃতি থাকিবে। ন্যায়দর্শনের পঞ্চম খণ্ডের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে। কৌলমার্গ-রহস্য গ্রন্থের কার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্ব্বের মূলের মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। ভূমিকাদি মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্রই ইহা প্রকাশিত হইবে। সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল

গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা ছাপাখানা-সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে হইয়াছিল। নিম্নে গ্রন্থগুলির সম্পাদক ও কোন্ গ্রন্থ কত ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে, তাহা লিখিত হইল।

১। পদকল্পতরু (৪র্থ খণ্ড) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, মূল ১॥০ ফর্ম্মা, টাইটেল, সূচী প্রভৃতি ১ ফর্ম্মা এবং মলাট।

২। ঐ—(৫ম খণ্ড) সম্পাদক ঐ, ৩ ফর্ম্মা (১—৩)।

৩। ন্যায়দর্শন (৫ম খণ্ড), সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। ৩ ফর্ম্মা (১—৩)।

৪। সংকীর্ত্তনামৃত—সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ৪ ফর্ম্মা (১০—১৩)।

৫। মহাভারত—আদিপর্ব্ব, সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। (১—৩১ ফর্ম্মা)

৬। কৌলমার্গ-রহস্য—সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ। ১০ ফর্ম্মা (১০—১৯)।

এতদ্ব্যতীত চণ্ডীদাসের পদাবলীর নব সংস্করণ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। নানা স্থানে রক্ষিত প্রাচীন পুথি হইতে পদ-সংগ্রহ ও পাঠভেদ লিপিবদ্ধ হইতেছে। অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতার জন্য কার্য্য অগ্রসর হইতেছে না। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়গণও এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার পাইয়াছেন।

এই সকল গ্রন্থপ্রকাশ ব্যতীত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও কার্য্যবিবরণাদি ছাপাখানা-সমিতির দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত ফর্ম্মাগুলি ছাপা হইয়াছে,—

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩৪ ভাগ—৩২॥৵ ফর্ম্মা।

৩৩শ বার্ষিক মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ১॥০ ফর্ম্মা।

৩৩শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৬॥০ ফর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন — — ৪ ফর্ম্মা।

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা-সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বসমেত আয় ৩১৬২৬।৶০ এবং ৪৬৬১৯৸৶৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসরের সাধারণ-তহবিলের উদ্বৃত্ত ১৫৬৩৪॥৴১ টাকা এবং বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের আয় যোগ ও ব্যয় বাদ দিয়া বর্ষশেষে সাধারণ-তহবিলের ও বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ৩২৫০৪৸১ টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। বর্ষারম্ভের বজেটে চাঁদা আদায় খাতে ৬০০০৲ ধরা হইয়াছিল। সহরের সদস্যগণের মাসিক চাঁদার হার বৃদ্ধি হওয়ায় চাঁদা কম আদায় হইবে, এই ধারণায়

সংশোধিত বজেট ৫৫০০৲ টাকা ধরা হইয়াছিল। কিন্তু পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণের চেষ্টায় চাঁদা আদায় খাতে বর্ষারম্ভের বজেট অপেক্ষা ৭৭৮৷৷০ চাঁদা বেশী আদায় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে সদস্যগণের চাঁদা খাতে ৪১১৩৸০ বাকী পড়িয়াছে।

ঋণ শোধ—বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ-তহবিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যে সকল টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পরিশোধ করা হইয়াছে। অধিকন্তু সাধারণ স্থায়ী তহবিল হইতে যে টাকা হাওলাত লওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬২৯৷০ পরিশোধ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের শেষে সাধারণ স্থায়ী তহবিলের ৪০০০৲ টাকা হাওলাত রহিয়াছে। এই টাকা এবং বাজার-দেনা ১৮২৫৸/০ মধ্যে বাড়ী মেরামতের বিলের, ইলেক্‌ট্রিক আলো ও পাখার তার বদল ও নূতন পয়েন্ট জন্য বিলের ৫২৭৯৷/৯ বাদ দিলে মোট ২৫৪৬৷৶৩ এবং সাধারণ স্থায়ী তহবিলের উক্ত ৪০০০৲ একুনে ৬৫৪৬৷৶১ পরিশোধ করিতে পারিলে পরিষৎ ঋণমুক্ত হইতে পারেন।

সাধারণ স্থায়ী তহবিল—সাধারণ স্থায়ী তহবিল পুষ্ট না হইলে পরিষদের স্থায়ী আয় বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না। সদস্যগণের চাঁদা আদায় যেরূপভাবে হইতেছে, তাহা বিশেষ আশাপ্রদ নহে। কারণ, বর্ষের দেয় চাঁদা বর্ষমধ্যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আদায় করা যাইতেছে না।

পরিষদের যাবতীয় হিসাবাদি পরীক্ষার ভার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যাবতীয় হিসাব-পরীক্ষা-কার্য্য বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত সমাধা হইয়াছে। তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে আয়ব্যয়-সমিতির চারিটী অধিবেশন হইয়াছে।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত কার্য্যের জন্য পরিষদের হিতৈষিগণের নিকট হইতে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। চাঁদাদাতৃগণের নাম, যে যে উদ্দেশ্যে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ও চাঁদার পরিমাণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(ক) স্থায়ী তহবিলের ঋণশোধের জন্য দান।

(খ) পুস্তক খরিদের জন্য দান।

(গ) ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ খরিদের জন্য দান।

(ঘ) সায়ান্স কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

(ঙ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের পত্নীর সমাধি-বেষ্টনী নির্ম্মাণের জন্য দান।

(চ) সাহিত্যিকগণের চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্য দান।

(ছ) পরিষদ্ মন্দির মেরামতের জন্য দান।

এই সকল চাঁদাদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত ২১০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজের সুদ এবং এই ভাণ্ডারে তাঁহার এবং কয়েক জন মহানুভব সাহিত্যিকের প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারা আলোচ্য বর্ষে ১৩৫॥০ আয় হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যাকে আলোচ্য বর্ষে ৬০৲ সাহায্য করা হইয়াছে। বর্ষশেষে এই ভাণ্ডারে ২৪৬৪৸৵৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। বহু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই ভাণ্ডারে ২৫৲ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহা সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিলভুক্ত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশে উক্ত ২৫৲ এই ভাণ্ডারভুক্ত করা হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

১৩৩২ বঙ্গাব্দের শেষে বীরভূমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তৎপরবৎসর পাবনায় অধিবেশন হইবার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় অশান্তির জন্য তথায় সম্মিলন সম্ভব হয় নাই। তৎপরে অন্য কোন স্থানেও এই দুই বৎসর সম্মিলন হইল না। আলোচ্য বর্ষে মুর্শিদাবাদ জেলায় সম্মিলন হইবার কথা একরূপ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তথাকার সম্মিলনের প্রধান উদ্যোগীর অকালমৃত্যু ও স্থানীয় দুর্ভিক্ষের জন্য সম্মিলনের আর কোন আয়োজনে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। আগামী বর্ষে যাহাতে তথায় সম্মিলন হইতে পারে, তাহার চেষ্টা হইতেছে। বীরভূমের সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে উহা প্রকাশিত হইবে।

উপসংহার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুস্ত্রিংশ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। কিন্তু পরিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকটী কথা না বলিয়া এই কার্য্যবিবরণ শেষ করিলে কর্ত্তব্যের বিশেষ ক্রটি হইবে বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকরূপ সেবার কার্য্য-ভার পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে। এই পাঁচ বৎসর যাঁহাদের সাহচর্য্য, সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত পরিষদের সর্ব্ববিভাগের কার্য্য পরিচালনা করা আমার ক্ষুদ্র-শক্তিতে আদৌ সম্ভব হইত না, সর্ব্বাগ্রে সেই সমস্ত সদস্য ও কর্ম্মাধ্যক্ষকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য আশানুরূপ করিতে না পারায় ক্রটিও স্বীকার করিতেছি।

আজ পাঁচ বৎসর পরে পরিষদের সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য হইতে আমি অবসর লইতেছি। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার বহু ক্রটি ও সেবাপরাধ ঘটিয়াছে। আমি তজ্জন্য আজ পরিষদের সকল সদস্যের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া বিনীতভাবে জানাইতেছি, যেন তাঁহারা আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করেন। আমার মাথার উপর দিয়া বহুবিধ ঝড়

বহিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কার্য্য করিতে হওয়ায় আমি নিজেকে সহস্র প্রকারে অপরাধী বলিয়া অনুভব করিয়াছি। কিন্তু আপনারা আপনাদের নিজগুণে সে সকল ত্রুটি যখন ক্ষমা করিয়া লইয়াছেন, তখন আমার ভরসা আছে, আজও আপনারা আমাকে আপনাদের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

আমি যখন পরিষদের সম্পাদকতার ভার প্রাপ্ত হই, তখন পরিষদের বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ঋণ ছিল নয় হাজার টাকা। আজ সেই পদ হইতে অবসর লইবার সময় আমার বলিতে বড়ই আনন্দ হইতেছে যে, বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ঋণ সমস্তই পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি পরিষদের কার্য্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী সম্পাদকের পদে বৃত হই, তখন রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণ-কার্য্যের সূচনা হয় নাই। আজ রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ। ইহা আনন্দ-সংবাদ, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য্যের জন্য পরিষদের ঋণও যথেষ্ট হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই ঋণ-পরিশোধের ব্যবস্থা এখনও করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু সুখের বিষয়, আমি আজ যে মহাত্মার হস্তে পরিষদের কার্য্যভার আপনাদের নিয়োগ অনুসারে ন্যস্ত করিতেছি, তাঁহার কার্য্য-পরিচালনায় অচিরেই পরিষৎ সর্ব্বপ্রকার ঋণমুক্ত হইবে। এই সঙ্কটের দিনে তাঁহার ন্যায় একজন একনিষ্ঠ সেবাব্রতকে পাইয়া আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি। আজ আমরা যে উৎসাহী শ্রদ্ধাবান্ কর্ম্মীকে পাইলাম, আমার ভরসা আছে, তাঁহার ন্যায় কর্ণধারের সুনিপুণ কার্য্য-কুশলতায় পরিষৎ সর্ব্বপ্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তদুপযোগী উৎসাহী কর্ম্মী পাওয়া যায় নাই। মাতৃভাষার উন্নতিকামী উদ্যমশীল কর্ম্মীর অভাবে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কার্য্যে আজও হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। আমার বিশ্বাস, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সেবামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু কর্ম্মী ইহার নানা বিভাগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

পরিষৎ যে কয়জন মুষ্টিমেয় কর্ম্মীর সাহায্য পাইতেছেন, তাহাও যথেষ্ট নহে। কর্ম্মবহুল পরিষদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, ইহাকে যথোপযুক্তভাবে পরিপুষ্ট করিতে হইলে বহু উৎসাহী, অনুরাগী, অক্লান্ত সেবকের প্রয়োজন। পরিষৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবা। প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষী বঙ্গবাসী নবীন ও প্রবীণ বাঙ্গালী সাহিত্যিকের নিকট আমার তজ্জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা সমস্ত মতদ্বৈধ ভুলিয়া গিয়া এই দিকে লক্ষ্য রাখিবেন—জাতিকে বড় করিতে হইলে জাতির সাহিত্যকে ভুলিলে চলিবে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতির আদর্শকে ফুটাইয়া তোলা জাতির অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। আমি সাহিত্যিকমাত্রকেই আহ্বান করিতেছি—তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ সাহিত্যানুরাগ লইয়া পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হউন; ইহার যদি কোন দোষ থাকে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, ইহাকে বাঙ্গালী জাতির গৌরব করিয়া তুলুন। ইহার যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পান, সংশোধন করিয়া ইহাকে বাঙ্গালীর আদর্শ বাণী-মন্দিরে পরিণত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
বঙ্গাব্দ ১৩৩৫। ১৩ জ্যৈষ্ঠ

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

শাখা-পরিষদের কার্য্যবিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন-সদস্য ১, বিশিষ্ট-সদস্য ৪, অধ্যাপক-সদস্য ৬, সহায়ক-সদস্য ৬ এবং সাধারণ সদস্য ১১৫, মোট—১৩২।

অধিবেশন-সংখ্যা—মাসিক ৭, বিশেষ ৫, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ২।

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। পরিণামবাদ—শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ।

২। রঙ্গপুরের ভৌগোলিক সংস্থান—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী।

৩। রঙ্গপুরের প্রাচীন প্রসঙ্গ—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু।

৪। রঙ্গপুরের গ্রাম্য-গীতি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ।

৫। হজরত মহম্মদের জীবনের এক দিক্—মুন্সী জামালউদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী।

৬। শেষযুগে উত্তর বঙ্গে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-চর্চ্চা—শ্রীযুক্ত কেশবলাল বসু।

৭। অস্তাচলে শশধর—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

প্রবন্ধ পাঠ ব্যতীত এই সকল অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ, যোগীন্দ্রনাথ বসু বি এ, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত বিষয়—

১। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক (বক্তৃতা)—বক্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম এ।

২। সুনাট্য প্রচলন ও ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধে আলোচনা—বক্তা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশির-কুমার ভাদুড়ী এম এ মহাশয়। এই অধিবেশনে শাখা-পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত শিশির বাবুকে 'অভ্যর্থনা-পত্র' দেওয়া হয়।

৩। শাখার উৎসাহী ছাত্রসভ্য গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি বিল সম্বন্ধে মন্তব্য দিবার জন্য শাখা একটি সমিতি গঠন করেন।

আলোচ্য বর্ষে শাখার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শাখার মন্দিরটির এবার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়—পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ১০১৬৶/৩, আলোচ্য বর্ষের আয় ৩২২৲৬, আলোচ্য বর্ষের ব্যয় ২৭২৷৵৯, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ১০৬৫৷৵০।

গৌহাটি-শাখা

সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

সম্পাদক— „ „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

অধিবেশন-সংখ্যা—১৭। অধিবেশনগুলিতে পঠিত প্রবন্ধাদি ও লেখক এবং বক্তার নাম—

১। বংশীর আহ্বান (বিজ্ঞান)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

২। একখানা পুরাতন বাঙ্গালা গ্রন্থের পরিচয়—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন এম এ।

৩। প্রাচীন ভৌগোলিক তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৪। সুপ্রজনন—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। ভারতীয় চিত্রশিল্প—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৬। বিংশ শতাব্দীর আপেক্ষিকতাবাদ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

৭। মানুষ গড়া—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৮। প্রাচীন মোসলেম জগতের ভূগোল—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৯। আপেক্ষিকতাবাদের স্থূল কথা (বক্তৃতা)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

১০। চণ্ডীদাস—শ্রীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।

১১। আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

১২। উইলিয়াম টেল (অনুবাদ)—শ্রীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত বি এ।

১৩। পরমাণুর অহঙ্কার (কবিতা)—শ্রীযুক্ত হরিজীবন গোস্বামী।

১৪। দুঃখ বরণ (গদ্য কবিতা)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

১৫। মস্ত ঔপন্যাসিক (গল্প)—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

মূল-পরিষদের পক্ষে শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ ডি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শাখা পরিদর্শন করেন। এই সময় ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "ক্ষীরোদপ্রসাদের গ্রন্থাবলীতে দেশাত্ম-বোধ" বিষয়ে প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্যপদক দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন।

কটক-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন জোয়ার্দ্দার।

ব্যবহর্ত্তাদ্বয়—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

„ বিমলকৃষ্ণ পাল।

প্রতি রবিবারে পরিষদের অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রতি মাসে দুইটি অধিবেশনে আলোচনা, একটিতে হাস্যোদ্দীপক প্রবন্ধ এবং একটিতে বালক-সভার অধিবেশন হইবে।

আলোচ্য বর্ষে ২১টি অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১টি অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে,—

১। পর্দ্দা একটি গর্হিত প্রথা কি না?

২। কথিত ভাষা উচ্চ সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য কি না?

৩। অসবর্ণ বিবাহ সমর্থনযোগ্য কি না?

৪। বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতের উপযুক্ত কি না?

৫। আধুনিক সভ্যতা মনুষ্যত্ব বিকাশের যোগ্য কি না?

৬। আমাদের আদর্শ কি?

এতদ্ব্যতীত ৮টি অধিবেশনে হাস্যোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ হয় এবং ২টি বালক-সঙ্ঘের অধিবেশন হয়।

সদস্য-সংখ্যা—১০—মোট আয় ২৯॥০, ব্যয় ২॥০, উদ্বৃত্ত ২৭৲।

সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় ও পাঠাগারের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে।

মীরাট-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ডাঃ হিমাংশুশেখর মিত্র এম বি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় বি এ।

সদস্য-সংখ্যা—৮২।

অধিবেশনসংখ্যা—১১। এই সকল অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম,—

১। বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য—শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

২। সুন্দর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ।

৩। ইব্‌সেন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস এম এ।

৪। বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, বি এল।

৫। মানব-সভ্যতার বিকাশে বৈদিক ধর্ম্মের উৎপত্তি—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এ।

৬। মীরাট ও স্থানীয় বাঙ্গালীকীর্ত্তি—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র নন্দী।

৭। জাতীয়তার আদিগুরু রাজা রামমোহন রায়—শ্রীযুক্ত বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। মানদণ্ড ও তাহার অপব্যবহার—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এস্ সি।

৯। প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবনসমস্যা—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকান্ত মিত্র এম এ।

শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গোস্বামী এম এ, বি এল মহাশয় ৬টি অধিবেশনে গান করিয়া সভার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

মীরাটে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃত্যু-দিবসে এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনীর মুখপত্র "উত্তরা" পত্রিকায় শাখার কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হয়।

মীরাট শাখার প্রতিষ্ঠার পর দুই এক বৎসর কার্য্য চলিয়াছিল। তৎপর ৭ বৎসর কোনই কার্য্য হয় নাই। আলোচ্য বর্ষ হইতে কতিপয় উৎসাহী প্রবাসী শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেষ্টায় শাখাটি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত হরিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অতুলকুমার পাত্র, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসু, শ্রীযুক্ত ডাঃ বরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শিশিরচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম-এ, বি-এল।

সম্পাদক— " নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১৩৬; অধিবেশন-সংখ্যা ৪৬ (সাপ্তাহিক ২৬, বিশেষ ৩, মাসিক ৩, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ৫, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি ২, নাট্য-সমিতি ৪, অভ্যর্থনা সমিতি ২ এবং অনুসন্ধান-সমিতি ১)।

শাখার মাসিক অধিবেশনাদিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি শাখা-পরিষদের মুখপত্র 'মাধবী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা—১৩৫৮।

আয় ৩৭১৷৷৴৭৷৷০, ব্যয় ২১৯৵৫, উদ্বৃত্ত—১৬০৷৷১৷৷০।

বালক-বালিকাগণকে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করিবার জন্য "কুমুদিনী রৌপ্য-পদক" এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রৌপ্যপদক' দানের ঘোষণা শাখা-পরিষৎ হইতে করা হইয়াছে। প্রথমটির দাতা শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য এবং দ্বিতীয়টির দাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস।

শাখার পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ডক্টর নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি-এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চিত্রশালায় বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের দান সংক্রান্ত পত্র

GOVERNMENT OF BENGAL

Department of Education, Miscellaneous Branch.

577 Mis.

From J. H. Lindsay, Esq., M. A., I. C. S.,
Secretary to the Government of Bengal.

To The President,
Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta,
Dated the 3rd March, 27.

The Hon'ble Mr. Byomkes Chakravarti,
Minister-in-charge.

Sir,

In continuation of Government order No. 422T/Mis. dated the 14th June 1926, I am directed to forward herewith a copy of this office letter No 575 Mis., dated the 3rd March 1927, to the Director of Public Instruction, Bengal, on the subject of a capital grant towards the construction of a museum building of the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta,

I have the honour to be
Sir
Your most obedient servant.
Sd/ B. B. Sarkar
for Secretary to the Government of Bengal

GOVERNMENT OF BENGAL

Department of Education, Miscellaneous Branch.

No 575 Mis,

From

J. H. Lindsay, Esq. M.A., I.C.S.,
Secretary to the Government of Bengal,

To The Director of Public Instruction, Bengal.
Calcutta, the 3rd March 1927.

The Hon'ble Mr. Byomkes Chakravarti,
Minister-in-charge.

Sir,

In continuation of this office letter No. 253—Mis., dated the 12th February 1926, I am directed to convey the administrative approval

of Government to a capital grant of Rs. 16000/- towards the construction of a museum building of the Bangiya Sahitya Parishad, Calcutta. Steps will be taken to include the scheme in the schedules of new schemes involving non-recurring expenditure, when next called for.

I have, etc.,
Sd/ B. B. Sarkar,
for Secretary to the Government of Bengal.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। Amrita Bazar Patrika, ২। Basumati, * ৩। The Bengalee, ৪। The Englishman *, ৫। The Forward, ৬। The Statesman *, ৭। আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ৮। দৈনিক বসুমতী *, ৯। নায়ক, ১০। বাঙ্গালার কথা, ১১। নদীয়া-প্রকাশ।

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Gazette, ২। The Calcutta Municipal Gazette, ৩। Indian Messenger, ৪। The Mussalman, ৫। Navavidhan ৬। আত্মশক্তি, ৭। এডুকেশন গেজেট, ৮। খাদেম, ৯। খুলনাবাসী, ১০। গৌড়দূত, ১১। গৌড়ীয়, ১২। চারুমিহির, ১৩। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ১৪। জনমত, ১৫। ঢাকা-প্রকাশ, ১৬। ত্রিস্রোতা, ১৭। নবযুগ, ১৮। নাচঘর, ১৯। পল্লীবাসী, ২০। প্রান্তবাসী, ২১। ফরিদপুর-হিতৈষিণী, ২২। বঙ্গবাসী, ২৩। বঙ্গ-রত্ন, ২৪। বসুমতী, ২৫। বীরভূম-বার্ত্তা, ২৬। মুক্তি, ২৭। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২৮। মোহাম্মদী, ২৯। শক্তি, ৩০। সঞ্জয়, ৩১। সঞ্জীবনী, ৩২। সময়, ৩৩। স্বরাজ, ৩৪। হিতবাদী, ৩৫। হিন্দু।

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সম্মিলনী।

মাসিক

১। American Anthropologist, ২। The Calcutta Medical Journal, ৩। The Calcutta Review, ৪। Commercial India, ৫। Health and Happiness, ৬। Indian Antiquary *, ৭। Indian Medical Record, ৮। Industry, ৯। Journal of Ayurveda, ১০। Journal and Procee-

dings of the Asiatic Society of Bengal, ১১। Modern Review*, ১২। Welfare, ১৩। অর্চ্চনা, ১৪। আর্য্য-দর্পণ, ১৫। আর্থিক উন্নতি, ১৬। ইসলাম-দর্শন, ১৭। উৎসব, ১৮। উদ্বোধন, ১৯। উড়ো খই, ২০। কংস-বণিক্-পত্রিকা, ২১। কায়স্থ-পত্রিকা, ২২। কায়স্থ-সমাজ, ২৩। কালি-কলম, ২৪। কৃষি-সম্পদ্, ২৫। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ২৬। গৌড়প্রভা, ২৭। চিকিৎসা-প্রকাশ, ২৮। জন্মভূমি, ২৯। জৈন সাহিত্য-সংশোধক (হিন্দী), ৩০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩১। তন্তু ও তন্ত্রী, ৩২। তাম্বুলী পত্রিকা, ৩৩। প্রজাপতি, ৩৪। প্রবর্ত্তক, ৩৫। প্রবাসী, ৩৬। বঙ্গবাণী, ৩৭। বঙ্গলক্ষ্মী, ৩৮। বাঁশরী, ৩৯। বিচিত্রা, ৪০। ব্রহ্মবাদী, ৪১। ব্রহ্মবিদ্যা, ৪২। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ৪৩। ভক্তি, ৪৪। ভারতবর্ষ, ৪৫। মাতৃমন্দির, ৪৬। মাধবী, ৪৭। মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৪৮। মাসিক বসুমতী, * ৪৯। মাহিষ্য-সমাজ, ৫০। যোগিসখা, ৫১। শনিবারের চিঠি, ৫২। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, ৫৩। সবুজপত্র, ৫৪। সাধনা, ৫৫। সাহিত্য-সংবাদ, ৫৬। সাহিত্যিক, ৫৭। সুবর্ণবণিক্-সমাচার, ৫৮। শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ, ৫৯। সৌরভ, ৬০। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬১। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬২। হোমিওপ্যাথি পরিচারক।

দ্বৈমাসিক

১। গ্রামের ডাক, ২। প্রকৃতি, ৩। Indian Journal of Medicine, ৪। Museum of Fine Arts Bulletin, Boston.

ত্রৈমাসিক

১। আসাম-সাহিত্য সভার পত্রিকা, (অসমীয়া), ২। কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (কানাড়ী), ৩। নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকা (হিন্দী), ৪। পুরাতত্ত্ব (হিন্দী), ৫। প্রতিভা, ৬। Indian Historical Quarterly, ৭। Buddhist India, ৮। Muslim Review, ৯। Quarterly Journal of the Andhra Historical Society, ১০। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১১। Vishwa-bharati Quarterly.

বার্ষিক

• বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩৪।

* তারকাচিহ্নিতগুলি ক্রীত হইয়াছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

চতুস্ত্রিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬২৭৮॥০
২।	প্রবেশিকা	৭০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫১০॥/
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭২০৵০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৬৫৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	১৩০৯৸০
৭।	লালগোলা তহবিলের সুদ আদায়	৪৫৫৲
৮।	সাধারণ স্থায়ী „ „	২৮৫৸/৬
৯।	ঐতিহাসিক অনুসন্ধান	৭৯৲
১০।	বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের সুদ আদায়	১৫২॥/৬
১১।	ডাকঘরে গচ্ছিত টাকার সুদ আদায়	৪২॥৵০
১২।	এককালীন দান	২২৬৲
১৩।	গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক দান	১২০০৲
১৪।	মিউনিসিপালিটীর „ „	৬৫০৲
১৫।	বিশিষ্ট-ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত দান	১৬৭৫৸৩
১৬।	স্মৃতিরক্ষার আয়	৪১৮/৯
১৭।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৩০৸/০
১৮।	বিবিধ আয়	১১৫৲
১৯।	হাওলাত আদায়	৫০০৲
২০।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৩৫॥০
২১।	আমানত জমা	১৬৲
২২।	পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক গচ্ছিত হিঃ ফেরত জমা	২৭৯০৲
২৩।	ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিঃ „	১৩২০৩৵০
২৪।	পরিষদের ঋণশোধ বাবদে দান	৬০০৲
২৫।	পদক ও পুরস্কার জন্য দান	৫৲
২৬।	সংবর্দ্ধনার জন্য দান	৯২৲
		৩১৬২৬৷৴০

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৫৮৭।৶৬
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৩৬৪।/৩
৩।	পুস্তকালয়	১২৬৭৵৯
৪।	পুথিশালা	২৮৯।০
৫।	চিত্রশালা	২৩৻৬
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২২১৵৬
৭।	ডাকমাশুল	৭৪৩/০
৮।	বাড়ী মেরামত এবং ইলেক্‌ট্রিক নূতন পয়েণ্ট	১০২৭২৸৯
৯।	আলো ও পাখার বিল	১৭৭৸৶৩
১০।	ইলেক্‌ট্রিক তার বদল	৫৲
১১।	ভৃত্যদিগের ঘর ভাড়া	৬০৲
১২।	„ ছাতা	৪॥০
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	৯৬৵৯
১৪।	নূতন আসবাব	১৲
১৫।	গাড়ী ভাড়া	৭১৵৬
১৬।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২২১।৶০
১৭।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৩৩৸৵০
১৮।	বেতন	২৯৮৪৸৵৩
১৯।	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৪৪১৸৵৬
২০।	„ গাড়ী ভাড়া	৬১/৬
২১।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৬০৲
২২।	বিবিধ ব্যয়	৯২৸/০
২৩।	হাওলাত দাদন	১০৯১।৬
২৪।	আমানত শোধ	৪॥০
২৫।	পোঃ অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিঃ খরচ	৩৩৫৮৸৵০
২৬।	ব্যাঙ্কে গচ্ছিত জন্য খরচ	১৭৮৯১৸/০
২৭।	ঋণশোধ বাবদে খরচ	৬৮/৬
২৮।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	১৩০৯৸০
২৯।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	১৭৬॥/৬
৩০।	বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ব্যয়	১৭০০।৩
		৪৬৬১৯৸৶৯

কৈঃ—

পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত	৪২২৪০॥৶১০
বর্ত্তমান বৎসরের সাধারণ তহবিলের আয় (বাদ ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিস হইতে জমা ১৫৯৯৩৵০)	১৫৬৩৩৷৴০
	৫৭৮৭৪৲১০
বাদ বর্ত্তমান বৎসরের সাধারণ তহবিলের ব্যয় (বাদ ব্যাঙ্কে ও পোষ্ট অফিসে গচ্ছিত জন্য খরচ ২১২৫০॥৶০)	২৫৩৬৯৷৯
	৩২৫০৪৸১

উদ্বৃত্ত টাকার জায়—

১। রিশষ্ট-ভাণ্ডার——————————৩২২৬৭৸৶০

৫৲ সুদের ইণ্ডিয়ান ওয়াল লোন	৪৮০০৲
৫৲ „ ওয়ার বণ্ডস্	১০০০৲
৫৲ „ ওয়ার লোন	৭০০৲
৪৲ „ পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲
৩॥০ „ কোং কাগজ	১৫১০০৲
ব্যাঙ্কে মজুত	৪৬৮৮॥৶০
পোষ্ট অফিসে মজুত	৫৭৫৲৯
কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট মজুত	২২৬॥৶১
কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	১৭৭॥২
	৩২২৬৭৸৶০

২। সাধারণ তহবিল———————————২৩৬৸৴১

ব্যাঙ্কে মজুত	৭৮॥৵০
কার্য্যালয়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট মজুত	১৫৬॥১০
ডাকটিকিট মজুত	১॥৵৩
	২৩৬৸৴১

৩২৫০৪৸১

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল প্রতিপন্ন করিলাম।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
২৮।১।৩৫

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি
আয়-ব্যয়-সমিতি।
২১।১।৩৫

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
সহকারী সম্পাদক,
আয়-ব্যয় বিভাগ।

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
১৯।১।৩৫

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

	বিবরণ	গতবর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট	বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা: কোং কাগজ মজুত	ডাকঘরে মজুত	কোষাধ্যক্ষ	কার্য্যালয়ে মজুত	পরিষদের সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১	সাধারণ স্থায়ী তহবিল	৯৬৩৫৷৶৯	২৮৫৸৶৬	৯৯২১৷৶৩	২৮৫৸৶৬	৯৬৩৫৷৶৯	৫৫৬৫৷০	৯৸৯	৬০৷৵০	...	৪০০০৲
২	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল ...	১৩১৯০৸৶৬	৭৯১৸৶৩	১৩৯৮২৸৶৩	৯৮২৸৶৯	১৩০০০৲	১৩০০০৲	...	...	...	...
৩	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	৭০০॥৶৩	৬৭৲৯	৭৬৭॥৵০	...	৭৬৭॥৵০	৭৬৭॥৵০	...	...	...	...
৪	অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল	২৬০৲	১০৲	২৭০৲	...	২৭০৲	২৭০৲	...	...	...	...
৫	মাইকেল মধুসূদন দত্ত বার্ষিক স্মৃতি-তহবিল...	৭৩॥৬	...	৭৩॥৬	২৩৸৶৯	৪৯॥৯	...	...	৪৮/১	১৷৶৮	...
৬	ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল ...	১১৯৫৲	৭৯৲	১২৭৪৲	১৯৷০	১২৫৪৸০	১২৫৪৸০	...	...	...	...
৭	কাশীরামদাস স্মৃতি-তহবিল ...	৩০৩৶৯	২৭॥৵০	৩৩০৸৶৯	৫৷০	৩২৫॥৶৯	৩২৫॥৶৯	...	...	...	...
৮	বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল ...	১২৫৪৵০	১৫২॥৶৬	১৪০৬॥৶৬	৪০৬৸৵০	৯৯৯৸৶৬	৯৫২॥৶৬	৪৬৲	১৷০	...	...
৯	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল ...	১৮৯২॥৶৯	১৭১৷৵০	২০৬৪৶৯	...	২০৬৪৶৯	২০৬৪৶৯	...	...	...	...
১০	দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার ...	২৩৬৪৷৶৩	১৩৫॥০	২৪৯৯৸৶৩	৬০৲	২৪৬৪৸৶৩	২৪০০৲	২৫৲	...	৩৯৸৶৩	...
১১	স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	৬৫৷০	...	৬৫৷০	...	৬৫৷০	...	৬৫৷০	...	...	...
১২	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল ...	৫০৲	...	৫০৲	...	৫০৲	...	...	৫০৲	...	...
১৩	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল ...	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	...	...	...
১৪	সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিল	১৭০৲	...	১৭০৲	...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	...	...
১৫	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল ...	১৪৫৲	১০০৲	২৪৫৲	১০০৲	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	...	...
১৬	স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	৩৯৲	...	৩৯৲	...	৩৯৲	...	৩০৲	৯৲	...	...
১৭	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-তহবিল ...	৬৫৲	...	৬৫৲	...	৬৫৲	...	৯৲	৫৬৲	...	...
১৮	গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী স্মৃতি-তহবিল ...	...	৪২৲	৪২৲	৪০৲	২৲	...	...	২৲	...	...
		৩১৫০৪৷৯	১৮৬৩৶০	৩৩৩৬৭৷৵৯	১৯২৪৷০	৩১৪৪৩৶৯	২৬৬০০৲	৫৭৫৲৯	২২৬॥৶১	৪১৷৶১১	৪০০০৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি। ১৮।১।৩৫

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি
আয়-ব্যয় সমিতি।
২১।১।৩৫

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
১৯।১।৩

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
সহকারী সম্পাদক
আয়-ব্যয় বিভাগ

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল।
হিসাব-রক্ষক।
১৭।১।৩৫

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

	গত বর্ষের হাওলাত দাদন	১০,৩০২৸৶৩
	বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন	১০৯১৷৬
		১১,৩৯৪৶৯
	বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়	৫০০৲
		১০,৮৯৪৶৯
জায়—১।	রমেশ-ভবন সমিতি	১০,৪৩৯৸৶০
২।	মহাভারত মুদ্রণের জন্য শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত	২৫০৲
৩।	শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে স্মৃতিরক্ষার কার্য্যের জন্য অগ্রিম	৪৲
৪।	শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে "চণ্ডীদাস" সম্পাদন জন্য অগ্রিম	৩০৲
৫।	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলে হাওলাত	১৭০৷৯
		১০,৮৯৪৶৯

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

	গত বর্ষের আমানত জমা	১০৮৸০
	বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা	১৬৲
		১২৪৸০
	বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ	৪৷০
		১২০৷০
জায়—১।	পাঁচু জমাদার	৫০৲
২।	প্রোব্‌ষ্টাইন কোঃ (লণ্ডন) পুস্তক বিক্রয় জন্য	৫০৲
৩।	পুস্তক বিক্রয় জমা	১৷০
৪।	মাইকেল মধুসূদন-পত্নীর সমাধি-বেষ্টনীর জন্য	১০৲
৫।	পুস্তকালয় হইতে পুস্তক আদান-প্রদানের ডাক খরচ জন্য	৩৲
৬।	চণ্ডীদাসের পদাবলীর নবসংস্করণের অগ্রিম মূল্য	৩৲
		১২০৷০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
। সম্পাদক।
শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী

গুপ্ত বসু
সহকারী সম্পাদক।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।

১৭।১।৩৫

লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী-তহবিল

আয়—		ব্যয়—	
কোম্পানীর কাগজের		গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ব্যয়	৯৮২৸৵৯
সুদ আদায়	৪৫৫৲		
পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১৬৬৷৵৬		৯৮২৸৵৯
সাধারণ তহবিল হইতে			
হাওলাত জমা	১৭০।৯		
	৭৯১৸৶৩		

কৈঃ—	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১৩১৯০৸৶৬
	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	৭৯১৸৶৩
		১৩৯৮২৸৵৯
	বাদ বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	৯৮২৸৵৯
		১৩০০০৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি।	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদক।	শ্রীরামকমল সিংহ প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ হিসাব-পরীক্ষক। ১৯।১।৩৫	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু সহকারী-সম্পাদক।	শ্রীসূর্য্যকুমার পাল হিসাব-রক্ষক। ১৭।১।৩৫

এককালীন দানের তালিকা

১। পুস্তকালয়ের পুস্তক খরিদ জন্য—

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি	১৫০৲
„ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	২০৲

২। ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ খরিদ জন্য—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	১৭৲
„ ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৭৲
„ অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র রায়	১৭৲
	৫১৲
	২২১৲

জের ২২১৲

৩। সাধারণ তহবিলের জন্য—
শ্রীযুক্ত কুমারেন্দ্রদেব রায় মহাশয় ৫৲

৪। ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিরক্ষার্থ দান—
ললিতকলা-সংসদের পক্ষে
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এডভোকেট ১০০৲

৫। ৺গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর চিত্র প্রস্তুত জন্য দান—

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র	২৫৲
শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী	১০৲
শ্রীযুক্তা কামিনী রায়	৫৲
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি	২৲
	৪২৲
	৩৬৮৲

সায়ান্স কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনার জন্য দান

১।	মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী	১০৲
২।	কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০৲
৩।	শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	১০৲
৪।	কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ	৫৲
৫।	" যতীন্দ্রনাথ বসু	৫৲
৬।	রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু	৫৲
৭।	" কিরণচন্দ্র দত্ত	৫৲
৮।	" অজিত ঘোষ	৫৲
৯।	অধ্যাপক " নিবারণচন্দ্র রায়	৯৲
১০।	কুমার " শরৎকুমার রায়	৫৲
১১।	" বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲
১২।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	২৲
১৩।	অধ্যাপক " ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী	২৲
১৪।	" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	২৲
১৫।	" জিতেন্দ্রনাথ বসু	২৲
১৬।	" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
১৭।	" নৃপেন্দ্রকুমার বসু	১৲
১৮।	" নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	১৲
১৯।	অধ্যাপক " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
		৮২৲

ডাঃ লুডার্স মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য দান

কুমার শ্রীযুক্ত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ১০৲

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে হিসাব পরীক্ষকের মন্তব্য

১৩৩৪ সালের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া আমি নির্ভুল প্রতিপন্ন করিয়াছি। হিসাব-রক্ষক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয় অতি সুন্দরভাবে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। হিসাব পরীক্ষার সময় আমার যখনই যাহা জানিবার আবশ্যকতা ঘটিয়াছিল, তখনই তিনি আমাকে অতি সুন্দরভাবে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারই সহায়তায় আমি অতি অল্প দিনের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি সূর্য্যকুমার বাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উদ্বৃত্ত জমা (Opening Balance)—১৫৬৩৪॥/১ টাকা

১৩৩৩ সালের পরিষদ্ ক্যাশে ১৫৬৩৪॥/১ বাকী জমা ছিল। কিন্তু এই টাকার মধ্যে ১৪৯৯৯৲ টাকা এই বৎসরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে জমা দেখান হইয়াছিল। ঐ ১৪৯৯৯৲ টাকা উক্ত পাশ-বইয়ে এবং সন ১৩৩৩ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাবে উদ্বৃত্ত জমার কৈফিয়তে দেখান হইয়াছিল। কিন্তু ঐ টাকা ১৩৩৩ সালের পরিষদ্ ক্যাশ-বইয়ে ব্যাঙ্কে জমা দেখান ছিল না; তজ্জন্য ১৩৩৪ সালের পরিষদ্ ক্যাশে ১৪৯৯৯৲ টাকা উদ্বৃত্ত জমা ১৫৬৩৪॥/১ টাকার মধ্যে আছে, এবং ১৩৩৪ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে পরিষৎ ক্যাশ-বইয়ে ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইল বলিয়া খরচ দেখান হইয়াছে।

আয়—(চাঁদা ও প্রবেশিকা)—৬৩৫৮॥০ টাকা।

১৩৩৩ সালের সভ্যের সংখ্যা মোট ১৩১৪ জন ছিল। এই বৎসর সভ্যের সংখ্যা ৯১৮। গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর ১৯৬ জন কম সভ্য থাকা সত্ত্বেও গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে ৮১৫॥০ টাকা বেশী আদায় হইয়াছে। চাঁদা আদায় বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের চেষ্টায় এত বেশী টাকা আদায় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার

কোম্পানী কাগজের সুদ কোং ১৩০৯৸ টাকা মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের নির্দ্দেশানুসারে নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টন করা হইয়াছে,—

লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল	৪৫৫৲
সাধারণ স্থায়ী-ভাণ্ডার	২৮৫৸/৩
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল	৭৲
বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ"	১৫২॥/৩
স্মৃতিরক্ষা তহবিল	২৭২।৶০
দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৬৪৸০
	১৩০৯৸০

কোম্পানীর কাগজের সুদ উক্ত ১৩০৯৸০ টাকা বাদে দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে আরও ৫২॥০ টাকা সুদ জমা আছে। সুতরাং দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারের সুদ খাতে ৬৪৸+৫২॥০= ১১৭।০ টাকা জমা হইয়াছে।

এই বৎসরের শেষে বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত জমা ৩১৪৪৷৶৯ টাকা। ঐ টাকার মধ্যে ২৬৬০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে এবং ৪৮৪৩৶০ টাকা ডাকঘরে, কার্য্যালয়ে, ডাকটিকিটে এবং মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত আছে। উহার হিসাব আয়-ব্যয়ের হিসাবে উদ্বৃত্ত জমার কৈফিয়তে এবং বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখান আছে। এই উদ্বৃত্ত জমা ৩১৪৪৩৶৯ টাকার মধ্যে সাধারণ স্থায়ী-তহবিলের ৪০০০৲ টাকা পরিষদ্ ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। উহা পরিষদের দেনা (Liabilities)। লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল পূর্ব্বে পরিষদের নিকট হইতে ৭৪৮৷৶৩ টাকা ঋণ লইয়াছিলেন ; এই বৎসরে এই টাকা দুই দফায় পরিশোধ করিয়া পুনরায় ১৭০।৯ টাকা ঋণ লইয়াছেন। উহা পরিষদের পাওনা টাকা (Assets)। বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের পাওনা অর্থাৎ পরিষদের দেনা ৪০০০৲ টাকা এবং ঐ ভাণ্ডারের দেনা অর্থাৎ পরিষদের পাওনা ১৭০।৯ টাকা পরিষদের দেনা ও পাওনার তালিকাভুক্ত আছে।

হাওলাত দাদন (Assets)

গত বৎসর হাওলাত দাদন হিসাবে মোট ১০,৩০২৸৴৩ টাকা মজুত ছিল। এই টাকার মধ্যে রমেশ-ভবন সমিতিকে ঋণ ভাবে ১০,০০০৲টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই বৎসরে হিসাবে ১০৯১।৬ টাকার মধ্যে পি সিংহ কোম্পানীকে হাওলাত দাদন ৫০০৲ টাকা বাদে ৫৯১।৬ টাকা হাওলাত দাদন দেওয়া হইয়াছে; এবং ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে সিকিউরিটি জমা ৪০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং হাওলাত দাদন খাতে ১০৩০২৸৴৩+৫৯১।৬+৪০৲ টাকা, মোট ১০৯৩৪৴৯ টাকা দেখান হইল। এই টাকার হিসাব হাওলাত দাদনের তালিকাভুক্ত আছে।

আমানত জমা——১৬৲টাকা।

গত বৎসরে আমানত জমা খাতে ১০৮৸০ টাকা জমা ছিল। এ বৎসরে ঐ জমার টাকা হইতে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী মহাশয়ের হিসাবে তাঁহার জমার টাকা ৪৷৷০ খরচা দেখা হয়। আমানত জমার ১০৮৸০ টাকা হইতে ৪৷৷০ টাকা বাদে ১০৪।০ এবং এই বৎসরে মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি ষ্টেনীর জন্য শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়ার নিকট হইতে ১০৲

পুস্তকালয় হইতে পুস্তক পাঠাইবার ডাকটিকিট জন্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের নিকট হইতে ৫৲

চণ্ডীদাসের পদাবলী মুদ্রণের জন্য ১৲

মোট ১৬৲ টাকা

১০৪।০+১৬৲=১২০।০টাকা পরিষদের হিসাবে আমানত খাতে জমা আছে ; উহা পরিষদের (Liabilities) দেনার তালিকাভুক্ত আছে।

ঋণশোধ বাবদে দান——৬০০৲টাকা

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা ও মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা—এই মোট ৬০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

স্মৃতিরক্ষার আয় বাবদে দান—১৪২৲ টাকা

স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার স্মৃতিরক্ষার্থে ৪২৲ টাকা এবং ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ১০০৲ টাকা, এই মোট ১৪২৲ টাকা বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারভুক্ত স্মৃতি-রক্ষার আয় খাতে দেখান হইয়াছে।

পুস্তক ক্রয়—৪২৪৲ টাকা

গত ১৩৩৩ সালের ক্রীত পুস্তকের জন্য ৫৬২৲ টাকা দেনা ছিল। এ বৎসরে ৬২৪৲ টাকা মূল্যের পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। এই ক্রীত সকল পুস্তক বিল অনুযায়ী পরীক্ষা করিয়া পুস্তকালয়ের পুস্তকের তালিকাভুক্ত হইয়াছে দেখিয়াছি। গত বৎসরের জন্য দেনা ৫৬২৲ টাকা। এ বৎসরের ৬২৪৲ টাকার মধ্যে কেবল মাত্র ৪২৪৲ টাকা নগদ প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে মোট ৭৬২৲ টাকা পুস্তকের দেনা আছে এবং উহা পরিষদের দেনার তালিকাভুক্ত আছে দেখিলাম। গত বৎসর হইতে ক্রীত পুস্তকের জন্য একটি খাতা প্রস্তুত হইয়াছে।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিল

গৃহ মেরামত নিমিত্ত গত বৎসর কলিকাতা করপোরেশন হইতে পরিষৎ ২৫,০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সুদের জন্য ১৬১৸/০ টাকা গৃহ মেরামত খাতে এই বৎসরে জমা আছে। গৃহ মেরামত বাবদে গত বৎসর ৮৬৪৸৶০ টাকা খরচ হইয়াছিল দেখান আছে। এই বৎসর গৃহনির্ম্মাণ তহবিল হইতে গৃহ মেরামত খাতে ২০,২৭২৸৯ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে এবং গত বৎসরের ৮৬৪৸৶০ টাকা এই বৎসরের হিসাবে দেখান হইয়া মোট ২১,১৩৭৷৶৯ টাকা খরচ হইয়া এই বৎসরের শেষে উক্ত গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের ৪০২৪/৩ টাকা মজুত দেখান হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ ৪০২৪/৩ গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের মজুত টাকা নহে। গৃহনির্ম্মাণ তহবিল ১০,০০০৲টাকা রমেশ-ভবনকে হাওলাত ও ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন আফিসে ৪০৲ টাকা জমা (হাওলাত দাদনের হিসাবে দেখান আছে) দিয়াছেন। এই দুই টাকা পুনরায় পাইতে পারা যাইবে। সুতরাং এই দুই টাকা গৃহ মেরামতের জন্য খরচ হয় নাই—উহা জমার টাকা। আমার মতে হিসাবে ৪০২৪/৩+১০,০০০৲+৪০৲ মোট ১৪,০৬৪/৩ টাকা গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে এই বৎসরের শেষে মজুত আছে।

নগদ	৪০২৪/৩
রমেশ-ভবনে হাওলাত	১০,০০০৲
ইলেক্‌ট্রিক খরচের জমা	৪০৲
	১৪০৬৪/৩ টাকা দেখান কর্ত্তব্য।

আমি গৃহনির্ম্মাণ তহবিলের হিসাব পরীক্ষা করিয়া আমার মন্তব্য প্রকাশ করিলাম। মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের যাহা অভিরুচি, তাহা করিবেন।

মন্তব্য—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ১৩৩৩ সালের ৮৬৪৸৶০ টাকা উক্ত হিসাবভুক্ত করেন নাই।

কাজেই বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত ৪০২৪/৩+৮৬৪৸৴০ মোট ৪৮৮৯৻৩+১০,০০০৲+৪০৲ মোট = ১৪৯২৯৻৩ টাকা হিসাবে উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। কণ্ট্রাক্টারের বিল শোধ করিয়া, তার-পর ৮৬৪৸৴০ টাকার হিসাব মিটান হইবে স্থির হইয়াছে।

বকেয়া চাঁদা—৪১১৩৸০ টাকা

পরিষদের পাওনা তালিকায় বকেয়া চাঁদা (outstanding) ৪১১৩৸০ টাকা দেখান হইয়াছে। গত বৎসরেও বকেয়া চাঁদা ৪৩৯৬৷৷০ টাকা দেখান হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বকেয়া চাঁদার অর্দ্ধেকও এই বৎসরে আদায় হয় নাই। সুতরাং পাওনার হিসাবে অনেক বেশী টাকা দেখা-ইয়া পাওনার হিসাবটি বড় করা উচিত নয়। যাহা অনাদায়ের সম্ভাবনা, তাহা বাদ দিয়া পাওনার তালিকা প্রস্তুত হইলে বড়ই ভাল হয়। আশা করি, সভ্য মহোদয়গণ এই বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন।

মজুত জমা (Closing Balance)—৩২,৫০৪৸১ টাকা।

এই বৎসরের শেষে ক্যাশে ৩২,৫০৪৸১ টাকা মজুত আছে। এই মজুত টাকা পরিষদের আয়-ব্যয় হিসাবে জমার টাকার কৈফিয়তে দেখান আছে। আমি কোম্পানীর কাগজ মিলা-ইয়া ২৬৮০০৲ টাকা, সেণ্ট্রাল ও লয়েড্‌স্ এবং ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাশ-বহি মিলাইয়া মজুত ৪৭৬৭।৴০ টাকা (ব্যাঙ্কে), এবং ৫৭৫৻৯ টাকা (ডাকঘরে), আয়-ব্যয় হিসাবে মাননীয় সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের নাম স্বাক্ষরিত দেখিয়া কার্য্যালয়ের মজুত ৩৩৪/০, টাকা মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নাম স্বাক্ষরিত দেখিয়া তাঁহার নিকট ২২৬৷৷৴১ টাকা এবং ডাক টিকিটে মজুত ১৷৷৵৩ দেখিয়াছি। মাননীয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের কর্ম্মচারী চলিয়া যাওয়ায় এবং তিনিও কলিকাতায় না থাকায় তাঁহার নিকট গচ্ছিত ২২৬৷৷৴১ টাকা অনেক দিন তাঁহার নিকট রহিয়াছে এবং তাঁহার অনুপস্থিতি নিবন্ধন ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের হিসাব খুলিয়া টাকার আদান প্রদান হইতেছে। মজুত জমার তালিকা যে নির্ভুল, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি।

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য

আমি আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং আনুষঙ্গিক (Subsidiary) নথিপত্রাদি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়াছি। তবে যে সমুদয় বিষয় আবশ্যকীয় মনে করিয়াছি, সেই বিষয় সম্বন্ধে একটু একটু মন্তব্য (touching remarks) প্রকাশ করিয়াছি। কারণ,হিসাব পরীক্ষারূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ভুলচুকের সম্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য (হিসাব-পরীক্ষকগণ ভুল করিলে বড় দোষণীয় হয়) হিসাব যাহাতে সহজভাবে প্রস্তুত হয়, তাহার উপায় হিসাব-পরীক্ষকগণ নির্দ্দেশ করিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি তজ্জন্য পরিষদের ক্যাশ-বই সম্বন্ধে একটু জানাইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও মাননীয় সভ্য মহোদয়গণ এই বিষয় একটু বিবেচনা করিবেন। পরিষদের ক্যাশ-বইয়ে সমুদয় আদায়ী টাকা জমা হইতেছে এবং খরচের সময় ঐ ক্যাশ-বইয়ে খরচ লেখা হইতেছে। সুতরাং বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের জন্য আদায়ী টাকা পরিষদের ক্যাশে জমা হইয়া বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার খাতে ঐ ক্যাশে খরচ দেখান

হইয়া, পুনরায় ঐ পরিষৎ ক্যাশে বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার-খাতে জমা দেখান হইতেছে। সুতরাং জমার দরুণ একই টাকা পরিষৎ-ক্যাশে তিন স্থানে লেখা হইতেছে। বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের খরচ সময়ে এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের জমা-খরচ পরীক্ষার সময় ক্যাশ-বইয়ে 'ফেরত জমা', 'ফেরত খরচ' (Contra) চিহ্ন দিতে হইয়াছে। ইহাতে পরিষদের ক্যাশ-বইয়ের আয়তন বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে, এবং সময়ে সময়ে এই সম্বন্ধে হিসাব-রক্ষক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বাবুকেও গোলে পড়িতে হইয়াছে। যখন পরিষদের সাধারণ ও বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের হিসাব পৃথক্ এবং যখন উভয়ের উদ্বৃত্ত জমা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখান হয়, তখন আমার মতে উক্ত ভাণ্ডারসমূহের পৃথক্ একখানি ক্যাশ-বহি (Subsidiary) প্রস্তুতের আবশ্যক। পরিষদের ক্যাশ-বই প্রধান (Main) রাখিয়া উহাতে বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের টাকা জমা দেখাইয়া ঐ পরিষদের প্রধান ক্যাশে বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের খাতে ঐ টাকা খরচ লিখিয়া বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের ক্যাশে (Subsidiary) ঐ টাকা জমা দেখাইতে হইবে। এবং ঐ ভাণ্ডারের খরচ ঐ ভাণ্ডারের ক্যাশ-বইয়ে লেখা থাকিবে। উহা পরিষদের ক্যাশে আর দেখাইতে হইবে না। বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডারের হিসাব পরিষদের ক্যাশ-বহি হইতে পরীক্ষা করা কষ্টসাধ্য। এইরূপ আর একখানি (Subsidiary) ক্যাশ-বই হইলে হিসাবও খুব সুন্দরভাবে দেখিতে পারা যাইবে। আমি এই ক্যাশ-বই প্রস্তুত সম্বন্ধে হিসাব-বিভাগের সহকারী সম্পাদক মহাশয় মাননীয় শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এবং অন্যতম হিসাব-পরীক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় সাহেব মন্মথনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারাও আমার মত অনুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি এই ক্যাশ-বই প্রস্তুত সম্বন্ধে মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের নিকট আমার এই মন্তব্য লইয়া উপনীত হইয়াছি, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন, তবে আমার মতে আর একখানি ক্যাশ বই থাকিলে ভাল হয়।

১৩৩৪ সালের আয়-ব্যয় হিসাব পরীক্ষারূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অদ্য পরীক্ষা শেষ করিয়া এই সুদীর্ঘ মন্তব্য আমি আমার প্রণম্য মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের নিকট প্রদান করিলাম। তাঁহাদের অনুগ্রহে গৌরবান্বিত হইয়া সেই ভার লইয়া তাঁহাদের সমীপে উপনীত হইয়াছি। বিদ্যোৎসাহী সুধীগণ কর্ত্তৃক চালিত, যশের গৌরবস্তম্ভ, বাঙ্গালীর চির আদরের দ্রব্য সাহিত্য-পরিষদের হিসাব-পরীক্ষকপদে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করায় আমি মাননীয় সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। আমার ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা আমি সকলকে জানাইলাম। ইতি।

বিনীত

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

হিসাব-পরীক্ষক।

১৯।১।৩৫

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা	৬৫০০৲
২।	প্রবেশিকা	৭৫৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫৫০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	৭২৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩৫০৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়	১০৫৩৲
৭।	এককালীন দান	৩১৫০৲
৮।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১০০৲
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২৫৲
১০।	বিবিধ আয়	২৫৲
১১।	হাওলাত আদায়	১০৯৩৪৶৯
১২।	সংবর্দ্ধনার চাঁদা আদায়	২৫৲
১৩।	দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	২০৲
১৪।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৫।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৫১২৫৲
		২৮৭০৭৶৯

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী-মুদ্রণ	৩৬০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৮০০৲
* ৩।	পুস্তকালয়	৩৬৮০৲
৪।	পুথিশালা	৩০০৲
* ৫।	চিত্রশালা	২০০৲
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২৫০৲
৭।	ডাকমাশুল	৬৫০৲
* ৮।	বাড়ী মেরামত	৫৫০০৲
৯।	ইলেকট্রিক লাইট ও পাখার বিল	১৭৫৲
১০।	তার বদল ও মেরামতের বিল	৪০০৲
১১।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৬০৲
১২।	ভৃত্যদিগের পোষাক	৫০৲
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	১০০৲
১৪।	গাড়ী ভাড়া	৭০৲
১৫।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	১২৫৲
১৬।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২৫৲
১৭।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৮।	বেতন	২৬০০৲
১৯।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৪২৫৲
২০।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে খরচ	২৮০৲
২১।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	২৫৲
২২।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৮৪৲
২৩।	বিবিধ ব্যয়	৭৫৲
		২০৭২৪৲

* রমেশ-ভবন সমিতিতে যে ১০,০০০৲ টাকা হাওলাত দেওয়া হইয়াছে, তাহা আদায় হইলে পুস্তকালয়ের আলমারী প্রস্তুতের জন্য ২৫০০৲, চিত্রশালার মূর্ত্তিগুলির পাদপীঠ নির্ম্মাণের জন্য ৩০০৲, এবং বাড়ী মেরামত খাতে ড্রেণ, পায়খানা ও প্রাচীর প্রভৃতির জন্য ১৫০০৲ এই মোট ৪৩০০৲ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
২৮।১।৩৫

শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, ডি এল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম এ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত বিজয়-গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ —আহ্বানকারী।

(খ) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, বি এল, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বি এ, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, সি আই ই, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, এড্ভোকেট—আহ্বানকারী।

(গ) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্নি—সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাঙ্খ্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—আহ্বানকারী।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও,এম বি, এফ সি এস,

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ডি এস্-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস্-সি, এম ডি, এফ জেড এস্, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি, শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুশীলকুমার বসু এম বি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত লাড্‌লিমোহন মিত্র এম এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)—আহ্বানকারী।

(ঙ) আয়-ব্যয় সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত অমৃত-কৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, কুমার শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাঙ্খ্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ বি এ, এটর্নি, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্নি—আহ্বানকারী।

(চ) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি এ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ—সম্পাদক।

(ছ) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম এ, বি এল, খান বাহাদুর হেদায়েত হোসেন শামস্‌ উল উলেমা, শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, এড্‌ভোকেট—আহ্বানকারী।

(জ) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ররঞ্জন রায় বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্নি, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ৺হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—আহ্বানকারী।

(ঝ) নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব-আলোচনা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম-এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন), এবং পরিষদের সম্পাদক (আহ্বানকারী)।

(ঞ) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি বিল আলোচনা-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ জি এস, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, এবং পরিষদের সম্পাদক (আহ্বানকারী)।

(ট) প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যকোষ-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ররঞ্জন রায় বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, পরিষদের সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ (আহ্বানকারী)।

(ঠ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডার—চিত্রনির্ব্বাচন-সমিতি

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এবং পরিষদের সম্পাদক—(আহ্বানকারী)।

(ড) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত এবং পরিষদের সম্পাদক।

বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ *

বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান রাজত্বের অপরাহ্নসময়ে ভারতের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার পুণ্যকার্য্যে ব্রতী মহারাষ্ট্রজাতির সৈন্যদল দেশের জনসাধারণের উপর যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন—সমগ্র দেশে ধ্বংসের যে তাণ্ডবলীলা দেখাইয়াছিলেন, প্রায় দুই শতাব্দী পরেও বঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রচলিত প্রবাদবাক্য তাহার অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়া থাকে। আজিও বঙ্গজননীগণ মারাঠা সৈন্য বা বর্গীদিগের কল্পিত আগমনের কথা বলিয়া শিশুসন্তানদিগের মনে ভীতির সঞ্চার ও চক্ষে নিদ্রাকর্ষণের যত্ন করিয়া থাকেন।

বর্গীদিগের বঙ্গাভিযানের সম্পূর্ণ সমসাময়িক কোনও বিবরণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত মহারাষ্ট্রপুরাণে এইরূপ এক অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ উপনিবদ্ধ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার শেষে একটী তারিখ রহিয়াছে। উহা গ্রন্থরচনার বা লিপিকরের তারিখ, তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে লিপিকর সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও উল্লেখ না থাকায় উহাকে গ্রন্থকারের তারিখ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং তাহা হইলে ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১৭৫০ অব্দে রচিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। সমগ্র মহারাষ্ট্রপুরাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই গ্রন্থের যতটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বহুদিন পূর্ব্বে এই পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডে (পৃঃ ১৯৩—২৩৬) প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে। তাহার পর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় উহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন[১] এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ইহার ঐতিহাসিক উপযোগিতা আলোচনা করিয়াছেন।[২] 'মহারাষ্ট্র-পুরাণের' আবিষ্কৃত অংশে বঙ্গে বর্গীর উপদ্রবের এক বিস্তৃত, উজ্জ্বল ও হৃদয়বিদারক বিবরণ রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ইহাই এ বিষয়ে প্রাচীনতম ও কতকাংশে সমসাময়িক বিবরণ বলিয়া বিশ্বাস ছিল।

গুপ্তপল্লীর প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-রচিত 'চিত্রচম্পূ' নামক কাব্যগ্রন্থ ১৬৬৬ শকাব্দ বা ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।[৩] স্পষ্টতই এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্রপুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বঙ্গে মহারাষ্ট্রাভিযানের সমসাময়িক। যেহেতু, ১৭৪২, ১৭৪৩ এবং ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ—এই তিন

* ১৩৩২।৩রা ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। Bengal Past and Present—Vol. XXVII. pp. 44 ff.

২। *The Bargi Invasion of Bengal*, J. N. Samaddar; Indian Historical Records Commission—Proceedings of Meetings—Vol. VI—pp. 100 ff; *Mahratta Invasion of Bengal, Behar and Orissa*, J. N. Samaddar; Journal of Indian History, 1925, pp. 85 ff.

৩। শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপতিগণিতে কার্ত্তিকীয়ে দশাংশে। পূর্ণাং শ্রীচিত্রচম্পূং ব্যতনুত দিবসে শ্রীল-বাণেশ্বরাখ্যঃ। শকাব্দাঃ ১৬৬৬।

বৎসর তিনবার মহারাষ্ট্রগণ বঙ্গে অভিযান করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়।[৪] চিত্রচম্পূ গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রসঙ্গক্রমে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে বর্গীর উপদ্রবের এক জ্বলন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিবরণকেই এ বিষয়ে প্রাচীনতম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এ কথা স্থির যে, এ বিষয়ে অন্য যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার কোনটীরই তারিখ এত প্রাচীন বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। ঘটনার সমসাময়িক বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক প্রামাণ্যও যথেষ্ট, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গ্রন্থের রচয়িতা বাণেশ্বর কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শাস্ত্ররসিক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্রূপে সকলের নিকট সুপরিচিত। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্এর প্রযত্নে বিবাদার্ণবসেতু নামে (Code of Gentoo Law) এগার জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক হিন্দু আইনের যে নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার একজন রচয়িতা এই বাণেশ্বর। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভট কবিতা আজ পর্য্যন্ত বঙ্গের পণ্ডিত-সমাজে প্রচলিত এবং আজও উহারা তাঁহার অসাধারণ কবিত্বের একমাত্র নিদর্শন-রূপে সকলকে মুগ্ধ করে। তিনি যে স্বতন্ত্র একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত। আমাদের উল্লিখিত 'চিত্রচম্পূ' তাঁহার রচিত একখানি গদ্যপদ্যাত্মক স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথি রহিয়াছে। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের সুবিশাল পুস্তকাগারেও এই গ্রন্থের পুথি রহিয়াছে।[৫] বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময় এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইহার মধ্যে বর্গীর উপদ্রবের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এতদিন ইহার পরিচয় সাধারণের গোচর করিতে পারি নাই।

বর্দ্ধমান-রাজবংশের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ চিত্রসেনের (খৃঃ ১৭৪০—১৭৪৪) নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে 'চিত্রচম্পূ'। চিত্রসেন যেমন গ্রন্থের নায়ক—সেইরূপ তাঁহারই এক কল্পিত মৃগয়াভিযান গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। চিত্রসেনের সভাসদ্রূপেই বাণেশ্বর এই গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কোনও কারণে মনোমালিন্য হওয়ায় বাণেশ্বর কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানাধিপতি চিত্রসেনের সভায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই সময়ই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তবে গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বরের মত সভাসদ্কে বেশী দিন ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে পুনরায় নিজ সভায় আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থের নায়ক মহারাজ চিত্রসেনের প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, রাজ্যপালনে নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গেই 'খণ্ডপ্রলয়বিধিৎসু' 'সর্ব্বসর্ব্বস্বাপহরণ-স্বেচ্ছাবিহরণ-

৪। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস নবাবী আমল—পৃঃ ১৫১-৫৭।

৫। *Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library, London*, Vol. VII. No. 4044.

প্রতিষিদ্ধাচরণমাত্রনিপুণ' 'গর্ভবত্যর্ভকদৈবতদ্বিজসুনুদীনদারণদারুণপণ' 'কৃপাকৃপণ' 'প্রচণ্ডশীল' 'বর্গিবর্গ' মহাধূমকেতুর ন্যায় মহারাজ সাহুর বিপুলবাহিনীর বঙ্গে আগমন, প্রজাবর্গের ভীতি ও মহারাজ চিত্রসেন কর্ত্তৃক তাহাদের আশ্রয়দানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বর্গীদিগের অতর্কিত আগমনের সংবাদে বর্গীর অত্যাচারের রসজ্ঞ 'নিসর্গভীরু' 'গৌড়জনপদপ্রকৃতি'গণ বড়ই বিপন্ন ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তারপর শকটে, শিবিকায়, উষ্ট্রে, অশ্বে, নৌকায় ও পদব্রজে সকলে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। পলায়মান ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধোপরি 'লম্বালক' শিশু, গলদেশে দোদুল্যমান আরাধ্য শালগ্রামশিলা, মনের মধ্যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 'দুর্ব্বহমহাভার' সঞ্চিত শাস্ত্রগ্রন্থরাশির বিনাশের আশঙ্কা, গর্ভভারালস পলায়মান রমণীগণের নিদাঘসূর্য্যের অসহনীয় তাপক্লেশ, যথাসময় পানাহার লাভে বঞ্চিত ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল শিশুগণের করুণ চীৎকারে ব্যথিত জননী-গণের আর্ত্তনাদ এবং অসহ্য বেদনায় সমস্ত পৃথিবীকে বর্গীময় বলিয়া ধারণা করা—এ সমস্তই কবি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় সুললিত ভাষায় অতি চমৎকার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রজাবৃন্দের এই দারুণ কষ্টে স্থির থাকিতে না পারিয়া মহারাজ চিত্রসেন বিপুল বাহিনীর দ্বারা সমস্ত ভূমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং বর্দ্ধমান নগর রক্ষার ভার মন্ত্রিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়া শরণাগত প্রজাবৃন্দ যাহাতে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে লইয়া দক্ষিণ-প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগরের মধ্যস্থিত বিশালা-নাম্নী 'বিশালা' নগরীতে উপস্থিত হইলেন। এই দক্ষিণপ্রয়াগ সম্ভবতঃ সপ্তগ্রামান্তর্গত ত্রিবেণী। কিন্তু কোন্ স্থানকে 'বিশালা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনসংবাদ শুনিয়াই তাহাদের অত্যাচারাভিজ্ঞ বঙ্গবাসিগণ যে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল, ইহা কেবল তাহাদের স্বভাবভীরুতার পরিচয় বলিয়া মনে হয় না। ইতঃপূর্ব্ব অভিযানে (বোধ হয় ১৭৪২ ও ৪৩ খৃষ্টাব্দের) বর্গীর দল রমণী, বালক, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও দরিদ্রের বিনাশ-কার্য্যে যেরূপ তৎপরতা দেখাইয়াছিল এবং যাহার কথা কবি কেবল দুইটী পদের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়াছেন ('গর্ভবত্যর্ভকদৈবতদ্বিজসুনুদীনদারণদারুণপণ' 'সর্ব্বসর্ব্বস্বাপহরণ-স্বেচ্ছাবিহরণপ্রতিষিদ্ধাচরণমাত্রনিপুণঃ'), তাহারই জলন্ত স্মৃতি তাহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহারই অস্পষ্ট স্মৃতি আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা হইতে লুপ্ত হয় নাই।

চিত্রচম্পূর যে অংশে এই বিবরণটী প্রদত্ত হইয়াছে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

ইত্থমতিবিরাজমানে রঞ্জিতপ্রকৃতিসমাজে মহারাজাধিরাজে ত্রিনয়ননয়নবেদযোগাঙ্গ-যুগ-সঙ্খ্যাকেষু সমতীতেষু তুর্য্যযুগহায়নেষু বেদাঙ্গষন্মুখমুখসোমসম্মিতাসু ? সমতীতাসু শকভূপাল-সমাসু প্রথমরাশিমধ্য-সঞ্চারলীলাশালিনি ভগবতি মরীচিমালিনি অকালমহাপ্রলয়মহাজলধরব্যূহ ইব সম্বর্ত্তপ্রবর্ত্তমানপ্রচণ্ডপ্রবহোদ্বহমহাপ্রভঞ্জনসঞ্চয়সঞ্চার্য্যমাণঃ সঞ্জনয়ন্নিব মধ্যন্দিনদিননায়ক-রাকারোহিণীরমণয়োরপ্যন্ধীকরণমন্ধকারনিকরং তমোময় ইব তমালতরুময় ইব রজোময় ইব রজনী-চরচমূচক্রময় ইব কলিকালকলিতকঠোরকল্মষকলাপময় ইব কৃপাকৃপণঃ কৃপাণপাণির্গর্ভবত্যর্ভক-

দৈবতদ্বিজস্বমুদীনদারণদারুণপণঃ সর্ব্বসর্ব্বস্বাপহরণস্বেচ্ছাবিহরণপ্রতিষিদ্ধাচরণমাত্রনিপুণঃ প্রবল-বল-বহলহলহলাকোলাহলহ্রেষাবৃংহিতি-চীৎকৃতি-ভেরীভাঙ্কৃতি-ঘণ্টাটঙ্কৃতি-খড়্গাঝাঙ্কৃতি-বীরহুঙ্কৃতি-সিংহ-নাদভূরিভৈরবরবনিবহভরিতভূমণ্ডলো মহারাষ্ট্র-মহীন্দ্রসাহুরাজচমূসমূহোহকাণ্ড এবাকাণ্ডকোদণ্ড-খণ্ড-প্রলয়ং বিধিৎসুরিব প্রচণ্ডশীলো গৌড়জনপদজনগণ-সমুন্মূলনহেতুর্মহাধূমকেতুরিব সমুত্তস্থৌ ॥১২॥

যান্ত্যেকেন দিনেন যোজনশতং হীনাম্বরদীনান্ স্ত্রিয়ো
বালান্ ঘ্নন্তি হরন্তি বিত্তমখিলং সাধ্বীশ্চ সীমন্তিনীঃ।
সংগ্রামে সমুপস্থিতে সুনিভৃতং দেশান্তরে সুদ্রুতং
ধাবন্ত্যদ্ভুতবেগবাজিনিবহো যেষাং প্রধানং বলম্ ॥৩৪॥

এবমাদিবিশ্রুতস্বরূপচারিত্র্যঃ সংমিলিত এষ মহান্ নিসর্গদুর্গমো বর্গিবর্গ[া]ণাং সৈন্যসাগর ইতি নিসর্গভীরুভাবভঙ্গুরাণাং গৌড়জনপদপ্রকৃতীনাং কিং কর্ত্তব্যং ক গন্তব্যং ক স্থাতব্যং ক উপায়ঃ কঃ সহায় ইতি হা দেব কিমিদমনুষ্ঠিতমতিনিষ্ঠুরমিতি চ দিশি দিশি অকাণ্ডপ্রকাণ্ড-প্রচণ্ডবজ্রাভিঘাতখণ্ড্যমানগণ্ডশৈলমণ্ডলচণ্ডরণিতজনিত ইব মন্দরমহীধরোদ্দামমন্থনামর্দ্দান্দোলিতা-ম্ভোরাশিমহাম্ভোধিনিবহবহলকল্লোলনিকরসঞ্জনিত ইব সম্পূরয়ন্নাশাবিবরমপি 'রোদসীকন্দরোদর' দূরিতশব্দান্তরগ্রহণাবসরো বভূব সুমহান্ কোলাহলঃ ॥১৩॥

ততশ্চ শকটশিবিকাস্তম্বেরমতুরঙ্গমতরণিভিশ্চঙ্ক্রম্যমাণৈশ্চক্রমেলকচক্রৈরসংক্রমমাক্রামদ্ভি-রাচামদ্ভিরিবাশাচক্রবালং ধনজনভারমন্থরসঞ্চারৈরতিবিস্তারৈর্ধাবতাং মহাধন[া]নাং গৃহীত-গৃহসারাম্বরভূষণভাজনানামঙ্কাবলম্বিতলম্বালকলোলবালকানাং গ্রীবাবলম্বিতশালগ্রামশিলানাং দুর্ব্বহমহাভারবিবিধশাস্ত্রপুস্তকসঞ্চয়াপচয়চিন্তাসন্তাপজ্বরজর্জ্জরাণাং ভূমিনির্জ্জরাণাং দুর্ব্বহগর্ভভার-মন্থরাণাং নিতম্ববিম্বকুচকুম্ভদ্বন্দ্বভারালসানাঞ্চ পঙ্কসঙ্কটকুশকাশকণ্টকাঙ্কুরশঙ্কয়া পদে পদে স্ফুরিতাতঙ্কানাং নিদাঘসময়ে সমেধমানমধ্যন্দিননিদাঘদীধিতিদীধিতিব্রাততীব্রতাপপ্রতাপ-মসহমানানাং যথাসময়মমিলিতপানাহারতয়া ক্ষুতৃড়্ব্যাকুলিতার্ত্তকরোদনার্ত্তব্যাহারকাতরহৃদয়ানাং প্রমদানাং করুণকরুণার্ত্তপরিদেবিতরুদিতৈর্ব্যাকুলানাং বর্গিবর্গময়মিব নিখিলস্বর্গমনুভবন্তীনাঞ্চ বিবিধার্ত্তনাদেন মিথোঽনুবাদেন চ ক্ষুভিতমিব ক্ষমামণ্ডলমভবৎ ॥১৪॥ তথাহি।

পদ্মানামহমেব বান্ধব ইতি খ্যাতং ত্রিলোকীতলে
কিং নৈতানি মুখাম্বুজানি কুলজাবৃন্দস্য দৃষ্টান্যপি।
ইত্থং খেদবশাৎ সহস্রগলিতৈস্তীব্রৈঃ করৈরেকদা
তান্যাকর্ষতি নিশ্চিতং প্রকুপিতঃ শ্রীমান্ দিনাধীশ্বরঃ ॥৩৫॥

এতস্মিন্নেবাবসরে মহতা চমূসমূহেন সচিবসমাজাধিরাজং বর্দ্ধমাননগরমধিসংস্থাপ্য মহারাজঃ সমন্তাশাচক্রাক্রামিণা মহাবিক্রমশালিনা বৃহতা বলব্যূহেনাচ্ছাদ্য ভূমিবলয়মনন্যপরায়ণশরণাগত-করুণাস্পদদরিদ্রদ্বিজগণভূয়িষ্ঠম্প্রজাসমূহমকুতোভয়সঞ্চারং সংস্থাপয়িতুমভিনবনিজাধিকারদক্ষিণ-প্রয়াগগঙ্গাসাগরসম্ভেদময়তীর্থদ্বয়াভ্যন্তরালমহীবলমণ্ডনায়মানাং বিশালাং নাম বিশালাং নগরী-মাজগাম ॥১৫॥

এই বিবরণের সহিত মহারাষ্ট্রপুরাণের বিবরণের পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া উপেক্ষা করিবার কোনও কারন নাই। এই দুই বিবরণ হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ হিন্দু হইয়াও অসহায় বালক ও অবলা নারীর উপরও অত্যাচার করিতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করে নাই। তাই তাহাদের ভয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গললনাগণ শিহরিত হইয়া উঠিতেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার *

শিশুমার একপ্রকার জলজন্তু। আজকাল ইহাকে শিশুক বা শুশুক বলা হয়; ইংরাজি নাম Gangetic porpoise or dolphin। কিন্তু বেদ ও পুরাণাদিতে যে শিশুমারের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এই জন্তু নহে। এই জলজন্তুর আকৃতি কল্পনা করিয়া আকাশের একটী তারা-সমষ্টিকে শিশুমার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই শিশুমারের প্রকৃত সংস্থান কোথায়, তাহার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমরা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১১৬ শ সূক্তের ১৮ ঋকে দেখিতে পাই,—

যদয়াতং দিবোদাসায় বর্তির্ভরদ্বাজায়াশ্বিনা হয়ন্তা।
রেবদুবাহ সচ নো রথো বাং বৃষভশ্চ শিংশুমারশ্চ যুক্তা॥

অর্থাৎ, হে অশ্বিনীদ্বয়, (আপনারা) আহূত হইয়া যখন দিবোদাস এবং ভরদ্বাজের গৃহে গিয়াছিলেন, (তখন) আপনাদের সেব্য রথ অন্ন বহন করিয়াছিল; (তাহাতে অর্থাৎ সেই রথে) বৃষভ ও শিশুমার যুক্ত (বাঁধা) ছিল।

এ স্থলে জলজন্তু শিশুমার বৃষভের সহিত কিরূপে স্থলের উপর রথের সহিত যুক্ত হইতে পারে? সুতরাং এই শিশুমারকে একটী তারকামণ্ডল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৫।৫।১১) সমুদ্রের প্রীতির জন্য শিশুমারের বলিদানের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায়ও (২৪।৩০) ঐরূপ বলিদানের কথা আছে। কিন্তু জলজন্তু, বিশেষতঃ শিশুমারের বলিদান কার্য্যতঃ কত দূর সম্ভব, সে বিষয়ে ভাবিবার আছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২।১৯) আমরা দেখিতে পাই,—

যস্মৈ নমস্তচ্ছিরো ধর্ম্মো মূর্ধানং ব্রহ্মোত্তরা হনুর্যজ্ঞোঽধরা বিষ্ণুর্হৃদয়ঁ সংবৎসরঃ প্রজননমশ্বিনৌ পূর্বপাদাবত্রির্মধ্যং মিত্রাবরুণাবপরপাদাবগ্নিঃ পুচ্ছস্য প্রথমং কাণ্ডং তত ইন্দ্রস্ততঃ প্রজাপতিরভয়ং চতুর্থঁ—স বা এষ দিব্যঃ শাংকরঃ শিশুমারস্তঁহ—

ধ্রুবস্ত্বমসি ধ্রুবস্য ক্ষিতমসি ত্বং ভূতানামধিপতিরসি ত্বং ভূতানাঁ শ্রেষ্ঠোঽসি ত্বাং ভূতান্যুপপর্য্যা-বর্তন্তে নমস্তে নমঃ সবং তে নমো নমঃ শিশুমারকুমারায় নমঃ।

অর্থাৎ যাঁহাকে (পরমব্রহ্মকে) নমস্কার (করা যাইতেছে), তিনি (শিশুমারের) মস্তক, ধর্ম্ম মূর্ধস্থানীয়; ব্রহ্ম (তাঁহার) উত্তর হনু; যজ্ঞ (তাঁহার) নিম্ন হনু, বিষ্ণু (তাঁহার) হৃদয়, সংবৎসর (তাঁহার) জননেন্দ্রিয়, অশ্বিনীদ্বয় পূর্ব্বপাদদ্বয়, অত্রি মধ্যদেহ, মিত্রাবরুণদ্বয় অপর দুই পাদ, পুচ্ছের প্রথম ভাগে অগ্নি, দ্বিতীয় ভাগে ইন্দ্র, তৃতীয় ভাগে প্রজাপতি, চতুর্থ ভাগে অভয় (পরমব্রহ্ম)।

(শিশুমার!) আপনি ধ্রুব, ধ্রুবের বাসস্থান, আপনি ভূতগণের (প্রাণিগণের) অধিপতি;

---

* ১৩০৫।৩১এ ভাদ্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আপনি প্রাণিগণের (মধ্যে) শ্রেষ্ঠ, ভূতগণ (প্রাণিগণ) আপনাকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্ত্তন করিতেছে (ঘুরিতেছে) ; আপনাকে নমস্কার, আপনাদের সকলকে নমস্কার ; শিশুমারকুমারকে নমস্কার।

এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

কয়েকখানি পুরাণে আমরা শিশুমারের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই ; এই বিবরণ তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে গৃহীত হইয়া কথঞ্চিৎ বিস্তারিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশ ৯ম অধ্যায় এবং ব্রহ্মপুরাণের ২৪শ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই,—

তারাময়ং ভাগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবি রূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ॥

অর্থাৎ আকাশে ভগবান্ প্রভু হরির যে তারকাময় শিশুমারাকৃতি রূপ আছে, তাহার পুচ্ছে ধ্রুব অবস্থিত।

পুনশ্চ বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশ ১২শ অধ্যায়ে দেখা যায়,—

শিশুমারস্তু যঃ প্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি।
সন্নিবেশঞ্চ তস্যাপি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম॥
উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়োঽপ্যুত্তরো হনুঃ।
যজ্ঞোঽধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ॥
হৃদি নারায়ণশ্চাস্তে অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ।
বরুণশ্চার্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সক্থিনী।
শিশ্নং সংবৎসরস্তস্য মিত্রোঽপানং সমাশ্রিতঃ॥
পুচ্ছেঽগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ কশ্যপোঽথ ততো ধ্রুবঃ।
তারকা শিশুমারস্য নাস্তমেতি চতুষ্টয়ম্॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার কাছে যাহাকে শিশুমার বলা হইয়াছে এবং যেখানে ধ্রুব অবস্থিত, তাহার সন্নিবেশ (বলা হইতেছে), শ্রবণ করুন। উত্তানপাদ তাহার উত্তর হনু বলিয়া জ্ঞাত ; যজ্ঞ (তাহার) নিম্নহনু বলিয়া জ্ঞাত ; ধর্ম্ম মস্তক আশ্রয় করিয়া আছে। হৃদয়ে নারায়ণ ; তাহার সম্মুখের দুই পদে অশ্বিনীদ্বয় ; বরুণ ও অর্যমা পশ্চিমে (তাহার) উরুদ্বয় ; শিশ্ন তাহার সংবৎসর ; মিত্র (তাহার) অপান (উদর) আশ্রয় করিয়া আছে ; পুচ্ছে অগ্নি, মহেন্দ্র, কশ্যপ এবং তাহাদের পর ধ্রুব অবস্থিত ; শিশুমারের এই চারিটী তারকা কখনও অস্ত যায় না।

বায়ুপুরাণের ৫২ অধ্যায় এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ৫৭ অধ্যায়ে আমরা ঐ শ্লোক কয়টা দেখিতে পাই। এই দুই পুরাণে আমরা ধ্রুব সম্বন্ধে আরও কয়টী শ্লোক দেখিতে পাই,—

এবং ধ্রুবনিবদ্ধোঽসৌ সর্পতে জ্যোতিষাং গণঃ।
সৈব তারাময়ো জ্ঞেয়ঃ শিশুমারো ধ্রুবো দিবি॥

নক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যাশ্চ গ্রহস্তারাগণৈঃ সহ।
উন্মুখাভিমুখাঃ সর্ব্বে চক্রীভূতাশ্রিতা দিবি॥
ধ্রুবেণাধিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে ধ্রুবমেব প্রদক্ষিণম্।
প্রায়ান্তীঃ বরং শ্রেষ্ঠমেধীভূতং ধ্রুবং দিবি॥
ধ্রুবাগ্নিকশ্যপানান্তু বরশ্চাসৌ ধ্রুবঃ স্মৃতঃ।
এক এব ভ্রমত্যেষ মেরুপর্ব্বতমূর্দ্ধনি॥

এইরূপে ধ্রুবের সহিত সংবদ্ধ হইয়া জ্যোতিষ্কগণ ঘুরিতেছে। সেই তারাময় ধ্রুব আকাশে শিশুমার বলিয়া জ্ঞাত। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহতারাগণের সহিত উন্মুখ (ঊর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া) এবং অভিমুখ (অধোমুখ) হইয়া সকলে চক্রাকারে আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাহারা ধ্রুবের দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করে। আকাশে তাহারা শ্রেষ্ঠ পূজনীয় মেধীভূত (প্রধান স্তম্ভে পরিণত) ধ্রুবের চারি দিকে ভ্রমণ করে। ধ্রুব, অগ্নি ও কশ্যপদের মধ্যে ধ্রুবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানা আছে। একই মাত্র (ধ্রুব) মেরু পর্ব্বতের মস্তকে ভ্রমণ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ২৩ অধ্যায়ে যে শিশুমারের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা অন্যরূপ। এই বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল,—

কেচিদেতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্য যোগধারণায়ামনুবর্ণয়ন্তি। যস্য পুচ্ছাগ্রেঽবাক্‌শিরসঃ কুণ্ডলীভূতদেহস্য ধ্রুব উপকল্পিতঃ। তস্য লাঙ্গুলে প্রজাপতি-রগ্নিরিন্দ্রো ধর্ম্ম ইতি পুচ্ছমূলে ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়ঃ। তস্য দক্ষিণাবর্ত্তকুণ্ডলীভূত-শরীরস্য যান্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বে নক্ষত্রাণি উপকল্পয়ন্তি দক্ষিণায়নানি তু সব্যে যথা শিশুমারস্য কুণ্ডলাভোগসন্নিবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপ্যবয়বাঃ সমসংখ্যা ভবন্তি। পৃষ্ঠে ত্বজবীথী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ। পুনর্ব্বসুপুষ্যৌ দক্ষিণবাময়োঃ শ্রোণ্যোরার্দ্রাশ্লেষা চ দক্ষিণবাময়োঃ পাদয়ো-রভিজিদুত্তরাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্নাসিকয়োর্যথাসংখ্যং শ্রবণ-পূর্ব্বাষাঢ়ে দক্ষিণবাময়োর্লোচনয়ো-র্ধনিষ্ঠামূলঞ্চ দক্ষিণবাময়োঃ কর্ণয়োর্মঘাদীন্যষ্টনক্ষত্রাণি দক্ষিণায়নানি বামপার্শ্ববঙ্ক্রিষু যুঞ্জীত। তথৈব মৃগশীর্ষাদীন্যুদগয়নানি দক্ষিণপার্শ্বেষু প্রাতিলোম্যেন যুঞ্জীত। শতভিষাজ্যেষ্ঠে স্কন্ধয়ো-র্দক্ষিণবাময়োর্ন্যসেৎ।

অর্থাৎ, কেহ কেহ বলেন যে, ভগবান্ বাসুদেবের যোগ ধারণের জন্য এই শিশুমারাকৃতি দ্বারা জ্যোতিশ্চক্র (কল্পিত হইয়াছে)। যে অধোমস্তক কুণ্ডলীদেহ শিশুমারের পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব অবস্থিত, তাহার লাঙ্গুলে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, ধর্ম্ম ; পুচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা ; কটিদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল। দক্ষিণাবর্ত্ত কুণ্ডলীভূত দেহবিশিষ্ট শিশুমারের দক্ষিণ পার্শ্বের নক্ষত্রগুলি উত্তরায়ণগত এবং বাম পার্শ্বের নক্ষত্রগুলি দক্ষিণায়নগত। কুণ্ডলীকৃত দেহবিশিষ্ট শিশুমারের দুই পার্শ্বের অঙ্গ সম-সংখ্যক ; পৃষ্ঠে অজবীথী (দক্ষিণমার্গের ১ম ভাগ—মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া) ; উদরে আকাশগঙ্গা, দক্ষিণ ও বাম শ্রোণিতে যথাক্রমে পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা ; দক্ষিণ ও বাম পদে আর্দ্রা ও অশ্লেষা ; নাসিকার দক্ষিণ ও বাম দিকে অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া ; দক্ষিণ ও বাম নেত্রে শ্রবণা

ও পূর্ব্বাষাঢ়া ; দক্ষিণ ও বাম কর্ণে ধনিষ্ঠা ও মূলা ; মঘা হইতে অনুরাধা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়নের অষ্ট নক্ষত্র বাম পার্শ্বে বধ্রি পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত। সেই মত মৃগশীর্ষ হইতে প্রতিলোমক্রমে পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্ট নক্ষত্র দক্ষিণ পার্শ্বে সংযুক্ত। দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা।

মৎস্যপুরাণের ১২৫ অধ্যায়ে শিশুমার সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

যোঽসৌ চতুর্দ্দশর্ক্ষেষু শিশুমারো ব্যবস্থিতঃ।
উত্তানপাদপুত্রোঽসৌ মেধীভূতো ধ্রুবো দিবি॥

অর্থাৎ ওই যে শিশুমার চতুর্দ্দশ (অর্থাৎ সংখ্যায় ১৪টী) তারকায় অবস্থিত ; উত্তানপাদ-পুত্র ওই ধ্রুব মেধীভূত হইয়া আকাশে (অবস্থিত)।

ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের উত্তর কাণ্ডে আমরা দেখিতে পাই,—

মহর্ষিমণ্ডলান্যতিক্রম্য সূর্য্যসোমমণ্ডলে ভিত্ত্বা কীলকনারায়ণং ধ্যাত্বা ধ্রুবমণ্ডলস্য দর্শনং কৃত্বা ভগবন্তং ধ্রুবমভিপূজ্য ততঃ শিংশুমারচক্রং বিভিদ্য শিংশুমারপ্রজাপতিমভ্যর্চ্য চক্রমধ্যগতং সর্ব্বাধারং সনাতনং মহাবিষ্ণুমারাধ্য·········

অর্থাৎ, মহর্ষিমণ্ডলগুলি অতিক্রম করিয়া, সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া, কীলকনারায়ণকে ধ্যান করিয়া, ধ্রুবমণ্ডল দর্শন করিয়া, ভগবান্ ধ্রুবকে পূজা করিয়া, তৎপরে শিংশুমারচক্র ভেদ করতঃ শিংশুমারপ্রজাপতিকে অর্চ্চনা করতঃ চক্রমধ্যস্থ সর্ব্বাধার সনাতন মহাবিষ্ণুকে আরাধন করিয়া·········

এক্ষণে আমরা জ্যোতিষ-গ্রন্থে কি পাওয়া যায়, তাহা দেখি। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণির গোলাধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের বাসনাভাষ্যে জৈনদিগের দুই সূর্য্যমত খণ্ডন উপলক্ষে ধ্রুবমৎস্যের উল্লেখ দেখা যায়,—

যদা ভরণীস্থো রবির্ভবতি তদা তস্যাস্তময়কালে ধ্রুবমৎস্যস্তির্য্যক্‌স্থো ভবতি। তস্য মুখতারা পশ্চিমতঃ। পুচ্ছতারা পূর্ব্বতঃ। তদা মুখতারাসূত্রে রবিরিত্যর্থঃ। অথ নিশাবসানে মুখতারা পরিবর্ত্ত্য পূর্ব্বতো যাতি। ততো মুখতারা-সূত্রগতস্যৈবার্কস্যোদয়ো দৃশ্যতে।

অর্থাৎ, যখন সূর্য্য ভরণীতে গমন করেন, তখন তাঁহার অস্তসময়ে ধ্রুবমৎস্য তির্য্যগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকে। তাহার মুখতারা পশ্চিমে ও পুচ্ছতারা পূর্ব্বদিকে। তখন মুখতারা এবং সূর্য্য একসূত্রগত হয়। রাত্রিশেষে মুখতারা ঘুরিয়া পূর্ব্বদিকে এবং পুচ্ছতারা পশ্চিমে যায় ; তখন মুখতারার একসূত্রপাতে অবস্থিত সূর্য্যের উদয় দেখা যায়।

আমরা এক্ষণে কয়েকজন আধুনিক পণ্ডিতের মত বিবৃত করিব।

পণ্ডিত কালীনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভূগোলচিত্রে ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের "The Stars in the Northern Tropics" নামক নক্ষত্রের মানচিত্রে Ursa Minorকে শিশুমার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যোগেশবাবুও এই মতের পক্ষপাতী (আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী)।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "The Hindu Nakshatras" [Journal of the Department of Science, Calcutta University, Vol. VI.] নামক প্রবন্ধে শিশুমার ও ধ্রুবমৎস্য একই তারকাপুচ্ছ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার সংস্থান এইরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—Ursa Minorএর গামা, বিটা, ৫ম ও ৪র্থ তারকাগুলি ধ্রুবমৎস্যের পুচ্ছে অবস্থিত ; গামা এবং Dracoর ইটা, জিটা ও বিটা ইহার দেহের পরিপ্রান্তে সংস্থিত ; এবং বিটা, ক্সি, গামা ও Herculesএর ই ও টা দ্বারা ইহার মস্তক গঠিত।

আমরা এক্ষণে শিশুমারের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রথমে দেখা যাউক, কাশীনাথবাবু ও তারকনাথবাবুর শিশুমার Ursa Minor হইতে পারে ক না। আমরা দেখি যে, Ursa Minorএর শেষ তারাটীই ধ্রুবতারা, কিন্তু তাহা আধুনিক ধ্রুবতারা, প্রাচীন ধ্রুবতারা হইতে পারে না। আমরা জানি যে, ধ্রুব (north pole) ধীরে ধীরে কদম্বের (ecliptic pole) চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বৃত্তাকারে আবর্ত্তিত হইতেছে ; এক পূর্ণ আবর্ত্তনে প্রায় ২৫৮৬৪ বৎসর অতিবাহিত হয়। সুতরাং আধুনিক ধ্রুববিন্দুর পূর্ব্বদিকে বহু দূরে প্রাচীন ধ্রুব অবস্থিত ছিল। ভাস্করাচার্য্যের বিবরণে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে তাঁহার ধ্রুবমৎস্য এই Ursa Minor হওয়া সম্ভবপর নহে। ভাস্করের ধ্রুবমৎস্যের মুখে ও পুচ্ছে একটী করিয়া তারকা আছে ; যে ধ্রুবমৎস্যের যে সূর্য্যের সহিত সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার ধ্রুবমৎস্যের মুখতারা ধ্রুবে অবস্থিত। ভাস্করাচার্য্য ১০৭২ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি রচনা করেন ; ঐ সময়ে ধ্রুব Camelopardus নক্ষত্রপুঞ্জের একটী ৫মপ্রভ তারকার নিকট অবস্থিত ছিল ; ঐ তারকাটী আধুনিক ধ্রুব ও Ursa Minorএর ৪র্থ তারকার মধ্যে (শেষোক্ত তারার দিকে) অবস্থিত ; তাহা হইলে ইহাই ভাস্করাচার্য্যের ধ্রুবমৎস্যের মুখতারা। আরও বলা হইয়াছে যে, ধ্রুবমৎস্যের মুখতারা পূর্ব্বদিকে ভরণীর দিকে থাকে এবং পুচ্ছতারা মুখতারার বিপরীত দিকে পশ্চিমে থাকে ; তাহা হইলে পুচ্ছতারাটী Dracoর কোন একটী তারা, যেমন ইটা হওয়া সম্ভব ; ধ্রুবমৎস্যটী অতি ক্ষুদ্র কল্পনা করিলে Ursa Minorএর বিটা বা গামা ধরা যাইতে পারে, কিন্তু Ursa Minorকে ধ্রুবমৎস্য বলা যাইতে পারে না। পুরাণের বিস্তৃত বিবরণে দেখা যায় যে, শিশুমার ধ্রুবমৎস্য হইতে বহুগুণ বৃহত্তর এবং তাহা কখনই ভাস্করের ধ্রুবমৎস্য হইতে পারে না। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পৌরাণিক শিশুমার ভাস্করের ধ্রুবমৎস্য নহে এবং Ursa Minorও হইতে পারে না।

এক্ষণে ধীরেন্দ্রবাবুর ধ্রুবমৎস্য বা শিশুমার ভাস্করের ধ্রুবমৎস্য এবং পৌরাণিক শিশুমারের সহিত তুলনা করা যাউক। ধীরেন্দ্রবাবুর শিশুমারকে ঠিক ভাস্করের ধ্রুবমৎস্য বলিয়া লওয়া চলে না ; প্রথমতঃ শিশুমারের মস্তক কখনই ধ্রুবমৎস্যের মস্তক হইতে পারে না ; শিশুমারের পুচ্ছের অগ্রতারকা ভাস্করাচার্য্যের সময়ের ধ্রুবতারা ছিল না। যদি শিশুমারের পুচ্ছ আরও বর্দ্ধিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত তারাটীর সহিত সংযুক্ত করিয়া, ঐ দিকে শিশুমারের মস্তক কল্পনা করা যায় এবং আরও কয়েকটী বড় তারা শিশুমারের দেহে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, মস্তকের দিক্ পুচ্ছ

বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে শিশুমারটীকে ভাস্করের ধ্রুবমৎস্যের তুল্য বলা যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ধীরেন্দ্রবাবুর শিশুমার ভাস্করের ধ্রুবমৎস্য নহে। ধীরেন্দ্রবাবুর শিশুমার পৌরাণিক শিশুমার হইতেই পারে না। কারণ, পৌরাণিক শিশুমার অতি বৃহৎ, সপ্তর্ষি তাহার কটিদেশের অন্তর্গত ; তাহার পুচ্ছে ধ্রুব অবস্থিত। আবার এই সকল কারণে ভাস্করাচার্য্যের ধ্রুবমৎস্য ও প্রাচীন কালের শিশুমার এক হইতে পারে না।

অতঃপর আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যক, মহানারায়ণোপনিষদ্ এবং কয়েকখানি পুরাণে যে শিশুমারের বিবরণ দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং পুরাণগুলিতে শিশুমারের যে অঙ্গসংস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তালিকাবদ্ধ করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিশুমারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ	তৈত্তিরীয় আরণ্যক	বিষ্ণুপুরাণ	শ্রীমদ্ভাগবত
দেহ			দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলীকৃত
মস্তকের উপরিভাগ (মূর্দ্ধা)	ধর্ম্ম		
মস্তক	পরমব্রহ্ম		
নাসিকা			
দক্ষিণদিক			অভিজিৎ (Vega)
বামদিক			উত্তরাষাঢ়া (Phi or gamma Sagittarii)
দক্ষিণচক্ষু			শ্রবণা (Altair)
বামচক্ষু			পূর্ব্বাষাঢ়া (Delta Sagittarii)
দক্ষিণকর্ণ			ধনিষ্ঠা (Alpha or Beta Delphini)
বামকর্ণ			মূলা (Lambda Scorpionis)
উত্তরহনু	ব্রহ্মা	উত্তানপাদ	
নিম্নহনু	যজ্ঞ	যজ্ঞ	
দক্ষিণস্কন্ধ			শতভিষা (Lambda Aquarii)
বামস্কন্ধ			জ্যেষ্ঠা (Antares)
মধ্যদেহ	অত্রি		
হৃদয়	বিষ্ণু	নারায়ণ	
উদর		(অপান) মিত্র	আকাশগঙ্গা (Milky Way)
কটি			সপ্তর্ষি
পৃষ্ঠ			অজবীথী

দক্ষিণ ও বাম শ্রোণি			পুনর্বসু (Pollux) ও পুষ্যা (Delta Canceri
শিশ্ন	সংবৎসর	সংবৎসর	মৃগশীর্ষ হইতে পূর্ব্বভাদ্রপদ (প্রতিলোমে)
দক্ষিণ পার্শ্ব			উত্তরায়ণের নক্ষত্র
বাম পার্শ্ব			মঘা হইতে অনুরাধা দক্ষিণায়নের অষ্ট নক্ষত্র
পূর্ব্বপদদ্বয়	অশ্বিনীদ্বয়	অশ্বিনীদ্বয়	
পশ্চাৎপদদ্বয়	মিত্রাবরুণ		আর্দ্রা (Alpha Orionis) (দক্ষিণ) ও অশ্লেষা (Alpha Canceri) (বাম)
উরুদ্বয়		বরুণ ও অর্যমা	
পুচ্ছ	অগ্নি (১ম ভাগ)	অগ্নি	অগ্নি
	ইন্দ্র (২য় ভাগ)	মহেন্দ্র	ইন্দ্র
	প্রজাপতি (৩য় ভাগ)	কশ্যপ	প্রজাপতি
	অভয় (পরমব্রহ্ম ৪র্থ ভাগ)	ধ্রুব	ধর্ম্ম
পুচ্ছাগ্র			ধ্রুব
পুচ্ছমূল			ধাতা ও বিধাতা

এই তালিকায় আমরা দেখিতে পাই যে, ভাগবত-পুরাণের অধিক স্থলে তারকা নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অধিক ক্ষেত্রে দেবতার নাম দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ঐ দেবতাগুলি তারকা বা নক্ষত্র হিসাবে কি হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। ধর্ম্ম ও পরমব্রহ্ম মস্তকে থাকায় এবং অভিজিৎ ভাগবত মতে নাসিকার দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া আমরা পরমব্রহ্মকে অভিজিৎ বলিয়া ধরিতে পারি; কারণ, অভিজিতের দেবতা ব্রহ্মা। ধর্ম্ম কোন নিকটস্থ তারকা হইবে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে উত্তর হনুতে ব্রহ্ম অবস্থিত, এবং বিষ্ণু-পুরাণের মতে ঐ স্থানে উত্তানপাদ সংস্থিত। St. Petersberg Dictionary, Wilson's Dictionary, এবং Monier Williams' Dictionaryতে উত্তানপাদকে Beta Ursa Minoris বলিয়া ধরা হইয়াছে। বেদে উত্তানপদের উল্লেখ আছে (ঋগ্বেদ, ১০।৭২।৩,৪); তথায় বলা হইয়াছে যে, উত্তানপদ হইতে দিক্‌সকল এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, উত্তানপদটী ধ্রুব ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা হইলে ধ্রুবের নিকটস্থ কোন তারাকে উত্তানপাদ বলা যাইতে পারে; তবে মনে রাখা উচিত যে,আধুনিক ধ্রুব সেই ধ্রুব হইতে পারে না। যজ্ঞের স্থান কোথায়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পুরাণে বিষ্ণুর নাম যজ্ঞ দেওয়া হইয়াছে; আবার ঋগ্বেদে বিষ্ণুর পরমপদের উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণে (৫০ অধ্যায়) সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্দ্ধে ও ধ্রুবের নিম্নদেশে বিষ্ণুপদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আমরা এই স্থানকে যজ্ঞ-স্থান বলিয়া ধরিলাম। অত্রি সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি তারকা। বিষ্ণু বা নারায়ণ হৃদয়ে স্থিত; বিষ্ণু শ্রবণার দেবতা; ইহা আকাশগঙ্গার উপরই অবস্থিত এবং শিশুমারের উদরের উপর

আকাশগঙ্গা (Milky Way) বাহিত হইয়াছে ; সুতরাং বিষ্ণু শ্রবণা হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রবণা শিশুমারের দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত। যাহা অধিক সম্ভবপর, তাহাই গ্রহণ করা ভিন্ন আর কিছু উপায় নাই এবং সে বিষয়েও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অজবীথী সূর্য্যের দক্ষিণ পথ ; ইহার উপর মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র অবস্থিত। শিশ্নে সংবৎসর বলা হইয়াছে. সংবৎসর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসে গঠিত কাল মাত্র। ইহা দ্বারা পূর্ব্ববৎসরের শেষ ও পরবৎসরের প্রারম্ভস্থলকে উদ্দেশ্য করা সম্ভব ; কিন্তু নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। মিত্রাবরুণস্থলে আমরা ভাগবতে আর্দ্রা ও অশ্লেষা দেখি। মিত্র অনুরাধার দেবতা এবং বরুণ শতভিষার দেবতা। অর্যমা উত্তরফল্গুনীর দেবতা।

পুচ্ছে কয়েকটী দেবতার নাম আছে। অগ্নি কৃত্তিকার দেবতা ; শতপথব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র মৃগশিরার দেবতা। প্রজাপতির নাম দুই স্থলে আছে। কশ্যপকে Cassiopeiaর একটী তারকা বলিয়া ধরা যায়। ভাগবতে বৈবস্বত মন্বন্তরে যে সপ্তর্ষির কথার উল্লেখ আছে, তাহাতে কশ্যপ প্রভৃতি সাত জন ঋষির নাম পাওয়া যায় ; প্রজাপতি সম্ভবতঃ এই Cassiopeia তারকাপুঞ্জের আর একটী তারকা ; কারণ, যে সকল ঋষির নাম এই স্থলে উল্লিখিত আছে, তাঁহারা প্রজাপতি নামে অভিহিত। যে স্থলে অভয় নাম উল্লিখিত হইয়াছে, অন্য গ্রন্থে তথায় ধর্ম্মের নাম দেখা যায়, পুনশ্চ ব্রহ্মকে অনেক গ্রন্থে ধর্ম্ম বলা হয়, ব্রহ্ম আবার অভিজিতের দেবতা ; সুতরাং অভিজিৎ আবার পুচ্ছেও থাকিতে পারে। ধাতা ও বিধাতা পুচ্ছমূলে অবস্থিত। ইঁহাদিগকে ব্রহ্মহৃদয় (Alpha Capellae) এবং প্রজাপতি (Delta Aurigae) বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা শিশুমারের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। আমরা মহানারায়ণোপনিষদে মোটামুটি শিংশুমারের স্থানের উল্লেখ দেখি। মহর্ষিমণ্ডল সপ্তর্ষিমণ্ডল ভিন্ন কিছুই নহে। কারণ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ, ইঁহারা মহর্ষি। উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষিমণ্ডল অতিক্রম করিলে ধ্রুবমণ্ডল পাওয়া যাইবে এবং ধ্রুবমণ্ডল পাইতে হইলে সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিতে হইবে। ইহাতে মনে হয় যে, আধুনিক সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিস্তার অপেক্ষা প্রাচীন কালের সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিস্তার আরও অধিক ছিল এবং সম্ভবতঃ ইহা সূর্য্য ও চন্দ্রের কক্ষায় আসিয়া পড়িত। প্রক্টর সাহেব তাঁহার Myths and Marvels of Astronomyতে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। ধ্রুবমণ্ডল ও ধ্রুব হইতে শিংশুমারচক্র ভেদ করিলে শিংশুমার প্রজাপতি পাওয়া যাইবে ; সুতরাং চক্রাকৃতি শিংশুমার ধ্রুবমণ্ডলের এক পার্শ্বে অবস্থিত এবং ইহার সংস্থান সপ্তর্ষিগণের ঠিক বিপরীত দিকে হইবে। শিংশুমারপ্রজাপতি চক্রের অন্তর্গত ; তাহা হইলে তিনি অভিজিৎ তারকা হওয়াই সম্ভব।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও ভাগবতের শিংশুমার এক অতিকায় চক্র ; ইহা ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরের সমুদয় আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। ভাগবতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, ইহার দেহ কুণ্ডলাকৃতি। ভাগবতের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, শিংশুমারের কুণ্ডলীগত দেহ অতি জটিলভাবে ক্রান্তি-

বৃত্তের উত্তরে এবং কোন কোন স্থলে তাহার নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। সুতরাং ইহার আকৃতি ও তারকা সম্বন্ধে ইহার সংস্থান সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। পুচ্ছের তারকাসংস্থান দেখিলে বোধ হয় যে, ইহাও কুণ্ডলীগত এবং ক্রান্তিবৃত্তের নিকট হইতে সর্পের ন্যায় বক্রভাবে ধ্রুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

আমরা বৈদিক সময়ের ধ্রুব নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম। আমরা পুরাণগুলিতে দেখিতে পাই যে, মেষের অন্তে বিষ্ণু সঞ্চার হইত (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫৫ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ২।৮ ; শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি)। বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, কৃত্তিকার প্রথম পাদে বিষ্ণুর সঞ্চার হয়। তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণী ও কাঠক সংহিতার নক্ষত্রতালিকার সর্ব্বাগ্রে কৃত্তিকার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণের তালিকাতেও প্রথমে কৃত্তিকার নাম আছে। এ স্থলে ব্রাহ্মণাদির সময়ে কৃত্তিকার প্রথম পাদে বিষুব সঞ্চার বা অয়নান্ত (solstice) হইত। অয়নান্ত ধরিলে পৌরাণিক সময়ের ৬৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে উহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হয়। ইহা কিন্তু সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। অধিকন্তু বিষুবসংক্রান্তির পক্ষে একটী প্রমাণ আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় কৃত্তিকা হইতে প্রথম চৌদ্দটী নক্ষত্র দেবনক্ষত্র বলা হইয়াছে ; ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রান্তিবৃত্তের যে অর্দ্ধভাগ বিষুবদ্‌বৃত্তের উপরে থাকে, তাহাতে যে সকল নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকে দেবনক্ষত্র বলা হয়। কৃত্তিকাদি সাত নক্ষত্র যদি বিষুবদ্‌বৃত্তের নিম্নে এবং অপর কয়টী তাহার উত্তর অথবা ঐরূপে বিপরীত দিকে অবস্থিত হইলে এই কথার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পাদে বিষুবৎ সংক্রান্তি সংঘটিত হইত বলিতে হইবে।

কৃত্তিকার প্রথম পাদে বিষুবৎ সংক্রান্তি সংঘটিত হইলে ধ্রুবের সংস্থান Alpha Draconis (Thuban) তারকার নিকটে ধরিতে হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ২৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে ধ্রুব ঐ তারকার নিকটস্থ ছিল।

আমরা শিংশুমার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও পুরাণে যে শিংশুমার উল্লিখিত আছে, তাহা অতি বৃহৎ এবং সমুদয় উত্তরভগোলে বিস্তৃত। সুতরাং তাহা ধীরেন্দ্রবাবু এবং কালীবাবুর শিশুমার হইতে পারে না। ভাস্করাচার্য্যের ধ্রুবমৎস্যও পৌরাণিক শিংশুমার নহে।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

কবিরাজ গোবিন্দদাস *

বৈষ্ণব-কবিতায় যে কয়জন গোবিন্দদাস নামে পদ-রচয়িতা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। ইঁহাকে কবিরাজ অথবা কবীন্দ্র গোবিন্দদাস বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু ইনি যে বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী, সে কথা অতি অল্প লোকেই জানে।

বিশ বৎসরের অধিক হইল, মিথিলায় গিয়া নিঃসংশয়রূপে আমি এই কথা জানিতে পারি। সেই সময়ে এই বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদে পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধগুলি আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষা" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ মাসিক পত্র অথবা পাণ্ডুলিপি আমার কাছে নাই। মিথিলা হইতে একখানি খাতায় গোবিন্দদাসের পদাবলী লইয়া আসিয়াছিলাম। যিনি ছাপাইবার ভার লইয়াছিলেন, তিনি খাতাখানি হারাইয়া ফেলেন, কিন্তু আমার কাছে সকল পদ চিহ্নিত আছে।

কবিরাজ বলিতে বৈদ্য বুঝায়, এই ভিত্তির উপর গোবিন্দদাস বৈদ্যজাতীয় অনুমান করিয়া অনেকে ইঁহার বাসস্থান, বংশ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাস সেন নামক কোন কবি বৈষ্ণব ছিলেন কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। পদকল্পতরুতে যে সকল পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, গোবিন্দদাস নামধারী সকল কবির মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি মিথিলার কবি। সেরূপ পদের সংখ্যা অধিক নয়, কিন্তু যে কয়টি আছে, প্রমাণের পক্ষে তাহা যথেষ্ট। সে কয়টি পদের প্রতি কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

বৈষ্ণব কবি সকলেই বাঙ্গালী, এই কথাই সকলে জানিত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতিকেই সকলে বাঙ্গালী বলিয়া জানিত। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাজনপদাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির নাম বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য্য, নিবাস বীরভূম কিম্বা যশোহর। এখন বিদ্যাপতির ভাষায় ও ব্রজবুলিতে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষা যে মিথিলার ভাষা, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা কেহ জানিত না। মূল ও অনুকরণ দুই ব্রজবুলি। সকল বৈষ্ণব কবি বাঙ্গালী, তাঁহাদেরই কেহ কেহ কোন অলৌকিক শক্তিতে এই ব্রজবুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীর কোন দোষ দিই না। বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা মিথিলায় শাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে যাইত। আমাদের দেশে মিথিলার ভাষা অনেকে বুঝিত, বিদ্যাপতি ঠাকুর ও গোবিন্দদাস ঝার কবিতা বা পদাবলী মিথিলা হইতে আনীত হইয়া বৈষ্ণব-মহলে প্রচলিত হইয়াছিল। সে কথা কিছু দিনে লোকে ভুলিয়া গেল, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। আমার অনুযোগ মিথিলাবাসীর বিরুদ্ধে। যে মিথিলা এককালে বিদ্যার

* ১৩৩৫।৭ই আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ও প্রতিভার আগার ছিল, সেখানে মিথিলার প্রধান কবিদ্বয়ের বিশেষ সমাদর নাই। মৈথিল ও বাংলা প্রায় একই লিপি। কিন্তু মৈথিল ছাপার অক্ষর ঢালাই হয় নাই। দেব-নাগরে কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বিদ্যাপতির বিরচিত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে, সে সকল গ্রন্থের নামও কেহ জানে না; কিন্তু যে পদাবলী হইতে তাঁহার অক্ষয় যশ, মিথিলা হইতে তাহা অদ্যাবধি ছাপা হয় নাই।

যে ভাষায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস কবিতা অথবা গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন মৈথিলী। যেমন উত্তর-ভারতে হিন্দুর ভাষা হিন্দী, তেমনি মিথিলার ভাষাকে সে দেশে মৈথিলী বলে। মিথিলা হইতে এ ভাষায় কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। মিথিলায় কোন পণ্ডিত এই ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন নাই। কোন ইংরাজের প্রণীত মৈথিলী ব্যাকরণ কিংবা কোন ইংরাজের সঙ্কলিত হিন্দী অভিধান হইতে এই ভাষা শিখিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। বুঝিতে হইলে বেহারের চলিত গ্রাম্য হিন্দী ভাষা জানা আবশ্যক, তাহার পর মিথিলায় গিয়া এ ভাষা শিখিতে হয়।

পদকল্পতরুতে ও বৈষ্ণব-কবিতার অন্য সঙ্কলন গ্রন্থে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদে স্থানে স্থানে এমন পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে যে, তাহা একেবারে অর্থশূন্য হইয়া গিয়াছে এবং পাঠ সংশোধন করিবার কোন উপায় নাই। মিথিলার পুথি ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের সাহায্যে আমি এই সকল পদের সদর্থযুক্ত বিশুদ্ধ পাঠ সংগ্রহ করিয়াছি। বিস্মৃত ভাষা নকল করিবার সময় এ দেশে যে বহুতর লিপিকরপ্রমাদ ঘটিবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই।

পদ-রচনার কালে বৈষ্ণব কবিগণ গৌরচন্দ্রের এবং শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিতেন, অপর কোন অবতারের বন্দনা করিতেন না। পদকল্পতরুতে তিন হাজারের অধিক পদ আছে, তাহার মধ্যে শুধু একটি পদে রামচন্দ্রের বন্দনা পাওয়া যায়। পদটি এই,—

জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন
জনকসুতা রতিকন্ত।
সুর নর বানর খচর নিশাচর
জসু গুণ গাব অনন্ত॥
দূর্ব্বাদল নব সামর সুন্দর
কঞ্জনয়ন রনবীর।
বাম ধনুক ধর দাহিন নিশিত শর
জলধি কোটি গম্ভীর॥
শ্রীপদ পাদুক ধরু ভরতানুজ
চামর ছত্র নিছোরি।
শিব চতুরানন সনক সনাতন
শতমুখ রহু করজোরি॥

ভকত আনন্দন মারুতনন্দন
চরন-কমল করু সেবা।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল
হরিনারাএন দেবা॥

অর্থ—রঘুনন্দন জানকীবল্লভ শ্রীল রামের জয় হউক। সুরনর বানর খেচর নিশাচর যাঁহার অনন্ত গুণ গান করেন। নবদূর্ব্বাদল শ্যামল সুন্দর রণবীর, বাম হস্তে ধনুক, দক্ষিণে তীক্ষ্ণ শর, (এবং তাঁহার প্রকৃতি) কোটি জলধিতুল্য গম্ভীর। অনুজ ভরত চামর ছত্র ত্যাগ করিয়া শ্রীপদপাদুকা ধারণ করিয়াছেন, শিব, ব্রহ্মা, সনক, সনাতন, শতমুখ ইন্দ্র যুক্তকরে (সম্মুখে) রহিয়াছেন। ভক্তদিগের আনন্দ উৎপাদনকারী হনুমান চরণ-কমল সেবা করিতেছেন। গোবিন্দ-দাস হৃদয়ে অবধারণ করিল, হরিনারায়ণ দেব (তুল্য)।

এই হরিনারায়ণ কে? ইহা মিথিলার কোন রাজার উপাধি। শিবসিংহ ছিলেন রূপ-নারায়ণ, তাঁহার বংশে সকল রাজাদের নারায়ণ শব্দ-সম্বলিত উপাধির প্রথা ছিল। শিবসিংহের পিতৃব্যের নাম দেবসিংহ গরুড়নারায়ণ, শিবসিংহের পর কেহ হরিনারায়ণ, কেহ আবার রূপ-নারায়ণ, কেহ নরনারায়ণ, কেহ বিজয়নারায়ণ। এই গোবিন্দদাস মিথিলার কবি, পদে রামচন্দ্রের বন্দনা, ভণিতায় মিথিলার রাজার নাম।

অপর একটি পদের ভণিতা এইরূপ,—

কমলা লালিত চরণ কমল মধু
পাওএ সেই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনরাএন
গোবিন্দদাস অনুমান॥

আর এক পদে,—

গোবিন্দদাস ভন রসিক রসায়ন
রসময় ভূপতি রূপনরাএন।

নরসিংহ রূপনারায়ণ মিথিলার রাজা, শিবসিংহ ও নরসিংহ এক বংশের রাজা।

অন্য দুইটি পদে আর এক রকম ভণিতা পাওয়া যায়,—

রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভান।
রায় চম্পতি ও রস গাহক
দাস গোবিন্দ ভান।

এই রায় অথবা রাজা চম্পতি কে? বিদ্যাপতির কতকগুলি পদেও চম্পতিপতি ও চম্পতি পাওয়া যায়। রায় চম্পতিও মিথিলেশ। ভাগলপুরে চম্পানগর নামক স্থান আছে, মিথিলার উত্তরে মতিহারী চম্পারণ জেলায়। এই প্রদেশ পূর্ব্বে মিথিলার রাজার অধীন ছিল। চম্পারণ

চম্পারণ্য শব্দ হইতে, চম্পারণ্যপতি সংক্ষেপে চম্পতি। এই গোবিন্দদাস বাঙ্গালী হইলে তাঁহার পদের ভণিতায় মিথিলার রাজার নাম কেন ?

ভণিতার অপেক্ষা ভাষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কিন্তু যে ভাষায় বিদ্যাপতি ও মিথিলার গোবিন্দদাস পদ রচনা করিতেন, সে ভাষা আমরা কয়জন বুঝি ? মিথিলায় আরও অনেক কবি এই ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তালপাতার পুথি ও হাতে লেখা পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। মিথিলার এই ভাষা কিম্বা ব্রজবুলি অজানিত ভাষা, এই ভাষার উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা অনুভব কিংবা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা অল্প লোকেরই আছে। অনেক বাঙ্গালী কবি এই ভাষার অনুকরণে পদাবলী রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের মত ভাষা কোথায় পাইবেন ? কবিতা নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় উৎকৃষ্ট হয় না। মিথিলার এই ভাষার মাধুর্য্যলালিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ ইহার অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কবীন্দ্র গোবিন্দদাসের ভাষা এমন মার্জ্জিত, তাঁহার শব্দের ঐশ্বর্য্য এত বিপুল যে, বাঙ্গালীর পক্ষে সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি ইনি বাঙ্গালী ও জীব গোস্বামীর প্রিয়পাত্র হইতেন, তাহা হইলে গৌরচন্দ্রিকায় ইঁহার রচিত উত্তম উত্তম পদ পাওয়া যাইত। কিন্তু গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত গৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় কোন পদ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনার সহিত তুলনা করা যায় না। তাহার কারণ, মিথিলার কবি কৃষ্ণ ও রাধাবিষয়ক পদ রচনা করেন, চৈতন্যদেবের বিষয়ে একটিও পদ রচনা করেন নাই।

চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণনার একটি পদ,—

গৌরবরণ তনু শোহন মোহন
সুন্দর মধুর সুঠাম।
অনুপম অরুণ কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান॥
পেখনু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোর।
কলিযুগ কলুষ তিমির ঘোর নাশক
নবদ্বীপচাঁদ উজোর॥
ভাবহি ভোর ঘোর দুহু লোচন
মোচন ভবনদবন্ধ।
নব নব প্রেমভর বরতনু সুন্দর
উয়ল ভকত সঙ্গ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীন জনে নিজ বীজ দেই তারল
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

এই গোবিন্দদাস বাঙ্গালী কবি। পদকল্পতরুতে চারি পাঁচ জন বাঙ্গালী গোবিন্দদাসের নাম পাওয়া যায়; তাঁহাদের মধ্যে ইনি কে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। ভাষা মৈথিল কবিদিগের অনুকরণ, কিন্তু মূলের সহিত তুলনা করা যায় না। পদকল্পতরুতে মিথিলার কবি গোবিন্দদাস-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে কোন একটি উদ্ধৃত করিলেই মূলের ও অনুকরণের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। যেমন,—

নব নীরদ তনু তড়িত লতা জনু
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতী বকুল বলিত অতি আকুল
মৌলি মিলিত বনমাল॥
পেখলোঁ কালিন্দীকূলবিলাসী।
হেলি কলপতরু তরুণী মনমোহন
বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী॥
মণিময় অভরণ নেপুর রনঝন
মদন মন্থরগতি ভাতি।
গীম বিভঙ্গিম নয়ন তরঙ্গিম
কত কুলবতী মতি মাতি॥
কমলা লালিত চরণ কমল মধু
পাওয়ে সেই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনরাএন
গোবিন্দদাস অনুমান॥

অথবা-

চাঁচর চিকুর চূড়পরি চন্দ্রক
গুঞ্জা মঞ্জুল মাল।
পরিমল মিলিত ভ্রমরিকুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল॥
নীকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল।
মন্মথ মথন ভৌঁহজুগ বঙ্কিম
কুবলয় নয়ন বিশাল॥
বিম্বাধর পর মোহন মুরুলি
পঞ্চম বমই রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর
সামর তরুন তমাল॥

মিথিলার এই কবি বিচিত্র ভাষাকুশলী এবং শব্দবিন্যাসে তাঁহার অপরিসীম শক্তি। অনুপ্রাসের ছটা তাঁহার পদে ছড়াছড়ি। তাঁহারই দেখাদেখি বাঙ্গালী কবিরাও অনুপ্রাস-বহুল পদ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলী যেমন স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এই কবির পদাবলীও সেইরূপ স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। মিথিলার পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে উদাসীন, কিন্তু তাঁহাদের সহায়তা না হইলে এ কাজ সম্পন্ন হয় না। তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইলে মিথিলায় যাইতে হয়, বাঙ্গালা দেশে বসিয়া কিছু করিতে পারা যায় না। কেবল বিকৃত পাঠ ও কল্পিত অর্থের সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রাচীন ধূয়া সংগ্রহ*

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে নানা রকমের আলোচনা হইয়াছে। বড় বড় প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভাষাতত্ত্ব, সামাজিক তথ্য প্রভৃতি নানা দিক্ হইতে সেই সব গ্রন্থের সদ্ব্যবহার হইয়াছে। এই প্রবন্ধে আমি কোন বড় গ্রন্থ বা কোন তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করি নাই। বরং এই বিষয়টি এত ছোট এবং হ্রস্ব আয়তনের যে, এ যাবৎ বাংলা সাহিত্যের কোন গবেষকের দৃষ্টি এ দিকে পতিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই।

প্রাচীন বাংলা কাব্য পড়িতে গেলে দেখা যায়, অনেক গ্রন্থে স্থানবিশেষে দুই, তিন বা চারি পঙ্‌ক্তি "ধূয়া" বলিয়া উল্লিখিত আছে। এগুলি যে গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত বা উদ্ধৃত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অথচ এগুলি প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্রুবপদের ন্যায় নহে। ক্রমে ক্রমে ইহার বিশেষত্ব ধরা পড়িবে।

আমরা এই প্রবন্ধে যে ধূয়ার কথা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ পদ বা গান নয়, প্রাচীন কাব্য গান করিবার সাহায্যের জন্য এগুলি ব্যবহৃত হইত। ধূয়াতে খুব কমই ভণিতা আছে। বড়-গুলিতেই কদাচিৎ ভণিতা দেখা যায়। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ধূয়া যত বড়ই হউক না কেন, এগুলি সম্পূর্ণ গান বা পদ নয়।

একই ধূয়া দুই তিন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যে গ্রন্থে কোন ধূয়া পাওয়া যায়, উহা সেই গ্রন্থকারের রচিত না হইতেও পারে। অধিকাংশ স্থলে উহা গায়েনরা আমদানি করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ধূয়াগুলি যেন একরূপ floating সাহিত্য, দেশের নানা জায়গায় চলিত ছিল। কোন কোন কবি বা গায়েন স্বীয় গ্রন্থে ইহাদের ব্যবহার করাতে এগুলি স্থায়ী আকার পাইয়াছে।

প্রাচীন ধূয়াগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, এগুলি যেন সেকালের referenceএর কাজ করিত। একই মনোভাব প্রকাশের জন্য শাক্ত কবি বৈষ্ণব গ্রন্থ বা ভাব হইতে ধূয়া সংগ্রহ করিয়াছেন দেখা যায়। ইহাতে কোন সম্প্রদায়-বিদ্বেষের চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে মনে হয়, বৈষ্ণব কবিরা অন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে ধূয়া লন নাই, বরং অন্য সব সম্প্রদায় (যথা, শাক্ত, শৈব, ধর্ম্মপূজক) বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে বহু ধূয়া লইয়াছেন। বোধ হয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাবপ্রকাশ ক্ষমতার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল।

ধূয়ার আকার ছোট বলিয়া উহাকে প্রবাদ বা খনার বচনের মত মনে করা যাইতে পারে না। কারণ, প্রবাদ বা বচনের ন্যায় ধূয়াতে উপদেশ বা আদেশ ব্যক্ত হয় না। ধূয়াতে অনেক স্থলে কবিত্বের ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য আছে, এবং উহাতে সুরের গতিও অনেক স্থলেই প্রকাশিত হয়।

ধূয়া সম্পর্কে একটি কথা আমার মনে হয় এই যে, অনেক সময়ে যেন উহাতে আখর দিয়া বাড়াইয়া বাড়াইয়া কোন কোন পদ-গান রচনা করা হইয়াছে।

* ১৩৫ [illegible] ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রাচীন সাহিত্যের নানা গ্রন্থে ধুয়ার নানা নাম পাওয়া যায়। মুন্সী আবদুল করিম লিখিয়াছেন,—"মাধবাচার্য্যের জাগরণে 'ধুয়া' 'বিষ্ণুপদ' নামে পরিচিত। স্থানে স্থানে 'বিষ্ণুপদ' আবার 'গোপীভাব' নাম ধারণ করিয়াছে।···বাসুদেব ঘোষের 'গৌরাঙ্গ-চরিতে' এই 'ধুয়ার' পরিবর্ত্তে আমরা 'ঠাঠ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি।" এই সব নাম ছাড়া অন্য কোন কোন গ্রন্থে 'মূর্চ্ছা' 'দিশা' 'ভণিতা' নাম আছে। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দ-মঙ্গলে' 'প্রতিপদ' শব্দও ধুয়া অর্থে পাওয়া যায়।

ভাবপ্রকাশের হিসাবে ধুয়া কয়েক রকমের হইত। "দশমূলরসং" (বৈষ্ণব জীবনং) নামক বাংলা গ্রন্থে আমরা এইরূপ নাম পাই,– আদ্য ধুয়া, দ্বিতীয় ধুয়া, তৃতীয় ধুয়া, চতুর্থ ধুয়া। এই গুলির সাধারণ নাম 'তাণ্ডব ধুয়া'। ইহা ছাড়া আর একটি ধুয়ার কথা পাই—তাহার নাম 'ভাব-ধুয়া'। বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামী কর্ত্তৃক কৃষ্ণ ও বলরামমূর্ত্তি স্থাপনের সময়ে যে কীর্ত্তন হইয়াছিল, তখন যে সব ধুয়া গান করা হইয়াছিল, তাহাদের নাম এইরূপই দেওয়া হইয়াছে।

ধুয়াগুলির সাহিত্য-সৌন্দর্য্য হিসাবে বেশী কিছু না বলিলেও চলিতে পারে। উহা শুনিলেই ইহা সহজে উপলব্ধি হইবে। ধুয়ার ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সঙ্গীতের আবেগ ও ভাবঘনতা ত আছেই, অনেক ক্ষেত্রে যেন উহা আবার এক একটি ছোট চিত্রের মত আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া দেয়।

এই প্রবন্ধে আমি যে ধরণের ধুয়ার কথা আলোচনা করিতেছি, তাহার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। ভারতীয় সঙ্গীতের গঠনে একটি ধ্রুবপদ সকল সময়েই দেখা যায়; সুতরাং প্রাচীন বাংলা পদ-গানে বা অন্য প্রকারের সঙ্গীতেও ধ্রুবপদ বা ধুয়া থাকিবে, তাহা আমরা আশা করি বটে। কিন্তু ঠিক গান-হিসাবে রচিত না হইলেও বাংলা প্রাচীন পাঁচালী ও অন্যান্য সাহিত্যকে গান করাই হইত। প্রাচীন বাংলা পদ্য সাধারণতঃ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত হইত। ত্রিপদীকে টানিয়া টানিয়া সুর করিয়া পড়া হইত। যে জন্যই হউক, ত্রিপদীর সঙ্গে ধুয়া বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের আলোচ্য ধুয়া পয়ার-ছন্দে গ্রথিত অংশগুলির আদিতেই দেখা যায়; পয়ারকে যথাসাধ্য সুর জোগাইবার উদ্দেশ্যেই কি আগে এই ধুয়া গান করা হইত?

ধুয়ার গঠনে কয়েকটি স্তর আছে। মনে হয়, প্রথমতঃ গলার সুরটা ঠিক করিয়া লইবার জন্য ধুয়া গাওয়া হইত, পরে তাহার মধ্যে ক্রমে ক্রমে কথা আসিয়া জুটিয়াছে।

(ক) কতকগুলি ধুয়া শুনিলেই মনে হইবে, গলা ভাঁজিবার জন্য ওস্তাদেরা যেমন 'তুম্-তানা-না-না' করেন, এগুলি তা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই এগুলিতে সুরের বেগ আছে, কথার বিশেষ বাধা নাই। এ ধরণের ধুয়া জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে।

(১) কি আরে।

(২) আ রে আ হা।

(৩) ও না আয় আয়।

(৪) আরে আরে হয়।

(খ) কতকগুলি ধুয়াতে সুরের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটা কথা আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ধুয়া লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায়। এগুলিকে গানের পদ বলিয়া না ধরিলেই ভাল হয়।

(১) ও কি হো রে গৌরাঙ্গ জয় জয়।

(২) না হা রে আরে হয়, প্রভু রে আরে হয়।

(৩) না হারে হয় হয়, না হারে প্রাণ হয়।

(৪) মোর প্রাণ না রে আরে রে, গৌরাঙ্গ না রে হয়।

(৫) আরে আমার গোরা রে।

(৬) প্রাণধন গোরা রে আমার প্রাণধন গোরা রে।

(৭) ও রে সুন্দর নি রে হয়।

(৮) রাম মোর সুন্দর রে, প্রাণ নারে হয়।

(৯) ঐ আহা রে মরি রে ঐ আহা রে মরি রে।

(গ) আর এক রকমের ধুয়ায় আমরা দেখিতে পাই, সেগুলি স্বাধীনভাবে চলিতে পারে নাই। কোন গানের পদের মধ্যে যে কয়েকটি মেলক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের শেষে এগুলিকে গান করা হয়। ইহাকে refrain বলা যায়। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে, এগুলি উক্ত গানের অংশ নয়। গানের সুরকে যেন জাগাইয়া রাখিবার জন্যই এগুলির ব্যবহার হয়। ইহা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায়। এখানে সুর ও কথা দুই-ই আছে।

(১) আলো সজনি।

(২) রে বাছা।

(৩) ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে।

(৪) গৌর চলিলা।

(৫) কি আরে।

(৬) গোসাঞি।

(৭) গৌরাঙ্গ হে। ঠাঠ।—শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি।

(ঘ) এবার যেগুলির কথা বলিব, এইগুলিকেই প্রকৃত ধুয়া বলা যাইতে পারে। এগুলির মধ্যে কথা ও সুর মাখামাখিভাবে স্থান পাইয়াছে। আর এগুলিকে একটি কলি বলিয়া গণ্য করা যায়।

(১) আলো মুঞি গোরা রূপের বালাই লঞা মরি।

(২) মরি রে দয়ার নিধি হরি, কৃপার নিধি হরি।

(৩) চলে যেতে নার রে গোরা রে।
নবীন প্রেমের ভরে রে গোরা রে॥

(৪) এমন কেবা জানে গো এমন কেবা জানে।

(৫) মোর বঁধুয়া।
গৌর গুণনিধিয়া॥

(৬) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পয়ারের আগে ধূয়া গাওয়ার প্রথা এতটা চল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকে যে কোন পদ্যাংশকে ধূয়া-রূপে ব্যবহার করিত, তাহার মধ্যে গানের গুণ আছে কি না, অনেক সময়েই লক্ষ্য করিত না। তাই দেখা যায়, অনেক ধূয়ায় বেশ কবিত্ব আছে, কিন্তু সে জন্য সেগুলিকে খাঁটি ধূয়া বলিবার উপায় নাই। গানের সুর আর কবিতার ছন্দ ঠিক এক জিনিষ নয় বলিয়া না বুঝিলে অনেক পদ্যাংশকে গলার জোরে গান করিয়া তুলিবার বাতিক হয়, যেমন সে কালের কথক ঠাকুরেরা নিছক্ গদ্যকে সুরে ফেলিয়া তাকে গান হিসাবে চালাইয়া দিতেন। এই সব ধূয়ায় শান্ত, করুণ, আদি, হাস্য, এমন কি, বীভৎস রসের সমাবেশ আছে। আবার অনেকগুলিতে শুধু ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়—সেগুলিকে গান করিলে রসজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় না।

(১) বসুদেব পুণ্যবান্ কৃপা কৈল ভগবান্।
(২) ওরে দাদা না মারিহ এহি কন্যাখানি।
(৩) হরি মায়া অনুসারে ব্রহ্মার মন হরে।
(৪) গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসিবেশধারী।
অখিল ভুবন অধিকারী॥
(৫) বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগপ্রাণ।
(৬) (কি আরে) শ্যাম চামর চারু নিন্দিত চিকুর।
নিবদ্ধ কবরীভার তাহে নানা ফুল॥
(৭) করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা স্মঙরি কান্দে সর্ব্বভক্তগণ॥

(৮) আবার এমন অনেক ধূয়া পাওয়া যায়, যেগুলি ধূয়ার মত আকারে হ্রস্ব না হইলেও সেগুলিকে কোন গানের অংশ বলিয়াই মনে হয়। এগুলি ঠিক ভারতীয় সঙ্গীতের চলিত ধ্রুবপদের বা ধূয়ার মত—ইহারা গানের প্রথম অংশ। যখন ধূয়া হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন সাধারণতঃ গানের প্রথম দুই, তিন, বা চারি পঙ্‌ক্তি মাত্রই গাওয়া হইত।

(১) না যাইয় না যাইয় বাপ আমারে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া॥ গৌরাঙ্গ হে।
(২) শ্যামের ও রূপমাধুরী। আমি কেন পাসরিতে নারি॥

ধূয়া-সংগ্রহ

এইবার আমরা প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ হইতে যে সব নমুনা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা বিষয় অনুসারে সাজাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। প্রাচীন সাহিত্য পৌরাণিক উপাখ্যান ঘটিত বলিয়া

কৃষ্ণ, রাম, শিব ও দুর্গা প্রভৃতি দেব-দেবীর কথাই ধূয়াতে পাওয়া যায়। তবে বাঙ্‌লা দেশে প্রচলিত মনসা, ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতির কথা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার অনেক কথাও ধূয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণের রূপ, গুণ ও মহিমার কথা অজস্র রকমে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—

রূপ দেখিলে নয়ান ঝোরে।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

দেখরে দেখরে সুন্দর যদুনন্দনা।
ইন্দ্রনীলমণি কিয়ে এ শ্যামবরণা॥—কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ভাগবতাচার্য্য।

মহিমা তেরো কো জানে ব্রজরাজ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

কানু বড় বিনোদ নাগর।
রূপের নিছনি কত নব জলধর॥—ঐ।

বড় সাধ লাগে সে কানুরে দেখিতে গো॥—ঐ।

কানুগুণে......পরাণ।
শ্যাম বন্ধু বিনে মনে নাহি জানি আন॥—ঐ।

আমার কানাঞি গুণনিধি।
অনেক তপের ফলে মিলাইল বিধি॥—ঐ।

কার ঘরের কালিয়া চান্দ হের দেখা যায়।
চকোর চকোরী মিলি তার পাছে ধায়॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।

সখি, নন্দের নন্দনা।
চূড়ার উপর ময়ুরপাখা বিনোদ বেশে দেখ না॥
কি মোহন রূপছান্দে,　　দেখি রতিপতি কান্দে,
শশী জিনি মুখেরি লাবণ্য॥—ঐ।

দেখ না কানাইরে বাহির হইয়া।
একে ত চিকণকালা,　　গলে দোলে বনমালা,
করেতে মোহন বাঁশী লইয়া॥
যে নারীর কঠিন হিয়া,　　না চাহে বাহির হয়্যা,
শ্যামরূপ পড়ে উনাইয়া॥—ঐ।

কানাই, তুমি ভাল বিনোদিয়া।
নব কোটি চান্দ ফেলাই ও মুখ নিছিয়া॥
বনে থাক বনফুল দিয়া গাথ হার।
গোপীঘরে নবনী খাও ভঙ্গিমা তোমার॥
মাঠে থাক ধেনু রাখ বাঁশীতে দাও সান।
গোপালের ঘরের মণি গোপের পরাণ॥—ঐ।

কানাইরে না দেখিয়া কদম্বের তলে।
কৌতুক স্নানে গেনু যমুনার জলে॥
দূরে থাকি হেরি আমি যমুনার তীর।
জলেতে লুকায়ে আছে শ্যামের শরীর॥
ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ডোবে নাগর কমল।
বসন্ত ঋতুতে যেন রক্ত উতপল॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
মর্ম্মকথা শুন গো সজনি।
শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥—চণ্ডিকা-বিজয়, কমললোচন।
শ্যামের ও রূপ মাধুরী।
আমি কেন পাসরিতে নারি॥—ঐ।
আরে সদয় হৈলা কালা যারে।
পলাইল পাপ তাপ দূরে গেল জ্বালারে॥—হরিলীলা—লালা জয়নারায়ণ সেন।
রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।
এই জনম জাইবে সুখে॥—শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি।
ঘাম না সহে সজনি রে।
রোদে উনাইয়া পড়ে ঘাম॥—রাগনামা (পুথি)।

কৃষ্ণের বাঁশীর সুরের একটু আধটু রেশ ও তার তন্ময়তা ধুয়ার ক্ষীণ আয়তনের মধ্যেও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। আবার বাঁশীর গুণই বা কত রকমে গাওয়া হইয়াছে!

ও বংশী গরজে বরজে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণদাস।
বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগ-প্রাণ॥ আলিরাজা।
বিনদ বাঁশী কে আনি দিল দেশে॥—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
শ্যামের বাঁশীরে মন মজানুরে।
রয়ে রয়ে নয়ান ঝুরে॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
বৃন্দাবনত বাজে বাঁশী।
মনে কয় শ্যামক দেখোঁ আসি॥—ঐ।
সজনি আলো আজু মুরলী অপরূপ বাজে।
না জানি বিনোদ রায় কার তরে সাজে॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
কানাই আইল রে ভুলাইতে গোয়ালার মেয়ে।
যুবতা পাগল কৈল মুরলী বাজায়ে॥—ঐ।
আজু পরমাদ বাজে বাঁশী॥—ঐ।
ঘরেতে যাইব বল কিবা ধন লইয়া।
কানুরে দেখিতে আমু প্রাণী বান্ধা দিয়া॥

একে ত রসের কালা রসের নাগর।
বাঁশী সানে প্রাণ নিল এ না পঞ্চশর॥
চঞ্চল নয়ন করি চাহে নিরক্ষিয়া।
বাঁশী সানে প্রাণী নেয় কানু বিনোদিয়া॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

যমুনার তীরে মাধব ধীরে ধীরে
মৃদু মধুর স্বরে বেণু বাহে রে।
ইন্দুবরণী যত গোপবধূ রমণী রে
স্বগণ ত্যজিয়া বনে কেন ধায় রে॥—ঐ।

মৈলাম মৈলাম বাঁশীর জ্বালায়।
গৃহকর্ম্ম লোকধর্ম্ম রাখন না যায়॥—ঐ।

বন্ধু তোমার বদলে থুইয়া যাও বাঁশী।
তবে সে আসিবা প্রভু হেন মনে বাসি॥
এ বাঁশী যতনে থোব গন্ধ চন্দন দিয়া।
যতনেতে হীরা মণি রতনে জড়িয়া॥
যখনে তোমার তরে মরমে বেদনা করে
শোক দুঃখ নিবারিব বাঁশী বুকে দিয়া॥—ঐ।

অনুরাগের তত্ত্ব বা তার আকুলতা দু চারটি শব্দে অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে-কোন কোন ধুয়ায় অনুযোগের করুণ ভাবও বেশ ফুটিয়াছে।

যে বলে পিরীতি ভাল তারে নমস্কার।
এ সুখ সম্পদ সাধু নাহিক আমার॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

নব অনুরাগে প্রাণ বান্ধল রে।
আর না লয় মোর মনে॥
যখনি তখনি দিবস রজনী
পঞ্চ পরাণের সনে বান্ধল রে॥—ঐ।

আঁখি মেলিতে নারি গুরুজনের ভয়।
যে দিগে পড়য়ে দৃষ্টি সে দিগে শ্যামরায়॥—ঐ।

প্রিয় সজনি গো সই,
এ বোল বলব জানি কারে।
যে বন্ধুর লাগিয়া এত পরমাদ
সে বন্ধু ছাড়িয়া যাইতে বলে॥—ঐ।

চল ঘরে যাই আমা দোষ পরিহরি।
কালিয়া কানাইর লাগি হইনু বনচারী॥—ঐ।

মন দুঃখ সুধাইব কাহারে।
না জানি মোর প্রাণী কেমন করে॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।
কাল ভ্রমরা রে যথা মধু তথা চলি যাও।
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥
যে কথা কহিব প্রভুর ঘনাইয়া কাছে।
সুস্থির সম্ভ্রমে কৈও লোকে শুনে পাছে॥
চরণকমলে শত জানাইয়া প্রণাম।
অবশেষে জানাইও রাধার নিজ নাম॥—ঐ।
রমণী মনচোরে বারেক লাগ পাইলে।
ভুজ-পাশে বাঁধিয়া সুযতন করিয়া
মন বুঝে হিয়া মাঝে থুলে॥—ঐ।
বৈদগধি বৈরিভয় পীরিতি পালন রে।
আমার করম ফলে ঐ চাঁদ মিলন রে॥
শ্রবণে শুনেছি যত বিনোদ চরিত।
কি লাগি ঘুচাও চাঁদ মুখের পীরিত॥—ঐ।
ও বন্ধু কানাই রে, জীবনধন মোর।
যুগে যুগে না ছাড়িব চরণখানি তোর॥
জাতি দিলুম যৌবন দিলুম আর দিব কি।
যার আছে সুধা প্রাণ তারে বল দি॥—ঐ।

(এই ধুয়ার পরে সম্পূর্ণ পদটি দেওয়া আছে ; ইহা মাধবাচার্য্যের নিজের রচিত)।

হরি রসে আজি বাদল নিশি।
ভাবে আবেশ হৈল বৃন্দাবনবাসী॥
প্রেমে পিছল পন্থ গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম ভেল পঙ্ক॥
নবঘন বরিখন প্রেমরস ধরে।
ক্রোড়ের রঙ্গিণী রাধে বিজুলি সঞ্চরে॥
যে দিকে চাহি দেখি রস অকূপার।
ডুবিল অনন্তদাস না জানি সাঁতার॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
বন্ধু লো বন্ধু কালে কালে সব হেন হয়।
সাধিলে আপনা কাজ কার কেহ নয়॥
এ দেশে বসতি বন্ধু দেখা শুনা আছে।
না খুঁজিলে না কহিলে কেবা কারে যাচে॥

প্রথম সময়ে প্রভু কত যত্ন কৈলা।
এবে নব প্রেম পাইয়া আমা পাসরিলা ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।

কি আছে কি দিব বন্ধু প্রেম না ছাড়িও।
ও রাঙ্গা চরণে রাধার নাম লিখিও ॥
যথা তথা যাও প্রভু মনেতে রাখিও।
রাধা বলিয়া বন্ধু বাঁশীটী বাজাইও ॥—ঐ।

ঐ ভয় উঠে মনে ঐ ভয় উঠে।
শ্যাম বন্ধুয়ারি প্রেম পাছে টুটে ॥

আর ত অনেক আছে সুখের কারণ।
বন্ধু মোর সব রস জাতি জীউ ধন ॥—ঐ।

কি লাগি বাড়ানু প্রেম ছাড়ি যায়।
মরিব তোমার আগে কৈনু সর্ব্বথায় ॥—ঐ।

যাইবারে ওহে শ্যাম কেবা দিবে বাধা।
দৈবে মরিব আমি অভাগিনী রাধা ॥
সঙ্গে করি নিয়া যাও হয়্যা যাব দাসী।
ঘর প্রবেশিতে নারি না শুনিলে বাঁশী ॥
মথুরার নাগরী যেন নানা রস জানে।
গেলে না আসিবে শ্যাম হেন লয় মনে ॥—ঐ।

তোমরা মোরে না বলিও আর।
রাখিতে নারিনু কুলবধূর আচার ॥
ব্রজকুলে জন্মি আমি কলঙ্কিনী হৈনু।
জীবন থাকিতে আমি সবার আগে মৈনু ॥—ঐ।

হেন সাধ করে নাইয়র হেন সাধ করে।
হৃদি চিরি তার মাঝে রাখিতে তোমারে ॥—ঐ।

নাথ বিনে দুঃখ কহিব কাহারে।
প্রভু বিনে দুঃখ............তারে ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

আজি বড় শুভদিন হে, প্রাণনাথে পাইয়া।—ঐ।

রাঙ্গা পায় কি আর বলিব আমি।
কিসের অভাব তার যার বন্ধু তুমি ॥—ঐ।

এমন কেবা জানে গো, এমন কেবা জানে।
পিরীতি ছাড়িবে প্রিয়া, না জানি স্বপনে ॥—ঐ।

কে লয়ে যায় মোর প্রাণধন কানু।
কেমনে ধরিব প্রাণ দরশন বিনু ॥—ঐ

কহিয় মাধবের ঠাঁই।
হোলি-খেলা শ্যামর মনে নাই॥—রাধিকার বারমাস (পুথি)।

আমা ছাড়ি গেল শ্যাম।
কে লইবে রাধার নাম॥—ঐ।

দারুণ মলয়ার বাও।
না জুড়ায় শ্রীরাধা গাও॥—ঐ।

কহিয় বন্ধের ঠাঁই।
বিরহিণী শ্যামর মনে নাই॥—ঐ।

আমি ছিলাম বন্ধুয়ার সোআগিনী।
বন্ধুআ কর্যা গেল পরাধিনী॥—দূতীসংবাদ (পুথি)।

আমার গমন কালে আইল না।
আমার মরণ কালে হইল না॥—ঐ।

ঘোষা। মোরে কি কৈল্ল রে নন্দের নন্দনা।
প্রাণ হরিয়া নিল বংশিবদনা॥—রাগতালের পুথি।

আলো বন্ধু বড় সে নিঠুর তোর হিয়া।
মরিমু অবলা রাধা পিরীতে ঠেকিআ॥—গোকুলমঙ্গল (পুথি)।

বড়াই গো, কে বলে কালিয়া ভাল।
এবে সে কালার জানিনু ব্যভার
অন্তর বাহিরে কাল॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

কৃষ্ণের ব্রজলীলার নানা দিক্‌ও ধুয়ার মধ্যে ধরা পড়িয়াছে।

সুদাম ঘরেতে যাও ভাই রে
এখন না রহিও বৃন্দাবনে।
ধেনু না পাইলে মায়ে মারিব এখনে॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

গোপাল চলিল মাঠে চালাইয়া ধেনু।
বিশাল নিশান চলে বাজে মোহন বেণু॥
ধেনু চালাইবারে বলাই আগে যায়।
তার পাছে কানাই যেন নীল মেঘ যায়॥
শিশু পশু চলি যায় অনেক সন্ধানে।
কানাই কালা বলাই দাদা চাঁদের সমানে॥—ঐ।

আজু বড় আনন্দ গোপাল ঘরে আইল।
ব্রজের বালক সব নাচিতে লাগিল॥—ঐ।

নন্দঘোষ ভাগ্যবান্ জার পুত্র ভগবান্ হে।—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

অরে আজ তৃণাবর্ত্ত আইল গোকুল নগরে।

অরে ভাই, ভাই ॥—ঐ।

হরি মায়া অনুসারে ব্রহ্মার মন হরে ॥—ঐ।

কাল্যা মেঘে কৈল অন্ধকার।

কানাই বেড়িয়া কান্দে যতেক রাখাল ॥—ঐ।

ধৈর ধৈর রাম ধৈর রে ॥

সাত বৎসরের হরি। একলা ধৈরাছে গিরি ॥

ঐ মনে ভয় আছে। গিরি ভাঙ্গিয়া পড়ে পাছে ॥

তোমরা বাছার সখা। সিঙ্গা বেণু দে রে ঠেকা ॥—ঐ।

ঘোষা। উদ্ধব হে জাও তুমি গোকুল নগরে।—উদ্ধবসংবাদ (পুথি)।

আজি মেঘে কৈল অন্ধকার।

চিনিতে না পারি তাই তনু আপনার ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

ব্রজ ও গোকুলের সঙ্গে ব্রজদুলালের সম্পর্কও ধুয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রজবাসীর সুখ-দুঃখের কথাও আছে। ব্রজের জন্য ভক্ত-বৈষ্ণবের কি আগ্রহই না স্থানে স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আইজ বড় আনন্দ গোকুলে।—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

অরে ব্রজবাসীর সুখ জত।

এক মুখে কব কত ॥—ঐ।

আর কবে রে জাব বৃন্দাবনে।—ঐ।

রাধাকৃষ্ণ বোল মুখে।

ব্রজে যাইব আপন সুখে ॥—শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটি।

কৃষ্ণের মাথুর-লীলাকে বৈষ্ণবেরা যে চোখে দেখিতেন, তাহাও ধুয়ার মধ্য দিয়া বুঝিতে পারা যায়।

কানাঞি বড় রঙ্গিঞা নাগর।

মথুরা যাবেন মনে প্রফুল্ল বিস্তর ॥—ভাগবত, অচ্যুতদাস।

শুন সজনি গো কানাই মথুরা যাইবেন নিশ্চয়।

নিজ প্রাণ রাখিতে মোরে হইল সংশয় ॥—ঐ।

মধুপুরী জাএ রাধার বন্ধু হে,

না জানি কপালে কিবা আছে।

পাইআ যুবতী নব মধু হে,

অলি হইআ রহে কালা পাছে ॥—সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন।

ফির হে, রাধার মাধব ফির হে।

তুমি মথুরাকে যাবে। ব্রজ-বধূর কি হইবে॥

কাল তুমি কি বলিলে। অখন কেনে পাসরিলে॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

শ্যাম মধুপুরে রৈল।

কান্দি আমার জনম গেল॥—রাধিকার বারমাস (পুথি)।

রাধা ও তাঁহার সখীদের নিয়াই কৃষ্ণলীলার কারবার, তাই রাধার রূপ, গুণ ও নানা অবস্থার কত রকমের কথাই যে ধূয়াতে স্থান পাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই।

বিনোদিনী ওগো রাই।

লোটন দোলায়ে যাও পিঠে॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

বিনোদিনি বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।

তুয়া পন্থ নিরক্ষিতে রহিয়াছে প্রাণনাথে

রাধা বলি মুরলী বাজায়॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

কহ কহ কলাবতী কাহে রে পয়ান।

ঐ রূপভাজন জন কেমন পুণ্যবান্॥—ঐ।

জয় রাধা ঠাকুরাণী প্রেমবিলাসিনী রাই।

ও অঙ্গ বয়ান কত চান্দে।

রূপ হেরি মৃগপাখী বিনাইয়া কান্দে॥

ঘামে তিতিল তনু মন্দ মন্দ ঝরে।

কোটি চাঁদ জিনিয়া রাধা মুখ শোভা করে॥—ঐ।

দিশা। বিনোদিনী রাই।

গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে যাই॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

(কি আরে) শ্যাম চামর চারু নিন্দিত চিকুর।

নিবদ্ধ কবরীভার তাহে নানা ফুল॥—রামায়ণ, অদ্ভুতাচার্য্য।

রাধা ও কৃষ্ণের লীলা-বিলাস অতি সংক্ষিপ্তভাবে ধূয়ায় গাওয়া হইয়াছে।

কুঞ্জবনে, বলি কুঞ্জবনে।

রাধা রসময়ী শ্যাম সনে॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

রাধা কানু দু'জনে সরস রসকেলি।

বরণে বরণে ব্রজবনিতা সকলি॥—ঐ।

চল সখি বৃন্দাবনে যাই।

বৃন্দাবনে কানাইর সনে রজনী গোঞাই॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে।

বসন্তে প্রেমরসে সুখে বিরাজে॥—কবিকঙ্কণচণ্ডী।

ছেলের জন্য মায়ের মনের নানা রকমের ভাব ধুয়ায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অযোধ্যার কৌশল্যা, বৃন্দাবনের যশোদা ও নবদ্বীপের শচীমাতার ভাবনা ও বেদনার সুর এইগুলির মধ্যে গাথা পড়িয়াছে।

পাঁচ বৎসরের যাদু ধেনু লইয়া যায়।
কেমনে ধরাব প্রাণ অভাগিনী মায়॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

যাদব আমার দুগ্ধের ছাওয়াল।
কেমতে হাটিয়া যাবে অতি শিশুকাল॥—ঐ।

তোমরা নি মোর যাদব দেখিয়াছ।
সোনা বান্ধা বাঁশীরব কি না শুনিয়াছ॥
অরুণ উদয় কালে　　গো ধেনু লইয়া চলে
নবনী খুজিল মায়ের আগে।
মুই অভাগিনী শুনি　　উত্তর না দিলাম পুনি
কোন দিগে গেল যাদু রাগে॥—ঐ।

আজি গহিন বনে যাইও না।
অভাগী মায়ের প্রাণ লইও না॥—ঐ।

হায় হায় হায় রাম হায় কি না হব।
তুমি বনে গেলে আমি কেমনে থাকিব॥—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলী।

বাছা নীলকমলে রে।
কেমন কৈরে অতিথের সঙ্গে যাও॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

মায়র দুই নয়নর তারা রে।
আরে ও বাছা আমার কেবা লইল রে॥—ঐ।

বিয়ানে গিয়াছে যাদু রে।
রবির ঝালয়ে মৈল্ল আমার বাছা রে॥—ঐ।

আজ কেন চঞ্চল মন।
না জানি কি হৈল বনে দুঃখিনী-জীবন॥—(১) ভাগবত, শ্যামদাস।
(২) গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

ওরে মোর যাদব দুলালিয়া।
রাতুল চরণে বনে কেমনে যাবে ধাইয়া॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

আমার কানাঞি গুণনিধি।
অনেক তপের ফলে মিলাইল বিধি॥—ঐ।

কান্দিয় না বাছা কান্দিয় না।
তোমা ধন বই　　আর কেহো নাই
আর দুঃখ দিও না॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

শুন ওহে নন্দরায়। আনন্দ বহিয়া যায়॥
যত মনে সাধ ছিল। মা বলিঞা পূরাইল॥
জনমে জনমে কত। করিল কঠিন ব্রত॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।
না যাইয় না যাইয় বাপ আমারে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া॥ গৌরাঙ্গ হে॥
—চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস।
গৌর আয় আয় আয়।
তোমারে দেখিলে মোর পরাণ জুড়াএ॥ রে গৌর আয় আয় আয়॥
—চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ।

কৃষ্ণের নাগরালি বা ঢামালিকেও কবিরা ধূয়ার বর্ণনীয়রূপে ধরিয়াছেন,—

যশোদা গো তোর যাদু বড়ই ঢামাল।
তুমি কেমন করিয়া বল দুগ্ধের ছাওয়াল॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
কত রঙ্গ জান হে কানাই।
তোমার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণে জীব নাই॥—ঐ।
আপনারে কত বড় বাস হে কানাই।
অসম্ভব কহ যে শ্রবণে শুনি নাই॥—ঐ।
চল চল নিলাজ কানাই, কলসী লাগিল কাঁখে।
গোকুল নগরে বসতি রাধার, গুরুজন পাছে দেখে॥—ঐ।
হেদে হে নন্দের পো, এতেক চাতুরী কারে।
অব্যবহার কথা কেন কহ বারে বারে॥—ঐ।
কত না জান রে তুমি নাগরালি বেশ।
কালা যদি গোরা হইত না থুইত দেশ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
চিকণ কালা রে সই দেখিতে যাবা কে।
নিরক্ষিতে নারীরূপ মেঘের আড়ে থাকে॥
কালা নহে গোরা নহে কেবল শ্যামময়।
হাটিয়া যাইতে হেলি ঢলিয়া পড়য়॥—ঐ।
বরি রে বিনোদ নাগর কানু।—ঐ।
বড়াই মাই লো গাও মোর কেমন কেমন করে।
তখনে বলিলুম আমি না জাইমু কদমতলে রে॥—ঐ।
দূতি গো কি মতে বাহির হমু।
দুখর কথা কাইল সকালত নিরলত কমু॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
যমুনায় কর পার সুজন কাণ্ডারী।
অলপে ডরাই মোরা অবলিনী নারী॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

ননদিনী রস-বিনোদিনী ও তোর কুবোল সহিতাম নারি।—আলওয়াল।

আজু ঘরে যাই সব তোমারে ব্যতীত।

কাহারে কহিব দুঃখ কে যাবে প্রতীত॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

ব্রজলীলা ভিন্ন ভাগবতের অন্য দুটি একটি কথাও ধূয়ার মধ্যে পাওয়া যায়,—

বসুদেব পুণ্যবান্ কৃপা কৈল ভগবান্॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।

ওরে ত্রিজগৎ মাঝে বসুদেব ভাগ্যবান্ রে ভাই॥—ঐ।

ওরে দাদা না মারিহ এহি কন্যাখানি॥—ঐ।

হরি মায়া অনুসারে ব্রহ্মার মন হরে॥—ঐ।

সাধারণ ভাবে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার কাছে ভক্ত-কবিরা প্রাণের আবেগ জানাইয়াছেন,—

কি আর কহিব রাঙ্গা পায়।

চরণে শরণ দিয়া রাখহ আমায়॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

আজি বড় দুঃখ উঠে মনে।

ভজিতে না পানু রাঙ্গা দুখানি চরণে॥—ঐ।

চরণে শরণ দিয়া রাখ এইবার।

জীয়নে মরণে আমি তোমার তোমার॥—ঐ।

আপনা করি চরণে রাখ হে দয়াল॥—ঐ।

ভালি ভালি রে ঠাকুর দেখি লইনু শরণ।

ফল ফুল ছায়া কেন করহ বঞ্চন॥—ঐ।

আমার বল কি হবে উপায়।—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

দীননাথ অনাথের নাথ।

কি আর বলিব আমি মনের মানস।

কি কহিব কি না জান তুমি অভিলাষ॥

আমি ভজিলু তোমা কহিবা কি মনে আছে।

পতিত পাবন নামে লাজ পাবা পাছে॥—ঐ।

আর নাহি তরিবার তরে, জগত-দুর্ল্লভ এই কথা।

জগতে যাবত জীও শ্রবণ ভরিয়া পিও

তবু না ছাড়িও গুণগাথা॥—ঐ।

আর ভরসা নাই রে বিনে রাঙ্গা পাএ।—মোহমুদ্গর-চরিত (পুথি)।

অনেক কবি ইষ্টদেবতাকে ভক্তি করা অপেক্ষাও শমনের ভয়েই বেশী ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। কেহ আবার মানবজন্ম ব্যাপারে ব্যর্থতা বা ভবসমুদ্রের ঢেউয়ের ভীষণতা মনে করিয়া কাতর হইয়াছেন। কেহ দুর্ল্লভ মানবজন্মের গুণগানও করিয়াছেন। বিধাতার নিদারুণতার কথাও আছে। দুনিয়াদারির দিক্দারিতেও অনেকে—হিন্দুর ন্যায় মুসলমানও ব্যস্ত হইয়াছেন।

তোমার সেবক করি রাখ মোরে হরি হরি
এবার উদ্ধার যদুনাথে।
দারুণ যমের ভয় প্রাণ মোর স্থির নয়
তোমা বহি নিবেদিব কাতে॥—
কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ভাগবতাচার্য্য।

রাধাকৃষ্ণ বলি বল রে ভাই পরম আনন্দ হৈয়া।
কেমনে তরিবে এ ভব সাগরে
ভজ সাধুসঙ্গে রৈয়া॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
বড় রে দয়ার নিধি হরি।
এ ভব্-সমুদ্রে বিষম ঢেউ
তুমি তরাইলে তরি॥—ঐ।
হেদে রে ভকত ভাই রাধাকৃষ্ণ বলহ বদনে।
হেলায় জিনিয়া যাবে দারুণ শমনে॥—ঐ।
হরি বল রে ভাই এইবার।
হেন সাধ করেছ মনে মানব হবি আর॥—ঐ।
বল হরি নাম, বড় ধন।
ধন জন সুত দার যারে কর আপনার
সে তোমার ভুলাইছে মন॥—ঐ।
রাম পরম ধন জপ নারে।
শিয়রে শমনভয় দেখ নারে॥
কত আর এ জীবনের আশ দিন কত কেবল পরবাস
পরলোকে হইবে দরশন।
যৌবন জীবন ধন অকারণ দেখ যেন নিশির স্বপন
দ্বিজ মাধবের এই বিরচন॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)
আমার নাকি এমন দিন হবে।
গঙ্গার জলে যাইয়া পাপ তনু মজাইয়া
হরিবোল বল্‌তে বল্‌তে প্রাণী যাবে॥—ঐ।
ওরে প্রাণ ভাইয়া রে।
হরিবোল বলিতে বলিতে নৌকা বাহ না রে।—ঐ।
ও বিধি বড় নিদারুণ॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।
আর সাদ নাই রে ভাই ভারতভূমিতে গতাগতি।
পথে কারা বান্ধে ঘর রামদাস রথী॥

অনেক যতনে হাট মিলানু পসার।
ছাড়ি যাইতে ফিরি চাইতে হল ছারখার ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
বাণিজ্যে ভেল মেরা গোবিন্দের নাম।
ভাবহু পরম পদ রহি একু ঠাম ॥
আরের বাণিজ্যে ভাই লবঙ্গ সুপারি।
আমার বাণিজ্যে ভাই বল হরি হরি ॥
নয়ান তেরছ তব বয়ান প্রসারি।
হরি জীউ নাম তোমা লই ফিরি ফিরি ॥
বাণিজ্য লাগিয়া তবে দ্বারিকায়ে যান।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম লইয়া রাম নাম ॥
যে বনে থাকয়ে সিংহ বাঘ বাটোয়ারা।
ছো বনে পামহুঁ রাম নাম রাখোয়ারা ॥
কহে কবি মাধু গোবিন্দ মেরো সাথি।
আওত যাওত না পুছে বাত জগাতি ॥—ঐ।

[এটি কি মাধবাচার্য্যের নিজের রচিত ধুয়া ?]

দিশা। দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম আর হবে না।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
মিছা দুন্যাই কর বান্দা রে।—ঐ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

নিজের দেবতাকে অন্য দেবতা অপেক্ষা বড় করিয়া দেখাইবার লোভও দুই এক জায়গায় প্রকট দেখা যায়।

কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শিব নাচেন গান দুর্গা দিয়া করতালি ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

ধুয়াতে হরি বা নারায়ণের নানা রকমের গুণ-গান আছে; ভক্তের নানা রকমের বাসনার কথাও প্রকাশিত হইয়াছে,—

নারায়ণ প্রভু দেহ হে শরণ।
তুমি সে কারণ প্রভু আমি অকারন ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
যে করিবে হরি তুমি সে জান।
পদছায়া দয়া বারেক কিন ॥—ঐ।
হরিকথা (নাম) বড়ই মধুর।
শুনিলে শ্রবণসুখ পাপ যায় দূর ॥—ঐ।
হরি কি গতি আমার।
দেহ পাইয়া না ভজিলাম চরণ তোমার ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

চরণে শরণ নিনু গোপাল রে।
এবার উদ্ধার কর হরি মোরে ॥
ডুবি রহিনু দেখ ভব-সাগরে।
এমন বান্ধব নাহি পার করে মোরে ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
হরি বহি ঠাকুর নাই সভার আগে বলি।— ঐ।
বৈরি ভার হৈয়া রৈল দারুণ শেল বুকে।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম না লইলাম মুখে ॥—ঐ।
হরিপদ পাব কত দিনে রে ভাই ॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণদাস।
নন্দনন্দন হরি ভজিলে সে পাই ॥—ঐ।
হরি বোল মুগুধা হরি বোল রে।
যাহে নাহি হয় শমন-ভয় রে ॥—চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস।
দিশা। হরি বোল রে বল হরি বল।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
কিবা করে লীলায় অ হরি লীলায়।
পঙ্গু লঙ্ঘে ধরাধর নদী তরে শিলায় ॥—হরিলীলা, লালা জয়নারায়ণ সেন।

রামচন্দ্রের গুণও ধূয়ায় গাওয়া হইয়াছে। তাঁহার লীলার কোন কোন ঘটনার উল্লেখও ধূয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

শুক নারদ মহিমা গায়।
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।
কে জানে রামের গুণ।
বেদে দিতে নারে সীমা ॥—ঐ।
কি ভাব আমার মন ছাড়িয়া রামের কথা।
আর কি এমন হবে জন্ম যায় বৃথা ॥—ঐ।
হেদে রে ভাবুক ভাই, রাম নাম পিয় দিবানিশি।
যেথানে রামের নাম সেথানে বারাণসী ॥—ঐ।
ভাল বীর রাম রাজা ওরে হয়।—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
রাম মোর সুন্দর রে প্রাণ নারে হর।—ঐ।
রাবণ বের হও, লঙ্কা বেড়িল রঘুনাথে।
দেব জিনি বন্দী হইবা মানবের হাতে ॥—ঐ।
করুণাসাগর রাম নাম।
লইতে রামের নাম বিধি হৈল বাম ॥—ঐ।
জানে রাঘবে জানে কিরে আনে কি জানে।
অনুক্ষণ রাম রাম ধ্যানে জ্ঞানে সেই নাম
জপিলে কি জানিয়ে পরাণে ॥—ঐ।

হায় হায় হায় রাম হায় কি না হব।
তুমি বনে গেলে আমি কেমনে থাকিব ॥—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলী।
কি মধুর রামনাম বাণী।
নিরবধি রাম নাম শুনি ॥—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড
(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১০০৯ সালের পুথি)।
জয় রঘুনন্দন রাম দণ্ডধারী।
ভুবনমোহন রাম রূপের মাধুরী ॥—ঐ।
লহ রে রামের নাম এইবার এইবার।
মরিলে মানবদেহ না হইব আর ॥—ঐ।
অনাথে তোমারে ডাকে প্রভু রাম কোথা গেলা।
এ ভবসংসার তরিতে রাম-পাদপদ্ম বান্ধ ভেলা ॥—ঐ।
রাম দণ্ডধারী।
তোমার নিছনি লয়্যা মরি ॥—ঐ।
হেদে গো দারুণী মা রামকে পাঠালি কেন বনে।
আমি আর জীব নাঞি গো রামের বিহনে ॥—ঐ।
রঘুবংশতিলক রাম অহে রাম কি গুণে তরিব ভব-মায়া।
দয়া কর রামচন্দ্র তুয়া রাঙ্গা চরণে দেহ ছায়া ॥—ঐ।

রামায়ণ-সম্পর্কিত কথাও অল্প স্বল্প ধূয়ার মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

রাবণ বের হও লঙ্কা বেড়িল রঘুনাথে।
দেব জিনি বন্দী হৈবা মানবের হাতে ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

শিবের গুণ-গান ও তাঁর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ধূয়ায় খুব কম পাওয়া গেলেও একেবারে বাদ যায় নাই।

অএ ভোলানাথ রে হএ।
শিব শিব স্মর মনে জে হএ সে হএ ॥—সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন।
আমার নাকি এমন দিন হবে।
হরগৌরীর চরণপদ্ম পুনঃ কি দেখিবে ॥
এ পাপ তনুখানি গঙ্গাতে মজিবে।
হরি বল বলিতে পরাণী যাবে ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

দুর্গা বা কালীর নিকটেও ভক্তের আবেদন নিবেদন আছে।

মহামায়ের মহিমা অপার।
তুমি সে তোমারে জান কে জানিবে আর ॥—সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন।

ভক্ত পিয় রে ভবানীর নাম-মাধুরী হে ।
জেন পদ্মে ভ্রমরের চাতুরি হে ॥—সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন ।
মজিল আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীল-কমলে ॥—কবিকঙ্কণ চণ্ডী ।
দেবী জননী গো মা তুয়া পদপঙ্কজ সার ।
এই তিন ভুবনে চাহিলাম মনে মনে
তুয়া বিনে গতি নাহি আর ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ) ।
আজি জগতজনে শ্রীদুর্গা দেখহ ।
কোটি কোটি জনমের সাফল করহ ॥
রত্নসিংহাসন করি উপবেশা দেবী ।
হেন লয় মোর মনে ও চরণ সেবি ॥—ঐ ।
আমার দুঃখে দুঃখে গেল দিন ।
দয়া কর দয়াময়ী জেনে দীনহীন ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা ।
বোল মুখে কালী বৃথায় দিন যায় রে বহিয়া ॥—কবিকঙ্কণের চৌতিশা ।

গঙ্গার মহিমা প্রচারের জন্যও ধূয়া লেখা হইয়াছে,—

গঙ্গে ত্রিভুবনতারিণী ।
অলস-কলুষ-তাপ-পাপ-বিমোচিনী ॥—হরিলীলা, লালা জয়নারায়ণ সেন ।

গৌরাঙ্গদেবের রূপ, গুণ, ভঙ্গিমা ও মহিমা ভক্ত কবিদের কাছে কবিত্বের উৎসস্বরূপ হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি ছোট আকারের গৌরচন্দ্রিকার কাজ করিয়াছে ।

ভাল নাচে রে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়ঃ ।
যেন হেমকিরণিয়া ললিত লাবণিয়া
রসভরে করে ডগমগিয়া ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ) ।
রহ রহ বলে রে নদীয়ার লোক বৈরাগ চলিলা দিনমণি ।
কেমতে ধরাইবা প্রাণ শচী ঠাকুরাণী ।
আগম পুরাণ পোথা নিয়া বাম করে ।
করণ্ড বান্ধিল গৌরা কটির উপরে ॥
নিজপুর হইতে গৌরাঙ্গ নদীতীরে যায় ।
আউলাইয়্যা মাথার কেশ শচী পাছে ধায় ॥—ঐ ।
এ হেন গৌরাঙ্গচাঁদ শচীর নন্দন ।
বিরস বদন হয়্যা রহিল তখন ॥—ঐ ।
দেখ না গৌরাঙ্গচান্দের বাজার ।
ভক্ত তরিবার তরে সুরধুনী নদী তীরে
প্রেমময় রতন পসার ।

যত ব্রজ-সখীগণ   দেখ গিয়ে কৃষ্ণধন
চাঁদমুখ হের একবার ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ) ।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার ।—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস ।
ভালি ভালি রে গোরাচাঁদ ।
পতিত-পাবন বট তুমি ॥—ঐ ।
বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া ।
গোরার নিছনি লঞ্যা মরো যেন রূপগুণের বালাই লঞ্যা ॥
—চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাস ।

জগতজীবন গোরাচাঁদ ।
অখিল জীবের মন, করাইল চেতন,
বান্ধল দিয়া প্রেমফাঁদ ॥—ঐ ।
অবতার অরে ভাই রে ভাই ।
গোরাচাঁদ বিনে দয়াল আর নাই ॥—ঐ ।
হেদে গো মানিনি গো ।
গোরাচাঁদের গুণ রহিল ঘুষিতে ॥—ঐ ।
চলে যেতে নার রে গোরা রে ।
নবীন প্রেমের ভরে রে গোরা রে ॥—ঐ ।
ভাল নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া ।
প্রেমভরে ভেল ডগমগি হিয়া ॥ —ঐ ।
ও না আয় আয় ।
কি লাগি কান্দে মোর গৌরাঙ্গ রায় ॥—চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ ।
প্রেমধন রতন পসার ।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার ॥—চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস ।
হরি বলি গোরা পঁহু নাচে বাহু তুলি ।
জগ-মন বান্ধল করুণ বোল বলি ॥—ঐ ।
নাচে রে চৈতন্য গুণনিধি ।
অসাধনে চিন্তামণি হাথে দিল বিধি ॥—ঐ ।
চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি শচীর নন্দন নাচে রঙ্গে ।
বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে ॥
হরি রাম রাম রাম ॥—ঐ
গৌর এ পরম দয়াল ।
ধন্য ক্ষিতি ধন্য অবতার ধন্য কলিকাল ॥—ঐ ।

গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসি-বেশধারী।
অখিলভুবন-অধিকারী ॥—ঐ।
মোর বঁধুয়া।
গৌর গুণনিধিয়া ॥—ঐ।
নিধি গৌরাঙ্গ—
কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু।
অনাথের নাথ প্রভু পতিত জনের বন্ধু ॥—ঐ।
করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা স্মঙরি কান্দে সর্ব্বভক্তগণ ॥—ঐ।

প্রাচীন বাঙলা বৈষ্ণব পদ-গানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব কিরূপ ছিল, তাহা আমি অন্যত্র ("গৌরাঙ্গসেবক", অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩) আলোচনা করিয়াছি। এখানে আমি শুধু এই বলিতে চাই যে, তিনি নিজে যে সব ধুয়া গান করিয়াছিলেন বা অন্যের মুখে শুনিয়াছিলেন, সেগুলি ঐ জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে খুব উচ্চ দরের; উহাদের মধ্যে ভাবাবেগ ও আত্ম-বিহ্বলতার ছাপ অতি গম্ভীরভাবেই পড়িয়াছে। মহাপ্রভুর নিজের সম্পর্কিত ও ঐতিহাসিক বলিয়া এগুলির মূল্য খুব বেশী।

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
শারঙ্গধর! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে ॥—চৈতন্যভাগবত, বৃন্দাবনদাস।
কাঁহা কানু কাঁহা কানু কাঁহা তারে পাঙ।
বিচ্ছেদ অনলে পোড়া পরাণ জুড়াঙ ॥—অদ্বৈতপ্রকাশ, ঈশান নাগর।
বহুকালে তোরে কালা লাগ পাইলাঙ।
অন্তরে রাখিমু ভরি নাহি ছাড়িবাঙ ॥—ঐ।
সেই ত পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু ॥—চৈতন্যচরিতামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
কি কহব রে সখি (আজুক) আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥—ঐ।
হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু মন জরে ॥—ঐ।

ভজন-সাধন ব্যাপারে গুরুর আশ্রয় লাভ দরকার। এই গুরুদেবের ভরসা ও সাহায্য না হইলে উদ্ধারের উপায় নাই। তাই কবিরা ভবপারের কর্ণধার গুরুদেবের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ভাঙ্গা নৌকা ছেঁড়া কাছি কেমনে হব পার।
যদি আমার গুরু সহায় থাকে।

ধরম হাইল ধরে ভাঙ্গা নৌকা ছেঁড়া কাছি
গুরু লাগাইব কিনারে ॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
গুরু কও কও কও একবার শুনি।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
অরে কল্পতরু গুরু ভজার
ভব সেতু মুক্তি হেতু পদাম্বু যার ॥—হরিলীলা, লালা জয়নারায়ণ সেন।

ইষ্টদেবতা ও গুরুদেবের প্রতি ভক্তি রাখিলেও মানুষ নিজের চিত্তকে "চেতাইয়া" অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ না রাখিলে সাধন-পথের সুসার হয় না। তাই এ দিকেও কবি গায়কদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

চেত রে আপনারে মনাই চেত রে আপনারে
মনাই, কে তোর আপনা।—প্রাচীন গীতাবলী (পুথি)।

অসাধারণ পুরুষ বা নারীর জন্য তাঁহাদের মায়ের ভাবনা যেরূপ, আমাদের সাধারণ নরনারীর জন্য সাধারণ মা-বাপের চিন্তা তাহা অপেক্ষা কম কি? প্রাচীন কবিদের ধূয়ায় মাতৃহৃদয়ের বেদনা অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গুণের ঝি গো, কেমন কইরা দিবাম তোমায় বনে।—মৈমনসিংহ-গীতিকা,
১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

ফিরোজ খাঁ রণে গেল।
বিনায়া কান্দে মায়, বুকে রইল ছেল ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

মায়ের জন্য সন্তানের টান,—

দিশা। মা তুই কোথায় রইলে গো।
তোর বালক সায়রে ভাসাইয়া ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

প্রাচীন সাহিত্যে দেবদেবীর লীলাখেলার কথাই বেশী করিয়া পাওয়া যায়। তার পরে অসাধারণ মহিমান্বিত পুরুষদের গুণ ও কার্য্যের বিবরণ করিবার আগ্রহ দেখা যায়। এ সব সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দুই চার জায়গায় সাধারণ নর-নারী সম্বন্ধেও কিছু কিছু কথা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ব্যক্তির কীর্ত্তি লইয়া রচিত গাথাসমূহেও ধূয়া পাওয়া যায়।

রূপের মূরতি পাঠান রে।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
বাজে রে বাজে রে ডংকা ইশাখার নামে বাজে ॥—ঐ।

দুঃখের আশঙ্কা বা পূর্ব্বাভাস এবং দুঃখের করুণ সুর ধূয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

নয়ান কেন নাচে।
না জানি কপালে কিবা আছে ॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
বাও নহে বাতাস নহে,
তরু কেনে হেলে।

নবীন কদম্বের ডাল

বায়ে ভা'ঙ্গে পড়ে ॥—মনসামঙ্গল, জগজ্জীবন ঘোষাল।

দিশা। আমার না হৈল মরণ।

কান্দিতে কান্দিতে আমার গো যাইল জীবন ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

এমন কে বা জানে গো এমন কে বা জানে।—গোবিন্দমঙ্গল, দুঃখী শ্যামদাস।

নারী-জীবনের সুখ-দুঃখ এবং মিলন বিচ্ছেদের আকুলতা ধুয়ার হ্রস্ব আয়তনের মধ্যে করুণ ও কোমল সুর জোগাইয়া দিয়াছে।

স্বামী হারা হয়্যা রে।

আর কত দিন রব চায়্যা রে ॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

বিধি আমার দুঃখের কপাল।

যেমন বিন্দার গোপাল ॥—ঐ।

আমার পতি নাই ঘরে রে দীননাথ।

আমি কার লক্ষে রব রে নবীন বসতে ॥—ঐ।

বিরহ বিচ্ছেদের জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।

একি যন্ত্রণা পিরীতে দুই দিন আমার সুখ হৈল না ॥—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

পার্‌লাম না পার্‌লাম না বন্ধু, মইলাম মাথার বিষে,

রে বন্ধু পার্‌লাম না।—ঐ।

পাষাণ হৈয়াছে সাধু বৈদেশে।—ঐ।

প্রেমের নদী উজান হইয়া যায়,

আরে যায় মন রে।—ঐ।

প্রাণি মোর দহে দহে।

রাজার নন্দিনী কেন রে ময়না, এত দুঃখ সহে ॥—লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না।

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ ॥—ফাতেমার ছুরত-নামা (পুথি)।

পরাণে সে জানে।

মরম দুঃখ পরাণে সে জানে ॥—মনসামঙ্গল, বিদ্যাভূষণ (পুথি)।

আনন্দ ভেল দুঃখ দূরে গেল।

দূরের মানস যদি ভবানী মিলাইল ॥—সারদামঙ্গল, মুক্তারাম সেন।

বিবিধ—

রুহি্ত মাছের মুড়া খা রে ভইন, রুহি মুড়া খা।—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।

অতিথ আইল রে।
আমার দরজার মাঝারে ॥—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
বাপৈ বাপৈ কাঁদে বাঙ্গাল ভায়া রে।
আর কি লইয়া যাবা পাঠনে রে ॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী (জাগরণ)।
নদী রে কোন্ দিকে যাও বইয়্যা
কোত্থেকে আইলে রে নদী কিসের লাগিয়া রে
কোন্ দিকে যাও বইয়্যা।—মৈমনসিংহ-গীতিকা, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
হায় রে গাঙ্গের কি বাহার।
হায় রে গাঙ্গের কি বাহার ॥—ঐ।

ধূয়ার তুটি চারটি কথার সাহায্যে রূপক ও রহস্য প্রকাশের চেষ্টাও দেখা যায়,—
সময়ে কমলের মধু আপনি উথলে রে,
তারে কে শিখায়।—সংগৃহীত।

দিশা। ভ্রমর রে নিশা যায় বইয়া।—মৈমনসিংহ-গীতিকা. ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

শ্রীরমেশ বসু

কঙ্কেলি পুষ্প *

এই কঙ্কেলি ফুলের পরিচয় লইয়া একটু গোল বাধিতেছে। অভিধানে বলিতেছে,—"অশোকো হেমপুষ্পশ্চ কঙ্কেলিঃ শিশু-পুষ্পকঃ।"—ইতি রত্নকোষঃ। হেমচন্দ্র এবং হলায়ুধেরও এই মত। বৈজয়ন্তী বলিতেছেন,—"স্ত্রীপ্রিয়ে বঞ্জুলোঽশোকঃ কঙ্কেলিঃ কর্ণপূরকঃ।" দেখা গেল, সকল অভিধানকারগণই ইহাকে অশোকপুষ্পের নামান্তর বলিতেছেন। অমরসিংহ ত ইহার নামও করেন নাই। অভিধানকারগণের মতেই সকলে কঙ্কেলিকে অশোক বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই মতই এত দিন চলিয়া আসিয়াছে। আমিও যখন ১৩২০ সালে মহাকবি কালিদাসের "ঋতুসংহারে"র পদ্যানুবাদ করি, তখন এবং তৎপূর্ব্বে যখন পণ্ডিত মহাশয়গণের সহিত এই পুস্তক লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম, তখন কঙ্কেলিকে অশোক বলিয়াই জানিয়াছিলাম। তদনুসারে পদ্যানুবাদেও কঙ্কেলিকে অশোক বলিয়া লিখিয়াছিলাম। সেই শ্লোক ও তাহার অনুবাদ হইতেছে,—

শ্যামালতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ
স্ত্রীণাং হরন্তি ধৃতভূষণবাহুকান্তিম্।
দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং
কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ॥—(৩য় সর্গ, ১৮ শ্লোক)।

শ্যামালতা কিশলয় ফুলভারে নত হয়
ভূষিত-ললনাকর তার কান্তি হরে।
বিশদ দশন ভাস চন্দ্রকান্তি ধরে হাস
অশোক মালতী তারে শোভাহীন করে।

মহাকবি কালিদাস তাঁহার যাবতীয় কাব্য ও নাটকের মধ্যে কেবলমাত্র একবার এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে কঙ্কেলিপুষ্প উল্লেখ করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, কঙ্কেলিকে অশোক বলা চলে না। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি, আই, ই, মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে আমার কঙ্কেলি ও অশোকের প্রভেদ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহাকে আমার ঋতুসংহার উপহার দিবার কয়েক দিন পরে তিনি আমাকে বলেন যে, সকলে যে ভুল করে, তুমিও তাহাই করিয়াছ। আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তুমি কঙ্কেলিকে অশোক বলিয়াছ। তার পর তিনি বলিলেন যে, যোধপুরের প্রাচীন রাজধানী মণ্ডপপুর বর্ত্তমান মণ্ডোর ভ্রমণকালে তিনি একটি গাছ দেখেন; গাছটি ছাঁটা; গাছের উপরেতে সাদা গোল গোল ফুলে ভরিয়া গিয়াছে; তাহাতে গাছের ভারি বাহার হয়েছে; গাছের পাতা কতকটা

* ১৩৩৫, ৭ই আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

কদবেলের পাতার মত, আর ডালে ছোট ছোট কাঁটা আছে। গাছের এই ফুলের বাহার দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, এই গাছের নাম "কঙ্কেড়"। এই প্রথম তাঁহার কঙ্কেলি গাছ দেখা। সে সময় সেপ্টেম্বর, কি অক্টোবর মাস হইবে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, ইহাই কালিদাসের "কঙ্কেলি"। ব্যাকরণে ড়, র, ল, বিকল্পে ব্যবহার হয়। সুতরাং "ড়" ও "ল" একই। দেশভাষায় "ল"কে "ড়" করিয়া ফেলিয়াছে। তার পর তিনি দেখেন, যোধপুরের রাস্তার দু'ধারেই কঙ্কেলি গাছ। তিনি শুনিয়াছেন যে, বুঁধিতে ও মৃজাপুরেও এ গাছ আছে। শাস্ত্রী মহাশয় যদি ঐ গাছ দেখিয়া না আসিতেন, তাহা হইলেও আমাদিগের ধরিতে পারা উচিত ছিল যে, কঙ্কেলি ও অশোক এক বৃক্ষ নয়। কালিদাস অশোক সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী" অর্থাৎ অশোক হইতেছে বসন্ত পুষ্প। আর তিনিই আবার কঙ্কেলির নাম শরৎকালে উল্লেখ করিয়াছেন। অশোক হইতেছে লাল ফুল। বহু স্থানেই কালিদাস রক্তাশোক শব্দ ব্যবহার করিয়া অশোক যে লালফুল, তাহা জানাইয়া দিয়াছেন। আর ঋতুসংহারের শরৎবর্ণনায় তিনি কঙ্কেলি সম্বন্ধে বলিতেছেন,—"কঙ্কেলিপুষ্পরুচিরা নবমালতী চ, দন্তাবভাসবিশদস্মিতচন্দ্রকান্তিং হরতি" অর্থাৎ কঙ্কেলি ফুলের সৌন্দর্য্য এবং নবমালতী দাঁতের প্রভায় নির্ম্মল মৃদু-হাসিরূপ চাঁদের শোভাকে চুরি করিতেছে। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, চাঁদের শোভা সাদা, দাঁতের প্রভাও সাদা ; সুতরাং কঙ্কেলিও সাদা, আর মালতিও সাদা। অতএব কঙ্কেলি সাদাফুল। যখন অশোক লালফুল এবং কঙ্কেলি সাদা ফুল, তখন ইহা এক হইতে পারে না। তাহার পর আর একটি প্রধান ব্যাপার হইতেছে যে, অশোক বসন্তপুষ্প এবং কঙ্কেলি শরৎপুষ্প। কালিদাসের বর্ণনা ধীরভাবে দেখিলে এই অশোক ও কঙ্কেলি যে দুইটি বিভিন্ন ফুল, তাহা বুঝিবার কাহারও অসুবিধা হয় না। অতএব অভিধানকারগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রী মহাশয় কঙ্কেলির যে গাছ দেখিয়া আসিয়াছেন এবং তাহার যে বর্ণনা লিখিত হইয়াছে, তাহার সহিত অশোক গাছের আদৌ মিল নাই। অশোক ও কঙ্কেলি যে দুইটি আলাহিদা বৃক্ষ, তাহা বুঝিতে আর বোধ হয়, কাহারও অসুবিধা হইবে না।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

St. Petersburg Dictionaryতে কঙ্কেলির সহিত কঙ্কোলি কথাটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবপুরের রাজকীয় বোট্যানিক গার্ডেনের কিউরেটর শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস মহাশয় কঙ্কেলিকে Elaegnus umbellata, Thunb বলিয়া ঠিক করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহাই কঙ্কেলি হইবে।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

উড়িষ্যায় বাশুলী *

বাঙ্গালার অমর সাধক কবি চণ্ডিদাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বাশুলীদেবীর নাম ও পূজার কথা বাঙ্গালা সাহিত্যে আসিয়া পড়িয়াছে। চণ্ডিদাস দেবীর পূজারী ছিলেন ; সুতরাং দেবীর স্বরূপের বিষয় সম্যক্ অবগত হইলে চণ্ডিদাসের সাধন-পদ্ধতি জানিবার পক্ষে একটু সুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ আজকাল বহু চণ্ডিদাস আবিষ্কারের সম্ভাবনা হওয়ায় পূজারী কোন্ ঠাকুরাণীর আরাধনা করিতেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হইবারই কথা। পুরীতে বাশুলীদেবীর যে মূর্ত্তি ও পূজা-পদ্ধতি দেখিয়া আসিয়াছি, কাহারও কাজে লাগিতে পারে ভরসায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিব।

পুরীতে বড়দাণ্ডের নিকটে গলিতে বৈশাখ মাসের রাত্রে গায়কের গীতধ্বনি কর্ণগোচর হইল ; স্বামী ও স্ত্রী সাজিয়া দুই পুরুষ দেশীয় ভাষায় গীত গাহিতেছিল, গানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর নাচও চলিতেছিল। তাহাদের নিকটে এক দেবীমূর্ত্তি দেখিলাম, বংশখণ্ড-বিনির্ম্মিত এবং কাগজে আবৃত। দেবীমূর্ত্তি উদ্দেশ্যেই নৃত্য-গীত। দেবীর মুখ অশ্বের মুখের মত। সংবাদ নিয়া জানিলাম, ইঁহার নাম 'ঘোড়ামুহ বাশুলী'।

অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, বাঙ্গালার কৈবর্ত্তদের অনুরূপ উড়িষ্যায় কেওট জাতি আছে, তাহারা এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং দেবীমাহাত্ম্য জানিতে গেলে 'কেওটসাহী' বা কেওটদের পাড়ায় সন্ধান লইতে হইবে। তদনুযায়ী সেখানে এক পরিবারে প্রশ্নাদির ফলে জানা গেল :—

চৈত্র-পূর্ণিমা হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত বৎসরে একবার মাত্র দেবীকে নৃত্যগীত সহকারে পথে পথে ঘুরাইয়া আনা হয়। মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা যে কেহ করিতে পারে না, তার পূর্ব্বে স্বপ্নে আদেশ হওয়া চাই, এবং সে স্বপ্নাদেশ পালন করিবার সময় কিঞ্চিৎ রক্তও দিতে হয়। আইনের রাজ্যে রক্তপাত অর্থে অবশ্য নরহত্যা নয় ; প্রচলিত রীতি অনুসারে আঙ্গুল হইতে কয়েক ফোঁটা রক্ত ফেলা, সে আবার তিন জনের রক্ত হইলেই ভাল। দেবীকে নগর প্রদক্ষিণ করাইবার সময় মহীরাবণ, রুক্মিণী-পরিণয় ইত্যাদি পৌরাণিক পালা গাওয়া হয় ; হয় ত এইরূপ কোনও পালাই সে রাত্রে শুনিয়াছিলাম। এই বাড়ীর পূজা-সামগ্রীর মধ্যে প্রধান সম্পত্তি দেখিলাম—চারিখানি তালপাতার পুথি। দেবীর ভোগে মাছ-মাংসের বারণ নাই ; তবে যাহার গৃহে বিগ্রহের অধিষ্ঠান, তাহার আয় অনুযায়ী ত ভোগ হইবে ; দিনে তিনবার ভোগের ব্যবস্থা,—জগন্নাথদেবের মন্দিরের ব্যবস্থা এখানেও অনুসরণ করিবার চেষ্টা হয়। এখানে শুনিতে পাইলাম, "ঘোড়ামুহ" বাশুলী দেবীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে "বাশুলীসাহী"তে খোঁজ করা দরকার, শুধু কেওট-সাহীতে সন্ধান করিলে চলিবে না।

---

* ১৩৩৫। ২১এ আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সুতরাং কেওটসাহী ছাড়িয়া বাশুলীসাহীতে খোঁজ আরম্ভ করিলাম ; জগন্নাথদেবের মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে বাশুলীসাহী। সাহীতে বাশুলীদেবীর মন্দির আছে বটে, কিন্তু সেখানে জ্ঞাতব্য কিছু পাইলাম না। দেবী মনুষ্যাকার, 'ঘোড়ামুহ' নহেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের চারি কোণে চারিটি মন্দির আছে,—বাশুলী,বারাহী, ষোলপুঅ মা এবং অলেই, এই চারি দেবীর মন্দির। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি, এই অলেই কথাটার অর্থ সখী, এবং ইহা দ্রাবিড়মূলসম্ভূত। সে যাহা হউক, বাশুলীদেবীর এই মন্দির হইতে কিছু দূরে বাশুলীসাহীতেই যাহা খুঁজিতেছিলাম, তাহা পাইলাম,—একটি কুটীরে "ঘোড়ামুহ বাশুলী ঠাকুরাণী' আছেন এবং এই কুটীরেই পুরুষানুক্রমে কেওটবংশীয় গৃহপতির নিকট ঠাকুরাণী নিয়মিত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। গৃহস্বামীর বৃদ্ধা মাতা স্বয়ং পূজারিণী। আশে পাশে সকলেই এই ঘোড়ামুহ বাশুলী ঠাকুরাণীর যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। আইন আদালতের ব্যাপার থাকিলে অর্থাৎ মোকদ্দমায় ঠেকিলে স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণ ঠাকুরাণীর শরণাপন্ন হন মাসিক অল্প বিস্তর যৎকিঞ্চিৎ পূজার ব্যয়ের পক্ষে আনুকূল্যও করিয়া থাকেন। পুরীর রাজা নাকি প্রতি পূর্ণিমায় নগদ এক টাকা এবং একখানি শাড়ী দিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর ন্যায় এই বাশুলী ঠাকুরাণীর পূজার পক্ষেও শনি মঙ্গলবার অতি প্রশস্ত দিবস।

এই দেবীর পূজাপদ্ধতি এবং ইতিবৃত্ত কিছু জানিতে চাহিলাম ; কিন্তু কুটীরে প্রচুর পুথি-সংগ্রহ থাকিলেও সে সব রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অথবা "কৌতুক" (হাস্যরস) শাখান্তর্গত বলিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কোনও সুযোগ পাইলাম না। তবে পূজার উৎপত্তি বিষয়ে যে উপাখ্যান শুনিলাম, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা এ স্থলে দেওয়া হইল।—

কেওটগণ দাশমহারাজের সন্তান, এই সূত্রে তাহারা ব্যাসের সহিত সম্বদ্ধ ; ব্যাস, পরাশর ও যোজনগন্ধার পুত্র। যোজনগন্ধা আবার দাশমহারাজের কন্যা। শৈশবে ব্যাস খেলিবার জন্য একটা ঘোড়া চাহিয়াছিলেন, তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে ঘোড়া ধরিয়া আনা হয়। অশ্বকুলে সেই প্রথম সৃষ্টি। এ কারণে কেওটদের কাছে অশ্ব পবিত্র। যাহারা মিঠাই প্রস্তুত করে, ওড়িয়ায় তাহাদিগকে গুড়িয়া বলে ; গুড়িয়া ও কেওটদের মধ্যে শত্রুতা ছিল ; তাই গুড়িয়ারা কেওটদের দেবী ঘোড়ামুহ বাশুলীকে বলপূর্ব্বক তাহাদের গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কেওটদের কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে, তাহারা যখন সরলমনে এবং সাগ্রহে পূজা দিতেছে, তখন দেবী তাহাদের প্রতি দয়া করিবেনই ; যেমন করিয়াই হউক,সে পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তাহারা পূজার উপকরণ সব প্রস্তুত করিয়া রাখিল ; যথাসময়ে দেওয়াল ভেদ করিয়া দেবী কেওটদের মধ্যে দেখা দিলেন। তবে দেবী ঘর ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময় গুড়িয়ারা খড়্গ দিয়া কাটিতে গিয়াছিল, ঘাও দিয়াছিল ; তাহাতে ধড়টা পড়িয়া গেল, কিন্তু মুণ্ডটা আর কিছুতেই রাখা গেল না—শুধু মুণ্ড নিয়াই ঠাকুরাণী ভক্ত কেওটদের পূজা নিতে ছুটিলেন, সুতরাং দেবী "ঘোড়ামুহ।"

এই পূজা লইয়া ব্রাহ্মণ ও কেওটদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। নিত্যপূজা কেওট গৃহস্বামী

নিজে সমাধা করেন, নৈমিত্তিক পূজার ভার ব্রাহ্মণদের হাতে, ব্রাহ্মণেরা আসিয়া মাঝে মাঝে পূজা করিয়া যান এই পর্য্যন্ত। আমরা যে বাড়ীতে সন্ধান নিলাম, সেখানে গৃহকর্ত্রী নিজেই পূজা করেন। কারণ, তাঁর একমাত্র পুত্র ইতিপূর্ব্বে পূজারী ছিল, দেবী সম্বন্ধে বহু স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সে একেবারে পাগল হইয়া যায়, চারিদিকে ঘোড়ার মুখই শুধু তাহার চোখে পড়িত। যাহা হোক, দেখা গেল, পূজারীর জাতি লিঙ্গ ভেদ নাই, স্ত্রী পুরুষ ব্রাহ্মণ কেওট সকলেই পূজা করিতে পারে।

কথাচ্ছলে ইহাও শুনিতে পাইলাম যে, বৈতরণী নদীর কাছে ও কটক জিলার স্থানে স্থানে কেওটরা এই ঘোড়ামুহ বাশুলী দেবীর পূজা করিয়া থাকে। তবে তাহারা শুধু চৈত্র-পূর্ণিমা হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা—এই একমাস কাল পূজা করে। তাহা ছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠানাদির বালাই নাই, এবং একখণ্ড বস্ত্র মাত্র তাহাদের দেবীর প্রতীক। সেই বস্ত্রখণ্ড সাধারণতঃ চালে গুঁজিয়া রাখা হয়, যথাকালে তাহা লইয়া রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বাহির করা হয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনায়ক মিশ্র মহাশয়ের নিকটে জানিতে পারিলাম, বালেশ্বর হইতে ১৭ মাইল দূরে নীলগিরি ষ্টেটের সজিনগড় গ্রামে রাঢ়জাতি এই ঘোড়ামুহ বাশুলী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

উড়িষ্যায় স্থানে স্থানে অনুসন্ধানের ফলে বাশুলী দেবীর সম্বন্ধে সম্ভবতঃ বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যাইতে পারে। এই ঘোড়ামুহ বাশুলী ঠাকুরাণীর কথা উড়িষ্যা ছাড়া অন্যত্র কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হয় ত ইনি প্রথমে গ্রাম্যদেবতা ছিলেন, পরে হিন্দু দেবদেবীর পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইয়াছেন ; হয় ত বা ইনি দ্রাবিড়দেশাগতা। আমরা ইঁহার বিষয়ে এতই কম জানি যে, এ বিষয়ে বর্ত্তমানে আলোচনা করা সম্ভব বা নিরাপদ্ নয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

গীতগ্রামের আবিষ্কার *

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ বি-এ ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষানুরাগী অনুসন্ধিৎসুর জন্য নিজ পল্লী-অঞ্চলে প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের একটী সুন্দর সংগ্রহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মারফৎ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার এই শব্দসংগ্রহ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, এবং স্বদেশের ভাষা ও ইতিহাসের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগপ্রসূত তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, উৎসাহ ও পরিশ্রম ছাত্রগণের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। সম্প্রতি তিনি তাঁহার দেশের মাটির ভিতর হইতে কতকগুলি অমূল্য প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাদের দেখাইয়াছেন। মুরশিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমায় সালু ডাকঘরের অন্তর্গত গীতগ্রামে তাঁহার বাড়ী। এই স্থান মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান ও নদীয়া—এই আধুনিক চারিটি জেলার সংযোগস্থলে; একেবারে উত্তর-রাঢ়ের হৃদয়দেশে। প্রাচীন কাল হইতেই এই অঞ্চল বাঙ্গালাদেশে হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতার একটী কেন্দ্র। সভ্যতায় এই অঞ্চল বাঙ্গালাদেশে অগ্রণী। এখানকার প্রতিষ্ঠার নিদর্শন পাই চীন পরিব্রাজকদের গ্রন্থে, সংস্কৃত-সাহিত্যে এবং জয়নাগদেবের সময় (Epigraphia Indica, XVIII, পৃঃ ৬০) হইতে আরম্ভ করিয়া নানা তাম্রশাসনে। বহু প্রাচীন দীঘী, এবং প্রাচীন মন্দির বিহারাদির ধ্বংসাবশেষ ঢিবি ও ডাঙ্গা দ্বারা এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি সূচিত হয়। কর্ণসুবর্ণ এই দেশের বিখ্যাত নগরী ছিল।

এ অঞ্চলে এখনও প্রত্নপূর্ত্তবিভাগ হইতে কোনও খনন-কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু খননের উপযুক্ত ঢিবি ও ডাঙ্গা যথেষ্ট আছে। খুঁড়িতে আরম্ভ করিলে বড়গাঁও, নালন্দা বা পাহাড়পুরের মতন প্রাচীনের অমূল্য রত্নাবলী যে আবিষ্কৃত হইবে না, এ কথা বলা যায় না। শুনা যাইতেছে, প্রত্নপূর্ত্তবিভাগ এই অঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং শীঘ্রই না কি রাঙ্গামাটি অঞ্চলে খনন-কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীমান্ রবীউদ্দীনের গ্রামের বাহিরে "সৈদগুর ডাঙ্গা" নামে একটী ঢিবির অস্তিত্বের কথা তাঁহার মুখে বহুদিন যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। এই ঢিবির উপরে বিস্তর কবর আছে, আর নিকটে একটী পীরের আস্তানা বা দরগা আছে। জোর বৃষ্টি হইলে ধোয়াট জলে অনেক সময়ে এই ঢিবি হইতে নানা প্রকারের প্রাচীন যুগের জিনিস বাহির হইয়া থাকে—আবার গ্রামের ছেলেরাও খুঁড়িয়া কিছু কিছু জিনিস মাঝে মাঝে বাহির করিত। গ্রামের লোকে এই সব জিনিস কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখে। শ্রীমান্ রবীউদ্দীন আমাকে কয়েক মাস পূর্ব্বে এইরূপে প্রাপ্ত কতকগুলি কাচের মুসলমানী তসবীর মালার দানা দেখান—নীল মীনার কাজের মত কাচের বড়ো বড়ো দানা, ছোটো দানা, কালো রঙের, আবার কাচের গায়ে সোজা বাঁকা হলদিয়া

* ১৩৩৫।২১এ আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আর অন্য রঙের রেখাটানা। এ ছাড়া দুই একখণ্ড নীল মীনা-করা পাত্রের টুকরা। বহু পূর্ব্বে একজন কৃষক না কি একটী ধাতুমূর্ত্তি—কোনও দেবমূর্ত্তি পাইয়াছিল, সেটী তাহার সন্তানদের খেলার জন্য দেয়। পরে তাহা হারাইয়া গিয়াছে, আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই সব জিনিস ঢিবি জমীর উপর উপরই পাওয়া গিয়াছিল। এগুলির গুরুত্ব তাদৃশ বেশী নহে। কারণ, এগুলি হালের জিনিস। তথাপি আমি শ্রীমান্‌কে উৎসাহ দিই, যাহাতে তিনি অবহিত থাকেন, কখন কি বাহিরায়, এবং সম্ভব হইলে ঢিবিতে গিয়া নিজে যাহাতে একটু অনুসন্ধান করেন।

এই বর্ষায় ওই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। তাহার ফলে জড় পড়িয়া ঢিবির কতক অংশ ধ্বসিয়া যায়। ধসা অংশের মাটির মধ্য হইতে কতকগুলি মূল্যবান্ বস্তু বাহির হইয়াছে। শ্রীমান্ রবীউদ্দীন সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কাশীনাথনারায়ণ দীক্ষিত মহাশয়দ্বয়কে দেখান হয়। জিনিসগুলি এই :—

১। সাতটী তাম্রমুদ্রা, চৌকা আকারের। সব কয়টীতেই একপ্রকারের চিহ্ন মুদ্রিত আছে। একটী মুদ্রা—যেটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অবস্থায়, তাহা হইতে এই চিহ্নগুলির অবস্থান জানা যাইতেছে ;—(১) হস্তী, সুন্দরভাবে অঙ্কিত ; (২) বৃষমুণ্ড-চিহ্ন Taurine Symbol ; (৩) Crux Ansata ; (৪) চৈত্য ; (৫) পুষ্করিণী ; (৬) বেষ্টনী-মধ্যস্থিত দ্রুম। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু ও শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয়দ্বয়ের মতে এই প্রকার মুদ্রা ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন Cast Coins বা পুরাণ মুদ্রার পরের যুগে প্রচলিত ছিল, খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক (আনুমানিক) প্রাপ্ত তাম্র-মুদ্রা কয়টীর কাল। এই প্রকারের মুদ্রা ভারতের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশেও পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ মুদ্রা কোনও রাজা বা রাজশক্তির নামে প্রচারিত হইত না, বণিক্‌সঙ্ঘদ্বারা এই প্রকারের মুদ্রা নিজ নিজ টাঁকশালে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইত। ধাতুর বিশুদ্ধি প্রদর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে মাঙ্গল্যসূচক চিহ্ন দ্বারা "লাভ" ও "শুভ" বৃদ্ধির উদ্দেশ্য লইয়া এই সব চিহ্ন দ্বারা মুদ্রাগুলি লাঞ্ছিত হইত।

২। একটী পোড়া-মাটির ভগ্ন খর্পরখণ্ডের উপরে গোল মুদ্রার আকারে একটী মোহরের ছাপ, তাহাতে এক ছত্র কি লেখা যেন মুদ্রিত আছে। লেখাটী পড়া যাইতেছে না, কিন্তু অনুমান হয়, ইহা কোনও নামমুদ্রার ছাপ, মাটিতে তুলিয়া পোড়াইয়া শক্ত করা হইয়াছে। এই-রূপ মুদ্রার মৃন্ময় ছাপ এলাহাবাদের দক্ষিণে ভীটায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পাওয়া গিয়াছে, ইহা শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয়ের মত।

৩। একটী মৃৎপাত্রের খণ্ড ; ইহাতে একটী অস্পষ্ট নক্সাকাটা আছে। এইরূপ জিনিসও ভীটা অঞ্চলে বহুল পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে।

৪। কতকগুলি মালার দানা—লাল কাচের, কাল-মাটির। Cornelian, Agate প্রভৃতির দানাগুলি খুবই প্রাচীন।

এই সকল জিনিস হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, গীতগ্রামের ঢিবি—যাহা 'সৈদগুর ঢিবি' বলিয়া

পরিচিত, একটী প্রাচীন স্থানের ভগ্নাবশেষ। মাটি খুঁড়িয়া দেখিলে ঢিবির ভিতর হইতে বিস্তর প্রাচীন বস্তু বাহির হইবে আশা করা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগে গিয়া এই স্থানের প্রাচীনতা পঁহুছানো অসম্ভব নয়। বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের পক্ষে এইরূপ স্থানের খননের বিশেষ সার্থকতা আছে। পাহাড়পুরে প্রাচীন বাঙ্গালার যে অবিনশ্বর কীর্ত্তির নিদর্শন—তাহার ধর্ম্মকথা, তাহার শিল্প, ভাস্কর্য্য ও বাস্তুশিল্পের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে নূতন তথ্য পাওয়া গেল, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর কাছে গৌরবের জিনিস, এবং ভারতবর্ষের পক্ষেও গৌরবের জিনিস। গীত-গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী রাঙ্গামাটিতে খনন আরম্ভ হইলে এইরূপ গৌরবের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে আশা করি। শ্রীমান্ রবীউদ্দীন আধুনিক শিক্ষিত জনের উপযুক্ত মানসিক জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল লইয়া স্বগ্রামের এই মৃৎস্তূপকে প্রথম প্রশ্ন করিয়াছেন। দেশের সমবেত চেষ্টার ফলে এই স্তূপের সমস্ত গোপন রহস্য বাহির হইয়া আমাদের গৌরবময় অতীত সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য ও বস্তু প্রদান করিয়া, সেই অতীতকে আরও গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলুক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণের সম্মুখে শ্রীমান্ রবীউদ্দীনের অনুরোধে তাঁহার প্রাপ্ত জিনিসের এই যৎসামান্য পরিচয় প্রদানকালে আন্তরিকভাবে এই প্রার্থনাই করিতেছি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

গীতগ্রাম *

মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ও গঙ্গার তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত কান্দী মহকুমার মধ্যে, কান্দী শহরের ৮ মাইল দক্ষিণে ভরতপুর থানার এলাকাধীন গীতগ্রাম একটি ছোট পল্লী। মুরশিদাবাদ জেলার মানচিত্রে ইহার কোন উল্লেখ নাই। মুরশিদাবাদের সাবেক নথিতে এবং আমাদের বাটীতে রক্ষিত ১৫০ বৎসরের এক পুরাণো দলিলে মৌজার নাম 'গীধ গা' লিখিত আছে। তখনকার দিনে লোকের অশুদ্ধ উচ্চারণের দরুণ গীতগ্রাম যে 'গীধগা' বা 'গীদগা' বা 'গীতগা' আকার পাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও সাধারণে 'গঁদ্ গা'ই বলিয়া থাকে। উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসারে স্থানীয় লোকে প্রায় প্রত্যেক কথার মধ্যে বা অন্তে একটী অকারণ 'হ' যোগ করিয়া থাকে। এই হেতু 'গীদ্'কে গীদ্হ্ বলে। এই 'হ' যোগ করার দুই একটি উদাহরণ দিতে চাই। যেমন 'ভাত রেঁধেছেন'কে 'ভাত রেঁধ্হেছেন', ইত্যাদি, কাজেই 'গীত গাঁ'কে গীদ্হ্ বা গীধ গা বলিত। পূর্ব্বে এখানে গান বাজনার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। এ স্থানটি শিল্প-বাণিজ্যের স্থান ছিল বলিয়া বেশ আমোদ প্রমোদেরও স্থান ছিল। সকল ব্যবসা বাণিজ্যের স্থানেই পূর্ব্বে গান বাজনার প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে এ গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় গানের দল ছিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির সহিত গানের প্রতিযোগিতা (পাল্লা) চলিত। ৫০।৬০ বৎসর আগেও এখানে বিভিন্ন প্রকারের গানের দল ছিল। হইতে পারে, এখানে 'গীতা'র আলোচনাও পূর্ব্বে হইত। এই সকল কারণে গ্রামের নাম 'গীতগ্রাম' হওয়াই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

গ্রামের অবস্থানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার পিতৃদেব (মোল্লা আব্দুল বারী সাহেব, বয়স ৬৫) বলেন যে, তিনি বাল্যকালে ৮০।৯০ বৎসর বয়সের প্রাচীনদের নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, গ্রামটি বর্ত্তমানে যেখানে রহিয়াছে, পূর্ব্বে তাহার পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত প্রকাণ্ড বিলের ধারে ঢিবির পার্শ্বেই ছিল। সেখানে প্রচুর ভগ্ন মৃৎপাত্রের টুক্‌রা (খোলাংকুচি) এখনও রহিয়াছে। গীতগ্রাম এককালে বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র স্থল ছিল। গ্রামের উত্তরে 'ঘাট পুকুর' নামে এক বৃহৎ জলাশয় ছিল। এই ঘাটে নানা দেশ হইতে আগত নানারূপ বাণিজ্য দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ বড় বড় নৌকা লাগিত। গ্রামের উত্তরে অবস্থিত ভেড়া ডাঙ্গা হইতে উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া কোণাকুণিভাবে প্রায় ১২ মাইল ব্যাপিয়া এক বৃহৎ জলভাগ ছিল—কান্দীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত নবদুর্গা গোলাহাট (ঘাট) পর্য্যন্ত এই জলভাগ বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্বদিকে গঙ্গার সহিত ইহার যোগ আছে। এই জন্য নানাদিক্ হইতে বণিক্‌গণ আসিবার সুবিধা পাইতেন। পাটনা, মুঙ্গের, গৌড়, মুরশিদাবাদ, কাটোয়া, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে ৭০০।৮০০ মণ বোঝাই নৌকা সহজে আসিতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত এই

---

* ১৩৩৫। ২১এ শ্রাবণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বৃহৎ জলপূর্ণ ভূভাগের উপর দিয়া তামাক প্রভৃতি বোঝাই করিয়া বড় বড় নৌকা আসিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে ঢিবি বা ডাঙ্গার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যে কত পুরাণো, তাহা বলা যায় না। লোকে বলে যে, বহুপূর্ব্বে ঐ ঢিবির উপর গওহে আজম্ হজরৎ সুফি সাহ্ সৈয়দ গওহর আলী সাহেবের আস্তানা ছিল এবং ঐ স্থানেই তিনি সমাহিত রহিয়াছেন। এই জন্য ঐ ঢিবিকে লোকে সৈয়দ্ গওহর বা সৈদ্ গহুর বা সৈদ্‌গোর বা সৈদ্‌গুর-ডাঙ্গা বলে। তৎপূর্ব্বে ঐ স্থানে হিন্দু বা বৌদ্ধদিগের কোন কীর্ত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। কালক্রমে হিন্দু বা বৌদ্ধ প্রাধান্যের অবসান হইলে এবং মুসলমান সভ্যতার অভ্যুদয় হইলে ঐ স্থানটিও মুসলমানগণের আয়ত্তাধীন হয় এবং তথায় উক্ত মহাত্মার আস্তানা ও পরে সমাধি হয়। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বেও এখানে কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক-নির্ম্মিত মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান ছিল। এক্ষণে উহার চিহ্নমাত্রও নাই। সম্প্রতি এই ঢিবির কিছু পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড দালানের ভিত্তি বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি এখান হইতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত ইষ্টক পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে প্রতি বৎসরই উক্ত সৈদ্‌গুর-ডাঙ্গায় সৈয়দ্ গওহর সাহেবের স্মরণে গ্রামবাসিগণের উৎসব হইত এবং এখনও হয়। ঢিবির সীমানার মধ্যে কেহ পাদুকা ব্যবহার করিতে পারেন না। এই ডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী পাড়াকে ডাঙ্গাপাড়া বলে—ইহারই দক্ষিণে ইন্‌তালার ডাঙ্গা, এ স্থানে মুসলমানযুগের চরম উন্নতির সময়ে বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মুসলমান সাধু, সুফী, ফকির, দরবেশগণের বাস ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে গ্রামের সকল অধিবাসীই মুসলমান। কিন্তু পূর্ব্বে যে এখানে হিন্দুদিগের বাস ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, এখানকার বড় বড় দীঘির নাম শিল্পীদিগের নামানুসারে রহিয়াছে, যথা—তাঁতিপুকুর, বেণেপুকুর, কামারপুকুর, মাঝিপুকুর ইত্যাদি। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে যে পুকুরটি রহিয়াছে, তাহার নাম ঘোষকাচাল (কাজোল> কজ্জল)। এতদ্ব্যতীত মুসলমানী নামযুক্ত মিঞাপুকুরও একটী গ্রামের মধ্যে আছে। গ্রামে যে শিল্পী ও বণিক্-সম্প্রদায়ের বেশ প্রাচুর্য্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে শিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কেন না, গ্রামের মধ্যে একটি 'সরস্বতী ঘর' ছিল। বালক পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহাকে ঐ ঘরে লইয়া গিয়া তাহার হাতে খড়ি দেওয়া হইত। ঐ দিন ছেলের বাড়ীতে বেশ খাওয়া-দাওয়ার ধুমধাম ও অন্যান্য উৎসব হইত। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর হইল, এ প্রথাটি উঠিয়া গিয়াছে।

গ্রাম সম্বন্ধে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিয়া এক্ষণে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির প্রাপ্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। কলিকাতায় আমার বি এ তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভাষাতত্ত্ব পাঠকালে আমার অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের গ্রামের ভাষা ও গ্রামের প্রাচীনতার বিষয়ে আলোচনা করিলে, তিনি আমায় উপদেশ দেন যে, যদি আমি আমাদের দেশের প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা ও শব্দ সংগ্রহ-কার্য্যে ও গ্রামের প্রাচীন

নিদর্শন সংগ্রহ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারি, তবে ভাষাতত্ত্বের ও দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার অনেক উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারিবে। এই সময় আমি তাঁহারই উপদেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্যপদ গ্রহণ করি। পরিষদের কার্য্য-প্রণালী ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি আমার দেশের প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ করি। ১৩৩৩ ও ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সে শব্দ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত টিবির নিকট হইতে যে সমস্ত প্রাচীন জপমালা, মৃৎপাত্র প্রভৃতি পাইয়াছিলাম, তাহার উল্লেখ করিয়া আমাদের গ্রামটির বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে আমার ছোট ভাই শ্রীমান্ মোল্লা আব্দুল বাকী ঐ টিবির নিকট খেলা করিতে করিতে একটি ধাতব দ্রব্য পায়। তাহা অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকায় সেটিকে আমরা মুদ্রা বলিয়া অনুমানই করিতে পারি নাই। বিগত গ্রীষ্মকালে বাড়ী গিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর উপদেশে ঐ টিবিটি অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি। এবারকার অতিরিক্ত বর্ষণে টিবির খানিকটা স্থান ধ্বসিয়া যাওয়ায় সেই স্থান হইতে কতকগুলি মুদ্রা, জপমালার দানা, ভগ্ন মৃৎপাত্র, শীল মোহর প্রভৃতি পাইয়াছি। পরে এগুলি কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে দেখাই। তিনি সেগুলি মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের নিকট এবং আর্কিওলজিকাল সার্ভের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কাশীনাথনারায়ণ দীক্ষিত এম এ মহাশয়ের নিকট লইয়া যান। তাঁহারা মুদ্রাগুলি দেখিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, ইহারা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর। এই মুদ্রাগুলি ব্যতীত সম্প্রতি প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে আরও কয়েকটি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সংক্ষেপে যে মত দিয়াছেন, তাহা আমার বক্তব্যের শেষে লিপিবদ্ধ করা হইল।

কালবশে এবং অতিবর্ষণের ফলে টিবির চতুষ্পার্শ্ব সম্প্রতি উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন কবর খুঁড়িবার সময় অনেক পুরাতন কবর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন কবরে মৃত ব্যক্তিকে পশ্চিম শিয়রে, কোনটিকে দক্ষিণ শিয়রে, আবার কোনটিকে পশ্চিম শিয়রে শায়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইস্‌লামী শাস্ত্রানুসারে মৃত ব্যক্তিকে উত্তর শিয়রে শায়িত করাই বিধেয়। এ বিষয়ে প্রাচীনেরা বলেন যে, এস্থানে পূর্ব্বে একবার বড় লড়াই হইয়াছিল—যে যেখানে পড়িয়া মরিয়াছিল, তাহাকে সেইভাবে সেইখানেই কবর দেওয়া হইয়াছিল, শাস্ত্রীয় বিধান মানিয়া চলিবার তখন অবসর ছিল না। দুই বৎসর পূর্ব্বে এক কবর হইতে একটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, তাহার চুং (গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত স্থানের অস্থি) পৌনে দুই হাতের কিছু বেশী লম্বা।

ইহা ছাড়া পূর্ব্বে কোন কোন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় মাটির নীচে প্রচুর কড়ি, কোন পুষ্করিণীর মাটির নীচে প্রচুর কয়লা পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একটি পুষ্করিণী হইতে একটি প্রস্তর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তিটি এক্ষণে এক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ধারে রহিয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় যে, আমাদের গ্রামটি অতি প্রাচীন এবং

ইহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা দরকার। অনুসন্ধানে এই শ্রেণীর আরও অনেক দ্রব্য মিলিতে পারে। মিলিলে বহির্জগতের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র অপরিজ্ঞাত ও সভ্য-সমাজে অপরিচিত পল্লীর কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা নির্ণীত হইতে পারিবে। আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্য-রূপে পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ ও চিত্রশালা-সমিতির নিকট আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পূজার ছুটীর সময় কতিপয় অভিজ্ঞ সদস্যকে গীতগ্রাম পাঠাইয়া ঐ ঢিবিটির ও চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহের অনুসন্ধান করিবেন। এ স্থানে মৌর্য্যযুগের (বৌদ্ধ) নিদর্শন, হিন্দু-রাজত্বের নিদর্শন (গুপ্তরাজবংশের) এবং পদ্মশোভিত ইষ্টক, জপমালা প্রভৃতি দ্বারা সূচিত প্রাচীন মুসলমান সভ্যতার নিদর্শনও পাওয়া যাইতেছে। এই জন্য অনুমান হয় যে, এই স্থানটিতে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার যুগের ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ মিলিতে পারে।

এই সকল দ্রব্য আবিষ্কার ও সংগ্রহ ব্যাপারে আমার ছোট দুইটি ভাই, শ্রীমান্ মোল্লা আব্দুল বাকী এবং মোহাম্মদ সালেক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এবং আমার পিতৃদেব জোনাব মোল্লা আব্দুল বারী সাহেব পারিপার্শ্বিক তথ্যাদি যোগাড় করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১। অশ্বারোহী মূর্ত্তি, পোড়ামাটি—১

২। স্ত্রী-মূর্ত্তির খণ্ড, পোড়ামাটি—১

৩। কাল পোড়া মাটির টুক্‌রার উপর পদ্মের ছাপ—১

৪। লিপিযুক্ত গোলাকার মাটির মোহর—১

৫। মোহরের ছাঁচ—১

৬। লিপিযুক্ত মাটির ছাঁচের ভগ্নাংশ—১

৭। মুদ্রা—১৩

৮। বর্ত্তুলাকার ধাতব পদার্থ—৪

৯। ধাতব দ্রব্যের টুক্‌রা—১

১০। নানা রংএর পাথরের মালার দানা—শতাধিক

১১। পদ্মযুক্ত ইষ্টক খণ্ড—১

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন যে, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে ১ম দফার অশ্বারোহিবিশিষ্ট ইষ্টকখণ্ড (চিত্র ১) এবং দ্বিতীয় দফার স্ত্রী-মূর্ত্তিবিশিষ্ট মৃন্ময় খণ্ড (চিত্র ২) মৌর্য্যযুগের এবং এগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর। ৪র্থ দফার লিপিযুক্ত মোহরটির লিপি অস্পষ্ট (চিত্র ৪)। ৫ম দফার মোহরের ছাপটিতে "মাতৃচন্দ্রস্য" লিখিত আছে এবং লিপির উপরের অংশে একটি দ্রুম ও তাহার উভয় পার্শ্বে সমৃণাল পদ্ম রহিয়াছে। ইহা খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর। মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, চতুষ্কোণ মুদ্রাগুলি (চিত্র ক, খ, গ) প্রাচীন ভারতীয় ছাঁচে ঢালা। এই শ্রেণীর মুদ্রা পূর্ব্বে ২৪ পরগণায় বেড়াচাঁপায় (চন্দ্রকেতুর গড়ে) পাওয়া গিয়া-

ছিল। এগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় ও ১ম শতাব্দীর। উহাদের এক পৃষ্ঠে—(১) চৈত্য,(২) বেষ্টনী-মধ্যস্থ দ্রুম, (৩) পুষ্করিণী এবং (৪) বৃষমুণ্ড চিহ্ন (Taurine Symbol) রহিয়াছে ও অপর পৃষ্ঠে—(১) বৃষমুণ্ড চিহ্ন, (২) হস্তী, (৩) Crux Ansata এবং (৪) স্বস্তিক চিহ্ন রহিয়াছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে যে একটি গোলাকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার এক পৃষ্ঠে হস্তী ও অপর পৃষ্ঠে চৈত্য। ইহা অন্ধ্র গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী মালব মুদ্রা, এবং ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর (চিত্র ঘ)।

এই সকল সংবাদ দানের জন্য আমি বিনীতভাবে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মহাশয় বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এই সকল দ্রব্য দেখিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর অনুপ্রেরণা ব্যতীত আমার এই অনুসন্ধান-কার্য্য সম্ভব হইত কি না সন্দেহ, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার স্বদেশবাসী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় এই বিবরণ প্রকাশে এবং দ্রব্যাদির চিত্র প্রস্তুতের জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিকটও আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ
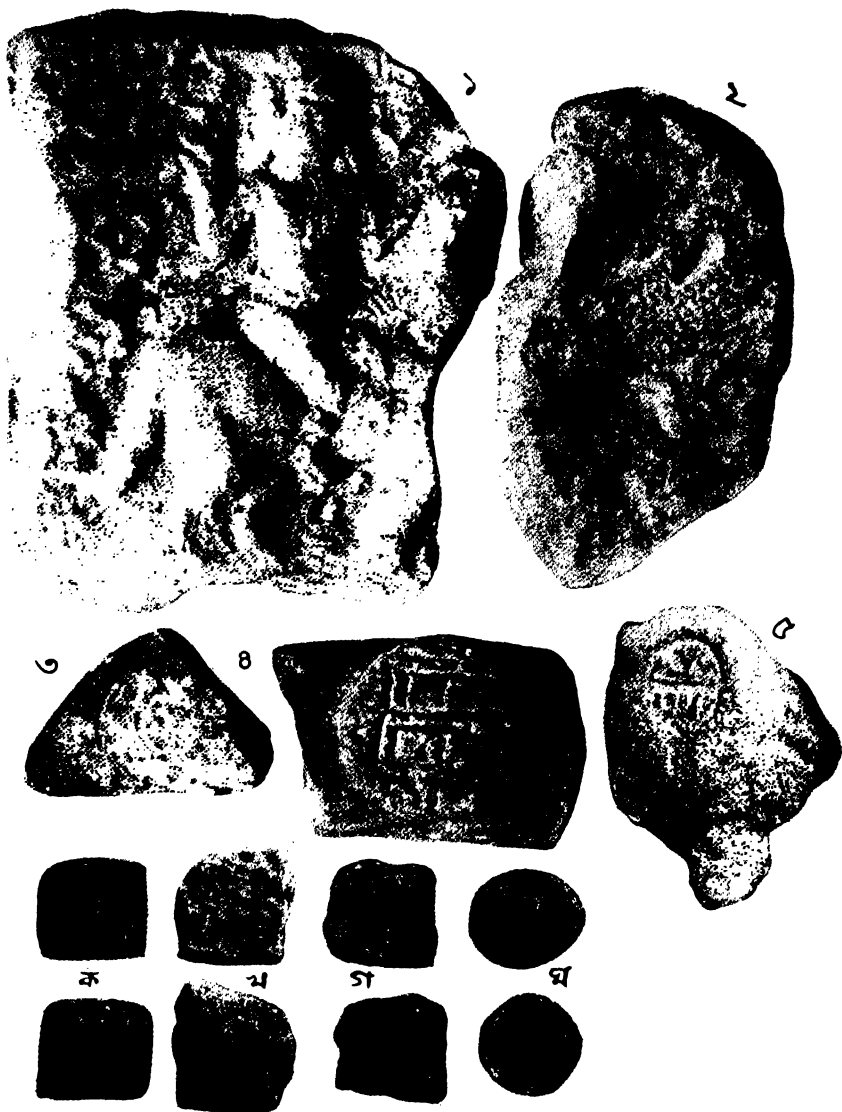
গীতগ্রামে আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

১৩ই চৈত্র ১৩৩৩, ২৭এ মার্চ্চ ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্‌লায় নারীর ভাষা" নামক প্রবন্ধ, ৮। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। নিম্নলিখিত সদস্যগণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
„ মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম এ
„ মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ
„ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি

৫। বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয় "বাঙলায় নারীর ভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। এই শ্রেণীর আরও শব্দ সংগ্রহ হওয়া উচিত—এত সংগ্রহ আর কোথাও দেখা যায় নাই।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, আমি এ বিষয়ে আনাড়ি। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু ও শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষভাবে বলিবেন। শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়িয়াছি, কিন্তু এই শ্রেণীর প্রবন্ধ আজ নূতন শুনিলাম। আলোচনা সুন্দর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। তবে দুই চারিটি শব্দ কেবলই মেয়েদের নয়, সেগুলি পুরুষেও ব্যবহার করে। যথা, আম্বা—ইহা স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষেরই শব্দ। বালাই কথাটা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ব্যবহার করেন। বাজ বৌ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে। বউড়ীর অর্থ তিনি বধূটিকা করিয়াছেন। বাজ বউড়ীর হিন্দী বাজবহেড়ী। বধূটিকা সংস্কৃত নহে। বধূটিকা কথা হয় না। বধূটি আছে। বন্ধ্যা থেকে বাঁঝ হইয়াছে। একথা পশ্চিম বঙ্গে আছে। পূর্ব্ববঙ্গে বোধ হয় নাই। চন্দ্রবিন্দু উঠাইয়া দিবার সেখানে রীতি আছে। বাজ বহরী—স্ত্রীবাজ, বাজ বহেরী, বাজ বৈরী—বৈরী-

বৌরী, বাজ বহেরীকে পোষা হয়। চালাকি করিবার জন্ম বাজ বহেরী নাম হইয়াছে। 'বালাই' ফার্শী তিনি বলিয়াছেন, উহা আসলে আরবী বলাক্ হইতে। উহা পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া আসিয়াছে যথা, বলা—বলাইয়া—বালাইয়া। এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধলেখককে পুনরায় ধন্তবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। লেখক সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন যে, ইহা সাধারণের রোচক হইবে না। তাঁহার এই আলোচনায় বিজ্ঞান-সম্মত ক্রম দেখিয়া খুসী হইয়াছি। আপনারাও হইয়াছেন। যুক্তিতর্ক দেখিয়া আলোচনা ও তাহা হইতে ক্রম অনুসারে সাজান হইলেই বিষয়টি বিজ্ঞান-সম্মত হয়। তিনি এ বিষয়ে ইউরোপীয়ানদের বই দেখিয়া ইঙ্গিত পাইয়াছেন। আমাদের সংস্কৃত কূপ জল, কিন্তু ভাষা বহতা নীর। ইউরোপের ভাষায় এরূপ আলোচনা অনেক হইয়াছে। অনেক কথা আছে, যাহা ছেলেরা গায়ের জোরে চালায়, ভাষায় তাহা আসিয়া গিয়াছে। মেয়েদেরও তেমনি অনেক কথা আছে। সেগুলি মেয়েদেরই নিজস্ব বলা যাইতে পারে। লেখক মহাশয় নিজের গবেষণা দ্বারা এই বিষয়ে আজ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিলেন। তবে সংগ্রহ পুরা হয় নাই। বঙ্গের বিভিন্ন জিলার লোকে তাঁহাকে এবিষয়ে সাহায্য করিলে ভাল হয়। বাজ বৌরী কথাটা শুনি নাই। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত বোধ হইতেছে। বধূটিকা হয়ত—বধুটি, বউড়ী, বহুড়িয়া = বধুটিকা। বালাই আরবী শব্দ, ফারশীর ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে। বাজ বৌরী সম্বন্ধে খাঁটি জিনিষ জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলাম।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয় বলিলেন যে, আমি পূর্ব্ববঙ্গের শব্দ সংগ্রহ করিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গেও স্ত্রী ও পুরুষের শব্দে কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম আছে। অমঙ্গলবাচক ও গালাগালির শব্দ এত আছে যে, সেগুলির বিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার। আমার সংগ্রহ আমি পরিষদে দিতে পারি। স্ত্রী-আচার সম্বন্ধেও অনেক শব্দ আছে। সেগুলিরও বিশেষ আলোচনা আবশুক। অদ্যকার প্রবন্ধ-লেখককে আমি বিশেষভাবে ধন্তবাদ দিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক ও আলোচনাকারিগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবু ইউরোপীয় ধারা বজায় রাখিয়া বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া সফল হইয়াছেন, তাহা অবশুই স্বীকার্য্য। তিনি যে ভাবে মেয়েদের কথাগুলি আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে মেয়েদের সমাজে মিশিয়াছেন এবং এই সকল শব্দ সংগ্রহ করিবার জন্ম বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে আজ একটি নূতন জিনিষ দিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান আবশুক। সকল শব্দই মেয়েদের কি না, তাহাও বিচার করা দরকার। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার শব্দ সংগ্রহ করা দরকার। এ কাজটি একটি বিপুল পরিশ্রমসাধ্য কাজ। সকলে পরিশ্রম করিয়া এই শব্দ-সংগ্রহ সম্পূর্ণ করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা স্থায়ী সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে। ভাষাতত্ত্বের প্রবন্ধ প্রায়ই নীরস হয়। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধ অতীব সরস। লেখক মহশয় আমাদের সকলেরই ধন্তবাদভাজন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার — শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সম্পাদক। — সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, সমর্থক- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৭৭ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর; ২। শ্রীযুক্ত এস ওয়াজেদ আলী বি এ (ক্যান্টাব), ব্যারিষ্টার, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, ১ ক্যানাল ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, স—ঐ, সদ—৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি এল, হাইকোর্টের উকীল, ১৭ শিকদার-বাগান ষ্ট্রীট; প্র—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, স—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদ—৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২।১ সুরা ইষ্ট রোড, বেলেঘাটা, ৫। মৌলভী মহম্মদ হাসান বি এ, ২১ বেলেঘাটা মেন রোড, ৬। শ্রীযুক্ত নিশানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী, ২৬ সুরা ১ম লেন, বেলেঘাটা; প্র—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, স—ঐ, সদ—৭। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ১ বসাকদীঘি লেন; প্রঃ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, স—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার দাস, ৭৪ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদ—৯। শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ, মীরাট কলেজের অধ্যাপক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মীরাট-শাখার সভাপতি, ৪ গঞ্জ ষ্ট্রীট, মীরাট ক্যাণ্ট, ১০। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় বি এ, ঐ শাখার সম্পাদক, ৪ গঞ্জ রোড; মীরাট। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—ঐ, স—১১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র এম এ, বি এল, জমিদার, তালন্দা, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়—১। গীতায় সৃষ্টি-তত্ত্ব; প্র—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ—২। রস-মঞ্জরী, ৩। অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি—৪। শ্রীকালাচাঁদ গীতা, ৫। Byways of Blessedness, ৬। The Ashes of Roses, ৭। The Wandering Jew, ৮। Little Mother, ৯। The Indian Heroes, ১০। Confessions of a Thug, ১১। Human Personality, ১২। Pictures from Scicily, ১৩। Return of Sherlock Holmes, ১৪। The Popular Recreator; The Director of Archaeology, Hyderabad,—১৫। Report of the Archaeological Department of His Exalted Highness the Nizam's Dominions, 1334-F, 1924-25 AD.

দশম বিশেষ অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৩, ২রা এপ্রিল ১৯২৭, শনিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী—সভাপতি

বিষয়—"প্রাচ্যদর্শনে মুক্তিতত্ত্ব"নামক প্রবন্ধ পাঠ।

প্রবন্ধ-পাঠক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "প্রাচ্যদর্শনে মুক্তিতত্ত্ব" বিষয়ে প্রবন্ধের প্রথমাংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২০এ চৈত্র ১৩৩৩, ৩রা এপ্রিল ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত "জৈন দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

উপযুক্তসংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি না হওয়ার জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২৩এ চৈত্র ১৩৩৩, ৬ই এপ্রিল ১৯২৭, বুধবার, সন্ধ্যা ৭টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "সরস্বতী" বিষয়ে বক্তৃতা এবং ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শনদ্বারা বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সরস্বতী" বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধের অর্দ্ধাংশ পাঠ করিলেন এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রবন্ধের ব্যাখ্যা করিলেন।

তৎপর স্থির হইল যে, অন্য এক অধিবেশনে এই প্রবন্ধের যতদূর পঠিত হইল, তাহার পর হইতে অর্থাৎ "বৌদ্ধ সাহিত্যে সরস্বতী" হইতে শেষাংশ পাঠ করিবেন।

সভাপতি ও প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুস্ত্রিংশ বর্ষের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন

মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি-উৎসব

১৪ই আষাঢ় ১৩৩৪, ২৯এ জুন ১৯২৭, বুধবার

প্রাতে গোরস্থানে

প্রাতে ৮টার সময় ৫০ জনের কিছু অধিক সংখ্যক ভক্ত কবির সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর পরিষদের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় কবির পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া একটি কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া মধুসূদনের পরলোকগতা পত্নী স্বর্গীয়া হেন্‌রিয়েটা মহোদয়ার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় কবির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

স্থান—স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজ হল, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার

ঐ দিন অপরাহ্ণ ৬॥০টা

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী—সভাপতি

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে সক্ষম না হওয়ায়, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমেই শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত মহাশয় "বিদ্রোহী কবি মধুসূদ"ন এবং "মধুসূদন" নামক দুইটি কবিতা পাঠ করেন।

তৎপর শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়া কবির জীবনেতিহাস আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে কবির জন্ম, জন্মস্থান, শিক্ষা, আইন-ব্যবসা, ইংরাজি সাহিত্যালোচনা, ইংরাজি ভাষায় কাব্য ও কবিতা রচনা, বঙ্গভাষার চর্চ্চা ও বঙ্গভাষায় কবিতা এবং কাব্য রচনার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার অন্তিমকালের মর্ম্মস্পর্শী ঘটনাগুলির উল্লেখ করেন। তৎপরে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার 'মেঘনাদ বধ' পড়িয়া আমরা রাবণ ও রামচন্দ্র যে কত বড় বীর ছিলেন, প্রমীলার ন্যায় বীরহৃদয়া নারী যে আমাদের মধ্যেই ছিলেন, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন যে, এই কলেজ-হলে মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব হইতেছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। কারণ, মাইকেলের যে মেঘনাদ বধ কাব্য দেশকে বীররসে মাতাইয়াছিল, সেই মহাকাব্যখানি বি এ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্য সে কালে ডাফ সাহেব কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মত লওয়া হইয়াছিল। ফলে, ডাফ সাহেবের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কবিকে Seer অর্থাৎ দর্শনপ্রাপ্ত বলা হয়। মাইকেল সেইরূপ দর্শন পাইয়াছিলেন—একটা ঐশ্বরিক শক্তি পাইয়াছিলেন—যাহার ফলে তিনি দেশকে নূতন নূতন রসে-- নূতন নূতন ভাব-ধারায় মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর বলিলেন যে, মাইকেল মধুসূদন বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তিনি আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের পরম আত্মীয় ছিলেন। তিনি বিলাতে শিক্ষিত হইলেও তাঁহাতে এমন সব সদ্‌গুণের সমন্বয় ছিল, যাহার দ্বারা তিনি স্বদেশভক্ত ও মাতৃ-ভাষার ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টান হইলেও হিন্দুকে বড় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কল্পনা হিন্দু-শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তাঁহার মাতামহী আমার মামী হইতেন। আমার মামীর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি দেশে আসিলে তাঁহাকে অতি যত্নে স্থান দেওয়া হইত। এ সম্বন্ধে কতকগুলি অলীক সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, বাস্তবিকই তাহা দুঃখের বিষয়। কবির জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর আর সে শ্রী নাই। কপোতাক্ষও আর নির্ম্মলসলিলা নাই। বঙ্গের সাহিত্যিকগণ যদি একবার চেষ্টা করিয়া সেখানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চেষ্টা করেন, তবে উপযুক্ত কাজই করা হইবে। এ বিষয়ে সকলের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, দীর্ঘ বক্তৃতার প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই, তথাপি যতদিন এ পারে আছি, মাইকেল ও যাঁহারা বাঙ্গালাকে গড়ে তুলেছেন, তাঁহাদের স্মৃতি-বাসরে আসতেই হবে। মাইকেলের জীবন-চরিত মনে নাই, তবে তাঁর ভাবনাতেই পরিতৃপ্ত আছি। তিনি বিদেশ থেকে কত এনেছিলেন। মহৎ যাঁরা, তাঁরা নিতে ও দিতে জানেন। মাইকেল পশ্চিম থেকে যেমন অনেক রত্ন এনেছিলেন, তেমনি এ দেশের অনেক রত্ন-রাজি সে দেশে বিলিয়েছেন। এ নেওয়া অনুকরণ করা নয়। তিনি আপন ঘর ভালবাসতেন বলে, ভাল ভাল জিনিষ এনে তাঁর ঘরে পুরেছেন। তিনিই স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। স্বদেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, সম্পদ্ বৃদ্ধি যা তিনি করেছেন—অনেক কাল এমন কেউ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র আয়কত এম এ, বি এল মহাশয় "মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন যে, আজ-কাল আমাদের এই অবস্থা হইয়াছে যে, আমাদের দেশের সুসন্তানগণের প্রতি জীবিতকালেও ভক্তি থাকে

না, মরিবার পরও ভক্তি থাকে না। তাহার প্রমাণের অভাব নাই। যাহা হউক, আজ একটি জিনিষের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকার্ষণ করিতেছি। কবির সমাধির পার্শ্বেই কবি-পত্নী হেন্‌রিয়েটার সমাধি রহিয়াছে, অতি অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। উহাকে কোনরূপে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হউক। সকলে মিলিয়া কিছু কিছু দিলেই এই কাজটি সম্পাদন হয়। যুবকগণ এই কার্য্যে ব্রতী হউন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, (১) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর প্রস্তাব মত সাগরদাঁড়ীতে সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং (২) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাব মত হেন্‌রিয়েটার সমাধি-বেষ্টনী করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব উপস্থিত করা হউক।

শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী মহাশয় সমাধি-বেষ্টনী ভাণ্ডারে ১০৲ দশ টাকা সাহায্য করিলেন। তাঁহাকে সভার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

সভাপতি মাহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৩১এ ভাদ্র ১৩৩৪, ১৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

আলোচ্য বিষয়—(ক) সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ এবং (খ) প্রতিষ্ঠাবান্ প্রবীণ অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ।

রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল বাহাদুরের সভাপতিত্বে স্থির হইল যে, উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি না হওয়ায়, অদ্যকার অধিবেশন স্থগিত রাখা হউক। আরও স্থির হইল যে, আগামী পূজার পর এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করা হউক।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
সভাপতি।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১লা আশ্বিন ১৩৩৪, ১৮ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাবান্

নাট্যকবি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

উপযুক্ত সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি না হওয়ায় এই অধিবেশন হইল না।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

১লা আশ্বিন ১৩৩৪, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রবিবার, সন্ধ্যা ৬।০টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত "জৈন দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) স্বামী সারদানন্দ, (খ) খান বাহাদুর তসলিম উদ্দিন আহমদ, (গ) নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (ঘ) প্রকাশ-চন্দ্র দত্ত, (ঙ) কবিরাজ ভোলানাথ গুপ্ত, (চ) সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি-এ, (ছ) পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়গণের পরোলোক-গমনে, ৬। পরিষদের স্থায়ী-তহবিল হইতে সাধারণ-তহবিলে হাওলাত গ্রহণের সংবাদ বিজ্ঞাপন, এবং ৭। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র মহাশয় চারিটি আলমারী, র‍্যাক্, টেবিল প্রভৃতি সমেত তাঁহার "অন্নপূর্ণা মেমোরিয়াল কটেজ—বাণীকুঞ্জ" লাইব্রেরীর ৯১৭ খানি পুস্তক পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই পুস্তকতালিকা পৃথক্ প্রকাশিত হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ এটর্ণি মহাশয় ১৩১ খানি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮ খানি, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ ২৮ খানি, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ ২৫ খানি, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ ১১ খানি, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ৫ খানি, Smithsonian Institute ৮ খানি, Govt. of India ৮ খানি, এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ৬ খানি, মোট ২৭০ খানি এবং অন্যান্য হিতৈষিগণ ৮৪ পুস্তক দান করিয়াছেন। খ-পরিশিষ্টে

এই সকল পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইল। সভাপতি মহাশয় এই পুস্তকগুলি দানের জন্ত পরিষদের পক্ষে প্রদাতৃগণকে, এবং বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র মহাশয়কে ধন্তবাদ দিলেন।

৪। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত হরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত হরিসত্য বাবুর "জৈন দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, জৈন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্ধিচাঁদ কোঠী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্ধিচাঁদ কোঠী মহাশয় পরিষদে জৈনদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে সম্মত হইলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে এবং আলোচনাকারিগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, গত বর্ষে পরিষদের সাধারণ-তহবিলের আয় কম হওয়ায় বাধ্য হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থায়ী তহবিল হইতে পরিষদের কার্য্য চালাইবার জন্ত ১৫০০৲ টাকা হাওলাত লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

৬। নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইল। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(ক) স্বামী সারদানন্দ—সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরমহংস দেবের শিষ্যগণের মধ্যে তিনি অন্ততম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি চিরজীবন কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। বিবেকানন্দের তিনি কিছু ছোট ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনে তাঁহার কর্ম্মের পরিচয় চারিদিকেই পাওয়া যায়। তিনি বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তি ছিলেন।

(খ) খান বাহাদুর তস্‌লিম্ উদ্দীন আহম্মদ—সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি সাবেক দেশী ভাষায় বই লিখিতেন, অনেক সংস্কৃতবহুল শব্দ তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। আজকালকার মুসলমান লেখকগণের মত আরবী পারসী শব্দবহুল রচনা তিনি লিখেন নাই। মশারফ হোসেনের রচনাও ঐরূপ সংস্কৃতবহুল শব্দে পূর্ণ।

(গ) নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি প্রথমে প্রেসে কাজ করিতেন। তারপর ক্রমে ছোট গল্প লিখিতে সুরু করেন। পরে বড় বড় বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা অতি সুন্দর। তিনি চিরদিনই দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন। শেষে সাহিত্য-জগতে খ্যাতি লাভ করিলেও শেষ জীবনে তিনি দুঃখ সহিয়া গিয়াছেন।

(ঘ) প্রকাশচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, তিনি স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী মহাশয়ার পুত্র। তিনি বি প্রেসের স্বত্বাধিকারী ছিলেন, পরে সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অভিধান প্রকাশে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজীতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

বাৎস্যায়নের ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া গিয়াছেন। তাহা প্রকাশ হইল না। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। তিনি বৌবাজারের দত্ত-বংশের অন্যতম বংশধর ছিলেন।

(ঙ) কবিরাজ ভোলানাথ গুপ্ত মহাশয় বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। "অর্চ্চনা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা। তিনি ঐ পত্রিকা সম্পাদনে বিশেষ সহায়তা করিতেন।

(চ) সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ—বর্দ্ধমানের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি পরিষদের প্রাচীন সদস্য ছিলেন।

(ছ) পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তন্ত্রে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল। তিনি পূর্ণানন্দ গিরির বংশধর ছিলেন। তিনি মহিম্নঃ স্তোত্র, কৌলমার্গ-রহস্য ভাস্কর রায়ের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদেও দুর্গোৎসব-তত্ত্ব প্রভৃতি বই লিখিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্তরত্ন। তাঁহার মৃত্যুতে পণ্ডিতসমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আকবরের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহারা ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন ব্রহ্মানন্দ। তিনি 'তারা-রহস্য' লেখেন। ১৬শ শতাব্দীতে তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্র লেখেন। ইঁহারাই দেশ হইতে বৌদ্ধশাস্ত্র লোপ করিয়াছেন। পূর্ণানন্দ গিরি তাঁহাদের সমসাময়িক। পূর্ণানন্দ গিরির প্রতি পুরুষেই তন্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। ইহা তাঁহাদের বংশের ধারা।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত আশানন্দ নাগ এম এ, ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন, ১।২ কলেজ স্কোয়ার, প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, ৩১ ব্রজনাথ দত্ত লেন, ৩। শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, বৈদ্যবাটী, হুগলী, ৪। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন এম ই ডি, বি এস-সি, ১ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, ৫। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সেন গুপ্ত এম এ, ১৫ কালু ঘোষ লেন, ৬। শ্রীযুক্ত সারদাকৃষ্ণ লালা, মার্চ্চেন্ট ও জমিদার, চট্টগ্রাম, ৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত

অনাথনাথ রায়, ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্-সি, এম বি, ২৭ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, ৯। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, জমিদার, ২।১ বি গেলিফ লেন, বাগবাজার, ১০। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল, ১১৯ বেলেঘাটা ষ্ট্রীট, ১১। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার চৌধুরী, নিমতিতা, মুরশিদাবাদ; প্র—মৌলভী মহম্মদ হাসান বি এ, স—ঐ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৬ সুরা ফাষ্ট লেন; প্র—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, স—ঐ, সদ—১৩। শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু, ৭৪ এন্ চড়কডাঙ্গা রোড, ১৪। শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ, ঢাকা; প্র—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, স—ঐ, সদ—১৫। শ্রীযুক্তা রাজকুমারী দাস এম এ, ইডেন হাই স্কুলের অধ্যক্ষ, ঢাকা; প্র—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, স—ঐ, সদ—১৬। শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ, "কল্লোল" সম্পাদক, ১০।২ পটুয়াটোলা লেন; প্র—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, স—ঐ, সদ—১৭। শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দে, পরামাণিক ঘাট রোড, বরাহনগর, ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৩৯ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট; প্র—শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত বসু, স—ঐ, সদ—১৯। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডেপুটী একাউন্টান্ট জেনারেল,১৫২ হরিশ মুখার্জ্জি রোড; প্রঃ—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি, স—ঐ, সদ—২০। শ্রীযুক্ত ডাঃ সুধীরকুমার বসু এম এ, ৩৫এ গোয়াবাগান লেন, প্র—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, স—ঐ, সদ—২১। শ্রীযুক্ত ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডি এস্-সি, সায়ান্স কলেজের অধ্যাপক, ৯২ আপার সার্কুলার রোড; প্র—শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল এম এস, স—ঐ, সদ—২২। শ্রীযুক্ত প্রাণদানন্দ ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, টাঙ্গাইল, প্র—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বিএ, স—ঐ, সদ—২৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী এম এ, ৫৬ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—ঐ, সদ—২৪। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন, ৪৪ রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট; প্র—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই, স—ঐ, সদ—২৬। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১১১।১ লেক রোড, কালীঘাট; প্র—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, স—ঐ, সদ—২৭। শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় বিএ, ৮৯ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট; প্রঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্, সদ—২৮। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার এম এ, ৯২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ২৯। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ রুদ্র, ছোট জাগুলিয়া, ২৪পঃ (১ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিঃ); প্রঃ—লেফ্‌টানেন্ট শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী বি এ, স—ঐ, সদ—৩০। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র, বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—ঐ, সদ—৩১। শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার ঘোষ এম বি, ১৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৩২। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সিংহ, সাবজজ, পুরুলিয়া. ৩৩। শ্রীযুক্ত বি কে সিংহ, ইঞ্জিনিয়ার, পৃথিমপাশা, শ্রীহট্ট, ৩৪। শ্রীযুক্ত হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণপাড়া, কোন্নগর, হুগলী, শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস এম এ, বাগেরহাট কলেজের অধ্যাপক, বাগেরহাট, খুলনা, ৩৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ সিদ্ধেশ্বর মিত্র এল এম এস, মিত্রপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পঃ, ৩৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডব্লিউ সাটন পেজ এম এ, (Mr. W. Sutton Page, M. A,) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যা-.

লয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, The Hawthorns, 54, Amhurst Park, 16. London. ৩৭। শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী, (শান্তিপুর), ৬ বাবুরাম শীল লেন, ৩৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধারমণ বিদ্যাভূষণ, কোটালিপাড়া, (শ্যামপুকুর, কলিঃ), ৩৯। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগর, ৪০। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র আচার্য্য এম এ, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক, ২৬।১ কানাই ধর লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক, উপহৃত পুস্তক,—(১) কাশিকা-বিবরণ-পঞ্জিকা, ৩য় খণ্ড, (৭।৮ অধ্যায়), (২) প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্, (৩) অলঙ্কারকৌস্তুভ, শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৪) সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ, ১৩৩৩, শ্রীযুক্ত লেফ্টানেণ্ট নলিনীমোহন রায় চৌধুরী—(৫) জন্মাষ্টমী, (৬) লালটুপী, (৭) পুষ্পপাত্র, (৮) সওগাত, (৯) অজয়সিংহ, (১০) পল্লীচিত্র, (১১) পল্লীচরিত্র, (১২) পল্লী-বৈচিত্র্য, (১৩) ঢেঁকির কীর্ত্তি, (১৪) সুবল সখার কাণ্ড, (১৫) ফরাসী ষোড়শী, (১৬) খেয়ালের খেসারৎ, (১৭) ঐ, (১৮) বীণার শিক্ষা, (১৯) কমলের দুঃখ, (২০) তন্বী, (২১) মঞ্জরী, (২২) পিয়াসী, (২৩) মৃণাল, (২৪) স্ত্রীবুদ্ধি, (২৫) ফুলের পাখা, (২৬) ঝড়ের যাত্রী, (২৭) মালাচন্দন, (২৮) জাপান, (২৯) পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ—(৩০) গল্পগুচ্ছ, ১ম ভাগ, রাজজীবনী (একত্রে), (৩১) কালিদাস, (৩২) ভারতী, ৩৫শ বর্ষ, ১৩১৮, (৩৩) চিত্ত-চিতা, (৩৪) হনুমানচরিত, (৩৫) সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানমঞ্জরী, হনুমানচরিত ও কাকচরিত, (৩৬) ভারতবর্ষ, ১০ম বর্ষ, ২য় খণ্ড (১৩২৯। ৩০), (৩৭) শ্রীকান্ত, ৩য় পর্ব্ব, (৩৮) আমরা কি ও কে, (৩৯) পাগলের প্রাণের কথা, (৪০) আফ্রিকার সর্পদেবতা, (৪১) জগতের সভ্যতার ইতিহাস, (৪২) নবযুগের সাধনা, (৪৩) পরলোক, (৪৪) বিশ্ব-শক্তি, (৪৫) বিপ্লবের পথে, (৪৬) বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ, (৪৭) আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা, (৪৮) প্রাচ্যতত্ত্ব-সমালোচনা, (৪৯) বৈদিকরহস্য-সন্দর্ভ, (৫০) অবসর চিন্তা, (৫১) গুরুশিষ্য-সংবাদ, (৫২) কল্যাণের পথে, (৫৩) সমাজ, (৫৪) রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী, (৫৫) সোলেমানের তত্ত্বজ্ঞান, (৫৬) প্রবাসী, ১৩শ ভাগ, ১৩২০, (৫৭) শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব্ব, (৫৮) ঐ, ২য় পর্ব্ব, (৫৯) শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, (৬০) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ; গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, (৬১) ঐ, সাধক-ভাব, (৬২) ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ, (৬৩) ঐ, ২য় ভাগ, (৬৪) শরৎগ্রন্থাবলী, ১ম ও ২য় ভাগ, (৬৫) স্বামীজীর কথা, (৬৬) নিষ্কাম পূজাদীপিকা, (৬৭) পারস্য-প্রতিভা, (৬৮) সান্ ইয়াট্ সেন ও বর্ত্তমান চীন, (৬৯) সৃষ্টি-রহস্য (৭০) লেলিন ও সোভিয়েট, (৭১) সপ্তগোস্বামী,

(৭২) মুসোলিনী ও বর্ত্তমান ইটালী, (৭৩) গার্গী, (৭৪) ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য, (৭৫) ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা, (৭৬) রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম, (৭৭) স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গালার উনবিংশ শতাব্দী, (৭৮) বুদ্ধদেব চরিত, (৭৯) চিরকুমার সভা, (৮০) পতিতার সিদ্ধি, (৮১) শিখগুরু ও শিখজাতি, (৮২) নর-নারী, (৮৩) অশোক চরিত, (৮৪) ব্যবসায়ী, (৮৫) আয়ুর্চর্য্যা, (৮৬) রূপছায়া, (৮৭) দেবতা ও আরাধনা, (৮৮) উত্তর-ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন, (৮৯) ষোড়শী, (৯০) ভারতে বিবেকানন্দ, (৯১) সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব-বিচার, (৯২) বরণডালা, (৯৩) কাব্য-দীপালী, (৯৪) বয়াটে, (৯৫) শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়, (৯৬) ঐ, (৯৭) হার। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম এ—(৯৮) হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন, (৯৯) ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, (১০০) শিক্ষা সমালোচনা, (১০১) সাধনা, (১০২) দুনিয়ার আবহাওয়া, (১০৩) বর্ত্তমান জগৎ, ১ম ভাগ, (১০৪) ঐ, ২য় ভাগ, (১০৫) ঐ, ৩য় ভাগ, (১০৬) ঐ, ৫ম ভাগ, (১০৭) নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর। কাশীর জ্ঞান-মণ্ডল সম্পাদক—(১০৮) পশ্চিমী য়ুরোপ (হিন্দী)। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,—(১০৯) সুনীতি, (১১০) ভগবৎ-প্রসঙ্গ। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার—(১১১) সরল জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-শিক্ষক। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র—(১১২) দম্পতি-সুহৃদ ও অবসর-কুসুম, (১১৩) ফুলের মালা, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দে—(১১৪) শ্রীশ্রীগুরুমুখামৃত কথা, (৭ম সংখ্যা), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মল্লিক—(১১৫) ফেলোশিপ প্রবন্ধ, (৪র্থ খণ্ড), (হিন্দুদর্শন—৩য় অংশ), প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—(১১৬) আশু অঙ্কবোধক, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ—(১১৭) গড্ডলিকা, শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ স্মৃতিব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ—(১১৮) জৈমিনীয় সূত্রম্, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী—(১১৯) মর্গের মুলুক, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—(১২০) শ্রীশ্রীগীতগৌরাঙ্গ, শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি এচডি—(১২১) অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (১২২) মাণিকগঞ্জ যুবক-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ, ১৯২৭, শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর—(১২৩) ভগবদ্গীতিমালা, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ এম এ—(১২৪) মনুষ্য, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক—(১২৭) মুক্তিবাদঃ, (১২৮) শঙ্করীসঙ্গীতম্, (১২৯) দুর্গাপূজা-তত্ত্বম্, (১৩০) পিতৃদয়িতা, (১৩১) দুর্গোৎসববিবেক, (১৩২) কারকোল্লাস (১৩৩) ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা, (১৩৪) গ্রহযাগতত্ত্বম্, (১৩৫) প্রশস্তপাদভাষ্যম্, (১৩৬) যাত্রাতত্ত্বম্, (১৩৭) ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যম্, (১৩৮) প্রমেয়রত্নাবলী, শ্রীমতী পরিমল দেবী—(১৩৯) পরিমল (১ম সংস্করণ), ডাঃ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি এচ ডি—(১৪০) বিচিত্র প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়, (১৪১) সেখ শুভোদয়া, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা—(১৪২) গান্ধীকীর্ত্তন, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন এম এ, বি এল—(১৪৩) বিমানিকা, (১৪৪) স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে, (১৪৫) সাবিত্রী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(১৪৬) হিজলীর মসনদ্-ই আলা, শ্রীযুক্ত নীরদবরণ মিশ্র চক্রবর্ত্তী—(১৪৭) বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণতত্ত্ব, ১ম খণ্ড—প্রাচীন গৌড় ব্রাহ্মণ (২খানি), রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু—(১৪৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—(বারেন্দ্র

কায়স্থবিবরণ, কায়স্থ কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ), (১৪৯) ঐ, ব্রাহ্মণ কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার—বি এ (১৫০) বিস্মরণী, শ্রীযুক্তা অক্ষয়কুমারী দেবী— (১৫১) পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ইতিহাস, শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম এ—(১৫২) বৃন্তচ্যুত, (১৫৩) ঘরের ডাক, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল এম এ (১৫৪) তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকো উপক্রমণিকা (হিন্দী)।

The Secretary, Varendra Research Society, Rajsahi—(১৫৫) A Catalogue of the Archaeological Relics in the Museum of the Varendra Research Society, Rajsahi, (২ খানি), (১৫৬) Monograph of the Varendra Research Society. No 1 (Nalanda Copper Plates of Devapaladeva), The Secretary, Smithsonian Institution, Washington, (১৫৭) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1925, (১৫৮) Conference on the Future of the Smithsonian Institution, Feb. 11, 1927, (১৫৯) The Lyell and Freshfield Glaciers, Canadian Rocky Mountains, 1926, (১৬০) The Classification and Distribution of Pit River Indian Tribes of California, (১৬১) Cambrian Geology and Paleontology. Y. No. 4 - Pre-Devonian Sedimentation in Southern Canadian Rocky Mountains, (১৬২) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1926,(১৬৩) A Group of Solar Changes. (১৬৪) Archaeological Observations, North of the Rio Colorado ; Rev. A. Dontain—(১৬৫) Light of the East, 1st year to 4th year, 1922-26 ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১৬৬) A Christmas Carol, (১৬৭) A Record of Public Appreciation of Rai Bahadur Sansar Chandra Sen, C. I. E., (১৬৮) The Mastery of Destiny, (১৬৯) A-B-C Guide to the Great War, (১৭০) Pulsation, (১৭১) Schopenhauer, (১৭২) Ralph Darnell, (১৭৩) Mental Fascination, (১৭৪) How to read Head, (১৭৫) Practical Mind Reading, (১৭৬) Telepathy, (১৭৭) The Losing of Baby Brother, (১৭৮) The Altar in the Wilderness, (১৭৮) In Tune with the Infinite, (১৭৯) Success : How won through Affirmation, (১৮০) From Passion to Peace, (১৮২) The Master Demand, (১৮২) Names and Numbers and what they mean to you, (১৮৩) Some Experiences of a Barrister's Life, (১৮৪) The Ancient Wisdom, (Annie Besant), (১৮৫) Seeing the Invisible, (১৮৬) His Last Bow: Some Reminiscences of Sherlock Holmes, (১৮৭) Sadi , Gulistan or Flower Garden, (১৮৮)The Awakening of the Soul, (১৮৯) The Instruction of Ptah-Hotep and the Instruction of Ke-Gemmi, (১৯০) Women and Wisdom of Japan, (১৯১) Voices from Within, (১৯২) Ideals and Conduct, (১৯৩) Childe Harold (Byron), Canto I and II, (১৯৪) Practical Yoga, (১৯৫) Three Lectures on Spiritual Unfoldment, (১৯৬) Deharbes Catechism of Christian Doctrine, (১৯৭) Golden Book of the Wanamaker Stories,

Vols. I, II, (১৯৮) Uncle Tom's Cabin, (১৯৯) For India and Islam, (২০০) Gems from the Fathers, (২০১) Heart-Beats (২০২) Remininscences of Sir Gooroo Das Banerjee, M. A., D. L. (২০৩) Spiritual Maxims, (২০৪) George and Mary, (২০৫) Sayings, Achievements and Interviews of Great Men (Incomplete), (২০৬) The Christian—A Story, (২০৭) Practical Psychometry (২০৮) The Pandav Princes, (২০৯) One Hundred Poems of Kabir, (২১০) the Pharmacopœa of Life, (২১১) The Parables of the Lord Jesus Christ, (২১২) The Motor Bandits, (২১৩) The Science of Philosophy of Religion, (২১৪) Fifteen Decisive Battles of the Law, (২১৫) Lawyer in Literatures, (২১৬) Life of Napoleon Bonaparte, (২১৭) Works of Swami Vivekanand, Part I, (২১৮) The Story of Gladstone's Life, (২১৯) The Ramayana and the Mahabharata (R. C. Dutt), (২২০) Gandhi and Aurobindo, (২২১) Sequel to the Count of Montecristo, (২২২) Bhakti Yoga, (২২৩) The Second Book of Artemas, (২২৪) Soul Culture—Self Development (২২৫) The Complete Works of Swami Vivekanand, vol. II, (২৬) William Shakespear, (২২৭) Shakespear's Heroines, (২২৮) The Merchant of Venice, (২২৯) Hypnotisms and Self Education, (৩০) Introduction and Notes to Sir Henry Maine's Ancient Law, (২৩১) Julius Cœsar, (৩২) Paradise Regained, (২৩৩) Through Solitude and Sorrow, (৩৪) Milton (Stopford A. Brooke) (২৩৫) Chaucer, (২৩৬) Leaves from a Diary in Lower Bengal, (২৩৭) Blackie's Children Annual, (২৩৮) The Spectator, (২৩৯) Description of the Character, Manners and Customs of the People of India, (২৪০) Life of Sree Ramkrishna, (২৪১) The Serpent Pewer, being the Shat-Chakra Nirupana and Paduka Panchaka, (২৪২) Map of the City of Calcutta, (1910), (২৪৩) The Adventures of Roderick Random, (২৪৪) The Lover's Trials, (২৪৫) Religions of the Empire, শ্রীযুক্ত সেক্রেটারী নলিনীমোহন রায় চৌধুরী—(২৪৬) The Politics of Boundaries and Tendencies in Internationel Relations, (২৪৭) Raja Rammohan Ray's Mission to England, (২৪৮) All About the Khilafat, with the Views of Mahatma Gandhi ; শ্রীযুক্ত স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—Notes and Extracts, 1891 to 1912 ; The Registrar, Calcutta University—(২৪৯) *Journal of the Department of Letters, Vol, xiv, 1927,* (২৫০) *The Origin and Development of the Bengali Language, Vol. I, (Introduction* and Phonology), (২৫১) Do, Vol, II, Morphology, Additions, Corrections and Index of Bengali words, (২৫২) *Pre-Historic India (2nd* Edition), (২৫৩) Ancient Indian Numismatics (Carmichael Lectures, 1921), (২৫৪) Asoka (Carmichael Lectures, 1923), (২৫৫) Siva Chhatrapati, (২৫৬) Administrative System of the Marathas, (২৫৭) Ben,

gal in the Sixteenth Century, (২৫৮) India in the Seventeenth Century, (২৫৯) Historical Records of Baroda, (২৬০) History of Bengali Language (B. C. Majumdar), (২৬১) History of Bengali Language and Litarature (D. C. Sen), (২৬২) Bengali Ramayans, (২৬৩) Vaishnava Literature of Mediaeval Bengal, (২৬৪) Chaitanya and His Age, (২৬৫) Chaitanya and His Companions, (২৬৬) Bengali Prose Style, (২৬৭) Vanga Sahitya Parichaya or Typical Selections from Old Bengali Literature, Part I, (২৬৮) Do. Part II, (২৬৯) Folk-Literature of Bengal, (২৭০) Eastern Bengal Ballads – Mymensing, Vol. I. Part I (২৭১) Do. Do. Vol. II, Part I, (২৭২) Do. Mymensing Gitika, vol. I, Part II, (২৭৩) Do. Purbabanga Gitika, vol. II P. II, (২৭৪) Kavikankan Chandi, Part I, (২৭৫) Do, Part II, (২৭৬) Chandimangal Bodhini, Part I, (২৭৭) Govindadas's Karcha, (২৭৮) Gopichandra, Part I, (২৭৯) Do. Part II, (২৮০) Early Bengali Prose, (২৮১) Bengali Literature in the Nineteenth Century (S. K. De) (২৮২) The Origin of Bengali Script, (২৮৩) Glimpses of Bengal Life, (২৮৪) Journal of the Department of Letters, vol, xv. 1927, (২৮৫) Calcutta University Calendar for 1927, (২৮৬) Do, for the year 1924, vol. I, Part II ; The Director of Industries, Bengal – (২৮৭) Chemical Composition of Matches, Bulletin 24 ; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(২৮৮) Report on Public Instruction in Bengal, for the year 1925—26, (২৮৯) Council Proceedings Official Report, Bengal Ligislative Council, Twentyfifth Session, vol. xxv. Par. I, (২৯০) Do. Part 2, (২৯১) Do, Part 3, (২৯২) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year, 1926, (২৯৩) Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presideney, 1926 ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সাহা—(২৯৪) Saha's Method of Finding out the Nth Root of a Number, Part I. শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার—(২৯৫) Economic Development, (২৯৬) Sukraniti-sara, (২৯৭) The Positive Background of Hindu Sociology, (Book II, Part I), (২৯৮) Do. Book II, Part 2, (২৯৯) Chinese Religion Through Hindu Eyes, (৩০০) Hindu Achievements in Exact Sciences, (৩০১) Aesthetics of Young India, (৩০২) The Political Institutions and Theories of the Hindus, (৩০৩) The Futurism of Young Asia and Other Essay on the Relations between the East and the West. (৩০৪) Die Lebusanschanung Des Inders, (৩০৫) The Folk-Element in Hindu Culture, (৩০৬) The Science of History and the Hope of Mankind, (৩০৭) Introduction to the Science of Education, (৩০৮) Greetings to Young India ; শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত—(৩০৯) Agricultural, Industrial and Educational

Problems and Solutions of the Question of Unemployment in India; The Ma nager, Govt. of India, Central Publicatiou (৩১০) Statements shewing Progress of the Co-operative Movement in India, during the year 1925-26, (৩১১) Review of Agricultural Operations in India 1925-26, (৩১২) Epigrapia Epigraphia Indica, vol. XVIII, Part VII, (৩১৩) Do. vol, xix, Part I; 1927, (৩১৪) Guide to the Qutb, Delhi by J. A. Page, (৩১৫) Review of the Trade of India in 1926-27 শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—(৩১৬) The Groundwork of Mail Order Business; শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ঘড়—(৩১৭) The Cruise of the "Mary Rose," (৩১৮) Epoch of Modern History (The War of American Independence), (৩১৯) The History of the Religion of the Hindus, Vol. I, (৩২০) Do. Vol. II, (২১) Do, Vol. III, (৩২২) Do. Vol. IV. (৩২৩) History of the Franco-Russian War; শ্রীযুক্ত কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা—(৩২৪) Rasatala or the Under-world, (৩২৫) Do. Do, (২৬) The Geographical Dictionary of Ancient and Mediæval India; The Curator, Watson Museum of Antiquities, Rajkot, c. s,—(৩২৭) Annual Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, for the year 1925-26; শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—৩২৮) Das Indische Kastemsystem; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু—(৩২৯) An Introduction to the Study of the Post-Caitanya Sahajiya Cult, The Superintendent, Naval Observatory, Washington,—(৩৩০) Astronomical Papers, Vol, IX. Part III; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা—(৩৩১) Mahatma Gandhi—A World Redeemar, (৩৩২) The Search for Peace; The Principal, Govt. Sanskrit College—(৩৩৩) Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College, Nos, 1 to 21, 24, 25, 27, 30, 31 and 32; শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন (৩৩৪) The Advent of a New Poet and Other Essays; কাশীর জ্ঞানমণ্ডল সম্পাদক—(৩৩৫) Krishi-Ratnavali (হিন্দী), The Asstt. Secretary to the Govt. of India Deptt. of Education—(৩৩৬) Proceedings of the Meetings of the Indian Historical Rocords Commission, Vol. IX, 9th Meeting, Luckuow, 1927.

ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন

৭ই আশ্বিন ১৩৩৪, ২৪এ সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—[ক] কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং (খ) শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র, ৩। ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৪। চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন, ৫। সহায়ক ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৬। চতুস্ত্রিংশ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যনির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন, ৭। চতুস্ত্রিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব, ৮। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, এবং ৯। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এমএ মহাশয়ের সমর্থনে গত চারিটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—(ক) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কবি-জগতে তাঁহার আসন কত উচ্চে, তাহা বলিবার সময় এখনও আসে নাই। তিনি যে একজন ভক্ত ও অনুপ্রাণিত কবি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় বলিলেন, আমার যতদূর স্মরণ হয়, ইং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যখন কলিকাতায় আসেন, তখন 'সাহিত্য' কার্য্যালয়ে তাঁহার সহিত আমার আলাপ হয়। প্রথম দর্শনেই কবিবর আমাকে এমন করিয়া আপনার করিয়া লইলেন যে, তখন হইতেই তাঁহার সহিত আমার প্রগাঢ় আত্মীয়তা হইয়া গেল। *তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা, বন্ধু-প্রীতি এবং সহৃদয়তা, আমাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সেই অকৃত্রিম অনুরাগ* পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রবলভাবে আমাকে আকর্ষণ করিত। শেষ জীবনে তিনি গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা লইয়া কতকটা বৈষয়িকভাবে জড়িত হইয়া পড়িলেও, তাঁহার বন্ধু-প্রীতি চিরদিন কবিজনোচিত ছিল। কবির উদারতা, কবির সহৃদয়তা, কবির চিত্তানুরাগ, কবির সরলতা, কবির সামাজিকতা আমি আমার জীবনে বাঙ্গালার তিনজন কবিতে যেমন

দেখিয়াছি, তেমনটি আর বাঙ্গালার বর্ত্তমান কোন কবির মধ্যেই দেখি নাই। প্রথম স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহাকেও দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিনি বাস্তবিকই একজন ধ্যানী পুরুষ। তাঁহাকে ঋষি কবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয় এই দেবেন্দ্রনাথ। তৃতীয় অক্ষয়কুমার বড়াল। অক্ষয়বাবু বিষয়ানুরাগী হইয়াও অন্তরে অতীব সুন্দর ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ ওকালতি করিতে উত্তর-পশ্চিম জৌনপুরে অবস্থান করিতেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল; কবিতা তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল, তিনি কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার গদ্য রচনাও সুন্দর ছিল। তিনি 'মেঘনাদশত্রু' বেনামে ভারতীতে 'দগ্ধ কচু' নামে প্রবন্ধ লেখেন, 'নব-জীবনে' স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাহার সমালোচনা করেন। তাঁহার রস-রচনা সাহিত্য-সমাজে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। তিনি এম এ, বি এল ছিলেন। তিনি ইংরেজিতেও কবিতা লিখিতেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ছাত্র-জীবনে সাহিত্যে ও নানা মাসিক পত্রে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়াছিলেন। তিনি রসিক ও একজন বড় ভক্ত কবি ছিলেন। শাস্ত্র বলেন—শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'; সেই রসস্বরূপের রসে যে আপনাকে রসাইতে পারে, সেই কবিপদবাচ্য। দেবেন্দ্রনাথ সে রসে ত রসিক ছিলেনই, তাঁহার কবিতার মধ্যে আজ-কালকার উপভোগ্য অনেক প্রকার রসও ছিল। বর্ত্তমানে ইংরাজি শব্দমিশ্রিত অনেক কবিতা রচিত হয়, দেবেন্দ্রনাথের কবিতাও ঐ সকলের আদর্শস্থানীয়। সাহিত্যে প্রকাশিত তাঁহার কবিতাগুচ্ছ হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই ভক্ত কবির তর্পণ করিলেন,—

> টল টল ঢল ঢল জুতা পায়ে দিয়া।
> চলেছেন খোকাবাবু হেলিয়া দুলিয়া॥
> কবে কোন্ কালে তুমি বসিবে পাশে।
> সুধা ব্রাণ্ডী খেয়েছিলে মন্দারের গ্রাসে॥

শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বসু বি এ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি দেবেন্দ্রনাথকে সাধারণতঃ ভক্ত ভাবেই দেখিতেন।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, কবির সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্যের' সময় হইতেই তাঁহার সহিত পরিচয়। তিনি কলেজের পাঠ শেষ করিয়া সাহিত্যিক আসরে নামেন। তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁহার রচনায় কষ্টকল্পনা বা মনোযোগের চিহ্ন ছিল না। তাঁহাকে একজন বড় কবি বলিলেই তাঁহার ঠিক পরিচয় হয় না—তিনি সাধক ও ভক্ত ছিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, ঠাকুরদাস বাবুর সময় বাঙ্গালা ভাষা বা সাহিত্যের এত মর্য্যাদা ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের পর তাঁহার মত Constructive সমালোচক দেখি নাই। তাঁহার অনুপ্রাসে মিষ্টতা ছিল, আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে তিনি 'কঙ্গরস' বলিতেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের পক্ষে ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাস মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে ঐ চিত্র দানের জন্ম ধন্তবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের চিত্র-প্রতিষ্ঠার জন্ম শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ন, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বামাপদ বসু মহাশয় অর্থসাহায্য করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺দেবেন্দ্রনাথ সেন ও ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, সম্প্রতি বাঙ্গালার অন্ততম ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু এই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকের কথা কিছু বলিবার জন্ম শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার সহিত একদিন মাত্র রামপ্রাণ বাবুর আলাপ পরিচয় হয়। তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় তিনি পাইয়াছেন। তিনি গ্রীকগণের লিখিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিবরণের সঙ্কলন করিয়াছেন। বাঙ্গালায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উদ্দামহীন রচনা তাঁহার গ্রন্থেই দেখা যায়—তাঁহার লেখার কোন খুঁৎ নাই। দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে তাঁহার সমধিক আদর হয় নাই। তিনি মুসলমান যুগের ইতিহাস রচনা করিতেছিলেন, তাহাও শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই—বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হয়। এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে নূতন খবরের জন্ম তিনি আমার কাছে সংবাদ লইতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষ অভাব হইল।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৩। সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ষের আয়-ব্যয়-বিবরণ উপস্থিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ বি এ মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যবিবরণ হইতে দেখা গেল যে, প্রায় ৯০০ সদস্যের নাম বাদ দিতে হইয়াছে। ইহা বড়ই আশঙ্কার কথা।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় যে যে কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই সকল সদস্যের নাম বাদ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বসু বি-এ মহাশয় ৬৲ স্থলে ১২৲ চাঁদা বৃদ্ধি সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত কি মীমাংসা হইল, তাহা জানিতে চাহিলেন। চাঁদা বাড়াইলে সদস্য-সংখ্যা কমিবে, তিনি তাহা আশঙ্কা করেন।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, কার্য্যবিবরণ গৃহীত হওয়ার পর এ বিষয়ের আলোচনা হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় বলিলেন যে, এই বিষয় যখন কার্য্যবিবরণে লিপিবদ্ধ আছে, তখন ইহার মীমাংসা কি হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের ন্যায় এত বড় অনুষ্ঠানের মাসিক চাঁদা ১৲ টাকার কম হইলে চলে না। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি বিশেষ বিবেচনার সহিত এই নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নিয়ম পরিবর্ত্তন প্রণালী-মতই হইয়াছে। যে সকল নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে চাঁদা বৃদ্ধির নিয়মও ছিল। এক্ষণে এই বিষয়ের আলোচনায় কোন ফল হইবে না।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, যে ভাবে নিয়ম পরিবর্ত্তন গৃহীত হইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই নিয়ম পরিবর্ত্তন সাধারণ-সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে কি না।

শ্রীযুক্ত কিরণবাবু বলিলেন যে, এই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সাধারণ-সভা কর্ত্তৃকই গৃহীত হইয়াছে।

অতঃপর ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হইল।

৪। সম্পাদক মহাশয় চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

৫। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বসাক মহাশয়কে পরিষদের সহায়ক-সদস্যরূপে গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রনাথ সোম মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ক—পরিশিষ্টে লিখিত ও যথারীতি প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম পাঠ করিলেন।

৬। সম্পাদক মহাশয়, সদস্যগণ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত চতুস্ত্রিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
(২) " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
(৩) " নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
(৪) " ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(৫) " মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
(৬) " রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর
(৭) " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
(৮) " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(৯) " রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
(১০) " জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(১১) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
(১২) " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
(১৩) " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
(১৪) " ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী
(১৫) " ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
(১৬) " নৃপেন্দ্রকুমার বসু
(১৭) " ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ
(১৮) " বাণীনাথ নন্দী
(১৯) " নলিনীমোহন রায় চৌধুরী
(২০) " মন্মথমোহন বসু

৭। চতুস্ত্রিংশ বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিম্নোক্ত প্রস্তাব নিম্নলিখিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক উপস্থিত ও সমর্থিত হইল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইঁহারা চতুস্ত্রিংশ বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রস্তাবক—সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর

সহকারী সভাপতি—

(কলিকাতার পক্ষে)

শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর
" যদুনাথ সরকার

(মফস্বলের পক্ষে)

মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
মহারাজ " যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়
কুমার " শরৎকুমার রায়
পণ্ডিত " পঞ্চানন তর্করত্ন

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়
সমর্থক— " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক— " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" নগেন্দ্রনাথ সোম কবিশেখর
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
" জিতেন্দ্রনাথ বসু

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
সমর্থক— " দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন
সমর্থক— " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়
সমর্থক— " ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সমর্থক— " কিরণচন্দ্র দত্ত

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সমর্থক— " কিরণচন্দ্র দত্ত

ছাত্রাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সমর্থক— " নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত রায় মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর
" অনাথনাথ ঘোষ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ
সমর্থক— " কিরণচন্দ্র দত্ত

এই সকল সদস্য কর্ম্মাধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন।

সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে ১, ২, ৩, ৫, ৬, ও ২১ সংখ্যক সভ্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অতএব ভোটের সংখ্যার ক্রম অনুসারে নিম্নোক্ত ৬ জন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়
(২) " অমলচন্দ্র হোম
(৩) " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(৪) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়
(৫) " নরেন্দ্র দেব
(৬) " ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

সভাপতি মহাশয় উক্ত ২০ জন সদস্যকে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়া অতঃপর ঘোষণা করিলেন। শাখা-পরিষদের ৬ জন সভ্যের মধ্যে নিম্নোক্ত ৫ জন সভ্য শাখাগুলির কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক শাখার প্রতিনিধি-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
(২) " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
(৩) " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
(৪) " ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
(৫) " মনীষিনাথ বসু সরস্বতী

অবশিষ্ট একজনের নাম নিয়মানুসারে নিম্নলিখিতভাবে নির্ব্বাচিত হইল—

(৬) শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সমর্থক— " গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

এই সময় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের নাম কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্য আসিতে পারে কি না, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের রুলিং চাহিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, ইতিপূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত হেমবাবুর নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হইয়া গিয়াছে। আর এ বিষয়ে রুলিং চাহিয়া ফল নাই।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, এই নির্ব্বাচন ইতঃপূর্ব্বে যখন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন এ বিষয়ে আর আলোচনা হইতে পারে না।

৮। (খ)—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, কলিকাতার মেয়র, রায় ম্যান্‌শন্স, এল্‌গিন রোড, ২। শ্রীযুক্ত রায় ললিতকুমার মিত্র, ২২৬ অপার সারকুলার রোড; প্র—ঐ, স—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—৩। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ বি এল, ৭ রাজেন্দ্র দত্ত লেন, বহুবাজার, ৪। শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ১০।৩৩ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা; প্র—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম-এ, স—ঐ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ রুদ্র এম এস্‌-সি, বাঁশবেড়ে, হুগলী।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র, উপহৃত পুস্তক,—(১) সরল উপনিষৎ—ঈশোপনিষৎ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(২) দ্রব্যগুণ শিক্ষা, (৩) সাহিত্য-সংগ্রহ, (৪) হাইড্রোপ্যাথি বা জল-চিকিৎসা, (৫) ঘরে-বাইরে, (৬) নলদময়ন্তী, (৭) পুরুষকার মহাবীর গারফীল্ড, (৮) Les Miserables, (৯) Stories from the Arabian Nights, (১০) Greetings to Young India, (১১) Select Works of Sri Sankaracharya (Text and Translations), (১২) Etiquette for Everyday, (১৩) Poems of Cowper.

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ২৭এ নবেম্বর ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় কর্ত্তৃক ১৯৪৬ খানি পুস্তকদানের বিষয় বিজ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—উত্তররাঢ় কান্দী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়ের সংগৃহীত (ক) বিষ্ণুমূর্ত্তি, (খ) হরিহরমূর্ত্তি এবং (গ) হর-পার্ব্বতী-মূর্ত্তি। ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, এফ এম এস, এফ আর ই এস্ বাহাদুরের এবং (খ) দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সমর্থনে রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, বনহুগলীনিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয়

তাঁহার পারিবারিক পুস্তকালয় হইতে পরিষৎকে ১৯৪৬ খানি নানা বিষয়ের পুস্তক দান করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫০০ পুস্তকের তালিকা হইয়াছে। এখনও যতগুলি পুস্তক আছে, সে সকলের তালিকা প্রস্তুত হইলে, তাঁহার প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা দুই হাজারের উপর হইবে। তিনি আজীবন কত কষ্ট স্বীকার করিয়া এই সকল পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতিবশতঃ তাঁহার অতি যত্নসঞ্চিত পুস্তকগুলি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার এ দানের জন্য বিশেষ উপকৃত হইলেন। সমবেত সভ্যগণ শ্রীযুক্ত নারায়ণ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৫। সম্পাদক মহাশয়, কান্দীর সাবডিভিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয় নিম্নলিখিত যে মূর্ত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেন :—

(ক) বিষ্ণুমূর্ত্তি—কান্দীর অন্তর্গত ভরতপুর থানার বামুনগাছি গ্রাম হইতে সংগৃহীত। প্রদাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ।

(খ) হরিহর-মূর্ত্তি—ঐ থানার করুন্দী গ্রাম হইতে সংগৃহীত। প্রদাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস সরকার।

(গ) হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি—ঐ থানার অন্তর্গত খাঁড়েরা গ্রামে প্রাপ্ত। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায়, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাস, শ্রীযুক্ত ভবতারণ দাস এবং শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর দাস।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে এবং অপর মূর্ত্তি প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৬। শোক-প্রকাশ—(ক) রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, এফ এম এস, এফ আর ই এস বাহাদুর। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন, ৺দেবেন্দ্রবাবু গবর্মেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। গবর্মেণ্টের Statistics Department এ তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী সদস্য ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(খ) কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ। সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, ৺দ্বিজেন্দ্রবাবু নদীয়া জেলার বিখ্যাত জমসেরপুরের বাগচীবংশে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯২ খৃঃ বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পরে ১৮৯৯ খৃঃ দর্শনশাস্ত্রে এম এ পাশ করেন। পরে এটর্ণি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু আইনের নীরস পুস্তক কিংবা আইন ব্যবসা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় মধ্যপথেই তিনি এই এটর্ণিশিপ পাঠ ত্যাগ করেন। বাল্যকাল হইতেই কাব্যসাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হইত। তিনি আমরণ সাহিত্য চর্চ্চা করিয়াছেন। ইংরেজি, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন ও তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। তিনি অতি সংযমী, বিনয়ী, অমায়িক ছিলেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ও বন্ধুবাৎসল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি জমিদার ছিলেন, নিজের জমিদারীর কার্য্য ও কলিয়ারীর কার্য্য পরিচালনে বিশেষ তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিমত্তার

পরিচয় দিয়াছেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রে তাঁহার বিবিধ বিষয়ের সমালোচনা ও প্রবন্ধাদি বাহির হইয়াছিল। তাঁহার 'একতারা' নামক কাব্যখানি সাহিত্য-সমাজে বিশেষ সুপরিচিত। শ্রীরাম-পুরের বিখ্যাত গোস্বামিবংশে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার এক পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনারায়ণ এবং দুই কন্যা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় বলিলেন যে, কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ মিষ্টভাষী ও অমায়িক ছিলেন, তাঁহার অহঙ্কার ছিল না। যাঁহারা তাঁহার 'একতারা' একবার পড়িবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত গীতি-কবিতা হইতে তাহা পৃথক্‌, তাঁহারা উহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইবেন। এই বলিয়া তিনি পরলোকগত কবির আত্মার শান্তি লাভ হউক, এই প্রার্থনা করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় কবির পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মাহাশয় তাঁহার পিতার একখানি চিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে দান করিবেন। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এই দানের প্রস্তাবের জন্য শ্রীযুক্ত দ্বীপেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত কবির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিখিলনাথ রায়
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবি-ভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত কবিরাজ রমেশচন্দ্র গুপ্ত পুরাণরত্ন বিদ্যাবারিধি, 'শ্রীনিকেতনে'র অধ্যাপক, ২০ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, ২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, আগরতলা, ত্রিপুরা ষ্টেট; ৩। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠপুর, গোচারণ, ৪ পঃ, ৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এ, সাব-ডিভিশনাল অফিসার, আলিপুর, ২৩ ডিক্‌সন লেন, ৫। শ্রীযুক্ত সাক্ষীগোপাল বড়াল, শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট, ৬। শ্রীযুক্ত রতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২২ বাহির সিমলা রোড, বেলেঘাটা, ৭। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৩বি বেথুন রো, ৮। শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, ৫০।৬ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ৯। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন, পি, ১২৪এ রসা রোড, ১০। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার নন্দী বি এস্‌-সি, বেঙ্গল বোর্ডিং হাউস, হ্যারিশন রোড; প্র—শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি

ঘোষ, স—ঐ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র বি এল, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সহকারী সম্পাদক, ২৯ হুজুরী মল লেন; প্র—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, স—ঐ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বসু, ১ সুকিয়া ষ্ট্রীট; প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—১৩। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী দাস, সালগড়িয়া, পাবনা; প্র—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ, স—ঐ, সদ—১৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, ১৭ রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, ১৫। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৩৬ বেনারস্ রোড, সালখিয়া, হাওড়া, ১৬। শ্রীযুক্ত অনুপমকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৪ প্যারী রো, ১৭। শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ দে, ৫।১ রাজচন্দ্র সেন লেন, ১৮। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সৈন, পান-ভিলা, চন্দননগর, ১৯। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত, মেসার্স ডি সি বড়াল এণ্ড কোং অফিস, ৬ কমার-শিয়াল বিল্ডিংস, ২০। শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত, ৬৯।২ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ২১। মৌলভী মহম্মদ হোসেন, ১৩ এজরা ষ্ট্রীট, ২২। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, ৫০ সুকিয়া ষ্ট্রীট, ২৩। শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঠীঘাটা রোড, বরাহনগর, ২৪ পঃ; প্র—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্ণি, স—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদ—২৪। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার বি-ই, ২৭ডি গোপীমোহন দত্ত লেন, বাগবাজার।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র মল্লিক, উপহৃত পুস্তক—(১) জীবন্মুক্তি-বিবেক (বিদ্যারণ্য মুনিবিরচিত); শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(২) গৌরী, (৩) মায়ের প্রজা, (৪) নিরুপমা বর্ষ-স্মৃতি, ১৩৩৪, (৫) ধর্ম্মবীর শ্রদ্ধানন্দ, (৬) অভ্যাসযোগ, (৭) জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, (৮) বীরবলের হাল-খাতা, (৯) শ্রুতি-স্মৃতি, (১০) ইষ্টার বিদ্রোহ ও গরিলা যুদ্ধ, (১১) ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন, (১২) শ্রীশ্রীমায়ের কথা, (১৩) মুক্তির আলো, (১৪) ভারতে জাতীয় আন্দোলন; শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—(১৫) বন্দ্যবংশ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার—(১৬) রাজগুরু যোগীবংশ বা রুদ্রজ ব্রাহ্মণ জাতির বিবরণ; শ্রীযুক্ত বাসন্তীচরণ সিংহ; (১৭) খাদ্য ও স্বাস্থ্য; শ্রীযুক্ত রামকুমার নাথ—(১৮) মণিমোহন-জীবনী; শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়—(১৯) চয়নিকা, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—(২০) ভাদ্র; শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত—(২১) হালুম বুড়ো; শ্রীযুক্ত অবনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—(২২) শ্রুতি-স্মৃতি; শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী (২৩) একতারা; The Manager, Govt. of India, Central Publiction Branch —(২৪) Twenty-Eighth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1927. (২৫) Epigraphia Indica, Vol. XII. Part VII, 1904, (২৬)

Statistical Abstract for British India from 1916·17 to 1925·26 ; The Registrar, Calcutta University—(২৭) Journal of the Department of Letters, Vol. xvi. 1967 ; The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(২৮) Report on the Police in the Bengal Presideney for the year 1926, (২৯) Conucil Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Twenty-sixth Session, 1927, vol. xxvl. (৩০) Suppement to the Report on Public Instruction in Bengal for the years 1925·26, The Secretary, Smithsonian Institution, Washington—(৩১) The Flora of Berro Colorado Island, Panama, (৩২) Morphology and Mechanism of the Inscet Thorax, (৩৩) Burials of the Algonquian, Sioun and Cadoan Tribes, West of Mississippi ; The Superintendent, Naval Observatory, Washington—(৩৪) The American Ephemeris and Nautical Almanac for 1929 ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩৫) Mother India (Miss Mayo).

স্থগিত দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ২৭এ নবেম্বর ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়,—(ক) সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ এবং (খ) প্রতিষ্ঠাবান্ প্রবীণ অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে রায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

(ক) যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ বি এ

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন, ৺যোগীন্দ্র বাবুকে সকলেই জানেন। তিনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন ও সুলেখক ছিলেন। নিজের চেষ্টায় তিনি সংসারে চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিয়াছিলেন। আমার এই চরম বয়সে তাঁহার সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার ভদ্রতা ও বিস্তাবত্তা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার প্রথম পুস্তক মাইকেলের জীবনী। তিনি বৈদ্যনাথধামে অবস্থানকালে এই পুস্তক রচনা করেন। কত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহাকে

এই জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। বোধ হয়, আমাদের দেশে এ ভাবে জীবনচরিত্র লেখার তিনিই পথ-প্রদর্শক। তাঁহাকে ঘরে ঘরে গিয়া এই মহাকবির জীবনেতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। বোধ হয়, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও ৺গৌরমোহন বসাক কবির সতীর্থ ছিলেন। তাঁহাদের সহিত মধুসূদনের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। ভূদেববাবু যোগীন্দ্র বাবুকে অনেক বিষয়ের সংবাদ দেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণায় তিনি এই অপূর্ব্ব জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ৺গৌরদাসবাবুও যোগীন্দ্রবাবুকে অনেক কাগজ-পত্র দিয়া সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতীত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ৺দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়গণের নিকটও তিনি অনেক বিষয় সংগ্রহ করেন। এই সকল সংবাদ আমি ৺যোগীন্দ্রবাবুর নিকটই শুনিয়াছি। ৺যোগীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পৃথ্বীরাজ কাব্য।' এই গ্রন্থ হিন্দুমাত্রেরই পাঠ করা উচিত। তাঁহার তৃতীয় কাব্য 'শিবাজী'। ভারতের কীর্ত্তি-কলাপ শিবাজীর কার্ত্তি-কলাপে উজ্জ্বল। তাঁহার প্রতাপে দিল্লীর বাদশাহের সিংহাসন প্রকম্পিত হইয়াছিল। এই সকল আখ্যান তিনি সুললিত ছন্দে ও সুন্দর ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া দেশের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অন্য কোন বই না লিখিয়াও তিনি যদি মাত্র এই দুইখানি কাব্য রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি চিরদিন যশস্বী হইয়া যাইতেন। তাঁহার অন্য কাব্য 'মানব-গীতা'। 'মানব-গীতা'য় তিনি মানবের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম কি, তাহা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা দেশে ধর্ম্ম বলিয়া কিছু আছে কি না, তাহা আমি জ্ঞাত নহি, তথাপি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেশের বালকগণের ধর্ম্মে মতি ফিরিবে, এ কথা আমি স্পষ্টভাবে বলিতে পারি। এতদ্ব্যতীত তিনি অহল্যা বাইএর জীবনী ও অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ৺যোগীন্দ্র বাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে আমার সহিত আলাপ পরিচয় হয়। তখন জানিতে পারি যে, তিনি আমার সতীর্থ ছিলেন—হেয়ার স্কুলে আমরা উভয়েই পড়িতাম।

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়, দ্বারবঙ্গ হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর মহাশয় "যোগীন্দ্র-প্রয়াণে" নামে যে কবিতা পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাবু ৺যোগীন্দ্র বাবুর বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণটি পাঠ করিলেন,—"ইং ১৮৮৮ খৃঃ কলিকাতা লোয়ার সার্কুলার রোড, ইংরেজ সমাধি-ক্ষেত্রে যখন কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই বৎসর স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র ৺যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মধুসূদনের জীবনী লিখিবার উপকরণ সংগ্রহ-কল্পে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে এক আবেদন প্রকাশ করেন। আমি ১৮৮৩ খৃঃ শীতকালে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেওঘরে প্রবাস যাপন করি। সেই সময় ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও সেখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র সমালোচনা পাঠ করিয়া আমি মধুসূদনের

প্রতি আকৃষ্ট হই। তারপর মিরর পত্রে তাঁহার পুত্র ৺যোগীন্দ্রবাবুর পত্র পাঠ করিয়া আমি অনেক প্রাচীন মাসিক ও সাময়িক পত্র হইতে মাইকেল সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলে পর, দেওঘর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় (যাঁহার স্মৃতি-বাসরে অদ্য আমরা সমবেত হইয়াছি) আমাকে পত্র লেখেন। তদবধি এই যোগীন্দ্রবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হই। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া আমি তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অতঃপর তিনি কার্য্যসূত্রে কলিকাতায় অবস্থান করিতে থাকেন। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তিনি "মধুসূদন-স্মৃতি-সমিতির" সভাপতি হন। আমি সেই সমিতির সম্পাদকরূপে তাঁহার সহিত বহু কাল কার্য্য করিয়াছি। তিনি আমাকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত মেলা-মেশা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, ন্যায়বান্, সৎপথাবলম্বী, কর্ম্মপটু এবং শ্রমশীল ছিলেন। এক দিকে যেমন তিনি বিষয়-কর্ম্মে মনোযোগী, কার্য্যকুশলী, সাংসারিক সমস্যা সমাধানে পারদর্শী, তেমনি অন্য দিকে অপূর্ব্ব প্রতিভাবান্ কবি এবং সাহিত্যিক। এক দিকে তিনি যেমন মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের অপূর্ব্ব জীবন-চরিত্র রচনা করিয়া গভীর গবেষণা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনি বিবিধ বিষয়ের বহু স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের অনুবাদ "মানব-গীতা", 'শিবাজী' ও 'পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য' তাঁহার এক একটি বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই সকল গ্রন্থ তাঁহাকে বঙ্গ-সাহিত্যে চিরঅমর করিয়া রাখিবে। তিনি যে কতদূর মহানুভব সহৃদয় ও উদারপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, তাহা দুইটি মাত্র উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব। আমি মাইকেল মধুসূদনের জীবন-স্মৃতি "মধুস্মৃতি" রচনাকালে যোগীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় আমার পুস্তকের জন্য ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিলে, তিনি অতি উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'আপনি আমার পুস্তক যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।' তিনি যে প্রকার সহৃদয়তার সহিত সেই উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমার স্মৃতিপটে চিরাঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা ভুলিবার নয়। একবার সার্কুলার রোড সমাধি-ক্ষেত্রে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি হৃদয় খুলিয়া মুক্তকণ্ঠে আমার 'মধুস্মৃতি'র এরূপ প্রশংসাবাদ করেন যে, লজ্জায় আমাকে অবনত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থ না থাকিলে আমার গ্রন্থ রচিত হইত না—আমি অনেক বিষয়ে তাঁহার পরিকল্পনার অনুকরণ করিয়াছি। তাঁহার নিকট আমি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। যত দিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, তত দিন যোগীন্দ্রবাবুর মধুসূদনের জীবনী এবং তাঁহার দুইখানি কাব্য অমর হইয়া থাকিবে।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "৺*যোগীন্দ্র বাবুকে আমি আমার বাল্যকাল* হইতে জানিতাম ও তাঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের

ভাণ্ডারে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা চিরদিন থাকিবে। তিনি কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় তাঁহার ঐকান্তিকতা ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ রচনাগুলি হইতে, আর তাঁহার সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহারে। তিনি সকল সাহিত্যিককে আপনার জন মনে করিতেন। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীকে তিনি এমনি ভাবেই দেখিতেন। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহে একটা বড় কাজে হাত দেন। তখন 'ভারতবর্ষ' বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বড় বড় মাসিক সাহিত্যের কর্ত্তৃপক্ষ তখন সাধারণ সাহিত্যিকগণকে তেমন সমাদর করিতেন না। অমূল্যবাবু সেই সময় 'সংকল্প' নামে এক মাসিক-পত্র প্রকাশ করিবার সংকল্প করিলেন। 'সংকল্পের' জন্য সকল সাহিত্যিকের কাছেই লেখার জন্য যাওয়া হইয়াছিল। 'সংকল্প' কার্য্যালয়ে অমূল্যবাবুর এড্ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশনে অনেক নব্য ও প্রধান সাহিত্যিকের বৈঠক বসিত। লেখার জন্য যোগীন্দ্রবাবুর কাছে যাওয়া হইল। তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত লেখা দিতে সম্মত হইলেন—কিছু দিন পরে একটি রচনা পাঠাইলেন। তাহা তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'পর্ণকুটীর।' তারপর তিনি নিজে আসিয়া প্রবন্ধ দিয়া যাইতেন। আমি একবার সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত হই। আমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি আমার মানসগুরু স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমাকে দেখিয়া গিয়া প্রত্যহ ঔষধ ও পথ্যের নানারূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত মহাকাব্য ও জীবনী ব্যতীত 'দেববালা' নামক এক নাটক আছে। তাহা কলিকাতার ঠাকুরবাড়ীর 'মিলনী' ক্লাব কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই নাটকে এক ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'গন্ধর্ব্ব-নগর' নামে তাঁহার এক প্রহসনও আছে। তিনি মাইকেল মধুসূদন-স্মৃতি-সমিতির সভাপতি ছিলেন। বহুকাল এই মহাকবির বার্ষিক স্মৃতি-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি এই সমিতির কার্য্য চালাইতে অক্ষম হওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় এই ভাণ্ডারের অর্থ পরিষদের হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি পরিষৎ হইতে কবিবরের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব করা হইতেছে।"

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম্ বি, এফ সি এস্ বাহাদুর বলিলেন যে, যোগীন্দ্রবাবু যে ভাবে দেশবাসীর নিকট পরিচিত, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই। আমার সহিত তাঁহার ৩০।৩৫ বৎসর পরিচয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। জীবনী লেখা সম্বন্ধে তাঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চ বলিতে পারা যায়। যখন মাইকেলের জীবন-চরিত প্রকাশিত হইল, তখন দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার আগে বাঙ্গালায় এমন তথ্যপূর্ণ বিচারসঙ্গত জীবনী কেহ লেখেন নাই। পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী, এই কাব্য দুইখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ্। স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, স্বদেশী ভাব বজায় রাখিতে ও সেই ভাবে দেশের লোককে উৎসাহিত করিতে তিনি এই মহচ্চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানিই নীতি-মূলক। ইতিহাস ও সত্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ও তাহাতে উচ্চতর জাতীয় ভাবগুলির

রামগিরি *

> "কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
> শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
> যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
> স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥"
> "তীব্র কান্তা-বিরহ-বেদনা! দীর্ঘ বরষ প্রভুর শাপ,
> ভ্রষ্ট-মহিমা—হবে যে ভুগিতে স্বকর্ম্মে অবহেলার পাপ;
> ছায়া-তরু-ঘন, পুণ্যসলিল—সেবিত-জনক-তনয়া-স্নান,
> সেই রামগিরি আশ্রমে এক যক্ষ করিলা অধিষ্ঠান।"

মেঘদূতে বর্ণিত কালিদাসের মানস পুত্র এই যে স্বকর্ম্মে অনবহিত অভিশপ্ত যক্ষটি দুর্ব্বিষহ কান্তাবিরহ-শোক হৃদয়ে ধরিয়া, সুদীর্ঘ একটী বৎসর জনক-তনয়া-স্নাত পুণ্যোদকে সিক্ত স্নিগ্ধ-চ্ছায়াতরুসমন্বিত রামগিরিতে বাস করিয়াছিল, সে রামগিরি কোথায়? কোথায় সে রামগিরি—যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থানের জন্য কালিদাস তাহার রামগিরি নাম প্রদান করিয়াছেন? আর কোন্ গিরির সলিল জনক-তনয়ার স্নানে পুণ্যোদকে পরিণত হইয়াছিল? আর কোথায় বা স্নিগ্ধচ্ছায়া-তরুতলে রামসীতা আপনাদের আশ্রম পাতিয়াছিলেন? কেবল তাহাই নহে, এ কথাটিও মনে রাখিতে হইবে যে, যে তুঙ্গ শৈলটি আলিঙ্গন করিয়া যক্ষের দূত মেঘ বিরাজ করিতেছিল, সেই রামগিরির মেখলা দেববন্দ্য রঘুপতি-পদে অঙ্কিত।

> "আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
> বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।"

আরও একটী কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, সেখানে সিদ্ধাঙ্গনারাও অবস্থিতি করিয়া থাকে।

> "অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভিঃ
> দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ॥"
> "অদ্রিশৃঙ্গ উড়ালো নাকি গো পবনে?—হেরিবে সে উদ্যোগে
> ঊর্দ্ধমুখী যে সিদ্ধাঙ্গনা মুগ্ধা তাহারা চকিতচোখে।"

আর সেখানকার মেঘের খেলাটিও মনে রাখিতে হইবে। অভিশপ্ত যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে রামগিরির সানুদেশ আলিঙ্গন করিয়া বপ্রক্রীড়ায় † তির্য্যগদন্তপ্রহারে অভ্যস্ত গজের ন্যায় মেঘ দেখিয়াই ব্যাকুল হইয়া উঠে।

---

* ১৩০৫।১৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† বপ্রক্রীড়া—উৎখাত-কেলি, মাটি খুঁড়িয়া খেলা।

"আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুম্
বপ্রক্রীড়াপরিণত* গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥"

তাহার পর তাহাকে গিরিমল্লিকার অর্ঘ্য দিয়া, অলকায় কান্তার নিকট যাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। সুতরাং রামগিরির মেঘ লইয়াই কালিদাসের মেঘদূতের সৃষ্টি। প্রধানতঃ রামগিরি সম্বন্ধে এই কথা কয়টি মনে রাখিয়া, ইহার অবস্থানের কথাটিও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

এই অবস্থান লইয়াই যত গোলযোগ। কালিদাস মেঘকে যদি সোজা পথে লইয়া যাইতেন ও সেই সোজা পথের পরিচয় দিয়া দিতেন, তাহা হইলে এত গোলযোগ ঘটিত না। আর তাঁহার রামগিরি নামও গোলযোগ বাধাইয়াছে। যক্ষ প্রথমে মেঘকে তাহার পথের কথা বলিয়া দিয়া, পরে প্রিয়তমার নিকট সংবাদ দিবার কথা বলিয়াছিল। পথের কথা প্রথমে সে বলিল,—

"স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥"
"বেতসস্নিগ্ধ এই স্থান হ'তে উত্তর-নভে উঠো তখন,
দিঙ্নাগেদের পরিহরি পথে স্থূল শুণ্ডের আস্ফালন।"

যক্ষ মেঘকে উত্তর মুখে আকাশে উঠিতে বলিতেছে। তাহার পর বলিতেছে,—

"ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎপশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥"
" 'তব আয়ত্ত কৃষিফল' ভাবি প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনে তারা
দেখিবে তোমারে জনপদবধূ—ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞ যারা।
হলকর্ষণে সদ্য সুরভি মালভূমি পরে আরোহি', আর
পশ্চাতে কিছু আসি, লঘুগতি উত্তরে তুমি যেয়ো আবার ॥"

পূর্ব্বে যক্ষ মেঘকে উত্তরমুখে আকাশে উঠিতে বলিয়াছে। তাহার পর বলিতেছে, মালক্ষেত্রে আরোহণ করিয়া কিছু পশ্চাতে যাইয়া, আবার উত্তর মুখে যাইও। পশ্চাতে কোথায় যাইতে হইবে, যক্ষ তাহাও বলিয়া দিতেছে,—

"ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।"

তোমার ধারাসম্পাতে যাহার দাবাগ্নি প্রশমিত হয়, সেই আম্রকূট পর্ব্বত তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। পরে বলিতেছে,—

---

* পরিণতঃ তির্য্যগদন্তপ্রহারঃ, তির্য্যগ্‌দন্তপ্রহারস্তু গজঃ পরিণতো মত ইতি হলায়ুধঃ।

"স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিঃ তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য॥"

"বিহরে কুঞ্জে বনচরবধূ, সেথা মুহূর্ত্ত রহিয়া গিয়া,
বর্ষণলঘু দ্রুততরগতি পরের পথটি উত্তরিয়া,
উপলবিষম বিন্ধ্যের মূলে পাবে বিশীর্ণা রেবার দেখা,
গজের অঙ্গে রচনাভঙ্গী বিরচিত যেন বিভূতি-রেখা।"

আম্রকূটের বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া, বারিবর্ষণে লঘুগতি হইয়া কতক পথ গেলে, বিন্ধ্যের পাদদেশে বিশীর্ণা রেবা বা নর্ম্মদাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিন্ধ্য ও নর্ম্মদা উভয়েরই দর্শন মিলিবে। সেখান হইতে যক্ষ মেঘকে একেবারে দশার্ণ বা পূর্ব্বমালব প্রদেশে যাইতে বলিতেছে। তাহার সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী বিদিশায় (বর্ত্তমান ভিল্‌সায়) কিছুকাল থাকিয়া, বেত্রবতী নদীর সহিত প্রেমলীলা করিয়া, বক্রপথে উজ্জয়িনীতে যাইতে উপদেশ দিতেছে। উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিয়া, তাহার পশ্চিমে গম্ভীরা নদী পার হইয়া, উত্তর-পশ্চিম দিকে দেবগিরি গিয়া, চর্ম্মণ্বতী বা চম্বল নদী পার হইতে হইবে। তাহার পর দশপুর বা মান্দাশোর। দশপুর হইতে সোজা উত্তরমুখে ব্রহ্মাবর্ত্ত ; পরে কনখল গিয়া হিমালয় পার হইয়া মানস-সরোবর। সেখান হইতে কৈলাসে পঁহুছিয়া অলকায় প্রবেশ করিতে হইবে। এই অলকা কুবেরের রাজধানী, এইখান হইতেই কুবেরের শাপে যক্ষ নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তাহার প্রিয়তমা এই অলকাতেই রহিয়াছে। তাই মেঘকে অলকায় পঁহুছিয়া তাহার নিকট যাইতে হইবে।

আমরা রামগিরি হইতে মেঘ কোন্ পথে অলকায় যাইবে, তাহার উল্লেখ করিলাম। ইহাতে রামগিরির অবস্থান কোথায় হইতে পারে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিব। কালিদাসের যক্ষ প্রথমে মেঘকে উত্তরমুখে আকাশে উঠিতে বলিল, তাহার পর তাহাকে কিছু পশ্চাতে যাইয়া আবার উত্তরমুখে যাইতে বলিতেছে।

"কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ।"

এই 'পশ্চাৎ' কথা লইয়াই গোলযোগ বাধিয়াছে। পশ্চাৎ অর্থে পিছন দিক্ ও পশ্চিম দিক্, দুইই হইতে পারে। মল্লিনাথ এখানে 'পশ্চাৎ' অর্থে পিছন দিক্ই ধরিয়া লইয়াছেন। কালিদাস যে পিছন দিকের অর্থে পশ্চাৎ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা দুই এক স্থল হইতে তাহাও দেখাইয়া দিতেছি।

"কুরুষ্ব তাবৎ করভোরু পশ্চান্মার্গে মৃগপ্রেক্ষিণি দৃষ্টিপাতম্"।—রঘু, ১৩।১৮।

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্তুতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"—শকু, ১ম অঙ্ক।

সুতরাং এখানে 'পশ্চাৎ' অর্থে পিছন দিক্ হইতে পারে। যক্ষ মেঘকে রামগিরি হইতে পশ্চাতে আম্রকূট পর্ব্বতে যাইতে বলিতেছে। এই আম্রকূট পর্ব্বত বর্ত্তমান অমরকণ্টক।* সেখান হইতে নর্ম্মদার উৎপত্তি। যক্ষ আম্রকূটের পরই বিন্ধ্য ও নর্ম্মদার দেখা পাইবে বলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে 'পশ্চাৎ'এর পিছন দিক্ অর্থ করিলে, রামগিরির অবস্থান কোথায় হয় এবং পশ্চিমদিক্ অর্থ ধরিলেই বা তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, আমরা তাহাই বলিতেছি। আমরা বলিয়াছি, মল্লিনাথ 'পশ্চাৎ'এর পিছন দিক্ অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। মেঘদূতের ইংরাজী অনুবাদক উইলসন্ সাহেব ইহার পশ্চিম দিক্ অর্থই ধরিয়াছেন,—

"Thence sailing north and veering to the west,
On Amracuta's lofty ridges rest ;"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও পশ্চিম দিক্ই ধরিয়া লইয়াছেন। তবে তিনি পিছন দিকের কথাও বলিয়াছেন। যদি পিছন দিক্ অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে আম্রকূট বা অমরকণ্টক হইতে রামগিরির অবস্থান উত্তর দিকেই হয়। কারণ. রামগিরিতে মেঘ উত্তর মুখে উঠিয়া পিছন দিকে আসিলে, দক্ষিণ দিকে আসিবে ও অমরকণ্টকে আসিয়া লাগিবে। তাহা হইলে অমরকণ্টক হইতে রামগিরি উত্তর দিকেই হইবে। আর যদি পশ্চাতের পশ্চিম দিক্ অর্থ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে অমরকণ্টক হইতে রামগিরি পূর্ব্বদিকে হইবে। এক্ষণে অমরকণ্টকের উত্তর দিকেই বা কোন্ পর্ব্বত আর পূর্ব্বদিকেই বা কোন্ পর্ব্বতকে রামগিরি বলা যাইতে পারে, আমরা এখন তাহাই দেখিব। তবে এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, যে পর্ব্বতের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাকেই রামগিরি বলিতে হইবে।

অমরকণ্টক হইতে উত্তর দিকে যে পর্ব্বতের সহিত রামচন্দ্রের বিশেষরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা চিত্রকূট। মল্লিনাথ রামগিরি অর্থে চিত্রকূটই বলিয়াছেন। "রামগিরেঃ চিত্রকূটস্যাশ্রমেষু।" উইলসন সাহেব চিত্রকূটের কথা বলিয়া প্রবাদানুসারে আরও কোন কোন পর্ব্বতের উল্লেখ করিয়াছেন।† শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'পশ্চাৎ'এর পশ্চিম দিক্ অর্থ ধরিয়া অমর-

* 'The course pointed out to the cloud, and an allusion which follows to the vicinity of the Narmada river, furnish us with reasons for supposing, that the mountain here mentioned is that more commonly designated by the name of Omercuntuc. The change of sound is not more violent than it is in a number of evident corruptions from the Sanskrit language, now current in the dialects of India"—Wilson.

† "Ramgiri is a compound term signifying the mountain of Rama. and may be applied to any of those hills in which the hero resided during his exile, or peregrinations. His first and most celebrated residence was the mountain Chitracuta in Bundelcund, now known by the name of Comptah, and still a place of sanctity and pilgrimage. We find that tradition has assigned to another mountain, a part of the

কণ্টকের পূর্ব্বে রামগিরি বসাইয়াছেন। তাঁহার মতে সরগুজা রাজ্যের রামগড় পর্ব্বতই রামগিরি। আরও কেহ কেহ সে কথা বলিয়াছেন।* শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মেঘদূতে বলিতেছেন,—"সকলেই জানে, বৃষ্টি নহিলে চাষ হয় না। বৃষ্টি তোমার আয়ত্ত, তাই তুমি উঠিলে যত পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা তোমার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। তাহাদের সে দৃষ্টিতে হাব নাই, ভাব নাই, চাতুর্য্য নাই, বিলাস নাই, বিভ্রম নাই, আছে কেবল প্রাণ কেড়ে-নেওয়া প্রীতি আর চোখ-জুড়ান মধুরিমা। তাহাদের এতই আগ্রহ, এমনি সরলতা, আর হৃদয়ের এতই আবেগ যে, বোধ হয়, যেন তাহারা তোমাকে পানই করিয়া ফেলিবে। এই ভাবে তুমি উঁচু বসা ভুঁয়ের উপর উঠিবে। নীচু জমির উপর হইতে পাহাড় উঠে। খানিক পাহাড় উঠিলে তাহার উপর সময়ে সময়ে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমি হয়। উহার নাম মালভূমি।† অনেক মালভূমি আছে বলিয়া ভারতের অনেক প্রদেশের নাম মালব। মালভূমি সূর্য্যের আতপে বড়ই তাপিত হয়, তাই চাষ করিবার পর এক আছড়া জল হইলে একটা খুব সোঁদা গন্ধ বাহির হয়। তুমি সেই গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে সেই মালভূমির উপর দিয়া খানিক পশ্চিম দিকে যাও, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইও।

এইখানে কালিদাস একটু চাতুরী খেলিলেন। মেঘকে খানিকটা পশ্চিম মুখে পাঠাইলেন। কারণ, মেঘ যদি বরাবর রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যায়, সে আবার সেই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম দিয়া অযোধ্যা দিয়া যাইবে, সুতরাং রঘুবংশের ত্রয়োদশে যে পথে পুষ্পক রথ গিয়াছিল, মেঘকেও সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে। কবির প্রিয়ভূমি সকল দেখান হইবে না। তাই কবি কৌশল করিয়া উঁচু জমির উপর দিয়া মেঘকে খানিকটা পশ্চিম দিকে সরাইয়া দিলেন। পথটা একটু তেরছা

Kimoor range, the honor of affording him, and his companions, Sita and Lacshmana, a temporary asylum upon his progress to the south, and it is consequently held in veneration by the neighbouring villagers"—Capt. Blunt's Journey from Chunarghur to Yertnagoodum, Asiatic Researchers, 7. 60.

"An account of a journey from Mirzapore, to Nagpore, however, in the Asiatic Annual Register for 1806, has determined the situation of the scene of the present poem, to be in the vicinity of the latter city : the modern name of the mountain is there stated to be Ramtec; it is marked in the maps Ramtege, but I understand the proper word is Ramtinc, which in the Mahratta language has probably the same import as Ramagiri, the hill of Rama. It is situated but a short distance to the north of Nagpore, and is covered with buildings consecrated to Rama and his associates, which receive the periodical visits of numerous and devout pilgrims."—Wilson's Megha Duta.

* S. C. De—Kalidas and Bikramaditya.

† পর্ব্বতের উপরিস্থিত সমতল ভূমির নাম অধিত্যকা। ইংরাজী Tableland. মল্লিনাথ মাল অর্থে উচ্চভূমি বলিয়াছেন,—"মালং মালাখ্যং ক্ষেত্রং শৈলপ্রায়ম্ উন্নতস্থলম্ (মালমুন্নতভূতলমিত্যুৎপলঃ) 'মাল' শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—"মালং দেশে বনেঽপ্যস্তং মালং গ্রামান্তরাটবী। মালং মালোদ্ধপ্রদেশে চ", ইত্যাদি।

হইল, কিন্তু কবির নূতন জগৎ দেখাইবার বড় সুবিধা হইল। কবি ইহার পর উজ্জয়িনী দেখাইবার জন্য পথটা আরও তেরছা করিয়াছেন।

অথবা রামগিরির আকার ও অবস্থান দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা একটী ক্ষুদ্র সমতল হইতে উঠিয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র সমতলের উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ধনুরাকারে অভ্রভেদিনী পর্ব্বতমালা। রামগিরিকে আলিঙ্গন করিয়া উত্তরমুখে উঠিতে গেলেই মেঘ মহাশয় এই ধনুরাকার পর্ব্বতে বাধিয়া যাইবেন। তাই কালিদাস বলিয়াছেন, উত্তরমুখ উঠিয়াই একটু পিছু হটিয়া যাইবে, তাহার পর আবার উত্তরমুখে যাইবে। কিন্তু এবারও অভ্রভেদী পর্ব্বত। দক্ষিণ হইতে বাতাস মেঘকে উত্তর দিকে ঠেলিলে পাহাড়ে বাধা পাইয়া মেঘ পশ্চিমে যাইবে। এইরূপভাবে উত্তরমুখে যাইতে গেলেই, এই মালভূমি উঠিতে গেলেই—মালবদেশে প্রবেশ করিতে গেলেই প্রথমেই আম্রকূট পর্ব্বত—এখনকার অমরকণ্টক। এই বিস্তৃত পর্ব্বতের একটীমাত্র উচ্চ শিখর। পর্ব্বতটী অনেক দূর লইয়া মোচাগ্র আকারে উঠিয়াছে ; ইহার এক দিক্ দিয়া নর্ম্মদা, আর এক দিক্ দিয়া মহানদী ও আর এক দিক্ দিয়া শোণনদ প্রবাহিত হইতেছে। অনেক দূর লইয়া থর করিয়া মোচাগ্র আকারে আম্রকূটের উচ্চ শৃঙ্গ উঠিয়াছে।"

শাস্ত্রী মহাশয় প্রধানতঃ পশ্চাতের পশ্চিম দিক্ অর্থ ধরিয়া পিছন দিক্ও হইতে পারে বলিতেছেন। কিন্তু তিনি রামগড় হইতেই মেঘকে পিছনে হটাইতেছেন। এক্ষণে রামগড়ের সহিত রামচন্দ্রের কিরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। একমাত্র প্রবাদ ভিন্ন ইহার সহিত রামচন্দ্রের সম্বন্ধের কোন কথাই জানা যায় না। এখানে রামসীতা স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, একটী নির্ঝরও রহিয়াছে। দুইটী পদচিহ্ন শ্রীরামচন্দ্রের বলিয়া লোকে দেখাইয়া থাকে। একখানি প্রস্তরখণ্ডে রামসীতা ও লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তিও আছে।* কেবল ইহারই উপর নির্ভর করিয়া রামগড়কে রামগিরি বলা যাইতে পারে কি না, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রবাদানুসারে আরও দুই এক স্থান রামগিরি হইতে পারে, তাহা আমরা উইলসন সাহেবের উক্তি হইতে দেখাইয়াছি। কিন্তু তাহাদের অবস্থানের সহিত মেঘদূতের বর্ণনার ঐক্য হয় না। 'পশ্চাৎ' শব্দের পশ্চিম অর্থ ধরিলে, রামগড়কে অবশ্য রামগিরি বলা যাইতে পারে। তবে রামগড় হইতে অমরকণ্টক সোজা পশ্চিমে নহে, কিছু দক্ষিণও বটে। প্রবাদে অনেক স্থানের সহিত রামচন্দ্রের সম্বন্ধ ঘটাইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত একমাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া রামগড় রামগিরি হইতে পারে কি না, তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আর যখন 'পশ্চাৎ'এর পিছন দিক্ অর্থ হইতে পারে, শাস্ত্রী মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন, তখন অমরকণ্টক হইতে রামগিরিকে উত্তর দিকে লইয়া গেলে, যদি রামচন্দ্রের সহিত বিশেষ ভাবে সম্বদ্ধ কোন পর্ব্বত পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই রামগিরি বলিতে হয়।

---

* শ্রীযুক্ত অসিত হালদার মহাশয় ১৯১৫ অব্দের Modern Review পত্রে রামগড় সম্বন্ধে এই সকল কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যে যে স্থানের সহিত রামসীতার সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, আমরা অবশ্য তাহার জন্য প্রধানতঃ রামায়ণের প্রমাণই গ্রহণ করিব। বিশেষতঃ কালিদাস রামচরিত বর্ণনা করিতে রামায়ণের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার রামগিরির অবস্থান স্থির করিতে হইলে, আমাদিগকে রামায়ণের নিকটই যাইতে হইবে। এক্ষণে কোন্ কোন্ পর্ব্বতের সহিত রামচন্দ্রের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা রামায়ণ হইতে দেখাইতেছি। রামায়ণে প্রথমতঃ তিনটি পর্ব্বতের সহিত রামচন্দ্রের বিশেষভাবে সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রথমে চিত্রকূট, তাহার পর গোদাবরীর নিকটস্থ প্রস্রবণাকুল পর্ব্বত, অবশেষে মাল্যবান্। গোদাবরীর নিকটস্থ প্রস্রবণাকুল পর্ব্বতকে ভবভূতি প্রস্রবণগিরি বলিয়াছেন। "জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রস্রবণো নাম।" রামায়ণে কিন্তু "গিরিং প্রস্রবণাকুলম্" কথাটি আছে। রামায়ণের বর্ণনানুসারে মাল্যবান্‌কেই প্রস্রবণগিরি বলিয়াই জানা যায়।* কালিদাস মাল্যবান্ ও চিত্রকূটের কথা বলিয়াছেন। জনস্থানমধ্যগ প্রস্রবণাকুল বা প্রস্রবণগিরির কথা বলেন নাই। ভবভূতি তিনটি পর্ব্বতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এই তিনটির মধ্যে মাল্যবানের সহিত সীতার সম্বন্ধ ঘটে নাই। চিত্রকূট ও জনস্থানের প্রস্রবণাকুল বা প্রস্রবণ গিরির সহিতই রামসীতা উভয়েরই সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। জনস্থান অমরকণ্টক, বিন্ধ্য ও নর্ম্মদার দক্ষিণ, সুতরাং সেখানে অবশ্য রামগিরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই চিত্রকূটকে ধরিয়া বসিতে হইতেছে। এক্ষণে চিত্রকূট রামগিরি হইতে পারে কি না, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। রামায়ণে যে যে পথ দিয়া রামচন্দ্র গমন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রামগড়ের পড়িবার কোনই সম্ভাবনা নাই। চিত্রকূট হইতে বক্রভাবে যে রামচন্দ্র গিয়াছিলেন, রামায়ণ হইতে তাহা জানা যায় না। চিত্রকূট হইতে অত্রি মুনির আশ্রম হইয়া রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিরাধ রাক্ষসের সহিত সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ভবভূতি

* "অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্।
আজগাম সহ ভ্রাত্রা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্ ॥—কিষ্কি, ২৭-১।

ইহার পরের সর্গে দেখা যাইতেছে,—

"স তদা বালিনং হত্বা সুগ্রীবমভিষিচ্য চ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥"—কিষ্কি, ২৮-১।

হনুমান্ লঙ্কা হইতে সীতার সংবাদ লইয়া আসিয়া, বানরগণ সহ প্রস্রবণ পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকটে সমস্ত কথা বলিয়াছিল,—

"ততঃ প্রস্রবণং শৈলং তে গত্বা চিত্রকাননম্।
প্রণম্য শিরসা রামং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্ ॥
যুবরাজং পুরস্কৃত্য সুগ্রীবমভিবাদ্য চ।
প্রবৃত্তিমথ সীতায়াঃ প্রবক্তুমুপচক্রমুঃ ॥—সুন্দরা, ৬৫-১।২

এই প্রস্রবণ গিরি হইতে রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রকৃতিবাদ অভিধানে প্রস্রবণ গিরিকে মাল্যবান্‌ই বলা হইয়াছে।

এই স্থানকে বিন্ধ্যাটবীমুখ বলিয়াছেন। "এবং বিন্ধ্যাটবীমুখে বিরাধসংবাদঃ।" সুতরাং রামায়ণানুসারে রামচন্দ্রের রামগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার সহিত যে রামচন্দ্রের কোনরূপ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল, রামায়ণে তাহারও উল্লেখ নাই। কালিদাস রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে যে যে স্থান দিয়া পুষ্পক রথকে লইয়া গিয়াছেন, রামায়ণে তাহাদের সকলেরই বর্ণনা আছে। রামগড়ের কথা রামায়ণেও নাই, রঘুবংশেও নাই। যদি রামগড়ই কালিদাসের রামগিরি হইত, তাহা হইলে তিনি রঘুবংশে কি তাহার উল্লেখ করিতেন না? তাঁহার সেই স্নিগ্ধচ্ছায়াতরু-সমন্বিত, জনকতনয়াস্নান-পুণ্যোদকে সিক্ত রামগিরি রামগড় হইলে, তিনি তাহার উল্লেখে বিরত হইতেন বলিয়া মনে হয় না। ভবভূতির আলেখ্যেও রামগড়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। কাজেই একমাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া, রামগড়কে রামগিরি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে রামায়ণে চিত্রকূটের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত মেঘদূতের রামগিরির ঐক্য হয় কি না, আমরা তাহাই দেখাইতেছি। কালিদাস রামগিরিকে স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুসমন্বিত জনকতনয়াস্নাত পুণ্যোদকে সিক্ত বলিয়াছেন। তাহা একটি তুঙ্গ শৈল বটে, তাহার মেখলা দেববন্দ্য রঘুপতি-পদে অঙ্কিত। সেখানে সিদ্ধাঙ্গনারা থাকে, ইহারা দেবযোনিবিশেষ, আর সেখানকার মেঘের খেলার কথাও বলিয়াছেন। আমরা চিত্রকূটে এ সকল দেখিতে পাই কি না, তাহাই বলিতেছি। রামচন্দ্র অযোধ্যা হইতে নিষাদপতি গুহের শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগ তীর্থে আসিলেন। সেখানে ভরদ্বাজ মুনির নিকট তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশের কথা বলিলে, মুনি তাঁহাকে চিত্রকূটের কথাই বলেন। ভরদ্বাজ বলিতেছেন,—

"দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্ নিবৎস্যসি।
মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ সর্ব্বতঃ শুভদর্শনঃ॥
গোলাঙ্গুলানুচরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ।
চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ॥
যাবতা চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে।
কল্যাণানি সমাধত্তে ন মোহে কুরুতে মনঃ॥
ঋষয়স্তত্র বহবো বিহৃত্য শরদাং শতম্।
তপসা দিবমারূঢ়াঃ কপালশিরসা সহ॥"

—রামায়ণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, অযো—৫৪।২৮-৩১।

"বৎস! এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে মহর্ষিগণে অধ্যুষিত এবং বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুল-সেবিত চিত্রকূট নামে বিখ্যাত গন্ধমাদনতুল্য এক পুণ্য শুভদর্শন পর্ব্বত আছে; তুমি সেইখানে বাস করিবে। মনুষ্য যত দিন পর্য্যন্ত সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল অবলোকন করে, ততদিন পর্য্যন্ত কল্যাণ সমাধানেই ব্রতী থাকে, বিমুগ্ধচিত্ত হয় না। তথায় কপালতুল্য শুষ্ক মস্তকশালী অনেক ঋষি শত বৎসর বিহার করিয়া তপঃপ্রভাবে দেবলোকে গিয়াছেন।" রামচন্দ্রের বিদায়-কালে আবার ঋষি বলিতেছেন,—

"মধুমূলফলোপেতং চিত্রকূটং ব্রজেতি হ ॥
বাসমৌপয়িকং মন্যে তব রাম মহাবল।
নানানগগণোপেতঃ কিন্নরীগণসেবিতঃ ॥
ময়ূরনাদাভিরুতো গজরাজনিষেবিতঃ।
গম্যতাং ভবতা শৈলশ্চিত্রকূটঃ স বিশ্রুতঃ ॥
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বহুমূলফলাযুতঃ।
তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি ॥
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব।
সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ দরীকন্দরনির্ঝরান্ ॥"—(অযো, ৫৪—৩৮-৪২ ।)

"তুমি মধু, মূল ও ফলসমন্বিত চিত্রকূট পর্ব্বতে যাও। সেই লোকবিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ গজ-সমন্বিত, ময়ূরশব্দে প্রতিধ্বনিত, বিবিধ বৃক্ষ-বিরাজিত, কিন্নরীসমূহে সেবিত, নানাবিধ ফলমূলবিশিষ্ট, পুণ্যপ্রদ ও অতি রমণীয়; অতএব আমি বোধ করি যে, তোমার সেইখানেই বাস করা উচিত; অতএব তুমি তথায় যাও। রঘুনন্দন! সেই পার্ব্বতীয় বনমধ্যে হস্তী ও মৃগসমূহ বিচরণ করিয়া থাকে তুমি তাহাদিগকে এবং সরিৎ, প্রস্রবণ, সানু, দরী, কন্দর ও নির্ঝর সকল দেখিবে।"

তাহার পর চিত্রকূটের নিকট উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন,—

"মাতঙ্গযূথানুসৃতং পক্ষিসঙ্ঘানুনাদিতম্।
চিত্রকূটমিমং পশ্য প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্ ॥
সমভূমিতলে রম্যে দ্রুমৈর্ব্বহুভিরাবৃতে।
পুণ্যে রংস্যামহে তাত চিত্রকূটস্য কাননে ॥"—(অযো, ৫৬—১০, ১১।)

"ঐ উচ্চ শিখরসমন্বিত ও পক্ষিসমূহের কূজনে মুখরিত চিত্রকূট পর্ব্বতে হস্তিগণ বিচরণ করিতেছে। দেখ ভ্রাতঃ! আমরা ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতের সমভূভাগবর্ত্তী বিবিধ বৃক্ষ-সমাকীর্ণ রমণীয় অথচ পুণ্যপ্রদ কাননে আনন্দ অনুভব করিব।" ভরত রামচন্দ্রের দর্শনে চিত্রকূটে যাইতে উদ্যত হইলে, ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকেও চিত্রকূটের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"চিত্রকূটগিরিস্তত্র রম্যনির্ঝরকাননঃ ॥
উত্তরং পার্শ্বমাসাদ্য তস্য মন্দাকিনী নদী।
পুষ্পিতদ্রুমসঞ্ছন্না রম্যপুষ্পিতকাননা ॥—(অযো, ৯২—১০, ১১।)

"সেখানে রমণীয় নির্ঝর ও কানন-সমাকীর্ণ চিত্রকূট নামক পর্ব্বত আছে। পুষ্পিত তরুগণ-সমাবৃতা রমণীয় কুসুমিত-কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে।"

চিত্রকূটে অবস্থানকালে রামচন্দ্র সীতাকে চিত্রকূট দেখাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে চিত্রকূটের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়,—

"অথ দাশরথিশ্চিত্রং চিত্রকূটমদর্শয়ৎ!
ভার্য্যামমরসঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ ॥

ন রাজ্যাদ্ভ্রংশনং ভদ্রে! ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্॥
পশ্যেমমচলং ভদ্রে! নানাদ্বিজগণাযুতম্।
শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্॥
কেচিদ্রজতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ ক্ষতজসন্নিভাঃ।
পীতমাঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মণিবরপ্রভাঃ॥
পুষ্পার্ককেতকাভাশ্চ কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রভাঃ।
বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশা ধাতুবিভূষিতাঃ॥
নানামৃগগণৈর্দ্বীপিতরক্ষৃক্ষগণৈর্বৃতঃ।
অদুষ্টৈর্ভাত্যয়ং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ॥
আম্রজম্ব্বসনৈর্লোধ্রৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরপি।
অঙ্কোলৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ॥
কাশ্মর্য্যরিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি।
বদর্য্যামলকৈর্নীপৈর্বেত্রধন্বনবীজকৈঃ॥
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভির্মনোরমৈঃ।
এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ॥
শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেমান্ কামহর্ষণান্।
কিন্নরান্ দ্বন্দ্বশো ভদ্রে! রমমাণান্ মনস্বিনঃ॥
শাখাবসক্তান্ খড়্গাংশ্চ প্রবরাণ্যম্বরাণি চ।
পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্॥
জলপ্রপাতৈরুদ্ভেদৈর্নিষ্যন্দৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
স্রবদ্ভির্ভাত্যয়ং শৈলঃ স্রবন্মদ ইব দ্বিপঃ॥
গুহাসমীরণো গন্ধান্ নানাপুষ্পভবান্ বহূন্।
ঘ্রাণতর্পণমভ্যেত্য কং নরং ন প্রহর্ষয়েৎ॥

* * *

ভিত্ত্বেব বসুধাং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ।
চিত্রকূটস্য কূটোঽয়ং দৃশ্যতে সর্ব্বতঃ শুভঃ।
কুষ্ঠস্থগরপুন্নাগভূর্জ্জপত্রোত্তরচ্ছদান্।
কামিনাং স্বাস্তরান্ পশ্য কুশেশয়দলাযুতান্॥
মৃদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কমলস্রজঃ।
কামিভির্বনিতে! পশ্য ফলানি বিবিধানি চ॥"—(অযো, ৯৪)

পরে ইন্দ্র শচীকে যেমন রমণীয় বস্তু দর্শন করান, সেইরূপ অমরসদৃশ দাশরথি রাম, ভার্য্যাকে

চিত্রকূট পর্ব্বতের রমণীয় শোভা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—"ভদ্রে ! এই পরমরমণীয় শৈল সন্দর্শন করিয়া আমার মনে রাজ্যভ্রংশ ও সুহৃজ্জনবিয়োগজন্য দুঃখ হইতেছে না। কল্যাণি ! দেখ, এই পর্ব্বত নানাবিধ পক্ষিসমূহে সমাকুল ; ইহার ধাতুমান্ শিখর-সকল যেন গগনতলের উপরিভাগ স্পর্শ করতঃ ইহাকে বিভূষিত করিতেছে ; কোন শিখর রজতসদৃশ, কোন শিখর শোণিততুল্য, কোন শিখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠা লতার ন্যায় রক্তবর্ণ, কোন কোন শিখর সুশোভন মণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। এই শৈলরাজের বিবিধধাতুবিভূষিত প্রদেশসমূহের কোন স্থান পুষ্পরাগ তুল্য, কোন স্থান স্ফটিকমণিসম, কোন স্থান কেতক পুষ্প সমান, কোন প্রদেশ নক্ষত্রাদিজ্যোতিঃ-প্রভঃ, কোন কোন স্থল বা পারদতুল্য প্রভাময়রূপে শোভা পাইতেছে। এই ভূধর বহুবিধ মৃগগণ দ্বারা সমাবৃত, বিবিধ বিহঙ্গকুলসমাকুল এবং হিংসাদি দোষ-রহিত, ব্যাঘ্র, তরক্ষু ও ভল্লূকসমূহ দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া শোভান্বিত হইতেছে। এই শৈলশ্রেষ্ঠ আম্র, জম্বু, লোধ্র, পীতশাল, পিয়াল, পনস, ধব, কর্ম্মরঙ্গ, তিনিশ, তিন্দুক, বিল্ব, বেণু, গাম্ভারী, নিম্ব, শাল, মধূক, তিলক, বদরী, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রযব ও দাড়িম্ব প্রভৃতি পুষ্পফলশোভিত ছায়াসমন্বিত মনোরম বৃক্ষরাজিদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া ইহার মনোহর শোভা সম্যক্ বৃদ্ধি করিতেছে। প্রিয়ে ! দেখ, পর্ব্বতের রমণীয় সানুদেশে এই সকল কিন্নরগণ যুগলভাবে মিলিত হইয়া কামবশত হৃষ্টচিত্তে কেমন ক্রীড়া করিতেছে ! বিদ্যাধরগণের উৎকৃষ্ট খড়্গ এবং বিদ্যাধরী-দিগের বসনসকল রমণীয় ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষসকলের শাখায় সংযুক্ত রহিয়াছে, দেখ। কোন কোন স্থানে পৃথিবী ভেদ করিয়া উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত জলপ্রপাত এবং কোন কোন স্থানে নির্ঝর দ্বারা এই শৈল মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। গুহাদ্বারস্থিত সমীরণ, নানা কুসুমের সৌরভ বহন করতঃ সন্নিহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন না করিতেছে ? * * * এই চিত্রকূটশিখর যেন বসুধাতল ভেদ করতঃ সমুত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহার শিখর-সকল সকল দিকেই সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, কামীদিগের শতদল-দলযুক্ত,—উৎপল, পুত্রজীবক, পুন্নাগ ও ভূর্জ্জপত্রনির্ম্মিত উত্তরচ্ছদবিশিষ্ট শয্যাসকল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। প্রিয়ে ! দেখ, কামিগণের পরিভোগে মর্দ্দিত ও পরিত্যক্ত কমলমালাসকল এবং ভুক্তাবশিষ্ট বিবিধ ফল দৃষ্টিগোচর হইতেছে।"

চিত্রকূটের এইরূপ বর্ণনা হইতে, বিশেষতঃ 'গন্ধমাদনসন্নিভঃ,' 'প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিং', 'শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈঃ' ইত্যাদি কথায় কালিদাসের 'তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলম্,' রামায়ণের 'সমভূমিতলে রম্যে দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে,' 'ছায়াবদ্ভিঃ মনোরমৈঃ' কথায় মেঘদূতের "স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু,' রামায়ণের 'কিন্নরী-গণসেবিতঃ,' 'পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীড়োদ্দেশান্ মনোরমান্' কথায় 'মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ' কথার ঐক্য আছে কি না, সকলকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। সিদ্ধ কিন্নর, বিদ্যাধর সকলেই দেবযোনি, যক্ষও তাহাই। যেখানে এইরূপ কিন্নর কিন্নরী—বিদ্যাধর বিদ্যাধরীর ক্রীড়াস্থল, যক্ষের কি সেইখানে অবস্থান করা সম্ভব নহে ? কালিদাস কি তাহাকে সেইখানে লইয়া যান নাই ? তাহাকে অলকা হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল, একেবারে বনবাস দেওয়া

হয় নাই। আর যক্ষের ন্যায় কুবের সিদ্ধ, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রভৃতিরও রাজা। কাজেই তাহারা যেখানে যুগলভাবে থাকে, যক্ষকে দণ্ডস্বরূপ একাকী সেইখানেই নির্ব্বাসিত করাই সম্ভব।

এক্ষণে জনকতনয়াস্নান-পুণ্যোদকের কথা বলা যাইতেছে। চিত্রকূটের পার্শ্বেই মন্দাকিনী নদী, এ কথা বলা হইয়াছে। রাম সীতাকে সেই মন্দাকিনী নদী দেখাইয়া বলিতেছেন, —

"বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংসসারসসেবিতাম্।
কুসুমৈরুপসম্পন্নাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্॥
নানাবিধৈস্তীররুহৈর্বৃতাং পুষ্পফলদ্রুমৈঃ।
রাজন্তীং রাজরাজস্য নলিনীমিব সর্ব্বতঃ॥

* * *

ক্বচিন্মণিনিকাশোদাং ক্বচিৎ পুলিনশালিনীম্।
ক্বচিৎ সিদ্ধজনাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্।

* * * *

বিধূতকল্মষৈঃ সিদ্ধৈস্তপোদমশমান্বিতৈঃ।
নিত্যবিক্ষোভিতজলাং বিগাহস্ব ময়া সহ॥
সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে! মন্দাকিনীং নদীম্।
কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি॥"

* * * *

উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধুমূলফলাশনঃ।
নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়েদ্য ত্বয়া সহ॥"—(অযো, ৯৫)

"প্রিয়ে! হংসসারস-সেবিতা, কুসুমিততরুগণোপশোভিতা, বিচিত্র পুলিনশালিনী মন্দাকিনী নদী দেখ। ইতস্ততঃ ফলপুষ্পসমন্বিত বহুবিধ তীরতরু দ্বারা কুবেরের অলকায় মন্দাকিনীর ন্যায় বিরাজমানা রহিয়াছে। * * * দেখ, এই মন্দাকিনী নদীর কোন স্থান বিপুল তটশালী, কোন স্থান সিদ্ধজনগণ সমাকুল এবং কোন স্থানে মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল জল দেখা যাইতেছে। * * * তপস্যা ও শমদমসমন্বিত পুণ্যাত্মা সিদ্ধগণ নিত্য যাহার জলে স্নান করেন, তুমি আমার সহিত তাহাতে স্নান কর। প্রেয়সি! তুমি মন্দাকিনীর সখীর ন্যায় শুভ্র ও রক্তবর্ণ কমল-সকল নিক্ষেপ করতঃ নদীতে অবগাহন কর। * * * আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া মধু ও ফলমূল আহার করতঃ অযোধ্যা ও রাজ্যের কামনা করি না।" ইহার সহিত কি 'জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু' কথার ঐক্য হয় না?

রামায়ণে চিত্রকূটের মেঘের খেলার কথা নাই। কারণ, রামচন্দ্র বসন্তকালে চিত্রকূটে গিয়াছিলেন। সীতাকে দেখাইয়া তিনি বলিতেছেন,—

"স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে॥"—(অযো, ৫৬-৬।)

"দেখ, এই বসন্তকালে পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষসকল স্ব স্ব পুষ্পে মালাধারী হইয়াছে।" কিন্তু কালিদাস নিজ রঘুবংশে চিত্রকূটে মেঘের খেলার কথা বলিয়াছেন।

"ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোঽসৌ * শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কঃ।
বধ্নাতি মে বন্ধুরগাত্রি চক্ষুর্দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ॥—(রঘু, ১৩-৪৭)।

নির্ঝরধারার শব্দোদ্গারী গুহামুখে হে বন্ধুরগাত্রি, ঐ দেখ, শৃঙ্গে মেঘরূপ বপ্রপঙ্কলগ্ন চিত্রকূট দৃপ্ত বৃষভের ন্যায় আমার চক্ষু বদ্ধ করিতেছে। মেঘদূতে আমরা 'আশ্লিষ্টসানুং, বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং মেঘম্' দেখিয়াছি, আর রঘুবংশে 'শৃঙ্গাগ্রলগ্নাম্বুদবপ্রপঙ্কো দৃপ্তঃ ককুদ্মানিব চিত্রকূটঃ' দেখিতেছি। সেখানে মেঘ বপ্রক্রীড়াপরিণতগজের ন্যায়, আর এখানে চিত্রকূট শৃঙ্গাগ্রে মেঘরূপ বপ্রপঙ্কলগ্ন দৃপ্ত বৃষভের মত। দুই স্থলেই মেঘ ও বপ্রক্রীড়ার কথা রহিয়াছে। চিত্রকূটে যে মেঘের খেলা হয়, কালিদাস রঘুবংশে তাহা বলিতেছেন। রামগিরিতে তাহা ভাল করিয়াই বলিয়াছেন। রঘুবংশে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকের কথা না থাকিলেও, মন্দাকিনীর কথা বলিতে কালিদাস বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিতেছেন,—

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥†—(রঘু, ১৩-৪৮)।

নির্ম্মল নিস্পন্দ প্রবাহে দূরে অবস্থান হেতু কৃশা বলিয়া প্রতীয়মানা মন্দাকিনী নদী চিত্রকূটের উপকণ্ঠে ভূমির কণ্ঠগতা মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। চিত্রকূটের ছায়াতরুতলে যে রামসীতা অবস্থান করিয়াছিলেন, কালিদাস রঘুবংশে তাহাও বলিয়াছেন,—

"সসৈন্যশ্চান্বগাদ্রামং দর্শিতানাশ্রমালয়ৈঃ।
তস্য পশ্যন্ সসৌমিত্রেরুদশ্রুর্বসতিদ্রুমান্॥—(রঘু, ১২-১৪)।

আশ্রমবাসীদের দর্শিত সলক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বসতিদ্রুম-সকল দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভরত সসৈন্যে রামের অনুগমন করিয়াছিলেন। আবার বলিতেছেন,—

"প্রভাবস্তম্ভিতচ্ছায়মাশ্রিতঃ স বনস্পতিম্।
কদাচিদঙ্কে সীতায়াঃ শিশ্যে কিঞ্চিদিব শ্রমাৎ॥"—(রঘু, ১২-২১)।

কখনও কখনও আপন প্রভাবে ছায়া স্তম্ভিত করিয়া বনস্পতির তলে সামান্য শ্রমের পর রামচন্দ্র সীতার অঙ্কে শয়ন করিতেন। সুতরাং রামগিরির স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুর সহিত চিত্রকূটের বসতিদ্রুম ও স্তম্ভিতচ্ছায়া বনস্পতির ঐক্য আছে কি না, সকলে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এক্ষণে রামগড় অপেক্ষা চিত্রকূটেরই রামগিরি হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা কি না, তাহাও সকলকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিতেছি। বিশেষতঃ এই চিত্রকূটেই ভরত-সমাগম

* "ধারাস্বনোদ্গারিদরীমুখোঽসৌ" কথায় রামায়ণের 'সরিৎপ্রস্রবণপ্রস্থান্ দরীকন্দরনির্ঝরান্' কথাটি মনে পড়িতেছে।

† "মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ" কথায় রামায়ণের 'রুচিমণিনিকাশোদাম্' কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

হইয়াছিল। ভরত-সমাগম রামায়ণের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। কালিদাসও রঘুবংশে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই চিত্রকূট যে তাঁহার রামগিরি, তাহাই মনে হয়।

মেখলায় অঙ্কিত শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্নের কথা রামায়ণে নাই, রঘুবংশেও নাই। কেবল তাহা মেঘদূতেই আছে। এক্ষণে তাহা কোন পর্ব্বতের মেখলায় দেখিতে পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারি না। কালিদাসের সময় রামগিরির মেখলায় হয় ত ঐরূপ কিছু চিহ্ন ছিল, নতুবা কালিদাস তাহার উল্লেখ করিবেন কেন? সে যাহা হউক, চিত্রকূটের পরিক্রমপথে চরণপাদিকা নামক মন্দিরে এখনও রামসীতা ও লক্ষ্মণের পদচিহ্ন দেখান হইয়া থাকে। অবশ্য রামগড়েও দুইটী পদচিহ্ন দেখায়। কিন্তু তাহাতে পরিক্রমের কোন কথা নাই। এই পরিক্রম হইতেই গিরিমেখলায় অঙ্কিত পদচিহ্ন বুঝিয়া লইতে পারা যায়। চিত্রকূটে এখনও অনেক তীর্থে যাত্রীরা স্নানও করিয়া থাকে।‡

এক্ষণে একটী কথা উঠিতে পারে যে, কালিদাস মেঘকে বরাবর উত্তরমুখে অলকায় না পাঠাইয়া, এত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইয়া গেলেন কেন? শাস্ত্রী মহাশয় সে কথার উত্তর দিয়াছেন। আমরাও তাহাই মনে করি। কবির প্রিয়ভূমিগুলি দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি রঘুবংশে পুষ্পকরথকে যে দিক্ দিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা না করিয়া মেঘদূতে মেঘকে অন্য পথ ধরাইয়া দিয়াছেন। রঘুবংশের পুষ্পকের পথ রামায়ণের বর্ণিত স্থান। কিন্তু মেঘদূতের মেঘের পথ কবির নিজের সৃষ্টি। কাজেই কবি আপন ইচ্ছায় মেঘকে চালাইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় রঘুবংশের পর মেঘদূত রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়, যদিও কেহ কেহ রঘুবংশের পূর্ব্বে মেঘদূতের রচনা বলিয়া থাকেন।§ রঘুবংশে কালিদাসকে কতকটা পরনির্ভরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, কিন্তু মেঘদূতে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। পূর্ণ স্বাধীনতার পর পরনির্ভরতা আসে না। সে যাহা হউক, মেঘদূতে কালিদাস স্বাধীনভাবেই আপনার কল্পনাকে চালিত করিয়াছেন। প্রথমে তিনি রামগিরি বা চিত্রকূট হইতে মেঘকে অমরকণ্টকে লইয়া গিয়াছেন। অবশ্য যক্ষ তাহাকে একটু পিছাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু পরে উত্তরে যাইতে বলিয়াছে। আমাদের চক্ষে চিত্রকূট ও অমরকণ্টকের ব্যবধান নিতান্ত

‡ "Foot-prints of Rama, Sita and Lachhman are still shown at a temple called Charanpadika on the Parikrama * * * There are 33 places of worship, dedicated to various deities, situated on the low surrounding hills on the banks of the Paisuni and in the valley and plains at the foot of the hill, all of which are connected with the ceremonies performed at Chitrakot Of these places, seven, named Kot-tirth, Diwanganga, Hanuman Dhara, Phataksila, Answiya, Gupt Godawari and Bharat-Kup, are those most frequented by devout Hindus, who go through the ceremonies of bathing and meditation at each of them."—The Traveller's Companion—compiled by Abdur Rasheed, Librarian, under the orders of the Railway Board—Chitrakot.

§ S. C. De, Kalidasa and Vikramaditya.

অল্পবোধ না হইলেও, মেঘের নিকট—বিশেষতঃ যাহাকে অলকায় যাইতে হইবে, তাহার কাছে যে তাহা 'কিঞ্চিৎ', তাহাতে সন্দেহ নাই। অমরকণ্টক হইতে মেঘ সোজা উত্তরে গেলে, আবার সেই প্রয়াগ অযোধ্যা। সেখান হইতে অলকায় যাইতে হইলে, পশ্চিমমুখে বাঁকিয়া যাইতে হইবে। তাই কবির প্রিয় স্থানগুলি দেখাইবার ছলে তিনি অমরকণ্টক হইতে মেঘকে উত্তরমুখে যাইতে বলিয়া, বক্রভাবে পশ্চিম দিক্ ধরিয়া উত্তরমুখ হইয়া যাইতে বলিতেছেন। আর বর্ষার বাতাস মেঘকে পশ্চিমে ঠেলিতে ঠেলিতেও লইয়া যাইবে। তাই অমরকণ্টক হইতে মেঘ বিন্ধ্য ও নর্ম্মদা দেখিয়া একেবারে পূর্ব্বমালবে গিয়া পড়িবে। এই মালবপ্রদেশই প্রধানতঃ কবির প্রিয়স্থল। তাই সেখানকার বিদিশা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেখাইবার জন্য তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তবে বিদিশা, উজ্জয়িনী প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার অমরকণ্টক, নর্ম্মদা ও বিন্ধ্যপ্রীতি কেন হইল, এরূপ একটী কথা উঠিতে পারে। কেন হইল, এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে কালিদাসের যে বিন্ধ্যপ্রীতি ছিল, তাহা কেবল মেঘদূতে নহে, তিনি অন্যান্য স্থানেও তাহা দেখাইয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে "বিদ্যুদ্দাম্না মেঘরাজীব বিন্ধ্যম্", রঘুবংশে "বিন্ধ্যস্য মেঘপ্রভবা ইবাপঃ" এবং ঋতুসংহারের—

"জলভরনমিতানামাশ্রয়োঽস্মাকমুচ্চৈ-
রয়মিতি জলসেকৈস্তোয়দাস্তোয়নম্রাঃ।
অতিশয়পরুষাভির্গ্রীষ্মবহ্নেঃ শিখাভিঃ
সমুপজনিততাপং হ্লাদয়ন্তীব বিন্ধ্যম্॥—(ঋতু, বর্ষা, ২৭)।

এইরূপ বর্ণনা হইতে কালিদাসের যে বিন্ধ্যপ্রীতি ছিল, তাহা বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, কালিদাস প্রথম বয়সে বিন্ধ্য প্রদেশেই ঋতুসংহার রচনা করিয়াছিলেন।* আমরা একটা কথা বলিয়া রাখি, যদিও নানা স্থানে কালিদাসের জন্মভূমি স্থির করিবার চেষ্টা হইতেছে, † অমরকণ্টকে যে তিনি জন্মিয়াছিলেন, এরূপ একটা কথাও প্রচলিত আছে।‡ ইহার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে কালিদাসের বিন্ধ্যপ্রীতির কারণ অবশ্য বুঝা যাইতেছে। আর চিত্রকূট হইতে আম্রকূটে মেঘকে লইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যও বুঝা যায়। আমরা তখন দীনবন্ধুর সেই কবিতাটি মনে করিতে পারি,—

---

* S. C. De, Kalidasa and Vikramaditya.

† মালব, বাঙ্গলা, কাশ্মীর, মধ্যদেশে, কালিদাসের জন্মস্থান লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। হয়ত কালিদাস ঐ সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকিবেন। তাই আমাদের সেই ইংরাজী কবিতাটি মনে পড়ে,—

"Seven cities claimed for Homer dead
Through which living Homer begged his bread."

‡ "Amarkantak is also the birth-place of Kalidas, author of the famous poems of Meghdut and Amarikantak"—The Traveller's Companion—Amarikantak.

অমরীকণ্টক কাব্য কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

"পাক দিয়া বেড়ে যাব চৌবাড়িয়া গ্রাম
বিনত দীনের যথা অতি দীনধাম।"

সে যাহা হউক, কালিদাসের বিন্ধ্যপ্রীতিই যে মালবপ্রদেশের ন্যায় মেঘকে বিন্ধ্যপ্রদেশ হইতে ঘুরাইয়া মালবে লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, চিত্রকূটকেই রামগিরি বলিয়া বোধ হয়। মল্লিনাথও তাহাই বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমরা রামগড়কে রামগিরি ধরিয়া লওয়ার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

শ্রীনিখিলনাথ রায়

শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত*

(আলোচনা)

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌-এ, ভাষাতত্ত্বনিধি মহাশয় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। এ পর্য্যন্ত নানা পত্রিকায় তাঁহার গবেষণালব্ধ বহু বিষয় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি সকল বঙ্গভাষানুরাগী, বিশেষতঃ বাঙালী-মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (তৃতীয় ভাগ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪) তাঁহার 'শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত' শীর্ষক একটি অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে (পৃঃ ২১০, পাদটীকা দ্রষ্টব্য) তিনি আমার একখানি মহাভারত পুথির কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বাধ্য হইয়া অতি সঙ্কোচের সহিত আমাকে এই আলোচনায় যোগ দিতে হইল। উক্ত পুথি দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণের যদি বিন্দুমাত্রও সহায়তা হয়, তবে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

প্রারম্ভেই একটি কথা আমাকে জানাইয়া রাখা ভালো। বর্ত্তমান সময়ে আমার নিকটে মাত্র একখান মহাভারতের পুথি আছে। ত্রিপুরা জেলা হইতে আমি আরো সঞ্জয়-রচিত মহাভারত সংগ্রহ করিয়াছি বটে, কিন্তু আপাততঃ তাহা আমার সঙ্গে না থাকাতে পাঠ মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হইল না। কলিকাতা থাকিলে আরো বহু পুথি দেখিবার সুযোগ ঘটিত, কিন্তু তাহা হইতেও আমি বঞ্চিত। বর্ত্তমানে শান্তিনিকেতন হইতে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। এখানকার গ্রন্থাগার খুবই মূল্যবান্ সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙলা পুথির সংগ্রহ এখানে নাই, এ কথা অনেকেই হয় ত জানেন। সুতরাং সমুদয় মন্তব্য আমাকে এই একখানি মাত্র পুথির উপর নির্ভর করিয়াই লিখিতে হইল ; হয় ত অপরাধ আমার অমার্জ্জনীয়।

কলিকাতা য়ুনিভার্সিটির পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে ভর্ত্তি হইবার পর ত্রিপুরা জেলায় প্রাচীন পুথি ও গীতিকার খোঁজ করিতে করিতে আমি সর্ব্বপ্রথম ইহার সন্ধান পাই। কিন্তু তখন ইহা সংগ্রহ করি নাই, অপ্রকাশিত ও সর্ব্বসাধারণের অজানা পুথি ও গীতিকা সংগ্রহেই আমি সেই সময়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। আমার এই সময়কার সংগৃহীত পুথির মধ্যে সেক চান্দের ভণিতাযুক্ত 'রসুলবিজয়' নামক একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য। গত বৎসর পরীক্ষা ইত্যাদি শেষ হইলে পর আলোচ্য পুথিখানিকে প্রাচীন দেখিয়া (খণ্ডিত, অর্থাৎ অশ্বমেধ পর্ব্ব পর্য্যন্ত হইলেও আমি সংগ্রহ করি এবং কলিকাতা আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি। আমাদের

---

* ১৩৩৫।২১এ আশ্বিন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়েই পুথিখানি দেখেন এবং ইহা মূল্যবান্ মনে করিয়া আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। তখন বসন্তবাবুর এই প্রবন্ধটি লেখা হইতেছে, সুনীতিবাবু আমাকে তাঁহার একখানি চিঠি পড়িয়া শোনান। আলোচ্য পুথি হইতে উপকরণ সংগ্রহে আমার আপত্তি আছে কি না, জিজ্ঞাসা করায় আমি সানন্দে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করি। তখন সুনীতিবাবু সময় অভাবে তাড়াতাড়ি এই পুথি হইতে কয়েকটি ভণিতা লিখিয়া লয়েন, পরে হয় ত বসন্তবাবু তাঁহার নিকট হইতেই এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। সুনীতিবাবু ঐ সমস্ত ভণিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন নাই বলিয়াই বসন্তবাবু কলিকাতা আসিলে আমাকে পুথিখানি লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু নানা কারণে তখন তাহা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত আছি।

শ্রদ্ধেয় বসন্তবাবু আমার পুথিখানিকে পরাগলী ভারত আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পুথিখানি খণ্ডিত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং ইহার সকল পর্ব্ব একজনের রচিত নহে। আদিপর্ব্বে গঙ্গাদাস সেন, কবীন্দ্র এবং নিত্যানন্দ ঘোষ বলিয়া এক কবির ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, যথা—

(১) গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।—(পৃঃ ৪ ক)

(২) গঙ্গাদাষ কবি কহে রচিয়া পয়ার।
মহাভারথের কথা অমৃতের সার॥
ভারথের পুণ্যকথা সুনে একমনে।
নিত্য গঙ্গাস্নান হৈল কহিছে পুরানে॥
ব্যাশ মুনির বাক্যে পাণ্ডব বিজয়।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে অন্তে সর্গ হএ॥—(পৃঃ ৯ক খ)

(৩) ষষ্ঠীবরসুত সেন পদবন্দ সঙ্কেতন
গঙ্গাদাসে রচিল পয়ার।—(পৃঃ ১০ক)

(৪) নিত্যানন্দ ঘোষে বোলে সুন সর্ব্বজন।
আগে এহি অষ্টাদস পর্ব বিবরণ॥—(পৃঃ ২৩ খ)

(৫) নিত্যানন্দ [ঘো]ষে বোলে নাহিক অন্যথা।
পাঁচালি কহিব সুন আদিপর্ব কথা॥—(পৃঃ ২৪ ক)

(৬) ভারথের পুণ্য............... ।
............লোকে হইবা নিস্তার॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শ্রীযুত লস্কর পরাগল খান।
অষ্টাদস ভারথ .... ॥

তাহান আদেশমাল্য মাথে করি সার।

কবেন্দ্রে রচিলা পোথা ভব তরিবার ॥[১] ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজয়ে আদিপর্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মা। পুস্তক। শ্রীশিবরাম দেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং। (পৃঃ ৪৬খ)।

একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'[২] নিত্যানন্দ ঘোষ সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—'নিত্যানন্দ ঘোষ নামক জনৈক কবি সমস্ত মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই মহাভারতই পশ্চিম-বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। সঞ্জয় যেরূপ পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ মহাভারত অনুবাদকারক, নিত্যানন্দ ঘোষও পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সেইরূপ স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন।' কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গেও যে নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারতের অংশবিশেষ পাওয়া যাইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

আমার পুথির শুধু আদি, সভা ও অশ্বমেধপর্ব্বটি সঞ্জয়ের নহে, তা ছাড়া আর আর প্রায় সমস্ত পর্ব্বই সঞ্জয়ের ভণিতাযুক্ত; এই সকল ভণিতার কয়েকটি মাত্র পরে উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত হইবে। দুই একটি পর্ব্বে মোটেই ভণিতা নাই, কিন্তু তাহারা পূর্ব্বাপর পর্ব্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত বলিয়া একই কবির রচনা মনে করা হয় ত অসঙ্গত হইবে না। উদাহরণ-স্বরূপ অনুশাসন পর্ব্বটির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তা ছাড়া আমার পুথিতে কবীন্দ্র-রচিত অনুশাসন পর্ব্বও পৃথক্ পাওয়া গিয়াছে।

বসন্তবাবু সঞ্জয় ও পরাগলী ভারতের তুলনা করিয়া অবশেষে লিখিতেছেন,—'..... অশ্বমেধ পর্ব্বের সমস্তটাই সঞ্জয়-ভারতে পৃথক্। পরাগলী বা ছুটিখানী অশ্বমেধ পর্ব্ব সঞ্জয়ভারতে গৃহীত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ষষ্ঠীবরসুত গঙ্গাদাস সেনের অশ্বমেধ পর্ব্বটি সঞ্জয়ভারতে সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে[৩]।' কিন্তু আমার পুথিতে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি,—অশ্বমেধ পর্ব্বটি শ্রীকর নন্দী বিরচিত।

আলোচ্য পুথি নকলের তারিখ সম্বন্ধেও একটু আলোচনা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। অশ্বমেধ পর্ব্ব ১৬৩২ শকাব্দে শ্রীরাজারাম দত্ত নকল করিয়াছেন, পুথির মালিক শ্রীশিবরাম দেবশর্ম্মা[৪]। ইহা ভিন্ন সভাপর্ব্ব এবং শান্তিপর্ব্বের পরেও অন্য লিপিকরের তারিখ দেওয়া আছে[৫]। সভা-

১। এই পৃষ্ঠাটির অতি জীর্ণ অবস্থা, অনেক অক্ষরই উঠিয়া গিয়াছে। নিঃসন্দেহে যাহা পড়া যায়, তাহাই উদ্ধৃত হইল।

২। পৃঃ ৪২৩, চতুর্থ সংস্করণ।

৩। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩১৪, পৃঃ ২০৯।

৪। যথা—ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজয়ে অশ্বমেধ পর্ব। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিরপি মতিভ্রমঃ যথা দৃষ্ট তথা লিখীতং। লেখকো নাস্তি দোস। সুভমস্তু শকাব্দা ১৬৩২ তেরিখ ২৩ কার্ত্তিক রোজ বুধবার দিবা আদ প্রহর্স। লিখিতং শ্রীরাজারাম দত্ত স্বাক্ষরমিদং। পুস্তকং শ্রীশিবরাম দেবস্যঃনস্ত।

৫। সভাপর্ব্বের পরে—ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজয়ে দ্বিতীএ সভাপর্ব সমাপ্ত। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৫৯। লিখিতং শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মা। শ্রীকামদেবশর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং।

পর্ব্ব এবং শান্তিপর্ব্বের তারিখ কিছু পরবর্ত্তী সন্দেহ নাই—কিন্তু আদিপর্ব্বের লেখকও শ্রীদিনমণি দেবশর্ম্মা এবং তাহার মালিকরূপে শ্রীশিবরাম দেবশর্ম্মার নামই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান করা যায়, কামদেব হয় ত শিবরামেরই পুত্র অথবা নিকট আত্মীয় কেহ হইবেন। সুতরাং মোটামুটিরূপে আমরা পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিতেছি।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার বিজয় পণ্ডিত-(?) রচিত মুদ্রিত মহাভারতের মুখবন্ধে সরলতা ও সংক্ষিপ্ততার জন্য ইহাকে আদি মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার এই মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই[৬]। বসন্তবাবুও এ বিষয়ে আপত্তি তুলিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন,—'সংক্ষিপ্ত হইলেই কাব্যখানিকে আদিকাব্য এবং বিস্তারিত ও বৃহদায়তন হইলেই তাহাকে সেই আদি-কাব্যের বিকাশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? লঘুকৌমুদী ত সিদ্ধান্তকৌমুদীর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গ্রন্থ নহে; লঘুভাগবত গ্রন্থ ভাগবত গ্রন্থের মূল নহে; বাল্মীকির রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের অথবা ব্যাস-মহাভারত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের বিকাশ নহে। * * * ইহা হইতে দুইটি অনুমান মনে আসে—প্রথম বড়টি ছোটটির বিকাশ, অথবা দ্বিতীয় ছোটটি বড়টির সংক্ষেপ[৭]।' আমরা এই যুক্তি সমর্থন করি। কিন্তু তিনিই আবার পরে লিখিতেছেন,—'মোটের উপর পরাগলী ভারত অপেক্ষা সঞ্জয়ভারতে কিছু বেশী কথা আছে; ইহাকে ভবিষ্যৎ সংযোজন বলা যায়[৮]।' ইহাতে পূর্ব্বাপর যুক্তির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে কি? কিন্তু ইহারও বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাব নাই। দীনেশবাবু সঞ্জয়ের মহাভারতকে অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কয়েকটি পর্ব্বের পত্রাঙ্ক তাঁহার সহিত আমার প্রায় মিলিয়া যাইতেছে। আমার পুথিতে কবীন্দ্র ও সঞ্জয়, উভয়েরই অনুশাসন পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তুলনা করিয়া দেখিলাম, কবীন্দ্রের অনুশাসন পর্ব্ব সঞ্জয় অপেক্ষা বৃহৎ।

বসন্তবাবু তাঁহার প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত ৪খানি (১৫৫০ সংখ্যক, ৮৫৬ সংখ্যক, ৮৬৫ সংখ্যক ও ৯৬৭ সংখ্যক পুথি) সঞ্জয়-মহাভারতের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু একমাত্র ৮৫৬ সংখ্যক পুথিখানার লিপিকাল আমাদের জানাইয়াছেন[৯]। উক্ত পুথি-খানার তারিখ ১২১৭।১০ ফাল্গুন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা যদি বঙ্গাব্দ হয়, তবে পুথিখানা কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের প্রাচীন মাত্র। তাঁহার পুথি হইতে আমার পুথি যে প্রাচীনতর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুথি যতই অপ্রাচীন হইবে, 'জয়গোপালগণ' ততই ইহার পাঠ বিকৃত ও পরিবর্দ্ধন করিতে সুবিধা পাইবেন, ইহা তো অতি সহজ কথা। বিশেষতঃ পরাগলী

শান্তিপর্ব্বশেষে—ইতি শ্রীমহাভারথে পাণ্ডববিজএ চতুর্দ্দশে শান্তিপর্ব্বঃ সমাপ্তঃ। লিখিতং শ্রীদিনমণি দেব-শর্ম্মণঃ পুস্তক শ্রীকামদেব দেবশর্ম্মা। ইতি সন ১০৩৯।

[৬] বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৩৫, চতুর্থ সংস্করণ।

[৭] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ১৭২।

[৮] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২০৯।

[৯] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২০৭।

ভারত হইতে সঞ্জয়-ভারতের প্রচার যে অনেক বেশী, তাহা বসন্তবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণেও তাঁহার সঞ্জয়-ভারত বিপুলায়তন হওয়া বিচিত্র নয়।

সঞ্জয়-রচিত মহাভারতে যে ধৃতরাষ্ট্র-সহচর সঞ্জয় আছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ; কবিই এই সন্দেহ রাখিতে দেন নাই। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ-বিবরণ বলিবার নিমিত্ত এই সহচর সঞ্জয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই উপাখ্যান আমরা ভীষ্মপর্ব্ব হইতে কবির রচনাই উদ্ধৃত করিতেছি,—

পাণ্ডব কৌরব তবে সময় করিল।
ধর্ম্ম অনুশারি যুদ্ধ সন্ধান করিল॥
নির্ব্বহিল যুদ্ধকাল হৈল অবসান।
পরস্পরে করিব সৌহার্দ্দি সন্বিধান॥
বনে বনে বিচারিয়া চাহিব কুতুহল।
বিপক্ষ করিয়া তাত না করিব ছল॥
বাক্যযুদ্ধে না করিব অস্ত্রের প্রহার।
অশ্ববার সনে জুঝিবেক অশ্ববার॥
গজে গজে জুঝিবেক পদাতি পদাতি।
রথে রথে জুঝিবেক ধর্ম্মযুদ্ধ অতি॥
বোলাইয়া জুঝিবেক না জুঝি অজ্ঞাত।
জে জন বিকোল অস্ত্র না করিব তাত॥
বিশ্বাসিয়া না মারিব না মারিব সুত।
হিন জন না মারিব না মারিব দূত॥
এক সনে যুদ্ধ দিতে না মারিব আনে।
না মারিব বিমুখ সরণ লএ জনে॥
হিন জন না মারিব কবচবর্জ্জিত।
ভার বহে জন না মারিব কদাচিত॥
জে জনে যোগাএ অস্ত্র তাহাকে না মারি।
না মারিব জত জনে বাহে সংখ ভেরি॥
এহি মত সমবায় করি দুই বলে।
সংগ্রামেত প্রবেসিল মন কুতুহলে॥
ধৃতরাষ্ট্রের ইছা হৈল যুদ্ধ দেখিবারে।
হেন যুদ্ধ দেখিতে জে না দিল আন্ধারে॥
পাণ্ডব কৌরবগণ রণেতে নিধন।
জানিয়া আইল ব্যাশ মুনি তপোধন॥

ব্যাশদেব আইল জদি রাজার তুয়ারে।
দ্বারি গিয়া জানাইল রাজার গোচরে ॥
দ্বারি বোলে আসিআছে ব্যাশ তপোধন
জানাইতে আইল মুই তোহ্মার চরণ ॥
ই কথা সুনিয়া রাজা বলিল দ্বারিরে।
সত্বরে মুনিরে গিয়া আন অন্তঃপুরে ॥
রাজার আজ্ঞাএ মুনি গেল পুরি মাঝে।
পাদ্য অর্ঘ আঁচমনি দিয়া মুনি পুজে ॥
চরণে পড়িয়া স্তুতি করিল বিস্তর।
প্রদক্ষিণ করিয়া বলিল তদন্তর ॥
দুর্য্যোধনে না সুনিল তোহ্মার জে বোল।
তে কারণে ক্ষয় হৈল মোর্ব দুই কুল ॥
ধৃতরাষ্ট্রে চিন্তএ পুত্রের বিসম্বাদ।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করএ বিশাদ ॥
হেন কালে ব্যাশ মুনি রাজাতে কহিল।
আজি হোতে কুরুবল বংশ নাস পাইল ॥
কাল অভিপ্রায় আজি অনিত্য সংশার।
বিশাদ না কর চিত্য সুন মহাভার ॥
পুত্র সব তোহ্মার জতেক অপচয়।
পরস্পরে মারিয়া সমরে হৈব ক্ষয় ॥
যুদ্ধ দেখিবারে জদি অভিলাস হএ।
সাবধান হইয়া রাজা চাহিবা নিশ্চয় ॥
দেখিবার ইচ্ছা মোর নাহিক নয়ন।
জ্ঞাতি মিত্র সুহৃদ পড়িব বন্ধুজন ॥
প্রনমিয়া ধৃতরাষ্ট্রে সকরুণে কহে।
জ্ঞাতিবধ দরসন হৃদএ না সহে ॥
তোহ্মার প্রসাদে মুই সুনিব শ্রবণে।
ই বলিয়া নরনাথ পড়িল চরনে ॥
ব্যাশে বোলে দীব্য চক্ষু পারিএ দিবার।
দেখিবারে ইস্থা জদি থাকএ তোহ্মার ॥
অন্ধরাজা বোলে দুই কুল নাস হৈব।
দেখিবারে সক্য নহে কেমতে দেখিব ॥

হেন জন আজ্ঞা কর মোর প্রতি বাপ।
প্রতিদিন মোতে কহে যুদ্ধের প্রস্তাপ॥
ক্ষেনেকে চিন্তিয়া তবে ব্যাশ তপোধন।
সঞ্জয়রে দিল বর দীব্য দরসন॥
রাজাকে বোলএ তবে ব্যাশ তপোধন।
তাহাতে সুনিবা জত যুদ্ধের কথন॥—(পৃঃ ১৩৬ খ ও ১৩৭ ক, খ)

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক পর্ব্বেই সহচর সঞ্জয়ের উল্লেখ মিলে, কিন্তু সেগুলি যে ভণিতা নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যথা,—

(১) এতেকে জানিলুম দুর্য্যোধনের নাই জয়।
তার পাছে কি হইল কহরে সঞ্জয়॥
সঞ্জএ বোলএ রাজা তোহ্মা বুদ্ধি দোষে।
অখনে বিফল চিন্ত চিন্তিবা জে শেষে॥ ইত্যাদি। (পৃঃ ১৪৯)

(২) ধৃতরাষ্ট্রে বোলে তবে কহরে সঞ্জয়।
তোহ্মার কথা সুনিয়া মনেতে লাগে ভয়॥

সঞ্জএ বোলএ রাজা এহি দুইজন।
পাণ্ডববংশেত জন্ম অর্জ্জুননন্দন॥
তোহ্মার পুত্রের কুবুদ্ধি হইল পাষা খেড়ি।
যুধিষ্ঠির রাজা গেল রাজ্যধন এড়ি॥ ইত্যাদি।
(পৃঃ ১৫০ খ ও ১৫১ ক)

(৩) ধৃতরাষ্ট্রে বোলে তবে কহরে সঞ্জয়।
তবে কোন মত হৈল কহ মহাসয়॥
সঞ্জএ বোলএ রাজা সুন সাবধানে।
বিবেচিয়া কহি সুন তোহ্মা বিদ্যমানে॥ ইত্যাদি। (পৃঃ ১৫২ খ)

কয়েক স্থানে সঞ্জয় শব্দ দ্ব্যর্থবোধক, ইহাও সত্য। যেমন আমার পুথিতে,—

(১) হানাহানি কাটাকাটি বান বরিসন।
সঞ্জএ কহিলা ভীষ্ম পর্ব্বের কথন॥—(পৃঃ ১৫৩ ক)
(২) অষ্টম দিনের রণ ভীষ্ম পর্ব্বএ।
জয়মুনি কহিল কথা কহিল সঞ্জয়॥—(পৃঃ ১৫৫ ক)
(৩) ভীষ্ম পর্ব্বে রাত্রি শেষে ইসব কথন।
সঞ্জএ কহিল সপ্ত দিন বিবরণ॥—(পৃঃ ১৫৭ ক)

(৪) নবম দিবসের রনে ভিষ্মের হৈল ভঙ্গ।
সঞ্জএ কহিল ভিষ্ম পর্ব্ব নানা রঙ্গ॥—(পৃঃ ১৬৪ খ)
(৫) দ্রোণ পর্ব্ব মহা পোথা কৌতুক প্রচুর।
সঞ্জএ কহিল তাকে বড়হি মধুর॥—(পৃঃ ১৮৫ ক)

কিন্তু ইহা ভিন্ন সঞ্জয়ের প্রকৃত ভণিতাও দুর্লভ নহে। বসন্তবাবু সঞ্জয়ের কয়েকটি দ্ব্যর্থবোধক ভণিতা ও ধৃতরা -সহচরের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন,—'এগুলি প্রকৃত ভণিতা নহে। ইহার উপর কবীন্দ্র বা শ্রীকরের ভণিতা পৃথক্ আছে[১০]।' প্রমাণস্বরূপ আমার পুথির কথা উল্লেখ করিয়া পাদটীকায় বলিতেছেন,—'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার একজন কুমিল্লাবাসী ছাত্রের আনীত একখানি পরাগলী ভারতের পুথিতে কবীন্দ্র ও সঞ্জয়ের ভণিতা একত্র পাইয়াছেন। আমার পুথিগুলিতেও তাহাই পাইতেছি। তবে তাঁহার পরাগলী ভণিতাগুলি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত দেখিলাম[১১]।' কিন্তু মোটেই তাহা নহে। আমার পুথিতে কোথাও কবীন্দ্র বা সঞ্জয়ের ভণিতা একত্র নাই। বসন্তবাবুর পুথির ন্যায় আমার পুথিতে সঞ্জয়ের ভণিতার উপরে কবীন্দ্র বা শ্রীকরের ভণিতাও পৃথক্ পাওয়া যাইতেছে না। প্রমাণস্বরূপ আমার পুথি হইতে কয়েকটি মাত্র ভণিতা উদ্ধৃত হইল, বাহুল্যভয়ে বেশী উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

(১) ভিষ্ম পর্ব্বে অভিমন্যু দেখিয়া বিক্রম।
পয়ারে সঞ্জএ কহে পোথা জে সুগম॥—(পৃঃ ১৪৫ ক ও খ)
(২) ভিষ্ম পর্বে ভগদত্ত ভিমের জে যুদ্ধে।
সঞ্জএ কহিল তবে পয়ার প্রবন্ধে॥—(পৃঃ ১৪৮ খ)
(৩) চতুর্থ দিনের রণ ভিষ্ম পর্বণি।
সঞ্জএ রচিয়া কহে তাহার কাহিনী॥—(পৃঃ ১৪৯ ক)
(৪) তবে পলাইয়া গেল দুই মহারথী।
সংশার ভরিয়া রৈল অর্জ্জুনের কীর্ত্তি॥
ভিষ্ম পর্বে দ্রোণ অশ্বথামা পরাজয়।
পাঁচালি সুগম করি কহিল সঞ্জয়॥—(পৃঃ ১৬৩ ক)
(৫) প্রথম দিবসে যুদ্ধ দ্রোণ পর্বএ।
লোকে বুঝিবারে কথা কহিল সঞ্জয়॥—(পৃঃ ১৮৬ খ)
(৬) দ্রোণ পর্বে পয়ার সমর অর্জ্জুনের।
সঞ্জএ কহিল কথা কথা সঞ্জএর॥—(পৃঃ ১৮৮ খ)

১০। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২১০।
১১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২১০ পাদটীকা।

(৭) ঘোটক ধ্বজের ভেদ দ্রোণ পর্বএ।
সঞ্জএ কহিল কথা কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৯৩ ক)

(৮) দ্বিতীয় দিবস যুদ্ধ দ্রোণ জে পর্বএ।
সঞ্জএ গাঁথিল পোথা কহিল সঞ্জয় ॥—(পৃঃ ১৯৮ খ)

(৯) করুণাসাগর কথা দ্রোণ জে পর্বএ।
সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জএ ॥—(পৃঃ ২১১ খ)

(১০) দ্রোণ পর্বে কহিলেক জয়দ্রথ বধে।
সঞ্জএ বুঝাএ লোক পয়ার প্রবন্ধে ॥—(পৃঃ ২১৮ ক)

(১১) ব্যাসের চরিত্র এহি দ্রোণ পর্ব কথা।
পাঁচালি সঞ্জএ কহে সঞ্জএর কথা ॥—(পৃঃ ২৪২ ক)

(১২) পঞ্চম দিনের রণ দ্রোণ জে পর্বএ।
ভবের তরণী নৌকা করিল সঞ্জএ ॥—(পৃঃ ২৬৬ খ)

(১৩) এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত সংহিতা।
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কবিতা ॥
সাবধানে ধর্ম্মকথা বুঝাইবার তরে।
সঞ্জএ কহিল কথা মধুর পয়ারে ॥—(পৃঃ ২৭১ খ)

(১৪) অতি অন্ধকার মহাভারথ সাগর।
পাঁচালি সঞ্জএ তাকে করিল উজ্জল ॥—(পৃঃ ২৮৪ ক)

(১৫) রুদ্রের কৌতুকস্থান দেখি সেইখানে।
প্রথম দিনের যুদ্ধ এই অবসানে ॥
সঞ্জএ কহিল এহি প্রথম দিবসে।
বিচিত্র পাঞ্চালি রচিল অনাআসে ॥—(পৃঃ ২৮৮ খ)

(১৬) নরনারায়ণ দুই রণে কুতুহল।
সঞ্জএ ভারথ কথা কহিল সকল ॥—(পৃঃ ৩২৫ খ)

(১৭) সঞ্জএর কথা শুনি সঞ্জয় রচিল পুনি।[১২] —(পৃঃ ৩৪৬ খ)

(১৮) ভারথ মাণিক্য নিধি আছিল অপার।
সঞ্জএ বেকত কৈল সরস পয়ার ॥—(পৃঃ ৩৭১ ক)

(১৯) মহামুনি ব্যাসে কৈল ভারতের পোথা।
নির্ম্মল সরিরে রাজা সুনে সর্ব্ব কথা ॥
সার ভারথের কথা কৈল ব্যাশ মুনি।

১২। এই পৃষ্ঠাটির অতি জীর্ণ অবস্থা, তার উপর আবার অর্দ্ধেক নাই। এই ভণিতাটি এবং অন্য কিছু অতি কষ্টে পড়া যায়।

সঙ্কেতবচন চন্দ্রবংশের কাহিনী ॥
ভারথের পুণ্যকথা অমৃতলহরি ।
পুণ্যবন্ত জনে স্নুনে কর্ণঘট ভরি ॥
ব্যাসের মুখের কথা করিল প্রকাস ।
দীব্য কথা ভারথের স্নুনিলে পাপ নাস ॥
পুরান ভারথে জেবা স্নুনি থাকে কথা ।
ভারথ স্নুনিতে না কহিব অন্ন কথা ॥
ভারথ স্নুনিতে জেবা অন্ন কথা কহে ।
পাপ দায় বাঢ়ে কাম পুণ্য নাস হএ ॥
তথাপি মনের বাঞ্ছা বড় পাম আস ।
বাঁমন হইয়া জেন চন্দ্র অভিলাস ॥
দারিদ্র পুরুষে জেন ধন আসা করে ।
অপুত্রা জনের আসা পুত্র পাইবারে ॥
জত কিছু কহি স্নুন মনের বাঞ্ছিত ।
না লইবা দোষ ইহার স্নুনরে পণ্ডীত ॥
ভারথের কথা জেই স্নুনে মন করি ।
সেই জনে সর্ব্বভাবে জাইবা বিষ্ণুপুরি ॥
কলি ভব আঘার তরিবা নিঃসংশয় ।
হরির চরণে গতি বোলেন সঞ্জয় ॥[১৩]—(পৃঃ ৩৯০ক)

একটি ভণিতা যে একাধিকবার পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে ; এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে 'সঞ্জএ কহিল কথা কহিল সঞ্জয়' ভণিতাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। দীনেশবাবুর উদ্ধৃত সঞ্জয়ের ভণিতার সহিত আমার সঞ্জয়ের ভণিতা যে অধিকাংশে একপ্রকার, তাহা হয় ত সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন।

বসন্তবাবু লিখিয়াছেন,—'* * বিজয়পাণ্ডবকথা কোনও গায়কবিশেষের হস্তে অতিরিক্ত সংযোজন দ্বারা বিপুলায়তন সঞ্জয়-মহাভারতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে সেই গায়ক বা সঙ্কলনকর্ত্তা সঞ্জয়নামাও হইতে পারেন, অথবা অজ্ঞাতনামাও হইতে পারেন। তবে প্রথমে নামহীন সঙ্কলনটিতে উত্তর কালে পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম জুড়িয়া দিয়া ধর্ম্মগ্রন্থখানির উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও উপাদেয়তা সম্পাদনও গায়কের অভিপ্রেত হইতে পারে[১৪]।' কিন্তু উপরে উদ্ধৃত ভণিতাসমূহ হইতে কি প্রমাণ হয় না যে. সঞ্জয় বলিয়া একজন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি

১৩। সঞ্জয়ের ভণিতার মধ্যে একমাত্র এইটিই বড়।
১৪। সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, পৃঃ ২১২।

অতি অন্ধকার অপার ভারতসাগর উজ্জ্বল করিয়া লোকহিত সাধন করিয়াছেন, সাবধানে ধর্ম্মকথা বুঝাইবার জন্য অনায়াসে মধুর পয়ার রচনা করিয়াছেন?

মাত্র দুইটি সন্দেহজনক ভণিতা আমার পুথিতে পাওয়া যাইতেছে, যথা—

(১) জেমত ভারথকথা কহিল সঞ্জয়।
গীত হেন গাহে লোকে মোহিত হৃদয়॥—(পৃঃ ৩১৬ ক)

(২) সঞ্জএ বোলএ মহাভারথের সার।
গীত বুঝি বুঝি লোকে চাহে তরিবার॥—(পৃঃ ৩১৯ খ)

কিন্তু ইহা বসন্তবাবুর যুক্তির পোষকতা করিতেছে কি না, তাহা বিচার্য্য।

শুধু সঞ্জয় ও পরাগলী ভারতে যে ভাষার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা নহে। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু বলিতেছেন,—'বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত অভিধেয় গ্রন্থখানির ব্যাপার ছাড়াও সঞ্জয়-রচিত মহাভারত, নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি অনেকগুলি মহাভারতের বহু স্থানে ভাষাগত আশ্চর্য্য প্রকারের সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, একখানি আদর্শ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী ভারতানুবাদগুলি রচিত হইয়াছিল[১৫]।' এই ভাষা-সাদৃশ্যের কারণ সম্বন্ধে বিশেষ সন্তোষজনক প্রমাণ কিছু না দিতে পারিলেও তিনি একটি অনুমান করিয়াছেন। তাহা তাঁহার ভাষাতেই উদ্ধৃত হইল,—'মাগধ ভাটগণ প্রাচীন কাল হইতে রাজন্যবর্গের স্তুতি-প্রসঙ্গে পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন, এখনও শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ভাটগণ সাময়িক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি গাহিয়া থাকেন, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও মাগধ ভাটের কথা অনেক স্থলেই উল্লিখিত আছে। ইঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দেশে গাহিয়া বেড়াইতেন; যাঁহারা মহাভারতের অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ প্রচলিত উপাখ্যানগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিরচিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কবিগণের রচিত অনুবাদে ভাষাগত এইরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে[১৬]।' কিন্তু পরাগলী ও সঞ্জয়-ভারতের অভাবনীয় সাদৃশ্য বিশেষ চিন্তা ও অনুসন্ধানের বিষয়, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় 'অজ্ঞাতকুলশীল কবিবিশেষ,' বসন্তবাবুর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট লাইব্রেরীর জন্য দীনেশবাবু যে পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি ছত্র নাকি পাওয়া গিয়াছে,—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম।
সঞ্জয়ে ভারতকথা কহিলেক মর্ম্ম॥[১৭] (৪৩৬ পত্র)

১৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৫।
১৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৫।
১৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৯।

এই নিমিত্ত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে তিনি কবিকে বিক্রমপুরনিবাসী বৈদ্যবংশসম্ভূত বলিয়া অনুমান করিলেও এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ নাই, তাহা স্বীকার করিয়াছেন[১৮]। বস্তুতঃ সঞ্জয়কে বৈদ্যবংশজাত বলিয়া মনে করিবার কোনো সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু তিনি যে ভরদ্বাজগোত্রীয়, সে প্রমাণ আমার পুথিতেও পাওয়া যাইতেছে, যথা—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে।
সঞ্জএ ভারথকথা কহে কুতুহলে ॥—(পৃঃ ২৮৫ ক)

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় অনুমান করেন, শ্রীহট্টই কবির জন্মভূমি, বিক্রমপুর নয়। এ বিষয়ে তিনি কি কি প্রমাণ পাইয়াছেন, বলিতে পারি না। সাহিত্য-পরিষৎ-পুথিশালায় সঞ্জয়রচিত মহাভারতের সভাপর্ব্বে তিনি নাকি—

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয় রচিলা কৈল পাঁচালি প্রচার ॥

ভণিতা পাইয়াছেন। আজ এই বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে পারিলে আমরা সুখী ও কৃতার্থ হইব।

আমার পুথির পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। পরাগলী মহাভারত ত্রিপুরা জেলায় মোটেই পাওয়া যায় না, তাহা নয়। আমার পুথির আদি (কিয়দংশ), অনুশাসন ও অশ্বমেধ প্রভৃতি পর্ব্ব পরাগলী ভারতের।

বসন্ত বাবুর ন্যায় আমিও এই আলোচনার সার উদ্ধার করিয়া দিতেছি—যদিও তাঁহার সঞ্জয়-বিষয়ক প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়াই আমার মনে হইতেছে,—

১। ধৃতরাষ্ট্র-সহচর সঞ্জয়ের নামের সহিত সঞ্জয়ের ভণিতা কোন কোন স্থলে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়াই বাঙলা মহাভারতখানি সেই পৌরাণিক সঞ্জয়ের রচনা বলিয়া প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে, এরূপ সন্দেহ অমূলক।

২। পরাগলী মহাভারত ত্রিপুরা জেলায় পাওয়া যায় না, এমন কথা বলা হয় ত নির্ভুল নয়। সমগ্র মহাভারত না হোক, কয়েকটি পর্ব্ব যে পাওয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো হেতু নাই।

৩। ত্রিপুরার হিন্দুরাজার আশ্রয়ে পরাগল-সম্পর্ক-বর্জ্জিত এবং ভণিতাবিহীন 'বিজয় পাণ্ডবকথা' সম্ভবতঃ কোনো চতুর গায়ক কর্ত্তৃক প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া আপাততঃ কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। বসন্ত বাবুর অনুমান সত্য হইলে আমরা সঞ্জয়-ভারতে হয় ত সেই রাজাটির নাম পাইতাম।

৪। উত্তরকালে সংযোজনাদির দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া 'বিজয় পাণ্ডবকথাই' বিপুলায়তন সঞ্জয়-ভারতে পরিণত হইয়াছে—ইহারও প্রমাণাভাব। আমার পুথিতে অশ্বমেধ পর্ব্বটি গঙ্গাদাস সেনের নয়—শ্রীকর নন্দীর।

১৮। বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়, পৃঃ ৬০ ।

৫। সঞ্জয়-ভারতকে নিঃসন্দেহে পরাগলী ভারতেরই একখানি সঙ্কলন গ্রন্থ এবং উত্তর-কালীয় বলা যাইতে পারে না।

৬। পরাগলী মহাভারত সঞ্জয়-ভারতের বিকাশ নহে, বরং সঞ্জয়-মহাভারত পরাগলীর বিকাশ বলিবার পূর্ব্বে প্রমাণ প্রয়োজন।

৭। সঞ্জয় অজ্ঞাত-কুলশীল কবিবিশেষ নহেন। তিনি যে ভরদ্বাজগোত্রীয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পৃথক্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসুধীরকুমার সেন

বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব্দ সঙ্কলন*

বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য শব্দ সঙ্কলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা বঙ্গভাষাভাষী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার জন্য একটী অত্যন্ত আবশ্যকীয় কার্য্য।

আমাদের আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সৃষ্টিতে এই কয় প্রকারের উপাদান আসিয়াছে। প্রথমতঃ, **তদ্ভব** শব্দ : মুখ্যতঃ এই শব্দগুলিকে লইয়াই আমাদের ভাষা; ইহাদিগকে বাদ দিলে কোনও আধুনিক আর্য্যভাষার নিজস্ব কিছুই থাকে না। প্রাচীনতম আর্য্যযুগে শব্দগুলি যেরূপে প্রচলিত ছিল, মুখে মুখে এক বংশপীঠিকা হইতে আর এক বংশপীঠিকায় ভাষাস্রোত যখন বাহিত হইয়া আসিতেছিল, এবং নানা অনার্য্য জাতির মধ্যে এই আর্য্যভাষা যখন প্রচারিত হইতেছিল, তখন এই শব্দগুলি আর অবিকৃত থাকিতেছিল না, পুরুষপরম্পরা ধরিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া ভাষার ইতিহাসের গতি বা ধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়া শব্দগুলি এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, সেই-গুলিকেই আধুনিক আর্য্যভাষার নিজস্ব 'তদ্ভব' শব্দ বলা যায়। আধুনিক আর্য্যভাষার বিভক্তি প্রত্যয়গুলিরও উৎপত্তি এইরূপে। তদ্ভব শব্দের পরে ধরিতে হয়—দ্বিতীয়—**তৎসম** শব্দ, তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত-সম শব্দ। কথ্য বা মৌখিক ভাষাকে বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রাচীন আর্য্যভাষার বহতা নদী লোকমুখে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে শুরু করিল। পণ্ডিত-জন দেখিলেন যে, প্রাচীন আর্য্য বা বৈদিক বা ছান্দস ভাষা আর ঠিক থাকিতেছে না, শিষ্টজনের মধ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন-পন্থী ভাষাও কেহ বলে না। ভাষার গতি নিরোধ বা সংযমন অসম্ভব। তখন তাঁহারা মৌখিক ভাষাকে ত্যাগ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার চর্চ্চায় ও ইহার রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, ইহার ব্যাকরণ লিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যের ভাষা 'সংস্কৃত' নামে খ্যাত হইল। মৌখিক ভাষার গতি যে দিকেই যাউক না কেন, তাঁহারা সংস্কৃতেরই চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, ইহাতে বই লিখিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া পণ্ডিতের আলোচনার ও রচনার মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভাষারও গতি চলিল। মৌখিক ভাষা বহতা নদী,—সংস্কৃত তাহার পাশে যেন কাটা খাল, ব্যাকরণের দুই উঁচু পা'ড় অতিক্রম করিয়া চলে না। ভাষায় যে সমস্ত আদি যুগের আর্য্য শব্দ বিকৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের অবিকৃত মূলরূপ সংস্কৃতেই রক্ষিত হইয়া আছে। আবশ্যক হইলে ভাষার পার্শ্বেই বিদ্যমান সংস্কৃত হইতে শব্দ ইচ্ছামত ভাষায় গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এই সব শব্দকে আধুনিক ভাষার 'তৎসম' শব্দ বলা হয়। আবার বহু স্থলে এইরূপ ঘটিয়াছে যে, ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ তাহার বিশুদ্ধ রূপটী অব্যাহত রাখিতে পারে নাই, লোকমুখে তাহারও বিকার ঘটিয়াছে। এই বিকারের ফলে তৎসম শব্দের একটী নূতন রূপ দাঁড়াইল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ

* ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৩১এ ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

তদ্রূপ বিকৃত তৎসম শব্দের একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন—**ভগ্নতৎসম** বা **অৰ্দ্ধতৎসম** (semi-tatsama)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার গতিপথ অবলম্বন করিয়া, মূল শব্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যে ভাবে তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, দেখা যাইতেছে যে, অর্দ্ধতৎসমের উৎপত্তি সে ভাবে হয় নাই। আবার এমনটীও হইয়াছে যে. মৌখিক ভাষার ইতিহাসে একাধিক-বার একই সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের উচ্চারণরীতির দ্বারা অভিভূত হইয়া একাধিক অৰ্দ্ধতৎসম রূপ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারের তদ্ভব, তৎসম এবং নানা যুগে উদ্ভূত অৰ্দ্ধতৎসম শব্দের উদাহরণ এক 'কৃষ্ণ' শব্দ দ্বারাই দেখানো যাইতে পারে। আদি আর্য্যযুগের ভাষায়, ধরা যাউক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০এ, 'কৃষ্ণ' শব্দ 'কৃ-ষ্-ণ' রূপে অবিকৃত অবস্থায় ভারতবর্ষে আর্য্যভাষীদিগ কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইত। কিন্তু এই অবিকৃত রূপের বিশুদ্ধি আর রহিল না, তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল:—'*কর্-ষ্-ণ' '*কষ্ণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া '*কহ্ণ' এবং অবশেষ খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে 'কণ্হ' রূপ ধারণ করিয়া বসিল। তখন শব্দটীকে আর আদিযুগের আর্য্য শব্দ বলা চলিল না, ভাষা তখন মধ্যযুগের আর্য্য বা প্রাকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাষার তাবৎ শব্দ যেখানেই একটু পরিবর্ত্তনসহ, সেখানেই এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে এই 'কৃষ্ণ> কণ্হ' শব্দ প্রাকৃত যুগের অবসানে আধুনিক আর্য্যভাষার যুগে, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষে, 'কান্হ' ও পরে 'কান' আকার ধারণ করিয়াছে; তিন হাজার বছরে এইরূপে 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিণতি; এবং 'কান্হ' শব্দে আদরে '-উ' প্রত্যয় যোগে 'কান্হু'> 'কানু' রূপ এখনও বাঙ্গালা ভাষায় জীবন্ত শব্দ। ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় 'কৃষ্ণ' শব্দ বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিকৃত 'কণ্হ' রূপের পার্শ্বে, প্রাকৃত যুগে 'কৃষ্ণ' শব্দ গৃহীত হইল; কিন্তু প্রাকৃত-ভাষী জনসাধারণের মুখে এই শব্দ '*কর্ষ্ণ', '*ক্রষ্ণ'' '*ক্রষণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া অবশেষে প্রাকৃতে 'কসণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। 'কণ্হ' হইল তদ্ভব রূপ, 'কসণ' প্রাকৃতে আগত অৰ্দ্ধতৎসম রূপ। পরে যখন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইল, তখন প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা 'কান্হ' শব্দ পাই তদ্ভব রূপ হিসাবে, এবং প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত অৰ্দ্ধতৎসম শব্দ হিসাবে পাই 'কসণ' ('কসণ ঘন গাজই', চর্য্যাপদ ১৬ = কৃষ্ণ ঘন গর্জ্জে)। তৎসম 'কৃষ্ণ' তো ছিলই। এই 'কসণ' শব্দ পরে বাঙ্গালায় অপ্রচল হইয়া পড়ে। সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দ আবার নূতন উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে মধ্য যুগের বাঙ্গালায় একটী নবীন অৰ্দ্ধতৎসম রূপ গ্রহণ করিয়া বসে—'*ক্রেষ্ণ', '*ক্রেষ্টঁ' প্রভৃতি মধ্য যুগের বাঙ্গালার সংস্কৃত উচ্চারণরীতির অনুমোদিত রূপের সরলীকরণের ফলে শেষে 'কেষ্ট' (='কেশ্টো') রূপ আসিয়া গিয়াছে। ও দিকে হিন্দীতে তদ্ভব রূপ 'কান্হ্', 'কন্হৈয়া' (='কানাইয়া') বিদ্যমান আছে; তাহার পার্শ্বে আবার নবীন হিন্দী অৰ্দ্ধতৎসম রূপের সৃষ্টি হইল 'কিসন, কিসেন্'; শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের নাম হিসাবে, মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে হিন্দীর এই অৰ্দ্ধ-তৎসম শব্দ আবার বাঙ্গালায় আসিয়া গেল—'কিষেণ' 'কিষণ' রূপে। অতএব আদি আর্য্য ভাষার 'কৃষ্ণ' শব্দ, তাহার দৌহিত্রীস্থানীয়া বাঙ্গালা ভাষায় এই মূর্ত্তিগুলি পরিগ্রহ করিয়াছে,—

১। 'কান'—'কানু'—খাঁটী বাঙ্গালা তদ্ভব শব্দ।

২। 'কসণ'—প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রাকৃত হইতে লব্ধ অর্দ্ধতৎসম শব্দ, অধুনা লুপ্ত।

৩। 'কেষ্ট'—মধ্য যুগের বাঙ্গালায়, সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দের উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট অর্দ্ধতৎসম শব্দ। (হিন্দুস্থানীর মুখে, মাড়োয়ারীর মুখে এই শব্দ 'কিষ্টো' রূপে উচ্চারিত হয়)।

৪। 'কিষণ্', 'কিষেণ্'—হিন্দী হইতে উদ্ধারিত; হিন্দীর নিজস্ব অর্দ্ধতৎসম শব্দ'কিসন্'এর বাঙ্গালা বিকার।

৫। 'কৃষ্ণ'—তৎসম শব্দ—উচ্চারণে যাহাই হউক, বানানে এটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ অবিকৃত রাখিয়াছে। (বাঙ্গালা দেশে ইহার উচ্চারণ 'ক্রিশ্‌ন' বা 'ক্রিশ্‌টঁ'; উৎকলে 'ক্রুশড়ঁ', হিন্দুস্থানে 'ক্রিশ্‌ন্' বা 'ক্রিশ্‌ড়ঁ')।

(১) তদ্ভব, (২) তৎসম, এবং **(২ক) অর্দ্ধতৎসম**—এই তিন জাতীয় শব্দ লইয়া আধুনিক আর্য্যভাষাগত আর্য্য উপাদান; দেখা যাইতেছে, এই উপাদান হয় রিক্থরূপে আদি আর্য্যযুগের মৌখিক ভাষা হইতে প্রাপ্ত ('তদ্ভব' শব্দাবলী), নয় প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্ম্মের ভাষা সংস্কৃত হইতে ঋণ-স্বরূপে বা দান-স্বরূপে স্বীকৃত ('তৎসম' ও 'অর্দ্ধতৎসম' শব্দাবলী)। ভাষাগত তৎসম শব্দাবলীর আলোচনা, আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে; সংস্কৃতের সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আমরা ইহাদের চয়ন এবং বিশ্লেষণ করিতে পারি। অর্দ্ধতৎসম শব্দ লইয়া আলোচনা করাও তাদৃশ কষ্টসাধ্য নহে; কারণ, ইহাদের সংস্কৃত মূলের সহিত সাদৃশ্য বিশেষরূপে প্রকট হইয়া আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়। তদ্ভব শব্দ লইয়া অনেক স্থলে গোল নাই, 'কর্ণ > কণ্ণ > কান', 'চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ', 'কার্য্য > কজ্জ > কাজ', 'সমর্পয়তি > সমপ্পেদি > সবঁপ্পেই > সঁপে', 'আবিশতি > আবিসদি > আইসই > আইসে > আসে' প্রভৃতি লইয়া আমাদের বিব্রত হইতে হয় না; আবার বহু স্থলে বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা পরিবর্ত্তনের ফেরের মধ্য দিয়া আসার জন্য একটু অনুসন্ধান করিয়া তবে তদ্ভব শব্দের সাধন করিতে হয়। যেমন, 'এও < আইও < আয়্য < আইঅ < আইহ < আইহঅ < অইহব < অবিহবা, অবিধবা', 'সকড়ি, সঁকড়ি < সক্কডিআ < সক্কটিকা < সক্কট- < সং + কৃত', '√পর < পহ্র, পর্হ < পহির, পরিহ < পরি + √ধা', 'আয়ান < আইহণ < অহিঅন < অহিঅণ্ণ < অহিবণ্ণু < অভিমন্যু', 'দেরখো, দেউরুখা < দিঅউরুখা < দিঅরুখা < দীবরুক্খ- < দীপবৃক্ষ-'; ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা সাধু ভাষায়, তদ্ভব ও অর্দ্ধতৎসম শব্দ শতকরা ৫১টার উপর, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শতকরা ৪৪টা, আর বিদেশী শব্দ (ফারসী, পোর্ত্তুগীস, ইংরেজী) শতকরা ৪টার কিছু বেশী। কলিকাতার হিন্দু ভদ্রগৃহের মৌখিক চলিত ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, শতকরা ১৭; বিদেশী শব্দ শতকরা ৩, এবং বাকী শতকরা ৮০টা তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম এবং অজ্ঞাতমূল শব্দ লইয়া।

বাঙ্গালার বিদেশী শব্দ লইয়া বেশী ঝঞ্ঝাট নাই, সহজেই বা অনায়াসে তাহাদের মূল ফারসী বা ইংরেজী বা পোর্ত্তুগীস শব্দটীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র বাহির করিতে পারা যায়। বাঙ্গালায় তদ্ভব, তৎসম ও অর্দ্ধতৎসম এবং বিদেশী শব্দ ব্যতীত আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে; সেগুলির মূল

নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, প্রয়োগেও তেমনি সুপরিচিত ও সাধারণ। প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা এইরূপ শব্দ কিছু কিছু প্রাকৃতেও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন দেশী। তাঁহাদের ব্যবহৃত এই সংজ্ঞা আমরা বাঙ্গালায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় প্রাপ্ত ঐ জাতীয় শব্দ সম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি।

প্রথম, অনুকার শব্দগুলিকে দেশী পর্য্যায়ে ধরা হয়:—'চট্, সাঁ, টক্‌টক, থরথর, ছট্‌ফট্, হিজিবিজি' ইত্যাদি। কিন্তু অনুকার শব্দ ছাড়া অন্য পদার্থ বা ভাব বা ক্রিয়াবাচক বহু শব্দ আছে, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির পরে বাঙ্গালায় কোনও বিদেশী ভাষা হইতে আইসে নাই, এবং যেগুলি রিক্‌থ হিসাবেই প্রাকৃতের নিকট হইতেই বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে,—এবং সংস্কৃতের বা আর্য্যভাষার ধাতু প্রত্যয় দ্বারা যাহার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। যেমন—√এড়, √নড়, টপক, পাড়া (=মহিষ), ঘোমটা, ঘেঁচি-(কড়ি), গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, ঢিল, ঝাণ্ডা, ঝানু, ঝোপ, টোপর, ছাল, চোঙ্গা, √চাটা, চোপ, পেট, কামড়, খোঁড়া, বঁইচি, ডাগর, চটী, ঢেউ, ডেকরা, ডাহা, ডাসা, ডাব, ডিঙ্গা, ডিঙ্গান, ডোকলা, আড্ডা, গোড়া' প্রভৃতি। এইরূপ কতকগুলি শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃতে মিলিলেও, তাদৃশ সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা ভালো করিয়া করা যায় না। যেমন—'লাড়ু, খাড়ু > লড্ডুক, খড্ডুক'; 'তেঁতুল, প্রাচীন বাঙ্গালা তেন্তলী = সংস্কৃত তিন্তিড়ী', 'হাণ্ডী > হড্ডিক,' ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাধু ভাষা পারতপক্ষে এইরূপ শব্দ বর্জ্জন করিয়া থাকে। কিন্তু চল্‌তি ভাষায় এইরূপ শব্দ শত শত মেলে। ইহাদের সংস্কৃত রূপ পাইলেও ইহাদের পূর্ণ সমাধান বিষয়ে আমরা 'হা'লে পানি পাই না'।

বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিখিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সকল রকম শব্দের সাধন ও ব্যবহার শিখিতে হইবে। ভাষা শিক্ষার উপযোগী বাঙ্গালা ব্যাকরণে ভাষাগত তদ্ভব, তৎসম, অর্দ্ধতৎসম, দেশী এবং বিদেশী সর্ব্বপ্রকার শব্দ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান দিবার চেষ্টা থাকা উচিত। দেশী, বিদেশী ও তদ্ভব এবং অর্দ্ধতৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমরা কিন্তু বেশী অবহিত হই না; familiarity breeds contempt: ইহাদের যেমন-তেমন বানান হইলেই হইল (কেবল ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দগুলি বাদে—অন্যথা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞতারূপ মহাদোষ ধরা পড়িবার ভয় আছে!)। ইহাদের যথাযথ প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা কোনও শিক্ষা পাই না বা দিই না, এ বিষয়ে আমরা আমাদের সহজ ভাষাজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু এক অঞ্চলে ব্যবহৃত তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম ও দেশী শব্দ রূপে, অর্থে ও প্রয়োগে অন্য অঞ্চলের সেই সেই পর্য্যায়ের শব্দাবলী হইতে যথেষ্ট পার্থক্য রক্ষা করে (বিদেশী শব্দ সংখ্যায় অল্প, এগুলি নূতন আগত, ইহাদের অপপ্রয়োগ বা অর্থপার্থক্য ততটা ঘটে নাই)। যাঁহারা এক অঞ্চলে জন্মিয়া সেখানকার ভাষাই শিক্ষা করিয়া, অন্য অঞ্চলের কথিত ভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, যে ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে তাঁহারা অনেক সময়ে শিক্ষা বা অভিনিবেশের অভাবে,

যথার্থরূপে সক্ষম হন না। ভালোর জন্যই হউক বা মন্দের জন্যই হউক, উচিতই হউক বা অনুচিতই হউক, ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা অঞ্চলের ভাষা আজকাল সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে ; এমন কি, সাধু ভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে। এই ভাষা মূলতঃ অঞ্চল বিশেষের মৌখিক ভাষা ; ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণরীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও, নিজ মাতৃভাষাগত রিক্থ হিসাবে সমস্ত বঙ্গের সমগ্র শিক্ষিতমণ্ডলী ইহার বিশেষত্ব, তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম এবং দেশী শব্দগুলির অধিকারী হইতে পারেন নাই। সেই জন্য অবিসম্বাদিতার্থ সংস্কৃত শব্দাবলীতে পূর্ণ প্রশস্ত রাজমার্গস্বরূপ সাধু ভাষা ত্যাগ করিয়া, যাঁহারা কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষার পথে চলিতে চাহেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাঁহাদের অনেকে অনেক সময়ে বিভ্রাট ঘটাইয়া বসেন, তাহা তাঁহাদের এবং পাঠকদের উভয়েরই পক্ষে কষ্টকর। আজকালকার কোনও কোনও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিকের বহু লেখকের লেখা দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, সাহিত্যে কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার ফলে, ঐ ভাষার তদ্ভব, অর্দ্ধতৎসম ও দেশী শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগরীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গদ্যের সাধু ভাষাই আদর্শ থাকায়, এতাবৎ খাঁটী বাঙ্গালাকে সাধু ভাষার আওতায় পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, সাধু ভাষার বিশেষত্ব সংস্কৃত শব্দই বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার ব্যাকরণের মুখ্য উপজীব্য ছিল, তাহার সন্ধিবিচ্ছেদ, ষত্ব ণত্ব-বিধান, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতিই ছিল একমাত্র ভাষাজ্ঞানের পথ—বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সন্ধি, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রত্যয়ের কাজ, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস, অনুকার শব্দ, সহায়ক ক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইত না। কারণ খাঁটী বাঙ্গালার যেটুকু আমাদের গদ্যের সাধু ভাষায় আইসে, সেইটুকুর পক্ষে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ ভাষাজ্ঞান আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। বইয়ের ভাষার বাকী কথা শিখিবার জন্য ব্যাকরণের নিকট উপদেশ লইতে হইত।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিক্ষার জন্য ভাষার সকল রকমের উপাদানের চর্চা আবশ্যক হইলেও, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাময় উপাদান হইতেছে তদ্ভব ও দেশী উপাদান। একটা বড় বিষয়ে তদ্ভব উপাদানের (শব্দ ও প্রত্যয়াদির) আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আছে—সেটী সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অস্তিত্ব। দেশী শব্দের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই সুবিধা নাই। ক্বচিৎ দুই চারিটী অনুরূপ প্রাকৃত শব্দ মেলে—যেমন, বাঙ্গালা 'চাঙ্গা'—প্রাকৃত 'চঙ্গ' = ভালো ; বাং 'পেট'—প্রাকৃত 'পোট্ট' ; মারহাট্টি 'তূপ'—প্রাকৃত 'তুপ্প'—ঘী ; বাঙ্গালা 'ছটফট্' = প্রাকৃত 'চডপড' ; বাঙ্গালা 'চাটা' = প্রাকৃত 'চট্টি' ইত্যাদি। সংস্কৃতেও যদি দেশী শব্দের অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও খুব বিশেষ সাহায্য হইল না ; কারণ, অনেক স্থলে শব্দটির বা ধাতুটীর বাহ্য রূপেই সেটী যে আর্য্যভাষা বা খাস সংস্কৃতের শব্দ নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সেগুলি বর্ণচোরা শব্দ বা ধাতু, তাহাদের

উৎপত্তি অন্যত্র, সংস্কৃতের সভায় কোনও রকমে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিবার চেষ্টায় আছে ; যেমন 'তাম্বুল, লড্ডুক, খড্ডুক, হড্ডিক, তিন্তিড়ী' প্রভৃতি শব্দ ; যেমন 'খিট্ট, খট্ট, লোট্ট, গুণ্ড' প্রভৃতি ধাতু। বাস্তবিক পক্ষে এখন দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ বিস্তর 'দেশী' শব্দ সংস্কৃতেই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, এবং '-ক' বা তদ্রূপ অন্য কিছু প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত সাজিয়া বসিলেও, তাহারা আর্য্য পর্য্যায়ের শব্দ নহে। এইরূপ অ-ব্যাখ্যাত বা অ-জ্ঞাত মূল শব্দ বৈদিক ভাষায় তত প্রচুর নহে, কিন্তু পরের যুগের সংস্কৃতে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে দেখা যায়। দেখা যাইতেছে যে, ভারতে আর্য্যভাষার একটী বিশিষ্ট উপাদান, মূলে যাহা আর্য্য নহে, তাহা সংস্কৃতে, প্রাকৃতে এবং আধুনিক ভাষায়, এই তিনেই পাওয়া যায়। এই সকল দেশী শব্দের উৎপত্তি কি? প্রাচীন বৈয়াকরণিকদের প্রদত্ত 'দেশী' নামকরণ হইতে ইহাদের মূল সম্বন্ধে প্রাচীনেরা কি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক অনুমান করা যায় না। 'দেশী' অর্থে প্রদেশনিবন্ধ, যাহা কোন অঞ্চলের প্রাকৃত জনের ভাষায় বিদ্যমান, শিষ্ট প্রয়োগে বা ভারতের সর্ব্বত্র গৃহীত সংস্কৃত ভাষায় যাহা মিলে না। 'প্রাদেশিক' শব্দ - ব্যস্, এইটুকু বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। অনেক স্থলে তাঁহারা দেশী পর্য্যায়ে প্রাকৃতের বিস্তর তদ্ভব শব্দকেও ফেলিয়াছেন। যেমন 'হেট্‌ঠা' (অবস্তাৎ, * অধিস্তাৎ> *অধিষ্টাৎ> *অহেট্‌ঠা—হেট্‌ঠা = বাঙ্গালা হেঁট), 'অইরজুবই' (নববধূ অর্থে = অচিরযুবতী), 'সুবণ্ণবিন্দু', 'অঙ্গবড্ডণ', 'অম্বির' (= আম), 'অগ্গকৃখন্ধ' ইত্যাদি।

দেশী শব্দগুলির ইতিহাস অনুশীলনে প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণদের নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষার ও প্রাকৃতের বহু দ্রাবিড় দেশীয় ব্যাকরণকার ছিলেন। উত্তর-ভারতে গ্রীক, প্রাচীন পারসীক, শক, ও দক্ষিণ-ভারতে গ্রীক রোমানজাতীয় লোকেরা বহু কাল ধরিয়া অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হয়তো দুই একজন ভারতীয় পণ্ডিত তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করিয়া থাকিবেন ; উত্তর-ভারতেও বহু স্থলে অনার্য্যভাষী জাতি আর্য্যভাষীদের পাশেই বাস করিত, তাহাদের ভাষা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনও না কোনও পণ্ডিতের হইয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল অসংস্কৃত ভাষার বর্ণনাত্মক কোনও লেখা (দ্রাবিড় ভাষার দুই একখানি ব্যাকরণ ছাড়া) কেহ লিখিয়া যান নাই, ভারতে সুপ্রাচীন যুগে ব্যবহৃত ও অন্যান্য অনার্য্য ভাষার আলোচনার পক্ষে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পক্ষে কার্য্যকর কোনও উপাদান প্রাচীন ভারতের কোনও লেখক দিয়া যান নাই। অথচ দ্রাবিড় ও কোলজাতীয় ভাষার এবং গ্রীক ও ঈরানী ভাষার প্রতিবেশ প্রভাব হইতে প্রাচীন ভারতের আর্য্যভাষা মুক্ত ছিল না। প্রাচীন যুগের কথ্যভাষা নানা প্রাকৃতে এই সকল ভাষ হইতে অনেক শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছিল, এবং প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতেও এই সকল শব্দ স্থান করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

আধুনিক যুগের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ববিদ্যা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আলোচনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহারাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক আর্য্যভাষাগুলির সম্ভাব্য অনার্য্য

শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমটায় সুসভ্য দ্রাবিড় ভাষা তামিল, তেলুগু, কানাড়ীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয় বলিয়া আর্য্যভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদানের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আগে আকৃষ্ট হয়। কল্‌ডওয়েল, কিটেল, গুণ্ডার্ট্ প্রমুখ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে অনেকগুলি সংস্কৃত ও অন্য আর্য্যভাষাগত শব্দের মূল যে দ্রাবিড় ভাষায়, সে বিষয়ে আমরা সন্ধান পাইয়াছি। কিছু কিছু দেশী শব্দও এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সম্প্রতি আর্য্যভাষার উপর কোল-জাতীয় ভাষার প্রভাব লইয়া দুই জন ফরাসী ভারত-বিদ্যাবিৎ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের একজন পারিসের প্রাচ্যভাষাবিদ্যালয়ের আনামী ভাষার অধ্যাপক, পালি সংস্কৃত কম্বুজীয়প্রমুখ ভাষাবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঝাঁ প্‌শিলুস্কি (Jean Przyluski), অন্য জন হইতেছেন, বিখ্যাত সংস্কৃত ও চীনার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Lévi)। পশিলুস্কি দেখাইয়াছেন যে, 'কম্বল, কদলী, ফল, বাণ, (কুড়ি)' তাম্বুল, লাঙ্গল, লিঙ্গ, লগুড় (লগী) প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত (ও আধুনিক আর্য্য-ভাষাগত) শব্দ মূলে প্রাচীন কালে কোলদের অনুরূপ অনার্য্যভাষা বলিত, এমন জাতির নিকট হইতে আসিয়াছে—যে জাতির বংশধরেরা এখন আর অনার্য্যভাষা বলে না, আর্য্য-ভাষী ও হিন্দু হইয়া গিয়াছে।

আর্য্যজাতি বাহির হইতে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি লইয়া ভারতে আসিল। এ দেশে দুইটি বিরাট জাতির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার ঘটিল—দ্রাবিড় ও কোল। ইহাদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম্ম, সভ্যতা ও রীতিনীতি ছিল। নবাগত আর্য্যেরা সংখ্যায় ছিল কম। অনার্য্যেরা সংখ্যায় বেশী ছিল, এবং এই দেশের উপযোগী বাস্তব সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতিও তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছিল। বাহির হইতে আগত আর্য্যেরা পূর্ব্বে ঈরানে ও এই দেশে আসিয়া একেবারে নূতন অবস্থার মধ্যে পড়ে—নূতন দেশে নূতন প্রকারের জীব ও উদ্ভিদ্‌জগৎ, নানা নূতন ধরণের মানুষ ও তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব রীতিনীতি, ধর্ম্মবিশ্বাস, আচার-ব্যবহার। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে—নবাগত বিজেতা আর্য্য ও বিজিত অনার্য্য দ্রাবিড় ও কোল—এই ত্রিবিধ জাতির, তাহাদের ধর্ম্ম সমাজনীতি, আচার অনুষ্ঠান, প্রাচীন কাহিনী, পার্থিব সভ্যতা—সকল বিষয়েই তাহাদের জগতের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিল। এই মিশ্রণের ফলে বিশুদ্ধ আর্য্যধর্ম্ম ও সমাজ, যাহা আমরা বেদে পাই, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া হিন্দু অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম্ম ও সমাজচিন্তায় পরিণত হইল। আর্য্যদের দেবতাদের সঙ্গে আপোষ করিয়া লইয়া অনার্য্যদের দেবতারাও পূজা পাইতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ্য দেবতার মধ্যে তাঁহাদের একটি বড়ো স্থান হইল। আর্য্যদের ভাষা কিন্তু উত্তর-ভারতে অনার্য্যদের মধ্যে গৃহীত হইল; কিন্তু অনার্য্যভাষীদের মধ্যে প্রসৃত হওয়ার ফলে, তাহার আভ্যন্তরীণ রূপ, যাহা বাক্যরীতিকে অবলম্বন করিয়াও নানা খুঁটিনাটি বস্তুতে প্রকাশ পায়, তাহা বদলাইয়া গেল। আর্য্যভাষার ধাতু ও শব্দ বিস্তর রহিয়া গেল, কিন্তু ভাষার কাঠামো অন্য ধরণের হইয়া গেল; অনার্য্যভাষার মরা গাঙ্গের খাত দিয়া আর্য্যভাষার ধাতু-শব্দরূপ জল বহিয়া চলিল।

অনার্য্যভাষার শব্দ যে এই অবস্থায় আর্য্যভাষা গ্রহণ করিয়াছে, এমন আর্য্যীকৃত অনার্য্যদের মধ্যে অনার্য্যভাষার শব্দ যে দু দশটা রহিয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে; এবং অনুমান হয়, হইয়াছিলও তাহাই। বিশেষ ভাষাজ্ঞান ও দক্ষতার সহিত এই বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। এই সব শব্দ, এতদ্দেশের বৈশিষ্ট্য নানা উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর নাম লইয়া এবং এতদ্দেশের অনার্য্য লোকদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত নানা মনোভাব, রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান লইয়া; এবং সাধারণ প্রাকৃতিক পদার্থবাচক নামও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল।

এই সমস্ত শব্দ দ্বারা ভারতীয় হিন্দু জগতের সৃষ্টিতে অনার্য্য কর্তৃক আহৃত উপাদানের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিটেল (Kittel) সঙ্কলিত কানাড়ী ভাষার বৃহৎ অভিধানের ভূমিকায় সংস্কৃত-গত, অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণিত ও সম্ভাব্য, সার্দ্ধত্রি-শত দ্রাবিড় শব্দের আলোচনা আছে। ইহা হইতে আর্য্য বা হিন্দু সভ্যতায় দ্রাবিড় জগতের সহায়তার প্রসার কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। কোল-জগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথা প্র্শিলুস্কি ও লেভির প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যাইবে—এই প্রবন্ধাবলী ফরাসী হইতে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া আমার সতীর্থ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় কর্তৃক শীঘ্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে।

এই সকল প্রাকৃত, আধুনিক আর্য্যভাষা ও সংস্কৃতগত দেশী ও অজ্ঞাতমূল শব্দ আলোচনার ফলে ভারতবর্ষের সভ্যতার পত্তন সম্বন্ধে আমাদের বহুযত্নপোষিত অনেক ধারণা একেবারে উল্‌টাইয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, অনার্য্য-দত্ত উপাদান, হিন্দু সভ্যতার গঠনে অনার্য্যের সাহায্য, আর্য্যের আহৃত উপাদান এবং আর্য্যের সাহায্য অপেক্ষা কম নহে; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে বিশেষ গভীর, বিশেষ ভাবে চিরস্থায়ী, বিশেষ ভাবে মূলস্থানীয়। এই বিষয়ের আলোচনা এখন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমাদের ভারতীয় সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে তাম্বূলের একটা বড় স্থান আছে। পান খাওয়া, পান দিয়া সংবর্দ্ধনা করা, পূজায় পান দেওয়া—এই সমস্ত বিশেষরূপে ভারতীয় রীতি। পান কিন্তু আদি যুগের আর্য্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বাস্তবিক, ভারত ও ভারতসম্পৃক্ত এশিয়াখণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ এবং দ্বীপময় ভারত ভিন্ন অন্যত্র পান খাওয়ার রীতি নাই। পান পৃথিবীর এই অঞ্চলের বস্তু—ভারত, ভারত-চীন (ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোজ), মালয় দেশ এবং দ্বীপময় ভারত। নবাগত আর্য্যদের কাছে এই রীতি নিশ্চয়ই নূতন ঠেকিয়াছিল। কিন্তু কালে এই দেশের পুরাতন বা সনাতন রীতি হিসাবে ইহা নিজ স্থান ত্যাগ করিল না, আর্য্যদেরও সামাজিক ও অন্য অনুষ্ঠানে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইল। পানবাচক শব্দও আর্য্যরা নিজ ভাষায় না পাইয়া অনার্য্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিল, কিংবা পত্রবাচক একটী সাধারণ শব্দকে বিশেষণে ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে আর্য্য সংস্কৃতাদি ভাষায় অনার্য্য কোল জাতীয় 'তাম্বূল' শব্দের প্রবেশ; এইরূপে সাধারণ পত্রবাচক 'পর্ণ > পণ্ণ > পান' শব্দের তাম্বূল-পর্ণ অর্থে অর্থসঙ্কোচ। কোনও সংস্কৃত বা সংস্কৃত-জ ভাষায় প্রাপ্ত কোনও শব্দকে সংস্কৃতের ধাতু প্রত্যয়ের সাহায্যে

যদি নিশ্চিতরূপে যুক্তির অনুকূলভাবে বিশ্লেষ বা ব্যাখ্যা করিতে না পারা যায়, এবং সেইরূপ শব্দ যদি ভারতের বাহিরের ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্যভাষায় যদি না মেলে, তাহা হইলে ঐ শব্দের আর্য্যত্বের সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কারণ থাকে। তাহার পর, শব্দটী যদি এমন বিষয় লইয়া হয়, যাহা ভারতের সহিত বিশেষভাবে সম্বদ্ধ, এবং অনার্য্যভাষায় অনুরূপ শব্দ যদি থাকে ও অনার্য্যভাষার শব্দ-সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী সেই ভাষার ধাতু ও প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদের মত বক্ষ্যমান পদের বিশ্লেষ যদি হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শব্দ অনার্য্যভাষা হইতে গৃহীত হওয়ার স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি আইসে। 'তাম্বূল' শব্দ এই শ্রেণীর শব্দ। সংস্কৃতে ইহা অসংস্কৃত পদের ছাপ লইয়া আছে, এবং ভারতের বাহিরে কোনও আর্য্যভাষায় এই শব্দ মিলে না। অপিচ তাম্বুলসেবা ভারতীয় রীতি স্বীকার করিতে হয়, এবং দেখা যায় যে, ভারতের বাহিরে ইন্দো-চীনে ও ইন্দো-নেসিয়ায় প্রচলিত কোলভাষা সম্পৃক্ত মোন্-খ্মের প্রভৃতি ভাষার ধাতু ও প্রত্যয়যোগের রীতি অনুসারে 'তম্'-উপসর্গ যোগে পর্ণার্থক 'বল্' শব্দ মিলিত হইয়া প্রাচীন ভারতের কোনও স্থানে কোল বা মোন্-খ্মের ভাষীদের মধ্যে "*তম্বল্" এইরূপ কোনও রূপ প্রচলিত ছিল (যাহার অনুরূপ শব্দ বহু জীবিত কোলসম্পৃক্ত মোন্-খ্মের ভাষায় মিলে), এবং আর্য্যভাষা সংস্কৃতে এই শব্দ 'তাম্বূল'রূপে গৃহীত হইয়াছে। উপসর্গবিহীন '*বল্' রূপও পর্ণার্থে ভারতে ক্বচিৎ ব্যবহৃত হইত, এখনও কোথাও কোথাও ভারতের বাহিরে এই সব ভাষায় হয়। এখনও 'বল্' শব্দ পান অর্থে খাসিয়া ভাষায় মিলে। এবং তদ্ভিন্ন দুইটী বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে অনুপসর্গ 'বল্' শব্দ পাওয়া যায়—'বার্' ও 'বর্' রূপে—'বারুই' ও 'বরোজ' শব্দদ্বয়ে। 'বারুই' শব্দের প্রাচীন রূপ 'বারয়ী' খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের একখানি তাম্রশাসনে 'বারয়ী-পডা' (বারুই পাড়া) রূপে লিখিত একটী গ্রামের নামে পাওয়া যায়। 'বারুই' শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ করা হইয়াছে 'বারুজীবিন্'। 'বারু' কি? পান বলিয়াই অনুমিত হয়—মোন্-খ্মের ও তৎসম্পৃক্ত ভাষার পানবাচক 'বল্' শব্দের নজীরে। 'বারুই—বরোজ', এই দুইটী, অন্ততঃ আংশিক ভাবে বাঙ্গালার দুটী দেশী শব্দ, এ দেশে প্রচলিত অনার্য্যভাষা হইতে অধিগত। পুরাতন বাঙ্গালার 'তাঁবোল' আধুনিক বাঙ্গালার 'তাম্লী' শব্দও তদ্রূপ।

বাঙ্গালা ভাষার শত শত তদ্ভব ও দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনার্য্য (মোন্-খ্মের কোল বা দ্রাবিড়) শব্দ গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই সকল শব্দ এখন অনাদৃত, কৃষক ও অন্য নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ। বহু স্থলে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারসীর চাপে পড়িয়া এই সব শব্দ লোপ পাইতেছে। অবশ্য পল্লীজীবনের বৈশিষ্ট্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক বহু শব্দকে শহরের ভাষা সহজে মারিতে পারিবে না। কিন্তু এই সকল তদ্ভব ও দেশী বা অজ্ঞাতকুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার ও জাতির ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের সৃজ্যমান বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্য এই সকল শব্দের আশু সংগ্রহ করিয়া অভিধানজাত করিয়া ফেলা দরকার। পল্লীগ্রামে থাকিয়া

কাজ করিবার সুবিধা যাঁহাদের আছে, সেইরূপ মাতৃভাষানুরাগী স্বজাতিবৎসল সত্যানুসন্ধিৎসু বাঙ্গালী যুবক অক্লেশেই স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ার্সনের Bihar Peasant Lifeএর মত বইকে আদর্শ করিয়া এই শব্দ সংগ্রহ কাজে লাগিয়া যাইতে পারেন। এবং কেবল এই সংগ্রহ—জিজ্ঞাসা বা অভিনিবেশে শ্রবণ ও লিখনের দ্বারা তাঁহারা ভারতবিদ্যার ভাণ্ডারে এমন চিরস্থায়ী আলোচ্য উপাদান দিয়া যাইতে পারিবেন, যাহার মূল্য যাবৎ এই সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চা থাকিবে, তাবৎ সুধীসমাজে সাদরে স্বীকৃত হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কালনির্ণয়

সকলেরই বোধ হয় জানা আছে, "বৌদ্ধগান ও দোহা"য় যে সকল গান ছাপা হইয়াছে, তাহা একজনের রচনা নয়। অনেকগুলি গীতিকারের নাম বৌদ্ধগানে পাওয়া যায়, যথা— লুইপা, সরহপা, নাগার্জ্জুনপা, শবরিপা, কৃষ্ণাচার্য্য, দারিকপা, ডোম্বী হেরুক ইত্যাদি। ইহাঁদের সময় নির্ণয় করিবার জন্য অনেকে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা কতদূর ঠিক হইয়াছে, সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, এ বিষয়ে যে সকল মালমশলা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহারই বলে আর একবার তাহাদের কালনির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবরই পাওয়া যায় না এবং এখানকার এই চেষ্টাই যে শেষ চেষ্টা, তাহাও বলিতে চাহি না। তবে যথাসম্ভব সত্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাহা লোক-বিশেষের উপকারে আসিতে পারে বিবেচনা করিয়াই এই বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যখন "বৌদ্ধগান ও দোহা" প্রথম বাহির হইল, তখন ভাবিয়াছিলাম, বাঙ্গালা ভাষার একটা মস্ত উপকার হইল। কিন্তু ক্রমশঃ নানা উপসর্গ দেখা দিল। শেষ একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিলেন, ওটা বাঙ্গালাও না, হাজার বছরের পুরাণও না, গানও না, আর দোহাও না। বাস্তবিক পক্ষে যাঁহারা এই মত পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে মত সম্পূর্ণ ইতিহাস-বিগর্হিত এবং ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ দেখা যায়। বৌদ্ধতন্ত্রসাহিত্য আজ দশ বৎসরকাল ঘাঁটিতে ঘাটিতে গুটিকতক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি এবং সেইগুলি "বৌদ্ধগান ও দোহা"র এবং গীতিকারদিগের কালনির্ণয়ে সহায়তা করিতে পারে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

গান যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তান্ত্রিক ছিলেন এবং অধিকাংশই বৌদ্ধ ছিলেন, কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য্য, কেহ কেহ বজ্রাচার্য্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহাঁরা অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এবং অনেকগুলির তর্জ্জমা আজিও তিব্বতীয় তেঙ্গুরে পাওয়া যায়। একদিকে গান-গুলি ও অপর দিকে তাঁহাদের রচিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুস্তকগুলি মিলাইয়া দেখিলে নানারূপ নূতন খবর পাওয় যায় এবং নানা জটিল প্রশ্নের সমাধান করা যায়। সিদ্ধাচার্য্য ও বজ্রাচার্য্যদিগের সম্বন্ধে খুব কমই মালমশলা আছে, তাহার ভিতর নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তকই উল্লেখযোগ্য।

১। তারানাথের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস।

২। শরচ্চন্দ্র দাসের সম্পাদিত "পাগ সম জন্ জ্যান্"।

৩। গ্রুণ্ড ওয়েডেল সাহেবের ৮৪ সিদ্ধের ইতিহাস।

৪। ওয়াডেল সাহেবের তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম।

সকল পুস্তকগুলিতেই আজগুবি ব্যাপার এত অধিক যে, সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্থান দিতে ভয় হয়। কিন্তু তান্ত্রিক ব্যাপারে ইহা ছাড়া উপস্থিত আমাদের আর গত্যন্তর নাই।

তারানাথের পুস্তক হইতে জানা যায় যে, তন্ত্র অসঙ্গের সময় বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে এবং তাহা গুরুশিষ্যপরম্পরায় ৩০০ বৎসর চলিয়া আসিয়া ধর্ম্মকীর্ত্তির সময়ে খ্যাতি লাভ করে এবং জনসমাজে প্রচারিত হয়। তারানাথ আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, সরহ বুদ্ধকপালতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, লুইপা যোগিনীসঞ্চর্য্যা নামক তন্ত্র প্রকাশ করেন এবং কমল ও পদ্মবজ্র হেবজ্র-তন্ত্র, কৃষ্ণাচার্য্য সম্পুটতিলক, ললিতবজ্র কৃষ্ণযমারিতন্ত্র, গম্ভীরবজ্র বজ্রামৃত, কুক্কুরিপা মহামায়াতন্ত্র এবং পিটো(?) কালচক্র তন্ত্র প্রকাশ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল সিদ্ধাচার্য্যেরা এক একখানি তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের যদি কালনির্ণয় হয়, তাহা হইলে এই সকল তন্ত্রের যাঁহারা নাম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সেই সেই সিদ্ধাচার্য্যের পরবর্ত্তী কালের লোক হইবেন। এখন দেখা যাউক, সিদ্ধাচার্য্যের কাহারও কালনির্ণয় করিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না।

তেঙ্গুরের এক তালিকা কর্দ্দিয়ে সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রথম ভাগের ২১১ পাতাতে একটি গুরুশিষ্যপরম্পরা দেওয়া হইয়াছে। সেই পরম্পরা এইরূপ :—

ইঁহারা সকলেই তন্ত্রের পুথি লিখিয়া গিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, নেপাল হইতে আনীত একখানি পুথিতে এই সকল গ্রন্থকারের পুথি পর পর পাওয়া যাইতেছে। পুথিখানির একখানি নকল বরোদার পুথিখানায় আছে, আর একখানি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আছে।

তারপর আর্থার এভেলনের তন্ত্রপুস্তকের গ্রন্থমালায় "চক্রসম্ভারতন্ত্র" নামক একখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। এই পুস্তকখানি কাজী ডাওয়াসম্‌ ডুপ ছাপাইয়াছেন। ইহার মুখপত্রখানি বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং এই স্থানে তিনিও একটি গুরুপরম্পরা দিয়াছেন। এই তালিকাও এখানে তুলিয়া দিতেছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বলা দরকার যে, এই তালিকাটিতে বোধ হয়, কোন কোন স্থলে নাম বাদ পড়িয়াছে। কেন, তাহা পরে বলা হইবে।

এই যে দুইটি তালিকা দেওয়া হইল, ইহাতে যে সকল গ্রন্থকারের নাম আছে, তাহার একটির সময় নির্ণয় হইলেই বাকী সকলগুলির সময় ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক, উক্ত তালিকার কয়জনের সময় নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা সম্ভবপর।

তেঙ্গুরের তালিকায় দেখি, কমলশীল নামক একজন পণ্ডিত সরহের ব্যাখ্যানুসারে 'ডাকিনী-বজ্রগুহ্যগীতিমর্ম্মোপদেশ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, কমলশীল সরহের পরবর্ত্তী কালের লোক। কমলশীল সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু জানা আছে। তিনি শান্তরক্ষিত নামক বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন এবং শান্তরক্ষিতের রচিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' নামক বৃহৎ তর্কশাস্ত্রের পুথির উপর প্রায় পনর হাজার শ্লোকের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ও তাহার টীকা সম্প্রতি গায়কোয়াড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছে। কমলশীল তিব্বতের রাজা খি-সন-ডিউ সান্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিব্বতদেশে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে পদার্পণ করেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সরহপাদ অন্ততঃ এই সময়ের পূর্ব্বকার লোক।

বৌদ্ধগানের সংশোধক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঐ পুস্তকের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, গানগুলি দশম শতকের লেখা। তাঁহার পর অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে গানগুলি দশম শতকের লেখা বলিয়া গিয়াছেন এবং এই অনুমানের স্বপক্ষে নানারূপ ভাষাবিষয়ক যুক্তি দিয়াছেন। মোটের উপর গানগুলি দশম শতকের লেখা বলিয়া নির্ণয় করিবার কারণ একটি। সেটি এই—লুইপাদ ও দীপঙ্কর

শ্রীজ্ঞান, দুই জনকেই তেঙ্গুরের তালিকায় "লুইঅভিসময়বিভঙ্গ" নামক একখানি পুথির গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে অবশ্য প্রমাণ হয় না যে, লুই এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান একই সময়ের লোক। বরং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, লুইপাদ "লুইঅভিসময়" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং দীপঙ্কর তাহার টীকা "বিভঙ্গ" লিখিয়াছিলেন এবং যেহেতু মূল ও টীকা এই পুস্তকে ছিল, তাই দুই জনকেই গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভাষাবিষয়ক যত প্রকার কারণই থাকুক না কেন, ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বপক্ষে না থাকিলে গানগুলিকে দশম শতকের লেখা বলিয়া কিছুতেই ধরা যাইতে পারে না।

উপরোক্ত দুইটি তালিকার আরও দুই একজনকে আমরা চিনি। তাঁহাদের একজন ইন্দ্রভূতি। এই ইন্দ্রভূতি উড্ডিয়ানের রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম পদ্মসম্ভব। তাঁহার একজন ভগিনী ছিলেন এবং তিনি ভাইয়ের নিকট দীক্ষা লইয়া পরে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ভগিনীর নাম লক্ষ্মীঙ্করা। পদ্মসম্ভব শান্তরক্ষিতের এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শান্তরক্ষিতের বাড়ী ছিল "জাহোরে"। এই জাহোর শব্দটী তিব্বতীয় নাম এবং ঢাকা জিলার সাভারের অপভ্রংশ। যাই হোক, এই সকল অবান্তর কথায় সময় নষ্ট না করিয়া ইন্দ্রভূতির সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাক। পদ্মসম্ভব তিব্বতীয় ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। ইনি শান্তরক্ষিতের সহিত তিব্বতে গিয়া সম্যে নামক স্থানে একটি বিহার তৈয়ারী করেন। এইটিই সেখানকার প্রথম বড় বিহার এবং উহা খৃষ্টীয় ৭৪৭ অব্দে নির্ম্মিত হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, পদ্মসম্ভবের পিতা ইন্দ্রভূতি অন্ততঃ তাঁহার ছেলের চাইতে ৩০ বৎসরের বড় হইবেন। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রভূতির সময় ৭১৭ খৃঃ অঃ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আবার দারিকপাদ নামক একজন গীতিকার একটি গানে লুইপাদকে নমস্কার করিতেছেন। তাহা হইলেই বুঝা যায়, লুইপাদ দারিকপাদের আগেকার লোক। লুইকে সে জন্য অবশ্য দারিকের গুরু বলা যায় না; কারণ, লুইপাদ আদিসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করা খুবই স্বাভাবিক। তার পর তারানাথের কথায় আমরা জানি, কমল ও পদ্মবজ্র দুইজনে হেবজ্রতন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং জালন্ধরিপাদ প্রথমে উহার উপর পুস্তক লিখিয়াছিলেন। অতএব পদ্মবজ্র ও কম্বল জালন্ধরিপাদের পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ধরা যাক্, জালন্ধরিপাদ পদ্মবজ্রের এক পুরুষ নীচে।

যদি ইন্দ্রভূতির সময় ৭১৭ খৃষ্টাব্দ হয় এবং যদি প্রত্যেক গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ১২ বৎসর করিয়া ব্যবধান ধরা হয়, তাহা হইলে প্রথম তালিকার গ্রন্থকারদের সময় নিম্নলিখিতভাবে ধরিতে হইবে।

পদ্মবজ্র	৬৯৩ খৃষ্টাব্দ
অনঙ্গবজ্র	৭০৫ "
ইন্দ্রভূতি	৭১৭ "

লক্ষ্মীঙ্করা	৭২৯	খৃষ্টাব্দ
লীলাবজ্র	৭৪১	"
দারিকপা	৭৫৩	"
সহজযোগিনী চিন্তা	৭৬৫	"
ডোম্বী হেরুক	৭৭৭	"

তাহার পর যদি পদ্মবজ্র ও জালন্ধরির মধ্যে ১২ বৎসরের ব্যবধান ধরা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় তালিকার গ্রন্থকারদের সময় নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত হইবে। এই স্থানে বলিয়া রাখা দরকার যে, দ্বিতীয় তালিকাটি নিঃসংশয়রূপে সত্য বলিয়া আমি মনে করি না এবং উহাতে জায়গায় জায়গায় দুই চারিজনের নাম বাদ পড়িয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। কারণ, তিলিপা ও নারোপা মহীপালের সমসাময়িক। মহীপালের রাজত্বকাল ৯৭৮ হইতে ১০৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

সরহ	৬৩৩	খৃষ্টাব্দ
নাগার্জ্জুন	৬৪৫	"
শবরিপা	৬৫৭	"
লুইপা	৬৬৯	"
বজ্রঘণ্টা	৬৮১	"
কচ্ছপা	৬৯৩	"
জালন্ধরিপা	৭০৫	"
কৃষ্ণাচার্য্য	৭১৭	"
গুহ্যপা	৭২৯	"
বিজয়পা	৭৪১	"

উপরে লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সরহ, নাগার্জ্জুন, শবরিপা, লুইপা, বজ্রঘণ্টা, কচ্ছপা ও পদ্মবজ্র সপ্তম শতাব্দীর লোক। জালন্ধরি, কৃষ্ণাচার্য্য, গুহ্যপা, বিজয়পা, অনঙ্গবজ্র, ইন্দ্রভূতি, লক্ষ্মীঙ্করা, লীলাবজ্র, দারিকপা, সহজযোগিনী চিন্তা ও ডোম্বী হেরুক অষ্টম শতাব্দীতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের ভিতর অনেকেই গান ও দোহা রচনা করিয়াছিলেন এবং "বৌদ্ধ গান ও দোহা"র ভিতর তাহার কতক কতক রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই গানগুলি বেশীর ভাগ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, দশম শতাব্দীতে নহে। যে সকল পণ্ডিতেরা গানগুলিকে হাজার বৎসরের পুরাণ না বলিতে চান, তাঁহাদিগকে উহা ১৩০০ বৎসরের পুরাণ বলিতে হইবে। এইবার গানগুলির সময় নির্দ্ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। বারান্তরে সেগুলি বাঙ্গালীর লেখা কি না, তাহার বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য

বার্ত্তা—প্রাচীন হিন্দু ধনবিজ্ঞান*

প্রাচীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে অর্থ

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইকনমিক্‌স্ বলিয়া যে শাস্ত্র পরিচিত, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানবিশেষ ; কিন্তু প্রাচীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে পার্থিব সম্পদের উল্লেখ বা আলোচনা নাই, এ কথা সত্য নহে। হেসিয়ড্ (খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দী) তাঁহার "কাজ ও দিন"[১] নামক গ্রন্থে পার্থিব সম্পদ্ অর্জ্জনের বিষয়ে কার্য্যকারী পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

লাঙ্গল-নির্ম্মাণ; বীজ-বপন, বৃক্ষ-রোপণ, শস্য-কর্ত্তন ও শস্য-মাড়াই; দাসমজুরদের তত্ত্বাবধান ; বস্ত্র বুনন ; কুকুর, ঘোড়া, বলদ ইত্যাদি পালন ; মেষের লোম পৃথক্‌করণ ; কাষ্ঠ-কর্ত্তন ; জল-বাণিজ্য।

হেসিয়ডের পরবর্ত্তী ইয়োরোপীয় লেখকেরা মুখ্যতঃ রাষ্ট্র-তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইলেও আর্থিক কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন।

প্লেটো—খৃঃ পূঃ ৪২৯ ?-৩৪৭

প্লেটোর রচিত "রিপাব্‌লিক," "আইন" ও "সোফিষ্ট" নামক গ্রন্থত্রয়ে এমন অনেক আর্থিক চিন্তা ও বিশ্লেষণ সন্নিবিষ্ট আছে, যাহা বর্ত্তমান যুগের সমালোচনার আলোকেও যুক্তিপূর্ণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। "ইরিক্সিয়াস্" নামে তাঁহার একখানা ধন সম্বন্ধে ছোট কথোপকথন-গ্রন্থও আছে। প্লেটোর মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি আর্থিক ; শ্রমবিভাগ প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানবিশেষ ; কৃষি, গোপালন, কারুকার্য্য, ঘরে ঘরে দ্রব্য বিনিময়, বিদেশ-বাণিজ্য ও কারেন্সি বা সিক্কা অত্যাবশ্যক। তিনি সম্পত্তি বণ্টন, টাকা ধার দেওয়া, সুদ, বাকীজায় ও এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন। সত্য বটে, প্লেটোর আর্থিক চিন্তাপ্রণালী সুসংবদ্ধ নহে ; তাহাতে রাষ্ট্রীয়, নৈতিক ও আর্থিক মতামতের একত্র সমাবেশ আছে ; তথাপি পরবর্ত্তী বহু লেখক তাঁহার নিকট হইতেই অনেক আর্থিক বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন[২]।

জেনোফন—খৃঃ পূঃ ৪৩০-৩৫৭

জেনোফনের "ইকোনোমিকুসে" (œconomicus) কি করিয়া গৃহস্থালী করিতে হয়, তদ্বিষয় বর্ণিত আছে। তিনি গৃহস্থালী বলিতে পরিবার ও আশ্রিতদের কথা বুঝিতেন ; কারণ,

---

* ১৩৩৫।২০এ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। টি কুক্ এই কবিতাপুস্তক ৩ খণ্ডে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। জে কে ইনগ্রামের হিষ্টরি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি (অর্থনীতির ইতিহাস), সংবর্দ্ধিত সং, ১৯১৩, পৃ ৯।

২। আর এইচ্ এল্ প্যালগ্রেভ্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ডিক্সনারি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমির (অর্থনীতির অভিধান) অন্তর্গত 'প্লেটো' শব্দ এবং ইন্‌গ্রামের হিষ্টরি অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি, পৃঃ ১২ ও ১৩।

তাহাদের ভরণপোষণের জন্য সম্পত্তির দরকার হয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য, মুদ্রার লক্ষণ ও তদ্রূপ অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি যে সব উপদেশ দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার আর্থিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। জেনোফন এথেন্সের রাজস্ব বিষয়ে আলোচনাকালে উন্নতিবিধানের জন্য কার্য্যকারী ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু জেনোফন নূতন কোন কথা বলিতে সমর্থ হন নাই।

এরিষ্টট্‌ল্—খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২

এরিষ্টট্‌ল্ সর্ব্বপ্রথম ধনালোচনাকে বিশেষ এক বিজ্ঞান বা আর্টের মর্য্যাদা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক চিন্তার সহিত না জড়াইয়া তিনি কোথাও আর্থিক তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ ক্রেমাতিস্তিকে (Chrematistike) = তেতিকে (Ktetike) অর্থাৎ সাধারণতঃ ধন-সংগ্রহ। কখন কখন তিনি ঐ শব্দ সঙ্কীর্ণতর অর্থে প্রয়োগ করিয়া বিনিময় ও মুদ্রার সাহায্যে যে ধন সংগ্রহ হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। ধনসংগ্রহ-বিদ্যাকে তিনি নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করিয়াছেন :—

১। শীকার : (ক) বন্য পশু, (খ) যাহারা প্রকৃতি কর্ত্তৃক দাসরূপে গঠিত।

২। ক্রেমাতিস্তিকে, ধনবিজ্ঞান বা ধনশিল্প (আর্ট)।

(ক) স্বাভাবিক, ইহার মধ্যে আছে—

(১) গোপালন ইত্যাদি।

(২) কৃষি (ফলের চাষও ধরিতে হইবে)।

(৩) মৌমাছি পালন।

(৪) মৎস্যরক্ষা।

(৫) পক্ষী পালন।

(খ) মধ্যবর্ত্তী—

(১) কাঠ চেরা।

(২) খনির কাজ।

(গ) অস্বাভাবিক Metabletike (মেতাব্লেতিকে) = বিনিময়।

(১) বাণিজ্য (ব্যবসা ও খুচরা বিক্রয়) :

১ম, জাহাজ রাখা।

২য়, বাণিজ্য চালান।

৩য়, দোকান চালান।

(২) টাকা ধার দেওয়া।

(৩) ভাড়াতে জন খাটা :

১ম, কুশল কারিগর।

২য়, অকুশল কারিগর।

মাতৃস্তন্য পান না করিলে শিশু বাঁচিতে পারে না, তদ্রূপ কতকগুলি দ্রব্য বা ধন সংগ্রহ দরকার, যাহা না হইলে গৃহস্থালীর কার্য্য নির্ব্বাহ করা সম্ভব নহে; এরিষ্টট্‌ল্ সেগুলিকেই 'স্বাভাবিক' আখ্যা দান করিয়াছেন। এই আদর্শ হইতে যে দ্রব্য যত দূরে অবস্থিত, তাহার স্বাভাবিকতা তত কমিয়া যায় অর্থাৎ তাহা মধ্যবর্ত্তী এবং অস্বাভাবিক ধন সংগ্রহে পরিণত হয়। গৃহস্থালী অথবা রাষ্ট্রের কাজে লাগাইবার উপায়সমূহকে এরিষ্টট্‌ল্ ধন আখ্যা দিয়াছেন। ধন সংগ্রহ করিতে হইবে বটে, কিন্তু অপরিমিত ভাবে নহে। কারণ, গার্হস্থ্য আর্থিক নীতির অর্থ শুধু ধন সঞ্চয় করা নহে; কোষবৃদ্ধি ও রাজ্যশ্রী রক্ষাও এক কথা নয়। এরিষ্টট্‌ল্ এইরূপে অর্থ-শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন, কিন্তু ঐকোনোমিকে (Oikonomike) 'গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান' অর্থেই ব্যবহৃত হইতে থাকে, আধুনিক অর্থশাস্ত্রের কথা বুঝাইবার জন্য ক্রেমাতিস্তিকে (তেতিকে) প্রচলিত ছিল। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পণ্ডিত তাঁহার "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিশাস্ত্র" নামক গ্রন্থে প্রথম "পলিটিকাল ইকনমি" বা "রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি" শব্দের প্রচলন করেন।

প্রাচ্যে অর্থশাস্ত্রের ধারা

ক্যালডিয়ান্‌রা কৃষিকার্য্যে বিশেষ উৎকর্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিল। অল্প আয়াসে তাহারা জমি হইতে অনেক ফসল উৎপাদন করিতে পারিত। তাহাদের প্রণালীসমূহ প্রথমে গ্রীকদের দ্বারা, পরে আরবদের দ্বারা অনুসৃত হইতে থাকে। ক্যালডিয়ান্ সভ্যতার তিরোধানের পরও এই প্রণালীসমূহ বর্ত্তমান ছিল, আব্বাসাইড্ খলিফাদের অধীনে থাকা কালে ইরাকীরা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিল, ইবুন্ ওয়াহশিয়া প্রণীত "নাবাটিয়ান্ কৃষি" নামক গ্রন্থে (প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত আরবদের নাবাটিয়ান্ বলে) তাহার বিবরণী আছে। রেনাঁ বলেন, "এমন হইতে পারে যে, এই প্রণালীগুলি প্রাচীন এসিরিয়ার রীতিনীতির জ্ঞাপক, যেমন 'অ্যাগ্রিমেনসোরেস্ ল্যাটিনে' গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে সম্পাদিত পুস্তক হইলেও ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য পাওয়া যায়"। প্রত্যেক সহরের কোন কোন মন্দিরের গ্রন্থাগারে মৃত্তিকাফলক-লিখিত কৃষিগ্রন্থ রক্ষিত হইত।

ডাক্তার চেন্ হুয়ান্ চাঙ্ প্রণীত "কন্‌ফিউশিয়াস্ ও তাঁহার স্কুল" নামক গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কন্‌ফিউশিয়াস্ (খৃঃ পূঃ ৫৫২-৪৭৯) ও তাঁহার শিষ্যগণের লেখায় ধনব্যবস্থা ও ধনবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্কনির্ণয়, ধন উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবহার লইয়া আলোচনা ও রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়-ব্যবস্থার কথা সন্নিবিষ্ট আছে।

ভারতে মহাকাব্যের যুগে বার্ত্তার উৎপত্তি

ভারতবর্ষে ধন সম্বন্ধে আলোচনা 'বার্ত্তা' নামে এক বিশেষ বিদ্যারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ১০০ তম অধ্যায়, ৬৮তম শ্লোকে বিদ্যাকে তিন ভাগে

বিভক্ত করিয়া, এক ভাগকে বার্ত্তা আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুরাণসমূহেও ত্রেতাযুগে বার্ত্তা বলিতে কি বুঝাইত, তাহার উল্লেখ আছে :—বায়ুপুরাণ, পরিচ্ছেদ ৮, শ্লোক ১৩৪ ; মৎস্যপুরাণ, পরিচ্ছেদ ১৪০, শ্লোক ১৩ ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ১০৭ ; পরিচ্ছেদ ৮, শ্লোক ১৯৫ ও পরিচ্ছেদ ৬৩, শ্লোক ৪।

কৌটিল্যমতে বার্ত্তা ও অর্থশাস্ত্রের

কৌটিল্যের মতে বার্ত্তা=অর্থানর্থৌ অর্থাৎ ধন ও ধননাশ ; আর অর্থশাস্ত্রের সীমা এইভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে :—"অর্থ (ধন অথবা দ্রব্যাদি) মানুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ; মনুষ্যাবাসভূমিকে (বা দেশকে) অর্থ কহে ; যে বিজ্ঞান ভূমি বা দেশ লাভ করিবার, রক্ষা করিবার ও তাহার উন্নতি করিবার বিষয় আলোচনা করে, তাহা অর্থশাস্ত্র।" বুঝা যাইতেছে, অর্থশাস্ত্র ধনালোচনা হইলেও দণ্ডনীতি বা রাজ্যশাসন লইয়া আলোচনা করিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ বার্ত্তা কেবল ধনালোচনায় সীমাবদ্ধ, আর অর্থশাস্ত্রের সহিত বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিচার-কার্য্য, যুদ্ধবিদ্যা, রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্পর্কনির্ণয় ও রক্ষা, নগরগঠন ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত।

কৌটিল্যের মতে (১) পুরাণ, (২) ইতিবৃত্ত, (৩) আখ্যায়িকা, (৪) উদাহরণ, (৫) ধর্ম্মশাস্ত্র এবং (৬) উল্লিখিত বার্ত্তা-সংবলিত অর্থশাস্ত্র ইতিহাস-বেদের অন্তর্গত। অথর্ব্ববেদ (১৫, ৫), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩, ১২, ৮, ২), শতপথ ব্রাহ্মণ (১১, ৫, ৬, ৪—৮ ; ১৩, ৪, ৩, ৩ ; ১৪, ৫, ৪, ১০, ৬, ১০ ; ৬ ; ৭, ৩, ১১) তৈত্তিরীয় আরণ্যক (২, ৯, ১০), শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র (১৬, ২, ২), আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (১০, ৭, ১), শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র (১, ২৪, ৮), আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (৩, ৩, ১—৩), হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র (২, ১৯, ৬), বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (২, ৪, ১০, ৪, ১, ২), মৈত্রায়ণ উপনিষদ্ (৬, ৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থেও ইতিহাসের উল্লেখ বা আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রসমূহে পুরাণ ও ইতিহাস একত্র উল্লিখিত আছে। অতএব 'বৈদিক' ইতিহাস ও কৌটিলীয় 'ইতিহাস' এক বলিয়া বোধ হয় না। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী সংস্কৃত, পালি অথবা জৈন সাহিত্যেও ইতিহাস শব্দ কৌটিলীয় অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র অথবা ইতিহাসের যে সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে বার্ত্তার কাল সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

বৃত্তি, ব্যবসা ও বার্ত্তা

বার্ত্তা বিদ্যার একটা শাখারূপে পরিগণিত ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যদের বৃত্তিকে বুঝাইবার জন্যও ব্যবহৃত হইত[১]। বলা বাহুল্য যে, বৃত্তি অর্থাৎ বৈশ্যদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়কে বিদ্যারূপে উন্নীত করিবার পূর্ব্বেই বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির জন্য পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম ও

১। কৌটিল্যমতে বার্ত্তা শূদ্রদেরও জীবিকা অর্জ্জনের উপায় ছিল।

জীবন-ধারণোপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বৈশ্যগণের অনুসৃত জীবিকোপায় বুঝাইবার জন্য বার্ত্তার প্রচলন রামায়ণ ও তৎপরবর্ত্তী সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহে ভূরি ভূরি দেখা যায়[1]।

বার্ত্তার প্রধান অঙ্গ হইতেছে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য। ইহা ধান্য, পশু, হিরণ্য, বন-জাত দ্রব্য, শ্রমিক ইত্যাদি প্রদান করে বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা (কৌটিল্য, ১ম ভাগ, বিদ্যাসমুদ্দেশ, পৃষ্ঠা ৮)। অন্য কেহ কেহ টাকা ধার দেওয়াকেও ইহার অন্তর্গত বিবেচনা করিয়াছেন (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ৫, শ্লোক ৭৯,—নীলকণ্ঠের টীকা ; ভাগবতপুরাণ, স্কন্ধ ১০, পরিচ্ছেদ ২৪, শ্লোক ২১—

কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥

তৃতীয় বর্ণের জীবিকার উপায় ছিল বার্ত্তা। কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য ও কুসীদকে মনু বার্ত্তারূপে গণনা করিয়াছেন। পরন্তু বৈশ্যদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন,—"বৈশ্যকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, ধাতু, সূতার কাপড়, আতর ও পোষাকের দাম জানিতে হইবে। বীজ কেমন করিয়া বপন করিতে হয়, কোন্ ক্ষেত ভাল আর কোন্টা মন্দ, দাঁড়িপাল্লার সঠিক ওজন ইত্যাদির খবর তাহাকে রাখিতে হইবে। দ্রব্যাদির গুণাগুণ, বিভিন্ন দেশের দোষগুণ, পণ্য বিক্রয়ে লাভ ক্ষতি, গোপালনের উপায়, ভৃত্যদের বেতন, বিভিন্ন দেশের ভাষা, জিনিষ রক্ষা করিবার প্রথা ও ক্রয় বিক্রয়ের নিয়মাবলী সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান থাকা চাই।" বলা বাহুল্য, মনুর এই বিস্তৃত তালিকা পূর্ব্বোক্ত ৩।৪ দফার মধ্যেই পড়িয়া যায়। প্রত্যেক বৈশ্যই ঐগুলি করিত, এমন নয় ; বৈশ্যদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল (মনু, ৪, ৩২৯-৩৩২)। কৌটিল্য ও মনুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, (১) কৌটিল্য কুসীদের উল্লেখ করেন নাই ; (২) মনু বলেন, শূদ্রের কর্ত্তব্য হইতেছে—উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করা। কৌটিল্য তাহার সহিত বার্ত্তা ও কারু কুশীলবকর্ম্ম (বা শিল্পী ও গায়কের বৃত্তি) যোগ করিয়া দিয়াছেন। কারু-কুশীলবের নাম আলাদা করায় বুঝা যাইতেছে যে, গোড়ায় ইহা বার্ত্তার অন্তর্গত ছিল না। বিষ্ণু পুরাণেও (১।৬।২০।২) "বার্ত্তোপায়" ও "কর্ম্মজা হস্তসিদ্ধি" এই উভয়ের ভিতর ভেদরেখা টানা হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রামায়ণের সময় হইতেই বার্ত্তাকে আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও দণ্ডনীতি—এই তিন বিদ্যাবিভাগের তুল্য সম্মান প্রদান করা হইয়াছে। সুতরাং সে সময়ে এ বিদ্যা যে

১। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, শ্লোক ৪৭ ; মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ৬৮, শ্লোক ৩৫ ; সভা প, পরি ৫ শ্লোক ৭৯ ; ভগবদ্গীতা ১৮, ৪৪ ; কৌটিল্য, বিদ্যাসমুদ্দেশ, পৃঃ ৮ ; বায়ুপু, পরি ৮, শ্লোক ১২১, ১৩০, ১৩৬ ; পরি ২৪, শ্লোক ১০৩ ; বিষ্ণুপু, পরি ৬, শ্লোক ২০, ৩২ ; ভাগ পু, স্ক ৭, পরি ১১, শ্লোক ১৫ ; স্ক ১০, পরি ২৪, শ্লোক ২০, ২১ ; স্ক ১১, পরি ২৯, শ্লোক ৩৩ ; ব্রহ্মাণ্ডপু, পরি ৮, শ্লোক ১৩০ ; পরি ২৬, শ্লোক ১৪ ; লিঙ্গপু, পরি ৩৯, শ্লোক ৪৩ ; পরি ২১, শ্লোক ১৬ ; ভবিষ্যপু, ব্রাহ্ম পর্ব্ব, পরি ৪৪, শ্লোক ১০ ; নারদীয় পু, অত্রিসংহিতা, শ্লোক ১৪, ১৫।

প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তৃতীয় বর্ণকে কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য ও কুসীদের ভার অর্পণ করিবার পর এই সাহিত্যের অধিকতর বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহাকে বিদ্যারূপে গণনা করার পর হইতে কৃষি ইত্যাদি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় ও সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালিত হইতে থাকে। রাম ভরতকে (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১০০, শ্লোক ৬৮, ৪৭) ও যুধিষ্ঠির নারদকে (মহাভারত, সভাপর্ব্ব, পরি ৫, শ্লোক ৭৬ - ৭৯) কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত লোক ও বার্ত্তার প্রয়োগ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

বার্ত্তার উল্লেখ ও সীমা

বার্ত্তা বলিতে যে চারিটি বিষয় বুঝাইত, তাহা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বার্ত্তা ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইত[১]। যথা দেবীপুরাণে, পরিচ্ছেদ ৩৭, শ্লোক ৬১—

পশ্বাদিপালনাদ্দেবি কৃষিকর্ম্মাস্তুকারণাৎ।
বর্ত্তনাদ্ বারণাদ্ বাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে॥

বস্তুতঃ বার্ত্তা ধন সম্বন্ধে আলোচনার একটা শাখা-বিদ্যা ছিল না, ইহা ধনবিষয়ক পরাবিদ্যা ছিল। মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার 'প্রস্থানভেদে' বিদ্যার ১৮টি ভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—৪ বেদ +৬ অঙ্গ+৪ উপাঙ্গ+৪ উপ-বেদ (আয়ুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, ধনুর্ব্বেদ ও অর্থ-শাস্ত্র)। কোন কোন ক্ষেত্রে উপবেদ না ধরায় ১৪ বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে। যে চারিটী বিদ্যাকে সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে বার্ত্তা একটি। দেখা যাইতেছে যে, মধুসূদনের মতে 'অর্থশাস্ত্র' উপবেদ। ইহাতে আলোচিত হয় নীতিশাস্ত্র (রাষ্ট্রীয় দর্শন বা নীতি), অশ্বশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র (কারুকার্য্য ও কলা), সূপকারশাস্ত্র (রন্ধনবিদ্যা), চতুঃষষ্টি কলাশাস্ত্র। অর্থ অর্জ্জন সম্পর্কে বার্ত্তা সর্ব্বোচ্চ বিদ্যা। অর্থশাস্ত্র ব্যাপকতর হইলেও উহার যে যে অংশে অর্থের আলোচনা আছে, সেই সেই অংশ বার্ত্তার অন্তর্গত।

১। যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বার্ত্তার নাম করা হইয়াছে, তাহার কতকগুলির নাম দেওয়া যাইতেছে,—রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১৯০, শ্লোক ৬৮ (পরোক্ষ) ; মহাভারত, বনপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ১৫০, শ্লোক ৩০, ৩১ ; শান্তিপর্ব্ব, পরিচ্ছেদ ১৮, শ্লোক ৩৩ ও পরিচ্ছেদ ৫৯, শ্লোক ৩৩ ; হরিবংশ, পরিচ্ছেদ ৪০, শ্লোক ৩৯ (পরোক্ষ) ; মনু, ৭, ৪৩ ; যাজ্ঞবল্ক্য, ১, ৩১১ ; কৌটিল্য, প্রথম ভাগ, বিদ্যাসমুদ্দেশ, পৃষ্ঠা ৬, ৭ ; অগ্নিপুরাণ, পরিচ্ছেদ ২২৫, শ্লোক ২১, ২২ (মনু দ্রষ্টব্য) ; পরিচ্ছেদ ২৩৭, শ্লোক ৫ ; পরিচ্ছেদ ২৩৮, শ্লোক ৯ (কৌটিল্য, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৭, লাইন ১ ও ২), বায়ুপুরাণ, পরিচ্ছেদ ৬১, শ্লোক ১৯৭ ; মৎস্যপুরাণ, পরিচ্ছেদ ২১৫, শ্লোক ৫৩ (মনু দ্রষ্টব্য) ; পরিচ্ছেদ ১৪৫, শ্লোক ৩৬ ; ভাগবতপুরাণ, স্কন্ধ ৩, পরিচ্ছেদ ১২, শ্লোক ৪৪ ; বিষ্ণুপুরাণ, ভাগ ১, পরিচ্ছেদ ৯, শ্লোক ১, ৯ ; ভাগ ২ ; ৪ পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৮৪ ; ভাগ ৫, পরিচ্ছেদ ১০, শ্লোক ২৩—৩০ ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ১০৭ ; পরিচ্ছেদ ৬৪, শ্লোক ২৫, ৩২ ; পরিচ্ছেদ ৬৫, শ্লোক ৩৮, ব্রহ্মপুরাণ, পরিচ্ছেদ ২০, শ্লোক ৮৫, পরিচ্ছেদ ১৭৯, শ্লোক ৪০ ; পরিচ্ছেদ ১৮০, শ্লোক ৪৩—৪৬, দেবীপুরাণ, পরিচ্ছেদ ৩৭, শ্লোক ৬০, ৬১ ; শিবপুরাণ (বায়বীয় সংহিতা), ভাগ ১, পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ২২।

বার্ত্তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন

রাষ্ট্রে যাহাতে বার্ত্তার নিয়মাবলী যোগ্য লোকদের দ্বারা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, সে জন্য রাজা সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। এই জন্য রাজাকে বার্ত্তার বিশেষভাবে দরকারী বিষয়গুলি, যেমন কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য আয়ত্ত করিতে হইত ও সে জন্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক প্রয়োজন হইত। মনু রাজার বিষয়ে বলেন (৭,৪৩),—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥

কৌটিল্য রাজপুত্রদের পাঠোপযোগী বিষয়ের মধ্যে বার্ত্তার নাম করিয়াছেন, রাজকীয় কার্য্য-বিভাগের অধ্যক্ষগণ—যাঁহাদের এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল ও যাঁহারা কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্মের ভার লইতেন, তাঁহারা এই সব বিষয় রাজপুত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন।

বার্ত্তা কাহারা পড়িত ?

ব্রাহ্মণেরা বিদ্যা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অথবা ছাত্রদের শিখাইবার জন্য বার্ত্তা অধ্যয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণেরা শুধু যে দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিখাইতেন, তাহা নহে ; তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যা, শস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল ও অন্যান্য কার্য্যকরী বিদ্যা শিখাইতে সমর্থ ছিলেন। রাম শস্ত্রবিদ্যা শিখিয়া-ছিলেন বিশ্বামিত্রের নিকট, আর পাণ্ডবদের যুদ্ধবিদ্যার গুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য্য। শান্দীপনি কৃষ্ণকে বিদ্যার নানা শাখা ও ৬৪ কলা শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বার্ত্তা মুখ্যতঃ বৈশ্যদের অবলম্বনীয় ছিল, আর দণ্ডনীতি ক্ষত্রিয়দের। চতুর্থ বর্ণ বা শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার ছিল না। কৌটিল্য বলেন, দ্বিজসেবা ছাড়াও তাহারা বার্ত্তার অন্তর্গত কোন কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত।

গ্রীস্ অথবা ভারতের আর্থিক গ্রন্থসমূহ আজিকার গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে না। বার্ত্তার কার্য্যকারী উদ্দেশ্য ছিল—চাষী, রাখাল, সুকুমার কলাবিৎ শিল্পী ও ব্যবসাপরিচালক প্রভৃতিকে চালিত করা। কিন্তু অদ্যাবধি 'বার্ত্তাশাস্ত্র' এই নামযুক্ত কোন পুস্তক আমরা দেখি নাই। ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কারণ, আন্বীক্ষিকী কিম্বা ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্গত পুস্তকাবলীর কোনটাকেই আন্বীক্ষিকী বা ত্রয়ী নামে পরিচিত হইতে দেখি না। মোটামুটি বার্ত্তার কতকগুলি আলোচ্য বিষয় হইতেছে,—স্থাপত্যবিদ্যা, গৃহনির্ম্মাণ, চিত্রাঙ্কণ, মূল্যবান্ রত্নপরীক্ষা, কৃষি, বৃক্ষপালন, বৃক্ষরোপণ, বাটিকা-নির্ম্মাণ, গো-রক্ষা, হস্তশিল্প, গাড়ী-জাহাজ-নির্ম্মাণ ইত্যাদি। বার্ত্তাবিষয়ক পুস্তকাদিতে আধুনিক অবরোহ ও আরোহ-প্রণালীতে আর্থিক মূলসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা যায় না।

উপসংহার

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে ধনালোচনা বিশেষ এক বিদ্যারূপে বিকাশলাভ করিয়া-ছিল। ইহার প্রথম উৎপত্তি হয় রামায়ণের কালে, বৈশ্যবর্ণের বিশেষ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইবার পর এই বিদ্যার সমুদ্ভব হয়। অর্থ সম্বন্ধে চিন্তাবলীর নিদর্শন গ্রীকসাহিত্যের এখানে সেখানে

পাওয়া গেলেও, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এরিষ্টটল্ ইহাকে প্রথম ধনবিজ্ঞানরূপে বিশেষত্ব প্রদান করেন। ভারতে বিশিষ্ট বিদ্যারূপে বার্ত্তার উৎপত্তি সম্ভবতঃ এরিষ্টটলের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ক্যাল্ডিয়ান্রা কৃষিতে সবিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল ও তাহাদের প্রণালী গ্রীকরা ও আরবেরা গ্রহণ করে; তাহারা তাহাদের গ্রন্থাগারসমূহে কৃষি বিষয়ে যে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গ্রন্থ রাখিয়াছিল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, একমাত্র "নাবাটিয়ান্ কৃষি" নামক যে গ্রন্থের সন্ধান পাই; তাহা হইতে কৃষি-প্রণালীর কথা জানা যায়। কিন্তু ক্যালডিয়ান্রা অর্থ সম্বন্ধে যে ভিন্ন একটি বিদ্যার চর্চ্চা করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ডাক্তার চেন-হুয়ান্-চাঙের গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, চীনে কনফিউশিয়াস্ ও তাঁহার শিষ্যগণের লেখায় অনেক আর্থিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি এ কথা বলেন নাই যে, কন্ফিউশিয়ান্ জীবনের আর্থিক উন্নতিকে ভিত্তি করিয়া বিশেষ এক বিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতে এই বিদ্যা প্রাচীন কাল হইতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল ও তদ্দ্বারা জনসাধারণের আর্থিক কার্য্যাবলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ গতি প্রদান করিবার চেষ্টা করা হয়। গোড়ায় বৈশ্যবৃত্তিরূপে পরিচিত হইয়া ইহার অন্তর্গত বিষয়গুলি তিনটিতে দাঁড়াইয়াছিল—কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য। এই বিদ্যার উল্লেখ যে শুধু সংস্কৃতসাহিত্যে দেখা যায়, তাহা নয়; বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাবলীতেও পাওয়া যায়। কল্পসূত্রে দেখিতে পাইবে ঋষভ তাঁহার রাজত্ব-কালে লোকের উপকারের নিমিত্ত ৭২ বিজ্ঞান...... স্ত্রীলোকের ৬৪ বিদ্যা, ১০০ কলা ও পুরুষের ৩টি বৃত্তি শিখাইতেন। অধ্যাপক য়াকবি এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"কুমোর, কামার, পটুয়া, তাঁতি ও নাপিত, এই পাঁচজনের ব্যবসার প্রত্যেকটীর ২০টী করিয়া শাখা আছে—এই ব্যবসাগুলি শিখিতেই হইবে। আর কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি বৃত্তি আপনা আপনিই বিকাশ লাভ করিয়াছে।" কিন্তু তিনি পুরুষের ৩ বৃত্তি বুঝিতে পারেন নাই, উহা কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য বুঝাইতেছে। মিলিন্দপঞ্হে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, কষি, বণিজ্জা, গোরক্খা শিখান হইত অর্থাৎ তখন বিদ্যারূপে বার্ত্তার বিকাশের প্রথম যুগ চলিতেছিল।

এই বিদ্যা ক্রমে ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া ধন সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞান বুঝাইত ও পূর্ব্বে মনুষ্যজ্ঞানের যে ৩ বিভাগ ছিল (আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ও দণ্ডনীতি), তাহাদের সমতুল্যরূপে গণিত হইয়াছিল। এক দিক্ হইতে দেখিলে এই চারিটি বিদ্যা মানবের সমুদয় জ্ঞানসমষ্টি ও মূল্য হিসাবে বার্ত্তা অপর তিনটির সমান। কিন্তু অন্য দিকে কৌটিল্য বলিতেছেন, সকল রকম বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে যেরূপ অবস্থা দরকার, তাহা যদ্দ্বারা সৃষ্ট হয় অর্থাৎ দণ্ডনীতি হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কারণ, ইহা রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে বলিয়াই লোকেরা অন্যান্য বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়।

বার্ত্তা যে একটা ভিন্ন বিদ্যা ছিল ও বিদ্যায়তনে অধ্যাপক কর্ত্তৃক ইহার পঠন-পাঠন হইত, তাহার প্রমাণস্বরূপ এক শিলালিপি দক্ষিণ-ভারতে পাওয়া গিয়াছে[১]। তাহাতে জানা যায় যে,

---

১। তলবাগুণ্ডির শিলাশাসন, ১০৩ নং (এল্ রাইসের মহীশূর শিলালিপি, পৃঃ ১৯৭)

স্থানগুণ্ডুরু অগ্রহারে "ভেষজ, ইন্দ্রজাল, তর্কবিদ্যা, সম্মোহনবিদ্যা, কাব্য, শস্ত্রবিদ্যা, যজ্ঞ ···· রন্ধনবিদ্যায় সুদক্ষ অধ্যাপকমণ্ডলী বিরাজ করিতেন। এই স্থানের কুঞ্জসমূহ নন্দনকাননকেও পরাজিত করিত, আর অগ্রহারের এরূপ গৌরব ছিল যে, চতুষ্পার্শ্বের সকল দেশ চারি বেদ, ৬ বেদাঙ্গ, মীমাংসার ৩ পক্ষ, তর্ক ও তদ্রূপ শাস্ত্রসমূহ, ১৮ মহাপুরাণ, কতিপয় স্তুতিরচনা, বাস্তু-নির্ম্মাণরীতি, গীত ও নৃত্য ও স্থানগুণ্ডুরু অগ্রহারের ব্রাহ্মণগণের পরিজ্ঞাত বিদ্যাচতুষ্টয় শিখিবার জন্য লালায়িত হইত।" চারি বিদ্যার মধ্যে একটি বার্ত্তা—বার্ত্তার অন্তর্গত কোন কোন বিষয় শিলালিপিতে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শিলালিপি সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর। সুতরাং বিদ্যারূপে বার্ত্তার চর্চ্চা তখনও ভারতে অপ্রচলিত বা লুপ্ত হইয়া পড়ে নাই, বুঝিতে হইবে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার
গ্রাম্য সঙ্গীত

ইংরাজী ১৮৯৮ সালে জয়কার জনৈক জমিদার মহোদয়ের সাহায্যে কিশোরগঞ্জে সংগৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কার্ত্তিকপূজা উপলক্ষ্যে গীত—ইহা গৃহস্থ অন্তঃপুরবাসিনীগণ কর্ত্তৃক গীত হইত :—

(১) বুলেরে কার্ত্তিক জাইবান্ শশুরবাড়ী
আল্লুয়া চাউলে খেঁসারির ডাইলে সঞ্জম বালা
কিশোরগঞ্জের বাজারের কাচা মরচে মুলাই বাইংগনে সঞ্জম বালা
বুলেরে এক পুতের মা ঐইয়া গো দুইয় পুতের মা ঐইব
বুলেরে য়্যাংরাজের রাজ্য আমার শামের ঔক
বুলেরে আমার শামের হাতে ঔক সোনার খড়ি
বুলেরে ছায়লান্‌রে ছায়লান্‌রে কার্ত্তিক যাইবাইন্ শশুরবাড়ী
আল্লুয়া চাউলে—ইত্যাদি।

(খ) প্রাদেশিক ও সামাজিক প্রথা অনুসারে বিবাহের কয়েক দিবস পূর্ব্ব হইতে সন্ধ্যাকালে একত্রিত হইয়া বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে সমস্বরে নিম্নলিখিতরূপ গান অন্তঃপুরবাসিনীগণ গাইয়া থাকিতেন :—

(১) তুমি গেলে বন্ধু তুমি গেলে দ্বার ছাইরা তো দিব না
গুমাইয়াছে গো আমার রাই কাচা সোনা।
বন্ধুরে এ সিদুরের বিন্দু বিন্দু অঙ্গে দেখা যাহা কঙ্কনের ছিলরে বন্ধু
কে দিল তোর গায়, মুই অবাগিরে বন্ধু মুই অবাগি।
যুগল মিলন ওইল না, গুমাইয়াছ গো আমার রাই কাচা সোনা॥
বন্ধুরে রাকিয়া গুপালে বহু কথা মিথ্যা নহে
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জেরে বন্ধু গিয়াছে নিরচ॥
তুমি গেলেরে বন্ধু তুমি গেলে যুগল মিলন হইল গুমাইয়া॥

(২) যার লাগ গো যার চিন্তে গো দয়ে ও প্রেম বিচ্ছেদের
উজা বুজি নাইগো সংসারে যে বিষে দইছে অঙ্গ আমার
নাই মর বাচিতে কি করি বল না সই গো দয্য ধরিতে।
বল পুরা যাহে সবে গো দেখে আমার মনের অনল জলচে দিগুণ
কেউতো না দেখে, বল অনল জল দিলে নিবে।
মন অনল নিবে কিসে॥

সপ্পের বিষ বদে গো জারে প্রেম বিচ্ছেদের উজা বুজি
নাই গো সংসারে, যে বিষে দয়েছে অঙ্গ, আমার নাই মোর বাচিতে ॥
কৃষ্ণমণি বলে দনি শ্যাম ভান্দা তোর পিরীতে কি করি
বল না সই গো দয্য ধরিতে ॥

(৩) এ কি শুনা যা হে সুধা পাছে বাশি
বাজাও শ্যাম রা হে জাগ বিসকা জানে আহ ॥
বাশির শব্দ শুনি গৃহে তাকা ঐল দায়
আসে কি না আসে বন্ধু আসে কি না আসে বন্ধু
বল ভুছি কি উপায় হে ॥
কদম্ব ডালেতে বসি শ্যামে রাজা হে গো বাসি
বাশির সুরে রাধা বলে গৃহে তাকা ঐল দা হে
জাগ বিসকা জাইলে হায় ॥
বিসকার হাতে ধরি বৃন্দে কহে গো
বিসকে শ্রীগুরু কাঙ্গাল হইলে টেক্‌লাম রাধার প্রেম দায় ॥

বিবাহের বস্যাজের (বাসরের) গান।

ছাইরা দেগো চন্দ্রাবলী আমার অতি সাদের বংশীদারী গো ও ছাইরা দে
করিয়া পুষ্পের শয্যা আমি সগল রাত্র বইসা তাকি গো ও ছাইরা দে
ছাইরা দে গো রাইকিশোরী আমার একা কুঞ্জে রৈল পীয়ারি গো ও ছাইরা দে ॥
বানাইয়া পানের বিরি আমি সতে সতে মাতার কিরা গো ও ছাইরা দে
জালাইয়া মুমের বাতি আমি সগল রাত্র রইলাম বসি গো ও ছাইরা দে ॥
জল বরিতে হইলাম সারি সারি রাই জলের বাকার কৈরে যাই—গো ধনের
পঞ্চ গটী অম্রপত্র দিয়া তাতে জল বরিতে হইলাম সারি সারি
রাই জলের বাকার কৈরে যাই।
কলসি লইয়া কাকে শ্রীরাধিকার হরি বলে কলসি বাসাইয়া
নীল জলে রাই জলের বাকার কৈরে যাই ॥
নিকুঞ্জমন্দিরে বসি মালা গাতে রাই রূপসী—
দিতাম মালা কালাচাঁদের গলে রাই ॥
মালা দেখে ননদী কহে এ মালাতো দাদার নহে—
দেখেছি মালা কালাচাঁদের গলে রাই জলের বাকার কৈরে যাই ॥

তাৎকালিক প্রাদেশিক ভাষা ও শব্দ সম্বন্ধে উদ্ধৃত গীতগুলি হইতে কতক কতক আভাস

পাওয়া যায়। শেষ গানটী আধুনিক বলিয়া প্রকাশ পায়, অপরগুলি পুরাতন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রচলিত যে ভাষায় স্থানীয় লোকে সাধারণতঃ কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকিতেন, তাহা অন্যরূপ ; কেবল কতকগুলি শব্দের ঐক্য আছে। এক্ষণে কথিত ভাষা লিখিত ভাষার কতক কতক অনুরূপ হইয়া আসিতেছে। সুর ব্যক্ত করা কঠিন।

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুস্ত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

ঋ

এ

ঐ

ও

খ

গ

ভ

ম

য

র

হ

ক্ষ

সমাবেশ করিয়া তিনি এই দুইখানি গ্রন্থকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমরা যথোচিতভাবে গ্রহণ করিলে বই দুইখানি পাঠে স্বদেশ-প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হই। তাঁহাকে জানিবার আমার বিশেষ অবসর হইয়াছিল। তাঁহার সদালাপ, সৌজন্য, সচ্চরিত্রতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহাকে Gentleman অর্থাৎ প্রকৃত ভদ্রলোক বলে, তিনি তাহাই ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদাই বিশেষরূপে ভাবিতেন। তিনি পরিষদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন—ইহার উন্নতি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। তিনি নিজ পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও চরিত্রগুণে এই কলিকাতার এক অতি উচ্চবংশীয় যুবকের শিক্ষার ও অভিভাবকতা করিবার ভার পাইয়াছিলেন। সেই যুবক অপর কেহ নহেন, আমাদের শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর। তিনি কেমন মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন—তাহা সকলেই জানেন। এমন সদনুষ্ঠান নাই, যাহার সহিত প্রফুল্লনাথ জড়িত নহেন। এমন মানুষ যাঁহারা গড়িতে পারেন, তাঁহাদের কাছে দেশ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। মানুষ লইয়া জাতি ও জাতি লইয়া দেশ গড়িয়া উঠে এবং আমাদের একান্ত আশা যে, দেশে এমন মানুষ ঘরে ঘরে দেখিতে পাইব। যোগীন্দ্রবাবুর বিয়োগে দেশ ও পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত—আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বন্ধু-বিয়োগে বিশেষ দুঃখিত।"

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, ৺যোগীন্দ্র বাবু মহনীয়কীর্ত্তি পৃথ্বীরাজ ও শিবাজীর চরিত্র ও আখ্যান বঙ্গ-ভাষায় কাব্যাকারে রচনা করিয়া বঙ্গ-ভাষাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার মানব-গীতা সকলের পাঠ করা উচিত। তাঁহার অন্তরটা ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। নীতি-কথা এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ কি করিয়া হয়, অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গুছাইয়া তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা সকলেই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত।

শ্রীযুক্ত চুণীবাবু জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ আছেন বলিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জানাইবার জন্য আমাকে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব দুইটি পাঠ করিলেন। সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

প্রথম প্রস্তাব—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-বন্ধু যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ-ভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার ভার এই সভা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"এই শোক-প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার বসু মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।"

(খ) ৺অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষিত-সমাজে

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ছাত্রমণ্ডলে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভূত অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে ৺অধরবাবুর বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—"গত ৫০ বৎসর আমি স্বর্গীয় অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচিত ছিলাম। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্ আমরা একত্রে পড়িতাম। ১৮৭৮ খৃঃ আমরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এবং সেই বন্ধুত্ব এতাবৎকাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কলেজে চাকরি করিবার সময়ে এবং ছাড়িবার পর, আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। বাঙ্গালার শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন—তাঁহার অধ্যাপনার গুণে অনেক ছাত্র কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পড়াইবার ভঙ্গী ও রীতি এমন সুন্দর ছিল যে, সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ নানা ব্যাধিতে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি সিনেটের অধিবেশনে যোগদান করিতেন। স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপকতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, ঐ কলেজে এমেরিটাস্ প্রফেসার অব্ হিষ্ট্রী নিযুক্ত হন। তিনি জ্ঞানে যেমন বড় ছিলেন, চরিত্রে, সদালাপে ও সৌজন্যে সমাজে তেমনি উচ্চ স্থান পাইয়াছিলেন। কলেজের বেতন ব্যতীত তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির বিক্রয়-লব্ধ অর্থের দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার জন্য বহু অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি অনেক দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অর্থ দান করিয়া 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেক্‌চার' নামক একটি অধ্যাপকের পদ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। ইতিহাসের অনুসন্ধানের জন্য পরিষৎকে তিনি এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে পরিষৎ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিলেন,—

প্রথম প্রস্তাব—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, আদর্শ-চরিত্র অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই সভায় বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন। স্বর্গীয় অধরবাবুর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ভার এই সভা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব—"এই শোক-প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে অধরবাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জানান হউক।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীনিখিলনাথ রায়
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

স্থগিত তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯২৭, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।।০টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাবান্ নাট্যকবি পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, ক্ষীরোদ-বাবুর পরলোকগমনে বঙ্গের ও বঙ্গ-সাহিত্যের এবং বিশেষভাবে এই পরিষদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। পরিষদ্ মন্দির সংস্কারাবস্থায় ছিল বলিয়া আমরা তাঁহার জন্য ইহার পূর্ব্বে শোকসভা করিতে পারি নাই, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে কলিকাতা-বাসী সাধারণে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে যে ক্ষীরোদ-স্মৃতি-সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিষৎ যোগদান করিয়াছিলেন।

কুমারী শ্রীমতী শান্তিজল দেবী শ্রীমতী পরিমল দেবী-রচিত একটি সঙ্গীত গান করিলে পর, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষীরোদবাবুর জীবনের কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺ক্ষীরোদবাবু শ্রীযুক্ত বিজয়বাবুর বাড়ীতে বসিয়া দুই একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তিনি বিজয়-বাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এস এবং শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস মহাশয় 'নরনারায়ণ' হইতে কর্ণ ও পাঞ্চালীর কথোপকথন আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়

৺ক্ষীরোদবাবুর 'মিলন' কবিতা আবৃত্তি করেন এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এল ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বি এল মহাশয় "প্রতাপাদিত্য" হইতে চণ্ডীবর ও বিজয়ার কোন কোন অংশ আবৃত্তি করেন।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন,—

"বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান্ সেবক, বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিতৈষী সদস্য এবং সহকারী সভাপতি, সাধক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গের, বঙ্গ-সাহিত্যের ও বিশেষভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া সেই পরলোকগত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু বলিলেন, ক্ষীরোদবাবুকে ঘনিষ্ঠভাবেই জানিতাম—সেই স্বদেশী যুগ হইতেই প্রথম পরিচয়। তিনি আমাকে অতি আত্মীয় বলিয়াই মনে করিতেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টি। যখন জাতির মধ্যে একটা ভাবের বন্যা আসিয়া পড়ে, তখন শিল্পিগণ কোন্ প্রেরণায় জাগিয়া উঠিয়া নূতন নূতন ভাস্কর্য্য-শিল্পে, চিত্রে, কাব্যে, গাথায় দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন, তাহা বলা যায় না। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, পলাসীর প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়া দেশের যুগ-প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বক্তৃতা-মঞ্চে আমরা যাহা করিতে পারি নাই, নাট্যমঞ্চে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাহা সম্ভব করিয়াছিলেন। নন্দকুমারে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী মরিতে জানে। ক্ষীরোদ-বাবুর প্রতিভা—রক্তমাংসের নয়, একাদশ মনের নয়, সত্য প্রতিভা—যে বস্তুতে জীব শিব—সেই প্রতিভা—তাঁর সেই বস্তুর সন্ধান পাইয়া যে বিশ্বাত্মা তাঁর মধ্যে আপনার প্রয়োজনের জন্য কিছু কালের মত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম। প্রায়শ্চিত্তে যাহা নাই—পদ্মিনীতে যাহা নাই—নরনারায়ণে তাহা আছে—এমন artisic presentation! এমনটা আর কোথাও পড়ি নাই। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সংগ্রাম, এত জ্ঞান, স্নেহ,—আর কোথায় পাইব? নরনারায়ণের যে অভিনয় দেখিলাম, তাহাতেই মনে হয়, ক্ষীরোদবাবু এই একখানি পুস্তকের এই অধ্যায়টি লিখিয়া আর কিছু না লিখিলেও অমর হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি। তিনি যেন সেই প্রেরণা আমাদের মধ্য প্রেরণ করেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে আমার ৪০ বৎসরের আলাপ। তিনি আমার সখা ছিলেন। আমি তাঁহার সখ্যতা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত। তাঁহার লেখা পড়িয়া তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না—তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহার প্রত্যেক লেখার মধ্যে যে গূঢ় অর্থ আছে, তাহা জানিতে পারা যায়।

কবি বলিলে তাঁর ঠিক বর্ণনা হয় না—তিনি সাধকও ছিলেন। তাঁর প্রত্যেক লেখার ভিতর তাঁর সাধনার ভাব ও প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সাধনায় তিনি মাতৃমূর্ত্তি প্রকট হইতে দেখিয়াছেন। তিনি বলতেন, মা বলে দিয়েছেন, তাই বলছি। তিনি বাঙ্গালাকে ও বাঙ্গালীকে বড়ই ভালবাসিতেন। মহারাষ্ট্রে শিবাজী উৎসব হইত; তিনি বলিতেন, বীরের পূজা করিতে পারে বীরে। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেই বীর আছে, তাকে খুঁজে বের করতে হবে—সে বাঙ্গালী, এই বাঙ্গালার মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাঁর ভিতর শক্তির লীলা দেখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ডাকিলেন, জাগ ক্ষাত্র-শক্তি আর ব্রাহ্মণের হৃদয়। প্রতাপাদিত্য, শঙ্কর ও বিজয়া এক সঙ্গে দেখিলেই তাঁহার উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। কি উদ্দেশ্যে তিনি এই সকল শক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ভাবগ্রাহী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

অতঃপর প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

"এই প্রথম প্রস্তাবের প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার পরিবার-বর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষবাবু বলিলেন, আমি সাহিত্যিক নই, সেই জন্য এই পরিষদে বক্তৃতা করিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। বাঙ্গালা সাহিত্য যে গৌরবের জিনিষ, তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। আমি মুক্তির সামান্য উপাসক মাত্র। যে স্বর্গীয় মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি একজন মুক্তির বড় উপাসক ছিলেন। সাহিত্যের গোড়া কোথায়? অভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে জাতি জাগিয়া উঠে, তাহারাই সৃষ্টি করে সাহিত্য—সাহিত্যের সঙ্গে জাতির প্রাণের নিবিড় সম্বন্ধ। যে জাতি জাগে নাই, সে জাতি মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের গত ৩০।৪০ বৎসরের ইতিহাস পড়িলেই জানিতে পারা যায়, বাঙ্গালী সজাগ হইবার চেষ্টা করিতেছে। গত স্বদেশী যুগ হইতেই বাঙ্গালা-সাহিত্যের নবরূপ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা সাহিত্যকে এরূপ নব নব রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা উপাসক ও সাধক। ভারতের যে জাগরণ আজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিদর্শন আধুনিক সাহিত্যে রহিয়াছে। এই সাহিত্য যাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থান খুব উচ্চে প্রাণ জাগাইতে হইলে পরশমণির দরকার হয়। সেই পরশমণির খোঁজ প্রাণের মধ্যেই মিলিবে—প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই মিলিবে। ক্ষীরোদ বাবুর লেখার মধ্যে আমরা ইহার তত্ত্বটুকু বিশেষভাবেই পাইয়াছি।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয় এই দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, ক্ষীরোদবাবুর বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। এখন আমার যা সদাসর্ব্বদা চিন্তা, সেই হিসাবে দেখতে হবে, বিদেশীদের তুলনায় বাঙ্গালাদেশ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ হতে কতখানি বেড়েছে। আমার এই চিন্তা হতে আমি বুঝেছি যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ বর্ত্তমান জগতের অন্ততম পহেলা নম্বরের কবি। কেন? না, তিনি ছিলেন স্বদেশ-সেবক। যাঁহারা তাঁকে জানতেন, তাঁরা বলেন, তিনি

স্বরাজ-সেবক ছিলেন। আমাদের ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্যে এবং সাহিত্যে অনেক জিনিষ আছে। তার ভিতর একটা জিনিষ আছে, সেটা স্বদেশ-সেবা ও স্বরাজ-সাধনার কথা। লোক দেশ-সেবক না হলেও কাব্যের ভিতর, সাহিত্যের ভিতর, উপন্যাসের ভিতর স্বদেশের কথা প্রচার করতে পারেন। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ নিজে স্বদেশসেবক ও স্বরাজ-সাধক ত বটেনই, তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাব্য-সাহিত্যে স্বরাজ সাধনার প্রেরণা হাজার হাজার ছড়িয়েছেন। ক্ষীরোদ বাবুর নাটকের চরিত্র-চিত্রণ অসাধারণ। এক এক নাটকে এক এক শ্রেণীর অদ্ভুত ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। তাঁহার সৃষ্টি নূতন জিনিষ, মান্ধাতার আমলের পুরাতন জিনিষ আর আজকাল চলে না। যে-কোন চরিত্র আসুক, যে-কোন গল্প বা ঘটনা আসুক, তাকে তিনি এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দেবেন, যাতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা কবির গড়ন জ্ঞান বা রূপবিদ্যা দেখতে পাব। মামুলি ধরণের চরিত্র-বিশ্লেষণ তাহাতে পাই না। তাঁর বিশেষত্ব দেখতে পাই নর-নারীর চরিত্রগুলিকে ভাঙ্গা গড়ায়। রামা-শ্যামা, আব্দুল ইসমাইল যে রকম ধরণের লোকই হউক না কেন, সেই লোকগুলোকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলবেন, যাতে পাঠকেরা তাঁর ওস্তাদি বুঝতে পারবে। এই ভাবে ডজন ডজন চরিত্র সৃষ্টি করে ক্ষীরোদপ্রসাদ অমরত্ব লাভ করেছেন। বাঙ্গালাদেশে ৫০।৬০ বছরের ভিতর যে সমস্ত লোক মানুষের মত মানুষ, বাপকো বেটা জন্মেছেন, তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, যে দুনিয়াটা দেখছি, এটা কিছুই নয়; এই যে বাঙ্গালার নরনারী দেখতে পাচ্ছি, তাও কিছু নয়। বাঙ্গালা দেশ এমন হওয়া সম্ভব, যা এখন নাই। যা নাই, তা ঠিক। যা আছে, তা ঠিক নয়। এই হিসাবে এমন সব কতকগুলি লোক সৃষ্টি করা দরকার, যা বাঙ্গালা দেশকে, বাঙ্গালী জাতিকে অভিনবরূপে গড়ে তুলবে। এই মাপ-কাঠিতে আশুতোষ মানুষের মত মানুষ, বাপকো বেটা; কর্ম্মবীর চিত্তরঞ্জনও আর একজন বাপকো বেটা। আর সেই মাপ-কাঠিতেই বল্‌ছি যে, বাপকো বেটা ক্ষীরোদপ্রসাদের কাব্য-শিল্প একটা নূতন তাজা দুনিয়া সৃষ্টি করে গিয়েছে, আর সেই শিল্প-দুনিয়ার লোকগুলি যেন রক্তমাংসেরই জ্যান্ত নরনারী, ঠিক যেমন জ্যান্ত নরনারী আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিভিন্নতাময় যুবক ভারত।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে স্বর্গীয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।" তিনি বলিলেন যে, ক্ষীরোদবাবু পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতেই সদস্য। বহুদিন ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের বহু উপকার করিয়াছেন। এবং পরিষদের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষা পরিষদেই হওয়া যুক্তিযুক্ত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে আমার বহু দিনের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ছিলেন। কিন্তু তিনি নীরস রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকও ছিলেন। স্কটিস্ চার্চ্চ কলেজে এই শাস্ত্রের

অধ্যাপনা করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার বহু আলোচনা হইয়াছে। তাঁর লেখা লোককে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল। সেগুলির অভিনয়ও হইয়াছিল—তার কারণ কি? তিনি রস ও রসান দিতে জানিতেন বলিয়া। তিনি লেখার দ্বারা স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বদেশের অনুরাগ দেশের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, সেগুলিতে তিনি রসান দিতে পারিতেন। প্রতাপাদিত্যের সৃষ্টি তিনি করেন নাই। প্রতাপ-চন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'বঙ্গাধিপপরাজয়' লিখিয়াছিলেন আগে। তার পর তিনি দেশকে জাগাই-বার জন্য 'প্রতাপ-চরিত্রের' অভিনব রূপ ও রসান দিয়াছিলেন। এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ব্বতন লেখকদিগকে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, ক্ষীরোদপ্রসাদ দেশকে যা দিয়া গিয়াছেন, তাহা অমূল্য। তিনি পরিষদের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষদে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন ও অবশ্যকর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সংশোধক প্রস্তাব করিলেন যে, ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টি-টিউটে যে স্মৃতিরক্ষার জন্য শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সহিত একযোগে পরি-ষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করুন। এই সংশোধক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মূল প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে, ক্ষীরোদ বাবুর বিষয়ে বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ক্ষীরোদবাবুর পূর্ব্বে প্রতাপ ঘোষ মহাশয় বঙ্গাধিপপরাজয় লেখেন, রামরাম বসু প্রতাপাদিত্যচরিত লেখেন, সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রতাপাদিত্য লেখেন। কিন্তু ক্ষীরোদবাবুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রে নব্য আলোক দিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার নাটকীয় প্রতিভার ক্ষতি হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে। এই কথা বলিয়া তিনি ক্ষীরোদবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাস্থলে পরিচিত করিয়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত আশুবাবু তাঁহার ভ্রাতার জন্য এই মহতী সভার আহ্বানে পরিষৎকে এবং বক্তৃতাদির জন্য বক্তৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, ৺ক্ষীরোদবাবুর তৈলচিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণ সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। আর যাহা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া দিবেন—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত শৈলপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল ১০৲, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ১০৲, এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১০৲ মোট ৫০৲। তৎপরে তিনি সভাপতি মহাশয়কে ও যাঁহারা এই অধিবেশনের কার্য্য পরিচালনে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৯এ মাঘ ১৩৩৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০ টা।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। শোক-প্রকাশ—(ক) ডাঃ পশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি এবং (খ) বিজয়নারায়ণ আচার্য্য ভক্তিনিধি মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৪। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত" নামক প্রবন্ধ এবং ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর জানাইলেন যে, পণ্ডিত পশুপতিনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তাঁহার প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁহার পরিবারের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সন্ধ্যার পরেও তিনি ভাল ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়া অবিরাম রক্তস্রাব হয় এবং আট ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তিনি নানা বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকরূপে এই প্রতিষ্ঠানটি সুচারুভাবে চালাইয়া আসিয়াছেন এবং উহার গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার হাতে গড়া জিনিষ—উহা তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন—নানা ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র সুন্দর ছিল। তিনি মৃদুভাষী। তিনি এই পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। আরও শোকের ঘটনা এই যে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা। তিনি দুই বৎসর হইল, তাঁহার অন্যতম পুত্র অমরনাথকে

হারাইয়াছেন। তিনি শয্যাশায়ী হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সংস্কৃত ও বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন—সকলেরই বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ৺শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ময়মনসিংহ, সহিলপুরনিবাসী ৺বিজয়নারায়ণ আচার্য্য কবিরত্ন মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ দিয়া ময়মনসিংহ সিমুলজানি 'বিজয়া চতুষ্পাঠীর' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত উক্ত কবির বিষয়ে মন্তব্য ও জীবনী পাঠ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সরকার মহাশয়-লিখিত "কবি-পুষ্পাঞ্জলি" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিলেন।

৫। হুগলী ভাণ্ডাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সিংহ মহাশয়-প্রদত্ত একটি বৃহৎ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল এবং তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৬। সভাপতি মহাশয় অগ্যকার প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য তাঁহার লিখিত "শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত" নামক প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু এই প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে তিনি বলিলেন,—"বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রবন্ধ সংকলনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রবন্ধের সুবিন্যস্ত যুক্তিপরম্পরা পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার অন্ধকারাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও আলোক সম্পাত করিবে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কিংবা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়েরও ভুল হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। তাঁহাদের হাতে যেরূপ উপকরণ ছিল, তাঁহারা তদনুরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এখন নব নব আবিষ্কারের ফলে অনেক পুরাণো মত-বাদ বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে। তাহাতে কুণ্ঠা প্রকাশ নিরর্থক। লেখক যে পুথিখানি পাইয়া-ছেন, সময়ের হিসাবে সেখানি প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা এখন অসন্দিগ্ধচিত্তে বিজয় পণ্ডিতকে বিদায় দিতে পারি। মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, ভদ্রলোকের অস্তিত্বই ছিল না, তা আবার কবির আসন! বিজয় পণ্ডিতের গাথা বীরভূমেও পাইয়াছি। সঞ্জয় সম্বন্ধে একটু সন্দেহ থাকিয়া গেল। ইনি নিতান্তই ধৃতরাষ্ট্রের সাংবাদিক সঞ্জয়—নামের

ভ্রম সংশোধন—পঞ্চত্রিংশ ভাগ, ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সহিত প্রকা-শিত কার্য্যবিবরণের ১৫ পৃষ্ঠায় ভ্রমক্রমে "কবে কোন্ কালে তুমি বসিবে পাশে।" এইরূপ ছাপা হইয়াছে। উহার স্থলে শুদ্ধ পাঠ এইরূপ হইবে,—"কবে কোন্ কালে তুমি বাসবের পাশে।"

ক্ষেত্রে এ কালে মহাভারত-রচয়িতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—এ কথা বলিবার মত প্রমাণ এ প্রবন্ধে আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। তবে তিনি কোন নাচারী বা পদাবলীগায়ক, নিজের সুবিধার জন্য ত্রিপুরার মত পার্ব্বত্য অঞ্চলে কবীন্দ্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লোকে কবীন্দ্রের পরিচয় না জানিয়া কবিযশঃ তাঁহারই উপর চালাইয়াছে, এ অনুমানের যথেষ্ট প্রমাণ লেখক দিয়াছেন। মোটের উপর, প্রবন্ধটি ভালই হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তিনি আজ এখানে উপস্থিত নাই। তাঁহাকে এখানে পাওয়া গেলে আলোচনায় আরও অনেক বিষয় জানিবার সুবিধা হইত।"

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয় কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দীর মহাভারত বলিয়া যাহা যাহা প্রচলিত আছে, তাহা একই গ্রন্থ বলেন। উহাই পরাগলী মহাভারত। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের সম্পাদন করার পর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উহাকে পরাগলী মহাভারতেরই অংশ বলিয়াছেন। 'বিজয় পণ্ডিত কথা'র স্থলে তিনি 'বিজয় পাণ্ডব কথা' পাঠ করেন। ঐ কথা পরাগলী মহাভারতের অনেক স্থলেই আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু সঞ্জয়ের মহাভারত স্বতন্ত্র বলেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু কিন্তু তাহাও পরাগলী মহাভারতই বলিতে চান। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের ঐক্য থাকিলেই যে তাহা মূলে একই গ্রন্থ, সকল ক্ষেত্রে এরূপ বলা চলে না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মূল কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিতেও পারেন। সুতরাং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করাই উচিত।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার	শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গুহ রায়, ৪ মুরা ফার্ষ্ট লেন; প্র—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ৩৮।২ এল্‌গিন রোড, প্র—ঐ, স—শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, সদ—৩। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় এম এস্‌সি, ৭বি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বরাট এম এস্‌-সি, ৩৩ গোয়াবাগান লেন, ৫। শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বি এল,

এটর্নি, ২১ রামলাল মুখার্জ্জি লেন, সালখিয়া, হাওড়া, ৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ২০ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, ৭। শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১১২ বলরাম দের ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—ঐ, সদ—৮। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন এম এ, স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজের অধ্যাপক, ২২ জয় মিত্র লেন, ৯। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, পি-এচ্ ডি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি-এচ ডি, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ; প্র—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সম—ঐ, সদ—১১। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, ১১৫।৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল, সম—ঐ, সদ—১২। শ্রীযুক্ত অম্বিকাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত এম এ, বি এল, উকীল, মেদিনীপুর, ১৩। শ্রীযুক্ত পি অমুজন আচারী, রামবর্ম্মা রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক, ত্রিচুড়, কোচিন ষ্টেট ; প্র—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সম—ঐ, সদ ১৪। শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, ২৭ গ্রে ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সম—ঐ, সদ—১৫। শ্রীযুক্ত নির্ম্মল দেব এস এ জি, ৫৯।১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, সম—ঐ, সদ—১৬। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, ৭৯ বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জ্জি লেন, হাওড়া ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, সম—ঐ, সদ—১৭। শ্রীযুক্ত রামশশী মিত্র বি এ, ৫৭ গিরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর ; ১৮। শ্রীযুক্ত কুশীপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৬৪ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। প্র—ঐ, সম—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, সদ—১৯। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এ, বি এল, অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ, ২৩।১।৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল, সম—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, সদ—২০। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী জমীদার, হরিপুর, দিনাজপুর, (১৭৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট), প্র—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদ—২১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নীলকণ্ঠপুর, ২৪পঃ। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ, সম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদ—২২। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাল চৌধুরী, ৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট ; ২৩। শ্রীযুক্ত গগনচাঁদ বড়াল, ১৫ হিদারাম বানার্জ্জি লেন, ২৪। শ্রীযুক্ত পি, আর, যজ্ঞস্বামী আয়ার, ৬০ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, প্র—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সম—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্ এ, সদ—২৫। শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ কুমার এম্ এ, করপোরেশনের কাউন্সিলার, ৩১, ৩১।১ বড়তলা ষ্ট্রীট ; প্র—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্নী, সম—ঐ, সদ—২৬। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাম ও পোঃ সাড়াতলা, বর্দ্ধমান ; প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সম—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সদ—শ্রীযুক্ত জীবনতারা হালদার, ২২।১।১ বেণেটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, উপহৃত পুস্তক,—(১) ত্রিপুরা জেলার কথ্যভাষা ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—(২) আসমান তারা, (৩) মমতার ফাঁসি ; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন—(৪) সত্যব্রতের পরীক্ষা, (৫) বৃহন্নারদীয় পুরাণ ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৬) গল্পগুচ্ছ, ২য় ভাগ, (৭) যোগবাণী বা সিদ্ধযোগোপদেশ, (৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ), (৯) গিরিশচন্দ্র, (১০) উপাসিকা চরিত, (১১) মার্গত্রয় ; শ্রীযুক্ত দ্বিজবর দাস—(১২) সচিত্র রত্নতত্ত্ববারিধি ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী চৌধুরী—(১৩) তীর্থের পথে ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু—(১৪) মানস-কমল ; শ্রীযুক্ত স্বামী রামানন্দ—(১৫) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষৎ ১ম ভাগ ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস—(১৬) শৈলজার কথা ; শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ—(১৭) ডেপুটির জীবন ; শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত -(১৮) মালঞ্চের ফুল; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু—(১৯) জন্ম-শাসন; শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—(২০) প্রার্থনা-শতক, (২১) উপদেশামৃত, (২২) শ্রীশ্রীগৌর-গীতাবলী; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(২৩) ঝুমুর রসমঞ্জরী; শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী—(২৪) "বাঙ্গালী" নামের অর্থ কি ? ১ম খণ্ড, (আর্য্যাবর্ত্ত বা গৌড়), (২৫) ঐ, ২য় খণ্ড, (ব্রহ্মাবর্ত্ত বা মানভূম ও বঙ্গদেশ বা দ্রাবিড়); শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম— (২৬) গ্রামের কাজের ক, খ, গ, ওরফে মোহমুদ্গার (শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত-প্রণীত), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র—(২৭) সপ্তগোস্বামী ; শ্রীযুক্ত শেখররঞ্জন মুখোপাধ্যায়—(২৮) বিদ্রোহী, (২৯) দেবর, (৩০) আলেয়া, (৩১) খুনিকে খুন, কলের পুতুল, (৩২) তস্কর ও ডাকাত, (৩৩) শোড়া (৩৪) রত্নদ্বীপ, (৩৫) চীনের জুজু, (৩৬) মায়ের প্রাণ, (৩৭) যুগের আলো, (৩৮) বিরাজ বৌ ; শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য—(৩৯) বিষপান ; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ—(৪০) হাডু-ডু-ডু ; শ্রীযুক্ত সেখ কাদের বক্স—(৪১) বিলাতী আতসবাজী শিক্ষার পুস্তক, ১ম ভাগ ; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে— (৪২) জয়দেব; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(৪৩) খেজুরী বন্দর ; শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ—(৪৪) আকাশ-কাহিনী, (৪৫) কুণ্ডলী কল্পতরু, (৪৬) দৃক্‌সিদ্ধিমূলক পঞ্জিকা সংস্কার নিবন্ধ, (৪৭) আদর্শ কোষ্ঠী, (৪৮) পাণিনি ১ম খণ্ড, (৪৯) ঐ ২য় খণ্ড ; শ্রীযুক্ত এ এন্ মিত্র—(৫০) শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ৪র্থ খণ্ড ; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু,—(৫১) হিন্দী বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী, (৫২) রাজনীতি শব্দাবলী, (৫৩) রসায়ন পরিভাষা ; The Assistant Secretary to the Govt. of India, Dept. of Education—(৫৪) Antiquities of Indian Tibet Part (Volume) II. The Chronicles of Ladakh and Minor Chronicles ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৫৫) On Heroes, Hero Worship (Thomas Carlyle) (৫৬) Discovery or Spirit and Service of Science, (৫৭) A Few Problems solved, (৫৮) A Short History of Rome, (৫৯) Revolutionary Biographies ; The Supdt. Govt. Press, Madras—(৬০) A Descrip-

tive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. XXVI (Supplement); The Manager, Govt. of India Central Publication Branch—(৬১) Records of the Geological Survey of India, Vol. LX. Part 3, 1927 (৬২) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1924-25, (৬৩) Memoirs of the Archaeological Survey of India, No 30. [The Beginnings of Art in Eastern India with Special Reference to Sculptures in the Indian Museum, Calcttta], (৬৪) Do. No. 32, [Fragment of a Prajnaparamita from Central Asia.], (৬৫) Records of the Geological Survey of India, Vol. LX. Part 2, (৬৬) Statistical Tables relating to Banks in India, 1926; The Registrar, Calcutta University—(৬৭) Report of the Students' Welfare Scheme (Health Examination Section) for the year, 1926; The Secretary, Jnan Mandal, Benares—(৬৮) Mir Kashim (in Hindi); The Secretary, Indian Science Congress,—(৬৯) Guide Book of the Indian Science Congress, Fifteenth Sessson, Calcutta, 1928, The Officer-in charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(৭০) Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, 27th Session, 1927.

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৫ই ফাল্গুন ১৩৩৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

বিষয়—"বলিদ্বীপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্।

সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সে দেশের ভারতীয় সভ্যতা ও স্থাপত্য সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মাল্যদান করিয়া সম্মানিত করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বলিদ্বীপ বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন এবং বলিদ্বীপের, তদঞ্চলের

প্রাকৃতিক দৃশ্যের, ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের, নানা উৎসবাদির ও লোকের চিত্র ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়া সকল বিষয় সুললিতভাবে ব্যাখ্যা করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ও বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
৪।৩।২৮

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

১২ই ফাল্গুন ১৩৩৪, ২৫এ ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি।

বিষয়—"যবদ্বীপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু যবদ্বীপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে যবদ্বীপের নানা দর্শনীয় স্থানের, উৎসবাদির, মন্দির প্রভৃতির ও নানা শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীজাতির চিত্র ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে দেখাইয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন। চিত্র প্রদর্শনকালে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগৃহীত যবদ্বীপের চারিখানি চিত্রও প্রদর্শিত হইল। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

বক্তৃতার শেষে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং জানাইলেন যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় ৪ঠা ও ১৮ই চৈত্র তারিখে বিশেষ অধিবেশনে ম্যাজিক ল্যান্টার্নের সাহায্যে "কাম্বোডিয়ায় হিন্দু-সভ্যতা" এবং "যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব" বিষয়ে চিত্র প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।
৪।৩।২৮

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ ফাল্গুন ১৩৩৫, ৩রা মার্চ্চ ১৯২৮, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম এ, বি এল এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ কর্তৃক প্রদত্ত দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, আজ আমরা স্বদেশপ্রাণ ও অধুনা বৈকুণ্ঠবাসী অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এই মন্দিরে সমবেত হইয়াছি। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আজ বিশেষ কাজে লিপ্ত আছেন বলিয়া আসিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহার সহকারী বলিয়া আমাকে এই আসনে বসিতে হইল। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা চিত্র উন্মোচনের সময় বলিব।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার বি এ মহাশয় তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয় বলিলেন, স্বর্গগত অশ্বিনীকুমার আমার পিতৃতুল্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনে আমার গুরু। তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টার ভিত্তি ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। রামমোহনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহিত্য-সেবা, সমাজ সংস্কার, রাজনীতিচর্চ্চা, সকল বিষয়েই ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরে ভক্তি তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি ঈশ্বরগতপ্রাণ হইয়া দেশের নানা কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের কাজ করিবার জন্য একদল মানুষ গড়িতে চাহিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করিয়া নিজে ছেলেদের মানুষ হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সত্য, প্রেম ও পবিত্রতাকে ভিত্তি করিয়া তিনি ছাত্রদের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। সত্যপ্রতিষ্ঠা ও লোকহিতকর কাজের জন্য তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগে তিনি বিনাবিচারে জেলে গিয়াছিলেন। তিনি প্রেমের সহিত সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকলেরই তিনি বন্ধু ছিলেন। যুবকগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে মানুষের মত মানুষ হইতে পারিবেন—আমি তাঁহাদিগকে সেই অনুরোধই করিতেছি।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, অশ্বিনীকুমার দেশের প্রকৃত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগনে তিনি ভাস্কর ছিলেন। তিনি নিজেকে কখন জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁহাকে বক্তৃতামঞ্চে দেখি নাই—বক্তৃতার স্পর্দ্ধা তিনি করিতেন না। তিনি দূরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নীরবে কাজ করিতে ভাল বাস-

তেন। তাঁহাতে যে গুণরাশি ছিল, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। তিনি অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াও অর্থলাভের কোন পন্থাই অবলম্বন করেন নাই। তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যবহারাজীবী ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি শ্রীরামপুরে ইউনিয়ন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তারপর দেশে গিয়া ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতা করেন—দেশের যাহারা আগামী, তাহাদের চরিত্রগঠনে ও দেশসেবার মন্ত্রদানে জীবন উৎসর্গ করিলেন। দেশে তিনি শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থাকিতেন, ছাত্রগণ দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবৃত হইয়া থাকিতেন—ইহাতেই তাঁহার সুখ ও আনন্দ। তিনি শুধু শিক্ষক ছিলেন না—তিনি লোকশিক্ষক Teacher of Humaity ছিলেন। 'মাধবীকঙ্কণ' উৎসর্গ-কালে রমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন,—'তুমি যে পথে গিয়াছ, তাহা মহত্তর।' বঙ্গদেশের মধ্যে শিক্ষার এত আদর ও প্রসার এক অশ্বিনীকুমারের চেষ্টাতেই হইয়াছিল। তিনি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সেবার দ্বারা তিনি দেশের আপামর সকলকে আপনার করিয়াছিলেন—অস্পৃশ্যদের সঙ্গে, নমঃশূদ্রদের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হই-তেন। রামচন্দ্র যেমন গুহককে কোল দিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ অস্পৃশ্যদের কোল দিয়া আপনার করিয়াছিলেন। তিনি সকলকেই সমান দেখিতেন—সকলের মধ্যে শ্রীভগবানের বিভূতি দেখিতেন। রাজনীতি আমাদের ধর্ম্মনীতি। আজকালকার রাজনৈতিক ভেল্কিবাজী আপাত-দৃষ্টিতে সকলের মনোহরণ করিতে পারে, কিন্তু তিনি রাজনীতিকে ধর্ম্মনীতিই মনে করিতেন ও সেই ভাবেই তাহার চর্চ্চা করিতেন। তিনি শ্রদ্ধানিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বরিশালকে তথা বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি চরিত্রমাধুর্য্যে ও আপনার ভাবের দ্বারা দেশকে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে তাঁহার মত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ আর কাহারও হয় নাই। আজ তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইতে পারিয়া, তাঁহার পার্থিব চরিতকথা কীর্ত্তন করিতে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম। বঙ্গদেশে তাঁহার অবদান লুপ্ত হইবার নহে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, অশ্বিনীবাবুকে বিশেষ-ভাবেই আমি জানিতাম। ভগবদ্বিশ্বাস তাঁহার অচল ছিল। তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক আমাদের দেশে ছিল না। তিনি প্রকৃত জাতীয়তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ভার-তের প্রাচীন সভ্যতা সত্ত্বেও প্রকৃত সমাজসেবার অভাবে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতেছে না। আমি বিলাতে দেখিয়াছি, তাহাদের স্বদেশভক্তি অন্যরূপ, তাহারা সকলের উপরে নিজের দেশ-সেবাকে বড় বলিয়া ভাবে। তাহারা বলে, England first, I afterwards. সেখানে তাহারা তাহাদের ভ্রাতাভগিনীদের জন্য যেমন আগ্রহের সহিত ভাবে, আমাদের দেশে সেরূপ দেখা যায় না। তাহারা নিজেদের দেশের লোকের রোগ শোক দুঃখে যেরূপ পরস্পর সাহায্য করে, আমরা সেরূপ করি না। তাহাদের spirit of civic service ও social service অনুকরণীয়। আমাদের দেশের লোকের পীড়া হইল ত বিদেশী ডাক্তার আনিয়া তাহার চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা করা হইল। আমরা কেবল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া

ও কতকগুলি বাহ্যানুষ্ঠান করিয়াই স্বদেশ ও স্বজাতি সেবার পরিচয় দিয়া থাকি। অশ্বিনীবাবু প্রকৃতই স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। যতদিন ভারতবাসী অশ্বিনী-বাবুর মত প্রকৃত জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত না হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত ভারত পরাধীন থাকিবে। কেবল 'বন্দে মাতরম্' বলিলেই দেশ স্বাধীন হইবে না।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন যে, আজ মনে করিয়াছিলাম যে, পরিষদের এই ছোট হলে অশ্বিনীকুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবার জন্য এত লোক হইবে যে, সকলকে স্থান দিতে পারা যাইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা হইল না। এমনি করিয়া আমরা আনন্দ-মোহন, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে ভুলিতে বসিয়াছি। যাঁর নাম করিলে দিন ভাল যায়, সেই অশ্বিনী-কুমারের নামে আজ লোকসমাগম এত কম! অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ালন্দে আমার প্রথম পরিচয়। আমি তখন সেখানে স্কুলের শিক্ষক, আর তিনি তখন Executive ও Judicial Agitation এর সভা করিতে গিয়াছেন। আমার কুটীরেই তিনি উঠেছিলেন। সেখানে আগে ত মনোমোহন, আনন্দমোহন, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মহাত্মগণ পায়ের ধুলা দিয়া-ছেন। অশ্বিনীকুমার এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের সংসারের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে ফেলি-লেন যে, সে কথা মনে হলে তাঁর স্বভাব ও চরিত্রের উচ্চতায় মাথা স্বতঃই নত হইয়া আসে। তিনি সেই সময় সামলা ছাড়িয়া দেশ-মাতৃকার সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। পরে তিনি বাঙ্গালার Uncro-wned King হইয়াছিলেন। তিনি আত্মজয় করিয়া দেশবাসীর চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। সেখান হতে তিনি আসিবার সময় আমার মা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—'বাবা, দেশজয়ী হও।' তিনি বলিলেন—'মা, আত্মজয়ী হও বলুন।' মা বলিলেন, 'বাবা, আত্মজয়ী না হইলে দেশ-জয়ী কেহ হতে পারে না।' আমি একমাত্র অশ্বিনীকুমারকেই আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকেই আপন করিয়া লইতে পরিতেন বলিয়া জানি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন যে, অশ্বিনীবাবু চিরদিন স্বদেশ-সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেশসেবার তুলনা নাই। এ বিষয়ে আমি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত একমত। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন, আমরা নিজেদের ভ্রাতা ভগিনীদের সেবা করিতে জানি না বা করি না, সে বিষয়ের আমি তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। তিনি বিলাতে সেই সেবার যে ছবি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। বিলাতে তিনি যে social service দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহার অর্থ abstract সেবা। আমা-দের সে প্রেম, সে সেবা শিখিবার জন্য বিলাত যাইতে হইবে না। দেড় শত বৎসর আগে আমা-দের দেশে আতুরাশ্রম, রাস্তাঘাট, দীঘি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, পান্থশালা প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান-গুলি মুসলমান রাজাদিগের আমলেও ছিল। এখনও দেশে দেশে আমাদের মেয়েরা সেবাপরায়ণা। তাঁহাদিগকে এ বিদ্যা শিখিতে বিলাত যাইতে হয় না। এই সব ছোটখাট দেশহিতকর কাজ এখনও গ্রামবাসীরা সাধ্যমত করিয়া থাকে। এখনকার মত তখন দেশে দেশে মিশনারী মোল্লা পাঠাইয়া তাহাদিগকে বুঝিয়া দেওয়া হইত না। দেশের লোকের এখনও সদ্গুণ আছে, কিন্তু সে শক্তিকে

চাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছে ও প্রতিনিয়তই হইতেছে। সুরেন্দ্রবাবু অবশ্যই এ সব কথা ভাল রকমই জানেন। আমিও বিলাতে কিছুদিন ছিলাম। সেখানে এক সময়ে এক গ্রামে মশার আধিক্য হয়। সকলে মিলিয়া হৈ চৈ করিয়া পার্লামেণ্ট পর্য্যন্ত তোলপাড় করিয়া মশা তাড়াইবার ব্যবস্থা করিল। এখানেও ত সেই ইংরাজ আছেন—কই, তাঁরা ত এদেশের দুঃখ দূর করিতে যে বিশেষ ব্যগ্র, তা দেখা যায় না। তা যাহাই হউক, আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনাপরম্পরা সমবায়ে আমাদের মধ্যে ভাবের অভাব ঘটিয়াছে। সেই ভাবের হাওয়া বদল করিতে হইবে। আমাদের দেশ গরীব হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের মহদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমাদিগকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তাঁহার সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, মানুষ বাঁচে, আবার মরে ; কিন্তু যাঁহার কীর্ত্তি বজায় থাকে, তিনি অমর। অশ্বিনীকুমার মরেন নাই। তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। তিনি আদর্শচরিত্রের লোক ছিলেন। পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া যে নিজেদের ভাই-বোনের সেবা করিতে পারা যায়, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বরিশালের হইলেও তাঁর কার্য্য ও তাঁর প্রচার বঙ্গদেশের সব জেলায় ধাক্কা দিয়াছে। এই বলিয়া তিনি একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

তারপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, অশ্বিনীকুমার শিক্ষক ছিলেন ও ব্রাহ্মণপ্রকৃতির লোক ছিলেন। আজকালকার বিদ্যালয়গুলি যেন বিদ্যাবিপণী—উচিত মূল্যের বিদ্যা পাওয়া যায় না। এখন ছাত্রদের উপর যে কর ও শুল্ক আদায় করা হয়,সে পরিমাণ বিদ্যা তাহাদিগকে দেওয়া হয়না। প্রাচীন কালের আদর্শে তিনি শিক্ষা দিতেন—তখনকার বিদ্যালয় বিদ্যামন্দির ছিল। শ্রী, সংযম, সম্ভ্রমের সহিত, ভয়ের সহিত বিদ্যাদান করা হইত। কিন্তু এখন আমরা বিদ্যালয় হইতে বিদ্যা ক্রয় করিতেছি। অশ্বিনীবাবু বিদ্যাদান করিতেন। তিনি খুব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভক্তি-যোগ পড়িয়া আমার চিত্ত তাঁহার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। পুস্তকখানিতে জ্ঞাতব্য ও চিন্তয়িতব্য অনেক জিনিষ আছে। এখানি তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান বলিতে পারা যায়, হৃদয়ের রক্তকে কালী করিয়া তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আন্তরিকতায় পূর্ণ এই বইখানি। তিনি ভক্তিতত্ত্বকে সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতার সহিত তাঁহার সহকারিতা ও সহযোগিতা করিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি রাজনীতিতে সুবিধাবাদী ছিলেন না, যদা যেমন, তদা তেমন—এ ভাবের পোষকতা তিনি করিতেন না। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল success। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা, দৃঢ়তা—তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই সজাগ ছিল। তাঁহাকে তাঁহার Principle হইতে কেহ হটাইতে পারে নাই। তাঁহার দার্ঢ্য ছিল অপূর্ব্ব,তিনি যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন—যাহা সঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদক মনে করিতেন, তাহা সাধন করিতে প্রলয় উপস্থিত হইলেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। আমার বিশ্বাস, তাঁহার মত জীবের ইচ্ছা নিষ্ফল হয় না। খাঁটি স্বদেশপ্রেমে তিনি মাতোয়ারা ছিলেন—তাঁহার দেশমাতৃকার সেবায় কোন

মলা ছিল না। আমার মনে হয়, তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে না যাইলেই ভাল হইত, রাজনীতির বদ্ধ ও দূষিত বায়ুতে না গেলে দেশের আরও মঙ্গল হইত। তিনি মুক্ত বায়ুর লোক ছিলেন। আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কেন না, বিধাতা আমাদের এই অধঃপতনের দিনে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় মুক্ত-প্রাণ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া আমাদের প্রতি তিনি বিমুখ নহেন, তাহা তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন।

সভাপতি মহাশয় অশ্বিনীবাবুর চিত্র দানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে অশ্বিনীবাবুর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২০এ ফাল্গুন ১৩৩৪, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম্ এ মহাশয়-লিখিত "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি" এবং ৫। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, বঙ্গদেশের অন্যতম প্রবীণ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে কাশীধামে অবস্থানকালে দেখিয়াছি। তাঁহার শেষ বয়সে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছি ও তাঁহার "ধর্ম্মব্যাখ্যা" পড়িয়াছি। এতদ্ব্যতীত 'বঙ্গবাসী'তে তাঁহার বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রালোচনা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময় সনাতন ধর্ম্মের প্রচারের জন্য তিনি সর্ব্বদেশে বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে সনাতন ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিতে

পারিয়াছিলেন। সেই সময় কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। ইঁহাদের বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি ধর্ম্মরক্ষার জন্য অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে তপস্বী, বাগ্মী, সুলেখক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার অভাব দেশবাসী বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, তর্কচূড়ামণি মহাশয় বাঙ্গালাদেশের গৌরব ছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত মহলে তাঁহার নাম উজ্জ্বল ছিল। তখনকার ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা দূর করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। তিনি ও পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী) এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে দেশের বিশেষ অমঙ্গল হইত। মহাত্মা রামমোহন রায় যেমন খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম অভিযান রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সাধনায় নিরত থাকিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান আচরণ দ্বারা তিনি দেশে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তন্ত্রবক্তা শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ও বাগ্মী ছিলেন। এই তিন জনে বক্তৃতাশক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার শক্তি দেখাইয়া গিয়াছেন— বাঙ্গালা ভাষাকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার অবসর পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। তিনি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনের চেষ্টা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পণ্ডিত ও বিখ্যাত বাগ্মী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারশক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তিনি যে সভায় বক্তৃতা দিতেন, বহু শিক্ষিত লোক সে সভায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি এই কথা বলিতেছি। আমি তখন ছাত্র ছিলাম। সাধারণ সভাসমিতিতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়া প্রচলিত আনুষ্ঠানিক হিন্দু পূজাপদ্ধতি যুক্তি ও বিচার দ্বারা সমর্থন করিতে তাঁহার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশে তখন আর কেহ ছিলেন না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্ম প্রচারে হস্তক্ষেপ করেন। "বঙ্গবাসী"র উদ্যোগে ও যত্নে তিনি দেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মমত ও আচার অনুষ্ঠানগুলি (যাহার বিরুদ্ধে সেই সময়ে দেশে বিপুল আন্দোলন আলোচনা চলিতেছিল) যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের বক্তৃতা নানা স্থানে প্রায় প্রত্যহই হইত। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আন্দোলনের ফলে সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুদের মনে সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থার ভাব, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব আর বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। তিনি সেই স্রোত রোধ করিতে অনেকটা সমর্থ

হইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের প্রচলিত বার মাসে তের পার্ব্বণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু তাঁহার সেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমন্বিত অভিমতগুলি গ্রহণ করিতে অনেকের আগ্রহ দেখা যায় নাই। এই ভাবে তিনি বাঙ্গালাদেশে তাঁহার সময়ে প্রকৃত ভাল কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মত আর একজন বাগ্মী সে সময় হিন্দুধর্ম্মের প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা কৃষ্ণানন্দ স্বামী। তখন দেশে তাঁহাদিগের এই প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। তিনি ও তর্কচূড়ামণি মহাশয় ২।২॥০ ঘণ্টা অবিশ্রাম বক্তৃতা করিতে পারিতেন—এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদের চিন্তা বা বক্তৃতার স্রোত মন্দীভূত হইতে দেখা যাইত না। তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালার হিন্দুসম্প্রদায় চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমার সঙ্গে তাঁহার অনেকবার দেখা হইয়াছে; তাঁহার আন্তরিক স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় বাহিরের কার্য্যকলাপে যথেষ্ট পাওয়া যাইত তাঁহার পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় জানাইলেন যে, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীগোপাল বসু মল্লিক লেক্‌চারার নলিনীকান্ত দত্ত এম-এ, পি-এইচ ডি মহাশয় সম্প্রতি ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আর একটি শোকের সংবাদ আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। রায় পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি-এল বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাব-জজ ছিলেন, পরে জেলার জজ হন। তৎপর রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দেশের কাজে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। বিশেষ উৎসাহের সহিত তিনি পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিতেন, পরিষদের অনেক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনাথ আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। পরিষৎ এই সহৃদয় বন্ধুর বিয়োগে বিশেষ দুঃখিত।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺পঙ্কজ বাবুর সহিত শান্তি-সমিতি, কলিকাতা অনাথ আশ্রম (Calcutta Orphanage), এই পরিষৎ—এইরূপ নানা সদনুষ্ঠানে এক সঙ্গে কাজ করিয়াছি। যশোহরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সময় তিনি তথাকার জজ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি আমাদের অনেককে ডাকিয়া তাঁহার বাড়ী লইয়া গিয়া বিশেষ আপ্যায়িত করেন। তিনি আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন। যে যে অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই সকল অনুষ্ঠানই তাঁহার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, শিক্ষা ও অনুষ্ঠানপ্রেমিক আজকাল বিরল। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতাম।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় জানাইলেন যে, ৺পঙ্কজবাবু সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদেও যোগদান করিতেন। তিনি সেখানে সংস্কৃত ভাষায় আধুনিক সাহিত্য

কি কি বাহির হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেগুলি পড়িতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এডুকেশন গেজেটে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

১। তৃতীয় মাসিক এবং চতুর্থ ও পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয় তাঁহার "সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গালা পুথি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত অনেক পুথি আমাদের এই পরিষদে নাই। বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের ক্রমাবকাশের আলোচনার পক্ষে এই প্রবন্ধ বিশেষ উপযোগী হইবে। পরিষৎ সাহিত্য-পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হইলে আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ; সদস্য ১। শ্রীযুক্ত লতিকা বসু বি লিট, ৭৬ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড; প্র—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি-এল, স—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, সদ—২। শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল, বরিশাল, ৩। শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত এম্ এল সি, বরিশাল, ৪। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ৫ আশু বিশ্বাস রোড, ভবানীপুর; প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—ঐ, সদ—৫। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এম এ, ১০।১এ লক্ষ্মী দত্ত লেন; প্র—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম্ এ, স—ঐ, সদ—৬। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ রায় এম্.এ, 'বসুমতী'র সহকারী সম্পাদক, ২৭ হ্যারিসন রোড।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা,—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক,—১। ভূদেবচরিত, ৩য় ভাগ, (২) দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা, (৩) দ্বিজেন্দ্র গ্রন্থাবলী ১ম-২য় ভাগ, (৪) কুন্তলীনের পুরস্কার ১৩০৪, (৫) তরুণ বাঙ্গালী, (৬) অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি, (৭) পাগলা ঝোরা, (৮) কমলাকান্তের

পত্র, (৯) ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা, (১০) মহাত্মা গান্ধী, (১১) শ্রীভগবৎকথা, (১২) বিশ্ব-ভ্রাতা; শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল—(১৩) ইলাবতী নাটক; শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক—(১৪) উপদেশ সাহস্রী, (১৫) সামবেদসংহিতা, আগ্নেয় পর্ব্ব, (১৬) ঐ, আরণ্যপর্ব্ব, (১৭) ঐ, ঐন্দ্র পর্ব্ব, (১৮) ঐ, পবমান পর্ব্ব, (১৯) ধর্ম্মসমন্বয় ১ম ভাগ, (২০) ঐ, ২য় ভাগ, (২১) ঐ, ৩য় ভাগ, (২২) ঐ, ৪র্থ ভাগ, (২৩) সূর্য্যনারায়ণতত্ত্ব, (২৪) ভাগবতসার; শ্রীযুক্ত সরলকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত—(২৫) ভক্তিযোগ, (২৬) কর্ম্মযোগ, (২৭) প্রেম, (২৮) মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, (২৯) অশ্বিনীকুমার দত্ত; The Manager, Govt. of India, Central Publication Branch—(৩০) Scientific Report of the Agricultural Researches Institute, Pussa, 1926—27; শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মল্লিক—(৩১) Mandukyopanisat, (৩২) God in the Universities; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ—(৩৩) Specimens of Muslim Calligraph in the Ghosh Collection, Calcutta; The Secretary, Smithsonian Institution,—(৩৪)Contributions to Fox Ethnology, (৩৫) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1926.

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৭এ ফাল্গুন ১৩৩৪, ১১ই মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোকপ্রকাশ—৺পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের পরলোকগমনে; ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত সরস্বতী (দ্বিতীয়াংশ) নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই-ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পরলোক-গমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন যে, লর্ড সিংহ মহোদয় দেশ-বিদেশে স্বজাতি ও স্বদেশের মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম দেশ-শাসকরূপে বিহার ও উড়িষ্যার গদিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িক স্বভাব, রাজকার্য্য ও আইনঘটিত তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির জন্য তিনি সকলেরই পূজিত হইয়াছিলেন এবং ভক্তি ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব উৎসাহী সদস্য, বঙ্গের—তথা ভারতের মু অলঙ্কার সুসন্তান, দেশের চিরসুহৃদ ও হিতৈষী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বহু সম্মান-ভাজন, বৃটিশ জাতি ও বৃটিশরাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বোচ্চ উপাধিবিভূষিত, দেশনায়ক ও দেশ-শাসক লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ রায়পুরের ব্যারণ মহোদয়ের আকস্মিক পরলোকগমনে দেশের সমূহ ক্ষতি হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিদারুণ শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।"

সভাস্থ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল যে, এই প্রস্তাবের অনুলিপি অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে স্বর্গীয় লর্ড সিংহ মহোদয়ের পুত্র অনারেবল সুশীল সিংহ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য—১। খান বাহাদুর মৌলবী আতাহর রহমান বি-এ, এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার ইন্‌কাম টেক্‌স, ৮১ লিণ্টন ষ্ট্রীট। প্র—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এস্ সি, স—ঐ, সদ ২। ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্-এস্-সি, ডি এস্-সি, সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা। প্র—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, স—ঐ, সদ—শ্রীযুক্ত পুলিনেন্দ্রলাল মিত্র, গোকুল মিত্র লেন, শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর বাটী।

৩। কোন পুস্তক এই অধিবেশনে প্রদর্শনের জন্য উপহার পাওয়া যায় নাই।

৪। গত অধিবেশনেই স্বর্গীয় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশ করা হইয়াছিল বলিয়া অদ্য এই বিষয়ে কোন আলোচনার আবশ্যক হইল না।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সরস্বতী" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশের "সরস্বতীর বলি" শীর্ষক অংশটুকু পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ছাপা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ্ হইবে। তিনি এই প্রবন্ধের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। সরস্বতী সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে কোথাও শোনা যায় নাই।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্-সি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা চৈত্র ১৩৩৪, ১৭ই মার্চ্চ ১৯২৮, শনিবার, সন্ধ্যা ৬।০টা।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—'কাম্বোডিয়ায় হিন্দুসভ্যতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বক্তা—শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম-এ, ডি-লিট।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ডাঃ কালিদাস নাগ এম-এ, ডি-লিট মহাশয় 'কাম্বোডিয়ায় হিন্দুসভ্যতা' বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি কাম্বোডিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক সংস্থান, তথায় হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বহু উপাদেয় তথ্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। কি উপায়ে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুগণের ভাস্কর্য্য ও তক্ষণশিল্পের আবিষ্কার হয় ও সে সমস্ত দেশ-বিদেশের পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সেগুলি রক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া তিনি কতকগুলি চিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন।

বক্তৃতার শেষে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত কালিদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩৩৪, ১৮ই মার্চ্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ

বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হওয়ার পর ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এমন শুষ্ক বিষয়কে এত সুন্দর ও মনোজ্ঞ করিয়া লিখিবার ক্ষমতা অমূল্যবাবুর যথেষ্ট আছে, তাঁহার লিপিচাতুর্য্য দ্বারা এই সামান্য বিষয়টিকে আজ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি প্রাচীন মিশর দেশের এবং আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের পুথি সংরক্ষণ বিষয়ের নানা তথ্যপূর্ণ সংবাদ দিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইলেন। তাঁহাকে অনুরোধ যে, তিনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন।

৫। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে নিম্নোক্ত চারি জন সদস্য আগামী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের ভোটপরীক্ষার জন্য ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
" মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ
" মাধবদাস চক্রবর্ত্তী সাংখ্যতীর্থ এম এ
" প্যারীমোহন সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, সদস্য—১। শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক, শ্যামবাজার; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, স—ঐ, সদ—২। কুমার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচরণ মল্লিক, কলুটোলা রাজবাটী, শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট, ৩। শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় এম এ, কলিকাতা কর্পোরেশনের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ৪। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র ঘোষ এম এ, বি এল, ১৬।১ মিত্র লেন, চোরবাগান, ৫। মৌলভী গোলাম রব্বানী মল্লিক, বসন্তপুর, মানিকড়া, হাওড়া, ৬। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, 'ফরওয়ার্ড' পত্রের সহকারী সম্পাদক, ৪ সি মোহনলাল ষ্ট্রীট; প্র—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সম—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, সদ—৭। শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন সেন বি এ, গুজরা নয়াপাড়া পোঃ, গ্রাম পশ্চিম গুজরা, চট্টগ্রাম, ৮। শ্রীযুক্ত সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দ্বারবঙ্গ মহারাজের এষ্টেট, বাঁকুড়া; প্র—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, স—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, সদ—৯। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দী, ছুতারপাড়া লেন, কলিকাতা।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, উপহৃত পুস্তক—(১) গায়ত্রী উপাসনা, (২) স্বপ্ন-জীবন, (৩) মনুষ্য, (৪) ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী, ১ম খণ্ড, (৫) শ্রীকৃষ্ণ, (৬) হিন্দুধর্ম্ম, ৩য় ভাগ, (৭) চয়নিকা, (৮) স্বাধীন মানুষ; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল,—(৯) বরপণ ও জাতি; শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ শীল,—(১০) ত্রিপত্র, ১ম খণ্ড, (১১) আশ্রমে; শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন—(১২) ব্রহ্ম-সংহিতা, (১৩) মহিম্নঃ স্তোত্রম্, (১৪) বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত গুরুগীতা; শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ—(১৫) হিন্দু যুবক-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ (শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়); শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাসম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ—মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(১৬) কালীকৃষ্ণ (গদাইচাঁদ দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবন-স্মৃতি আলেখ্য); শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(১৭) Father India, (১৮) Against Animal Sacrifice. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু—(১৯) History of England, comprising the Reign of Queen Anne. 1701 to 1713.

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১৮ই চৈত্র ১৩৩৪, ৩১এ মার্চ ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬।০টা।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ মহাশয়-লিখিত 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। কোন সাধারণ-সদস্য প্রস্তাবিত হইল না।

৩। পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে লিখিতেন। এই উৎসাহী কর্ম্মীর অকালমৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য পণ্ডিত গৌরপতি কাব্যতীর্থ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সকলেরই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে 'হাওড়া হিতৈষীর' সম্পাদক ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সহকর্ম্মী ছিলেন। অধুনা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের উৎসাহী কর্ম্মী ছিলেন।

সমবেত সভামণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ মহাশয়কে তাঁহার "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বঙ্গ-সাহিত্যের উদীয়মান লেখক। ইতিমধ্যে তিনি বৃহত্তর বাঙ্গালার অতীত গৌরব-কাহিনী—নানা সাময়িক সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল প্রকাশ করিয়া তিনি দেশের সাহিত্য, শিল্প ও ধর্ম্ম-চর্চ্চায় বাঙ্গালা দেশ কত উন্নত ছিল, তাহা দেখাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম-এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়

বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হইলে পর স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়া ছিলেন যে, এই গ্রন্থ লইয়া দশ বৎসর ধরিয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই লাগিবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। না হইবার অবশ্য কারণ থাকিতে পারে। অনেকে হয় ত প্রয়োজন মনে করেন নাই, আবার অনেকে হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, উহাতে এমন কিছু আছে, যাহাতে একটু না বুঝিয়া এ বিষয়ে কথা বলা সঙ্গত হবে না। প্রকৃত কথা এই যে, এ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, ততই ভাল—আর আমি এই সকল আলোচনা হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। পূর্ব্বে ইহার ভাষাতত্ত্ব লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু যাহা বলিলেন, তাহাতে ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। হয় ত তাঁহার সহিত মতের পার্থক্য হইবে। যাহা হউক, প্রবন্ধটি পত্রিকায় বাহির হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে। আমি আশা করি, আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমান্ মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় কিছু আলোচনা করিবেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, চণ্ডীদাস যে সময় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন লেখেন, তখন তিনি সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিয়াছিলেন। তিনি পৌরাণিক ব্যাপার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না, তাহা এক্ষণে বলা দুঃসাধ্য। পল্লীগ্রামে এখনও লোকে লোকপরম্পরায় অনেক পৌরাণিক তথ্যের সংবাদ রাখে। সে সময়ে লোকে বিশেষ করিয়া নানা পুরাণের সংবাদ রাখিত। শ্রীকৃষ্ণের আয়ুধ ও তিনি কয় ভুজ—দ্বিভুজ, না চতুর্ভুজ ছিলেন, তাহার বিষয়ে তখনকার লোকের জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বা পুরাণমতে বিভিন্ন-রূপ ছিল। উজ্জ্বলনীলমণির মতে তিনি চতুর্ভুজ ছিলেন, কাজেই তাঁর আয়ুধ চারিটী—শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ছিল; সাধন ভজনের দিক্ দিয়া তাঁকে দেখিতে হইলে তাঁহার দ্বিভুজই দেখা যায়। সারঙ্গ কথার অর্থ নানা পুরাণে নানা রকম। পদ্মপুরাণে তিন রকম অর্থ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আগে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহা ইহার ভাষা-বিজ্ঞান লইয়া, খোসা লইয়া। এক্ষণে শ্রীযুক্ত রমেশবাবু ইহার খোসা ছাড়িয়া শাসে কি আছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে তন্ত্রের অনেক কথা আছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র তন্ত্র ছাড়া নয়। এই সম্প্রদায়ের মূল কোথায়, তাহা দেখিতে হইলে তন্ত্রের কথা জানিতে হয়। বৈষ্ণবদের সংহিতা আছে, তাহা তন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, নাগার্জ্জুনের সরহ মধ্যে বৈষ্ণবের অনেক কথা পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর আলোচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। পাহাড়পুরের আবিষ্কারের ফলে আমরা অনেক জিনিষ পাইয়াছি। সেখানে যে সকল ভাস্কর্য্য-শিল্পের নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বধর্ম্মের অর্থাৎ বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূর্ত্তিশিল্পের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে যে সকল কৃষ্ণলীলার চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন। ৪৭৯ খৃঃ একখানি শিলালিপিতে নাথশর্ম্মা যে ভূমিদান-পত্র লিখিয়াছিলেন, উক্ত পাহাড়পুরের কৃষ্ণ-লীলার চিত্র তাহার পূর্ব্বেকার। গাথাসপ্তশতীতে (১ম খৃঃ) রাধা-

কৃষ্ণের তত্ত্ব উল্লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম-এ মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের খোসার দিক্ অর্থাৎ ভাষার দিক্ ছাড়িয়া যে শাসের দিকের আলোচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একটা রূপ পাই, সে রূপ অন্য কোথাও পাওয়া যায় কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। পরমাত্মার মধ্যে জীবের মিলনের যে ভাব, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দ্বারা বোঝান হইয়াছে। প্রেমের দুইটা দিক্—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য। সহজিয়াগণ প্রেমের মাধুর্য্যভাব লইয়াছেন। তাঁহারা কৃষ্ণের দুই ভুজ দেখিয়াছেন; তাঁহাদের মতে কৃষ্ণের চতুর্ভুজ কল্পনা করিলে জীবকে অন্য ধামে যাইতে হয়। দীন চণ্ডীদাসে আছে যে, দেবতারা রাধার পদধূলি লইবার জন্য বৃন্দাবনের তরুলতা ধূলি হইয়াছিলেন। এই সকল কথা কবে হইতে প্রচলিত হইল, তাহার আলোচনা হওয়া দরকার। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবুকে রাধাতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, শ্রীযুক্ত রমেশবাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রবাবু তাহার ভাষ্য ও টীকা করিলেন। আমি দর্শনশাস্ত্র লইয়া অল্প-স্বল্প নাড়া-চাড়া করি। কৃষ্ণলীলা মধুর রসপূর্ণ। দর্শন তাহার বিরোধী। অতএব আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিতে অনধিকারী। রমেশবাবু বলিয়াছেন, চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার করিয়াছেন। অবতারবাদ কোন দেশেই নূতন নয়, অবতারবাদের দিক্ হইতে তন্ত্রে ও পুরাণে পার্থক্য নাই। সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব কোন্ সময় হইতে অনুস্যূত, তাহা ঠিক ধরা যায় না। সাংখ্যের প্রকৃতি দেবীরূপে পুরাণ ও তন্ত্রে দেখা দিয়াছেন। গ্রীস ও রোমে বড় বড় রাজা দেবতা হইয়াছেন। তাঁহাদেরও দেবী আছেন। রসতত্ত্ব দেবী ছাড়া হয় না। একা দেবে রস উদ্রেক হয় না। দেব-দেবী যুক্তরূপে Emotional side বা রসের দিক্ প্রকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ না করিলে ধর্ম্মভাব হয় না। জ্ঞানে ও কর্ম্মে শুষ্কভাব আসে। ভক্তি ও রস না মিশিলে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয় না। আমরা সেই পৌরাণিক ভাবটা অবতার সমেত এখনও টানিয়া আনিতেছি—চৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত এই ভাব। এই ভাব যুগধর্ম্ম—"Sign of the time"—Sign of the age" এমন জগৎ-জোড়া ভাব কোথা হইতে হইল, তাহা বলা যায় না। এ ভাবটা আমাদের মধ্যেই আছে। পুরাণ ও তন্ত্র একই জিনিষ, পুরাণে একলা কেউ নাই—একজন দেবী থাকিবেনই তন্ত্রে ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে কি সম্বন্ধ আছে, তাহা শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু সময়ান্তরে আমাদিগকে দেখাইবেন। পুরাণোক্ত দেব-দেবীর আয়ুধ ও বেশভূষণ স্থানকালমাহাত্ম্যে পৃথক্ পৃথক্ হয়। শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর আলোচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা আশা করি, তিনি এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে শুনাইবেন। শ্রীযুক্ত অমূল্য বাবু পুরাণ ও তন্ত্র এবং রাধাকৃষ্ণ

তত্ত্ব সম্বন্ধে যে ঔৎসুক্য জাগাইয়া তুলিলেন, তাহা তিনি অবসরমত বিস্তৃত ভাবে আমাদিগকে শুনাইলে সুখী হইব।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি।
২১।১২।৩৪

পরিশিষ্ট

উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, উপহৃত পুস্তক—(১) আদিম নদীয়ার কথা, (২) শ্রীঠাকুর হরিদাস; মৌলবী দৌলত আহাম্মদ এম এম্ দাহার—(৩) রাজশ্রী অভিষেক পর্ব্ব; শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন—(৪) মহাত্মা গান্ধীর জীবনচরিত (৫) কর্ম্ম-কল্পতরু, (৬) প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন-চরিত ও কবিতাবলী; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(৭) ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অশৌচনির্ণয়, (৮) পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় (২খানি), (৯) স্বরাজ সাধনায় নরসুন্দরসমাজ, (১০) মালীজাতির উদ্বোধন, (১১) বঙ্গে বৈশ্য ক্ষত্রিয়, (১২) বড়-চাড়ী সমাজের উদ্বোধন, (১৩) নাপিত-সমস্যা, (১৪) আর্য্য পৌণ্ড্রক, (১৫) বঙ্গীয় জন-সংঘ, (১৬) বঙ্গে দিগিন্দ্রনারায়ণ, (১৭) আরতি; শ্রীযুক্ত শচীভূষণ মিত্র—(১৮) ভ্রমণ-কাহিনী; শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ—(১৯) আসাম প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি (২য় সংস্করণ); The Surveyor General of India—(২০) General Report of the Survey of India from 1st Oct.1926 to 30th, Sept 1927; The Director of Industries, Bengal—(২১) The Refining of Tallow for Soap Making and the Recovery as Soap of the Last Traces of Tallow from the Scums and Rejections. [Bulletin No 30], (২২) An Investigation into the Shortening of the Period of Steeping Coir Husks by Boiling in water,and the Possibility of the Utilization of the Extract in Tanning. [Bulletin No. 32], শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন—(২৩) Holy Orders.

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব

১৯এ চৈত্র ১৩৩৪, ১লা এপ্রেল ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের সমর্থনে স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম-এ, এল এল ডি, সি আই-ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়-লিখিত "ব্যোমকেশ মুস্তফী" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় "৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবং ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পরিকল্পিত মাসিক 'পরিষৎ-প্রকাশিকা' প্রদর্শন করিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন, ব্যোমকেশের স্মৃতি-সভার আয়োজন দরকার হয় না—এই সার্কুলার রোডের উপর দিয়া গেলেই, এই পরিষদ্ মন্দির দেখিলেই ব্যোমকেশের জলন্ত স্মৃতিনিদর্শন দেখা যায়। যাঁহারা পরিষদের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, রামেন্দ্র যতীন্দ্র হীরেন্দ্র, এই তিন ইন্দ্রকে সম্মুখে রাখিয়া ব্যোমকেশ কি ভাবে এই পরিষৎটিকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। পরিষদের প্রত্যেক ইট কাঠ তাঁহাদের স্মৃতি দিয়া জড়িত। ব্যোমকেশ পরিষদের জন্য পাগলের মত নিজের স্বার্থ বলি দিয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। যেখানে সভা-সমিতি, সেখানেই ব্যোমকেশ পরিষদের পক্ষে হাজির। সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদিগের সহিত পরিষদের সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যোমকেশ সকল সাহিত্য-সভার এবং সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকগণের সহিত মিশিত, তাঁহাদের সহিত একটা-না-একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিত। সে সংযোগের চেষ্টা আর নাই, ব্যোমকেশের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। মফস্বলবাসী সাহিত্যিক ও সভা সমিতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের আর সে চেষ্টা নাই—ব্যোমকেশের সঙ্গেই তাহা অবসান হইয়াছে। এত বড় সাহিত্য-সম্মিলন, তাহাও আর বছর বছর হয় না। তার সঙ্গে পরিষদের প্রভাব কিছু হীন হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি কোন ব্যক্তি নাই—যিনি প্রাণ দিয়া এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটির গৌরব বৃদ্ধি করিতে খাটিতে প্রস্তুত আছেন? পরিষৎকে জীবন্ত করা দরকার হইয়াছে। একমাত্র আমার বৈবাহিক অমূল্যচরণ শিবরাত্রির শলতের ন্যায় এখনও এখানে আছেন। আসুন, আপনারা আবার পরিষদের উন্নতির জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিন। দেখিবেন, স্বর্গ হইতে ব্যোমকেশের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় বলিলেন, বার বৎসর পূর্ব্বে ব্যোমকেশ স্বর্গগত হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে অসময়েই পরিষদের কর্ম্মচেষ্টা হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। পরিষৎই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ছিল। দিবসে পরিষদের জন্ম খাটিতেন—নিশায় ইহার উন্নতির মোহন স্বপ্ন দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেন। তাঁহার সহিত সকল সদস্যের পরিচয়—ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি সদস্যগণের মধ্যে কাহার কি গুণ ছিল, তাহা জানিতেন এবং তাঁহাদিগকে পরিষদের একটা একটা কার্য্যে নিয়োজিত করিতেন। তাঁহার কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে স্বার্থের পূতিগন্ধ ছিল না, তিনি নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ছিলেন। তিনি কোন শুভ মুহূর্ত্তে পরিষদের মূর্ত্তি দেখিয়া আপন-ভোলা হইয়া ইহার সাধনায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র অনাবিল ছিল। সকল সাহিত্যিকের হাঁড়ির খবর তিনি রাখিতেন। সকলকে তিনি ভ্রাতৃভাবে বাঁধিয়াছিলেন। সাহিত্যিকগণ সেই পরশ-মণির সংস্পর্শে আসিয়া পরিষদের কাজে লাগিয়া যাইতেন। সে ভাব আর দেখা যায় না। এই যে পরিষৎ আজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, ইহার মূলে কে? রামেন্দ্রসুন্দর আর ব্যোমকেশ। French Academy of Literatureএর আদর্শে এই পরিষৎ গঠিত। এই আদর্শেই পরিষৎকে গড়িয়া তুলিতে হইবে—তার জন্ম উপযুক্ত কর্ম্মী চাই, পূজারী চাই—কর্ম্মক্ষেত্র ও পূজার উপকরণ প্রস্তুত রহিয়াছে। আসুন, দেশের উদীয়মান কর্ম্মি-সঙ্ঘ, প্রাণপাত করিয়া এই জাতীয় মহাযজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিন। আজ বিদেশী সাহিত্যের চাক্‌চিক্যে না ভুলিয়া মাতৃভাষার সেবার জন্ম আত্মনিয়োগ করুন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু যে কবিতায় নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিয়াছিলেন, এই সময় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ বাহাদুর বলিলেন, ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে আমার বহু কালের হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব ছিল। তিনি হৃদয়ের মহত্ত্বের দ্বারা অনেককেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। আজ যে পরিষৎ দেখিতেছি, তাহাতে ব্যোমকেশ বাবুর হৃদয়ের স্পন্দন দেখিতে পাইতেছি। এই পরিষৎ দেখিতেছি, আর আমাদের হৃদয়ে গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। পরিষদের গঠনে তাঁহার কৃতিত্ব কতখানি, তাহা যাঁহারা আমাদের মত পরিষদের প্রথম হইতে সেবা করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই বিশেষভাবে জানেন। তিনি পরিষৎকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যিককে তাঁহার অফুরন্ত স্নেহ-ধারায় সিক্ত করিয়াছিলেন। অনেক সাহিত্যিককে পরিষদের সেবায় নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন। পরিষদের ইতিহাসের সহিত ব্যোমকেশবাবুর জীবনেতিহাস ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। এই কয়েক দশকের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূল এই পরিষৎ—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরিষদের মত সদস্য-সংখ্যা ভারতের আর কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের ছিল না বলিলে বেশী বলা হয় না। এই যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার এতখানি প্রসার হইয়াছে, তাহার মূলে পরিষৎ, আর

ব্যোমকেশবাবু ইহার জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। ভারতের নানা স্থানে এই পরিষদের আদর্শে—ইহার নিয়ম ও কার্য্যপদ্ধতির অনুকরণে বহু সাহিত্য-পরিষদের উদ্ভব হইয়াছে। তিনি বল গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহার ধাক্কা অনেক স্থানেই লাগিতেছে ও লাগিবে। আমার বিশ্বাস, যদি আমাদের জাতি গড়িয়া উঠে, তবে এই পরিষদের মধ্য দিয়াই হইবে—এমন দিন অবশ্যই আসিবে। মহৎ ব্যক্তির স্মৃতি লুপ্ত হয় না। যতদিন এই পরিষৎ ও বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন ব্যোমকেশবাবুর স্মৃতি দেশে বজায় থাকিবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সফলতার মূলে এক একজন কর্ম্মী থাকেন। পরিষদের গঠনের ও উন্নতির মূলে রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশ বাবুকে দেখিতে পাই। ইঁহারা প্রকৃতই পরিষদ্‌গতপ্রাণ ছিলেন। আমাদের মত ইঁহারা দু'নৌকায় পা দেন নাই।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, এই হলে আসিবার সময় রামেন্দ্রসুন্দর ও ব্যোমকেশবাবুর যুগ্মমূর্ত্তি সোপানশ্রেণীর পার্শ্বে দেখিলাম। তাঁহারা উভয়ে সকলকে আহ্বান করিতেছেন এই বলিয়া যে, হে বাঙ্গালী ও বঙ্গভাষানুরাগী—এস, আমাদের কথা স্মরণ কর ; সাহিত্য, সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্যিকগণের সেবার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর। আজ এই পুণ্য-স্মৃতি-বাসরে শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত আপনাদের নিকট এই কথাই বলিয়া দিতেছি। ১৩২২ বঙ্গাব্দে ব্যোমকেশ বাবুর মৃত্যুর পর যে শোক-সভা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক সাহিত্যরথী উপস্থিত ছিলেন ; রামেন্দ্রসুন্দরও ছিলেন। আজ তাঁহাদের মধ্যে ১৮।১৯ জন স্বর্গগত। সেখানে তাঁহারা হয় ত এইরূপ স্মৃতি-সভা করিতেছেন। এই সকল কীর্ত্তিমান্ পুরুষের অভাবে আমরা শক্তিহীন হইতেছি। কে তাঁহাদের স্থান পূরণ করিয়া তাঁহাদের আরব্ধ কাজ শেষ করিবেন? এখন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিজ নিজ শক্তিমত কাজ করুন এবং নূতন নূতন কর্ম্মী লইয়া পরিষদের উন্নতির জন্য তৎপর হউন। ব্যোমকেশবাবু সুধু সাহিত্য-সেবী ছিলেন না, তিনি সাহিত্যিক-সেবীও ছিলেন। সেই হিসাবে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি দেশে দেশে জাতীয় সাহিত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন—অনেক সাহিত্য-সভা ও পরিষৎ-শাখার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই করিয়া যান নাই। কলিকাতা হাইকোর্টে সামান্য কেরাণীগিরি করিতেন মাত্র। সেই অবস্থাতেই সাহিত্য-সেবা, পরিষদের সেবা, সাহিত্য-প্রচার, সাহিত্যিকগণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তুলনা নাই—আর বোধ হয়, তাঁহার অভাব পূরণ করিবার লোকও নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু তাঁহার একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনিও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরিষদের সেবা করিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি নিষ্কামভাবে পরিষদের সেবা করুন, পরিষৎকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলেই ব্যোমকেশবাবুর স্মৃতি রক্ষা হইবে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি মহাশয়, বক্তৃগণ ও প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, অদ্যকার সভাপতি মহাশয় যখন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, সেই সময় ব্যোমকেশবাবু বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। তিনি

মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া কাগজ দেখিতে অক্ষম হইলে তাঁহার ভাগের কাগজ অন্যান্য পরীক্ষকগণ অনুগ্রহ করিয়া দেখিয়া দেন। তাঁহার প্রাপ্য টাকা তিনি পরলোকগত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে দেওয়া হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২১এ চৈত্র ১৩৩৪, ৩রা এপ্রেল ১৯২৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬৷৷০টা।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম-এ, এফ-জি-এস্ মহাশয়-লিখিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটী কথা" নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ মহাশয়ের সমর্থনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

এই সময় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য প্রবীণ সাহিত্যিক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম-এ, এফ-জি-এস্ মহাশয় তাঁহার "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ-জি-এস্ (লণ্ডন) মহাশয় উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ এম ডি, এম্-এস্ সি, এফ জেড-এস্ মহাশয়ের মন্তব্য পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হেমবাবু বলিলেন যে, 'আস্থিক' ও 'পূর্ণাস্থিক' এক বস্তু নহে।

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের বিজ্ঞান-শাখাকে পরিভাষা প্রকাশের বিষয়ে সজাগ হইতে অনুরোধ করিলেন। বহুদিন হইতে এই কার্য্য চলিতেছে এবং বহু দেশের লোক পরিষদের এই কার্য্যের অপেক্ষা করিয়া আছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

প্র - শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, স—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, সদ—১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সরকার, বাঙ্গালীটোলা, কাশী। প্র—শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, স—ঐ, সদ—২। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এ, রংপুর। প্র—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, স—ঐ, সদ—৩। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভড়, ১৭ যোগলকুড়িয়া গলি।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক—(১) মুকুল; শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ, (২) হৃদয় ও মনের ভাষা, (৩) নির্ব্বাণ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, (৪) শিক্ষা সংস্কারে রামেন্দ্রসুন্দর; শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত, (৫) চরকা বুড়ী; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, (৬) সুভাষচন্দ্র বসু, (৭) আমার দেখা লোক।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৪, ৮ই এপ্রিল ১৯২৮, রবিবার, অপরাহ্ন ৬।০টা।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব।

সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন, আজ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-বাসর। ১৩০০ বঙ্গাব্দে এই দিনে তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন। আমরা আজ

তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিতে সমবেত হইয়াছি তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই পিতৃস্থানীয়, সেই জন্ম সকলেই তাঁর তর্পণ করিতে অধিকারী।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'বন্দে মাতরম্' গান করিলেন। সমবেত ব্যক্তিবর্গ এই গানের সময় দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

তৎপর শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিম-তর্পণ' নামক কবিতা ও ক।। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মেদিনীপুরের কবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয়-লিখিত কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকুমার সান্ন্যাল মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর মহাশয় বলিলেন, আজ এই সভায় বড় আনন্দ পাইয়াছি, আর কোন সভায় এমন জমজমাট্ আনন্দ পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্ব বিষয়ে ভারতে, এমন কি, জগতে অদ্বিতীয়—তুলনাবিহীন। বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু সাহিত্যসম্রাট্ বলিলে তাঁহার প্রকৃত সম্মান হয় না—তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে লোক-শিক্ষায় বর্ত্তমান যুগের একজন আদর্শ পুরুষ বা অবতার ছিলেন। যখন বাঙ্গালী ইংরাজি বুলি ব্যতীত আর কিছুতে কথা বলিতে ভালবাসিত না, তিনি সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার দৈন্য দূর করেন, আর একটা ভাষায় যুগান্তরের সৃষ্টি করেন। যে দেশে ব্যাস, কপিল ও বঙ্কিমের মত লোক জন্মে, সে দেশ মহামহিমময়, এই ভাবিয়া আমরা গৌরবান্বিত হইতে পারি। শ্রাদ্ধের সময় যেমন 'বেদব্যাসায় নমঃ' বলা হয়, তেমনি "বঙ্কিমচন্দ্রায় নমঃ" বলা উচিত। বঙ্কিম-চন্দ্রকে দেশবাসী এখনও ভুলিতে পারিবে না—এই সভার লোকবাহুল্য ও সকলের তন্ময়তাই তাহার প্রমাণ। তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের হৃদয়েই বিরাজমান।

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর বলিলেন,—আমি আমার জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বঙ্গসাহিত্যের যে গতিই হউক না কেন, যতই কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখিত হউক না কেন, আমি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' নিয়তই উচ্চারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস চলিয়া যাইতে হয় যাক, তাঁহার সাহিত্য-সম্রাট্ উপাধি লুপ্ত হয় হোক, তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব কূটতত্ত্ব হয় হোক, শুধু এক 'বন্দে মাতরম্' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ঔপন্যাসিক ও সমাজসংস্কারকরূপে তিনি যত বড়ই হউন না কেন, তিনি যে জাতীয় ভাবাপন্ন নব্যভারতের স্রষ্টা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জাতীয় মুক্তি কামনায় এ দেশ যদি কেবলমাত্র এই অতুলনীয় সদর্থসমন্বিত জাতীয় সঙ্গীতটি স্মরণ করিয়া সসম্মানে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে, তবেই ভারত ধন্য ও গৌরবান্বিত হইবে। আজ চারিদিক্ হইতে যে আনন্দধ্বনি উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, জাতীয়তার দেবতাও স্বর্গ

হইতে বলিতেছেন—'বন্দে মাতরম্'। দশপ্রহরণধারিণী সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলার যে চিত্র তিনি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদি আমরা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পারি, তবেই তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সার্থক হইবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বলিলেন, আজকালকার উপন্যাস দেখিয়া মনে হয়, বঙ্কিমের আদর্শ হইতে তাহা অনেক সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি কতকগুলি বিশিষ্ট আদর্শ সংস্থাপনের জন্যই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখা 'কৃষ্ণচরিতে' তিনি ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট আদর্শ দেখাইয়াছেন। এই আদর্শ সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সাহিত্য রচনার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, 'তোমরা যাহা লিখিবে, তাহা আদর্শবাদের উপর লেখ, বাস্তববাদের দিকে যাইও না।' তিনি নিজে এই আদর্শ খাড়া করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা তিনি দিব্য নেত্রে দেখিতে পাইতেন এবং নানাভাবে তাহার দ্বারা দেশবাসীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলনের চেষ্টা করিতেন। দেশে মানবতার অভাব দেখিয়া তিনি পূর্ণ মানবতার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস নায়ক নায়িকার খেলা নহে, পূর্ণ মানবতার বিকাশ। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব ভুলিলে চলিবে না। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব না বুঝিলে 'বন্দে মাতরম্' বোঝা যাইবে না। আজ যাহা সম্মিলিত সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া সমাদৃত, সেই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে তিনি মায়ের দিব্য মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন। এবং সেই মূর্ত্তি তিনি সমস্ত দেশবাসীর সম্মুখে সহজ ও সরলভাবে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। যদি আমরা যথাযথভাবে সেই মায়ের পূজা করিতে পারি, তবেই আমাদের 'বাহুতে অপূর্ব্ব শক্তি' ও হৃদয়ে অদ্ভুত শক্তির সঞ্চার হইবে এবং অচিরেই আমরা মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন, যে দিন সাহিত্য-সম্রাট্, ভাষার নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করিলেন, সেই দিন বাঙ্গালার আলো নির্ব্বাপিত হইল। তিনি আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীকে আলো দেখাইবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের জাতীয়তার সর্ব্বপ্রথম প্রকৃষ্ট পথপ্রদর্শক। যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার আপাতমধুর চাকচিক্যে তদানীন্তন দেশবাসী আত্মভোলা হইয়া বিপথে চলিতে লাগিল—বঙ্কিমচন্দ্র তখন দিব্য আলোকবর্ত্তি হস্তে লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সুপথের সন্ধান দিয়া দেশবাসীর ভ্রম নিরাসের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি সেই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগপ্রবর্ত্তক আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তিনি উপন্যাসে বিরাট্ চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে বাঙ্গালার ওয়াল্টার স্কট বলিলে তাঁহার অপমান করা হয়। তিনি ভাষার যে পরিবর্ত্তন সাধন করেন, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার দুকূল প্লাবিত করিয়া একটা রসস্রোতের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি দেবী চৌধুরাণীতে মানুষ গড়ার ভাব এবং সীতারামে কামার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আনন্দমঠ নভেল নহে, উহা এক সুবৃহৎ মহাকাব্য, তাহাতে তিনি জড়জগতের মধ্য দিয়া মায়ের দিব্য মূর্ত্তি নিজে দেখিতে পাইয়া দেশবাসীকে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাতে মৃন্ময়ী মায়ের মধ্য দিয়া চিন্ময়ী মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখাইয়া গিয়াছেন। এই মাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই প্রকৃত স্বরাজ আসিবে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী ছিলেন তাহা সমগ্রভাবে না চিন্তা করিলে বুঝা যায় না। তাঁহার নিজ চরিত্রমাহাত্ম্য বা নভেলের চরিত্র একটু আধটু বিশ্লেষণ করিয়া সেই গভীর ভাবুকতার ধারণা করা যায় না। যেমন নাক, চোক, কান, কেশ, কপাল, হস্তপদ একটি একটি স্বতন্ত্র গড়িয়া—কল্পনা করিয়া বা দেখিয়া কোন লোকের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি হয় না, পরন্তু এই সকলের একত্র সমাবেশে সৌন্দর্য্য স্বতঃই প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বঙ্কিমচন্দ্রকে সমগ্রভাবে না ভাবিতে পারিলে তাঁহার উপযোগিতা ও মহানুভবতা আমাদিগের কিছুতেই উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় না। সকল দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষ; অংশ নহেন; অংশতঃ বিচার্য্যও নহেন। যখন স্যর ওয়াল্টার স্কটের নভেল কাব্যাদি পড়িয়া দেশবাসী ভাববন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল, তখন দুর্গেশনন্দিনীর প্রতিভাবান্ লেখক লেখনী ধারণ করিয়া বঙ্গবাসীকে সহসা চমকিত ও চিরবাধিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয়ের রচনা ও ভব্য ভাবনিচয়ের সমাবেশ হয় না—এই ভ্রান্ত ধারণা তিনি দেশবাসীর হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই 'দুর্গেশনন্দিনী' ইংরাজীর ঘিয়ে ভাজা বাঙ্গালা ডিস হইলেও সর্ব্বপ্রথম বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাতীয়তার ভাব উদ্দীপিত করিয়া দেয়। স্বাধীনভাব ও স্বাধীন চিন্তার আনুকূল্যে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার উপযোগিতা অনুভব করিয়াছিলেন; বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখী ও আনন্দমঠের শান্তির চরিত্রে তাহা তিনি ফুটাইয়াছিলেন। আজ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের জন্য সমগ্র জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই মন্ত্র বাঙ্গালীর বা কেবল হিন্দু বা মুসলমানের নহে—জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দেশকালপাত্রের বিচার না করিয়া উহা মানবমাত্রেরই আরাধ্য ও উপাস্য হইতেছে—হওয়া উচিত বটে। এই ভাবে ঐ মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্য স্কটের জাতীয় সঙ্গীতাবলী হইতেও উচ্চ হইতে উচ্চতর; তাহা ইংরেজি ভাষারসিক সকলেই অন্তরে অনুভব করিবেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের ফলে দূরদর্শিতাও চরম সীমায় উঠিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের তাৎপর্য্য তাৎকালিক দেশবাসীরা সামান্যই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এতদিনে সেই কলঙ্কের মোচন হইল। আজ ঋষিকল্প বঙ্কিমচন্দ্রের মহামন্ত্রের মহীয়সী শক্তি ঘরে ঘরে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতেছে। এই মাত্র কলকণ্ঠনিনাদিত সেই মন্ত্রের উচ্চারণের প্রভাবে এই সভাস্থলে বিপুল জনসঙ্ঘ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভাবাবেশে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনী রে' এই গানটি গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করেন।

অতঃপর বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ "কমলাকান্তের জবানবন্দি"র অভিনয় করেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে, কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখক এবং পাঠকগণকে, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়কে এবং বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যবৃন্দকে ও বক্তৃগণকে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী — সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২৮এ চৈত্র ১৩৩৪, ১০ই এপ্রেল ১৯২৮, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬।০ টা।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম-এ কাব্যতীর্থ মহাশয়-লিখিত "ফরিদপুর, কোটালীপাড়ার গ্রাম্যশব্দ" এবং (খ) শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ মহাশয়-লিখিত "অনুমতি দেবী" নামক প্রবন্ধদ্বয়; ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয়ের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। গত অষ্টম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত সমর্থিত হইলে পর পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার, সদস্য—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রুদ্র এল্, এম্, এস্।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং তাহাদের উপহারদাতৃগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত জয়েন্দ্রলাল ভগবান্‌লাল দুরকাল এম্-এ, উপহৃত পুস্তক (১) থোডাক ছুটটাং ফুল (গুজরাটী); শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় ভিষক্‌শাস্ত্রী,—(২) সত্যনারায়ণের পাঁচালী; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, বি-এ, এটর্ণি (৩) sayings of the soul.

৪। (ক) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় তাঁহার লিখিত "ফরিদপুর, কোটালীপাড়ার গ্রাম্যশব্দ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ মহাশয় উপস্থিত হইতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁহার "অনুমতি দেবী" নামক প্রবন্ধটি সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয় পাঠ করেন।

প্রবন্ধ দুইটি পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এবং সভাপতি মহাশয় লেখকদ্বয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, পরিষদের উৎসাহী সদস্য ও ইহার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি-এ মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নবীন সাহিত্যিক ছিলেন, এবং ছোট ছোট গল্প, ছেলেদের পাঠোপযোগী গল্প ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মান করিলেন।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কাব্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব

রসকদম্বের অন্যতম সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ-লিখিত 'তরুণী-রমণের পদাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে (সা০ প০ প০, ২৬শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা) সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় হইতে কবির ৭টি এবং অপর একখানি পদসংগ্রহের পুথি হইতে ১০টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। শেষে আলোচনার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সন্দেহ হইয়াছে যে, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থের রচয়িতা স্বয়ং তরুণীরমণ। বিগত ১৩১২ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্তরঙ্গ শিষ্য মুকুন্দদাস গোস্বামি-প্রণীত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয়ের সম্পাদকতায় কাশীমবাজারের মহারাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। উহাতে তরুণীরমণের সর্ব্বসমেত ৪৫টি পদ আছে। প্রবন্ধোদ্ধৃত 'অম্বর হেরি হরল ধনী সম্বিত' ইত্যাদি পদ সাতটি মুদ্রিত পুস্তকের পর পর ১২৮—১৩৩ পৃষ্ঠায় স্থান পাইয়াছে। পদসংগ্রহের উদ্ধৃত দশটি পদের মধ্যে 'বেদ বেদান্তর বিচার করিয়া জাহারে করয়ে হীন', 'রসের সায়রে পীরিতি নগর প্রেম তরআরধারী', 'তিনটী আখরে না জানি কি আছে তিনের করিলে বশ', 'তিনের মরম জেবা নাহি জানে তিনে কিবা তার কাজ' এবং 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর বিদিত ভুবন মাঝে' পাঁচটি পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ২৮৬৫ সংখ্যক তরুণীরমণের পদাবলীর (* * রসামৃত পদাবলী) খণ্ডিত পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসের পরিষৎ-সংস্করণে 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আঁখর' এবং 'তিনটী আখরে না জানি কি আছে' পদ দুইটি চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তরুণীরমণের কত পদ অন্যের নামে চলিয়া গিয়াছে কে জানে? সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে ধৃত তরণীরমণের (তরুণীরমণ?) সাতটি পদই মুদ্রিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের যথাক্রমে ১৩০, ১৩২, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭ ও ১৫৪ পৃষ্ঠায় দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক রত্নসার পুথি হইতে 'ইহা জানি চণ্ডীদাস তরণীরমণ। গীতছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন॥' পঙ্‌ক্তিদ্বয় এবং পরবর্ত্তী 'পিরীতি বলিয়া তিনটি আখর' ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে, বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় তরণীরমণ চণ্ডীদাস আর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন (মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩৪)। সে কথা পরে হইবে। আমরা শুনিয়াছি, বীরভূম বিবরণের সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তরুণীরমণের বহু পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথিশালাতেও তরুণীরমণের অনেক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরাও তরুণীরমণের বিস্তর পদের সন্ধান পাইয়াছি। এখন দেখা যাইতেছে, তরুণীরমণ যথেষ্টসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং পদগুলি উচ্চভাবপূর্ণ। অতঃপর আমরা অঙ্গহানি না করিয়া কবির সহজ উপাসনা-তত্ত্ব আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। ইহা সহজসম্প্রদায়ের একখানি

উপাদেয় গ্রন্থ। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে সংক্ষেপে সহজ-সাধনের গূঢ় রহস্য বিবৃত হইয়াছে। অবশ্য ইহার মাঝে মাঝে এমন সব কথা আছে, যাহা আ'জ কালিকার দিনে কেমন কেমন ঠেকিবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। আদর্শ পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। বয়স এক শত বৎসরের অনধিক।

Glimpses of Bengal Lifeএর রচয়িতা ও বীরভূম-বিবরণের লেখক প্রসঙ্গতঃ তাঁহাদের গ্রন্থে উপাসনা-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

সহজ উপাসনা-তত্ত্ব

৺শ্রীশ্রীহরিঃ

শ্রীশ্রীচণ্ডীদাস নবরসিক ভক্ত মহাশয় আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নকুল ঠাকুর মহাশয়কে শিক্ষা দিলেন ॥

অষ্টম শ্লোকার্থে দেবী শ্রীশ্রীবাসুল্যুক্তম্। কামং ব্রহ্মময়ং পরং পরপরং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডজাতং কামদ্বয়ং প্রকৃতয়ঃ কৃতয়ো ক্রীড়ন্তি স্বেচ্ছাময়ম্, কামং সর্ব্বরসাদিভিশ্চ সমূলং সারঙ্গরঙ্গাসৌ কামং সর্ব্বস্থনিত্যায়া বিহরতি কামং পরং ধীমহি ॥

জয় জয় সর্ব্বাদি বস্তু রসরাজ কাম।
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস নিত্যধাম ॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহাঅপ্রাকৃতে।
বিহার করিছ তুমি নিজ স্বেচ্ছামতে ॥
স্বয়ং কাম নিত্য বস্তু রসরতিময়।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আদি তুমি মহাশ্রয় ॥
এক বস্তু পুরুষপ্রকৃতিরূপ হৈয়া।
বিলাসহ বহু রূপ ধরি দুই কায়া ॥
তুমার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম।
মোর দেহে কৃপা করি স্ফুর অবিরাম।
নব রসিক ভক্তগণে কোটি পরণাম।
মো অধম প্রতি সভে হয় দয়াবান্ ॥
তরুণীরমণ কহে রসিকচরণে।
সভে দেহ পদধূলি করিএ ভোজনে ॥ * ॥

শুন শুন রসিক ভকত বন্ধুগণ।
চণ্ডীদাস নকুলে দিলেন প্রেমাঞ্জন ॥
রামা রজকিনী সঙ্গে চণ্ডীদাসের প্রীত।
নকুলে পাঠাল্য রাজা বুঝাইতে হিত ॥
রাজা কহে বাণীতুল্য বিদ্বান্ চণ্ডীদাস।
সর্ব্বদেশপূজনীয় নাহি তার হ্রাস ॥
আমার পণ্ডিত তিহু বিদ্যাশিরোমণি।
সকল করিল নাশ রামা রজকিনী ॥
রাজা না জানএ দেবীর হইআছে কৃপা।
তাহা না জানিঞা সভে কহে কামখেপা।
এক অংশ বাসুলী জে রামা রজকিনী।
চণ্ডীদাসে কৃপাবান্ হএছে আপনি ॥
রহিত হইএ আছে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
নকুলে ডাকিএ রাজা করএ সম্ভাষ ॥
সভামধ্যে কহে রাজা শুন হে নকুল।
চণ্ডীদাস বিনে আমি হএছি আকুল ॥
রহিত করিলু তারে ধোবিনী ছাড়িতে।
তভু না ছাড়িল চণ্ডীদাস কোনমতে ॥
উদ্ধার করিব তারে পতিত হইতে।
জায় হে নকুল চণ্ডীদাসের সাক্ষাতে ॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী করি অনুমতি লৈয়া।
চলিলা নকুল মনে হরষ হইয়া ॥

যথা চণ্ডীদাস আছে রামিনী সহিত।
নকুল আসিএ তথা হৈল উপনীত॥
তাহারে দেখিএ তবে রামা রজকিনী।
সম্ভ্রম হইএ ঘরে গেলা জে ঐমনি॥
নাহুড় গ্রামেতে বাসুলীর ঈশান কোণেতে।
চণ্ডীদাসের বাসাঘর আছএ সেথাতে॥
রামা রজকিনীর ঘর সেখান হইতে।
দক্ষিণেতে এক পুআ নিকট সাক্ষাতে॥
যদি কহ একত্রেতে না থাকএ কেন।
পীরিতের রীতি নহে স্বকীয়াকরণ॥
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ স্বকীয়াতে নাই।
কেবল সম্ভোগ মাত্র প্রেম নাহি পাই॥

নকুল প্রণাম কহি কহিল বৃত্তান্ত।
চণ্ডীদাস সকল বুঝিল আদ্যোপান্ত॥
ধোবিনী ছাড়হ ভাই জাতে উঠ তুমি।
শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম আমি॥

ইহা শুনি নিশ্বাস ছাড়এ চণ্ডীদাস।
ছাড়িতে নারিব ধোবিনীর প্রেমফাঁস॥
ধোবিনীর প্রেমে আমি হইআছি ভোর।
জাতি পাতি জ্ঞাতি বন্ধু ধোবিনী সে মোর॥
এ দেহ সঁপেছি আমি ধোবিনীর পায়।
সকল সম্পদ মোর অন্য নাহি ভায়॥
সর্ব্বস্ব ধোবিনী মোর এ ভূমি আকাশ।
ধোবিনী ছাড়িলে মোর প্রাণে নাহি আশ॥
আমি দেহ সেহ প্রাণ শুন ওরে ভাই।
পরাণ ছাড়িএ গেলে দেহ রবে নাঞি॥
ধোবিনী ধোবিনী বলি আনন্দ হইআ।
নকুলে করিলা কোলে রামিণী বলিআ॥

চণ্ডীদাসের স্পর্শমাত্র নকুল ঠাকুর।
জত দুর্ব্বাসনা তার সব হৈল দূর॥
নকুল কহএ গোঁসাঞি কৃপা কর মোরে।
জাতি পাঁতি সর্ব্ব মোর জাউ ছারখারে॥

চণ্ডীদাস কহে জায় রামিনীর ঠাঞি।
তিহুঁ জা করিবেন আমি করিব তাহাই॥
ইহা শুনি নকুল ধোবিনীর বাড়ী গেলা।
জাইএ দেখএ চণ্ডীদাস সনে মেলা॥
আশ্চর্য্য হইল তবে নকুল ঠাকুর।
কোন পথে আইল [ঞিহ] হইএ আন্তর॥
দেখিএ বিস্ময় নকুল হইল তথায়।
অষ্টাঙ্গ হইএ পড়ে রজকিনীর পায়॥
উঠ উঠ বলি রামা নকুল ঠাকুরে।
দু করে ধরিএ বসায়ন নিজ কোরে॥
অস্পর্শী রজকী [আমি] তুমি ত ব্রাহ্মণ।
মোর পাএ দণ্ডবত কর অকারণ॥
নকুল কহএ তোমায় জে কহে ধোবিনী।
ত্রিভুবনমধ্যে হয় মহাপাতকিনী॥
মোরে অনুগ্রহ কর তোমরা দুজন।
জাতি পাঁতি জ্ঞাতি মোর নাহি প্রয়োজন॥
রাজা কুটুম্বাদি ঘণে (গণে ?) সকলে কহিবে।
কহিবে তোমাদের বাক্যে কুলেতে উঠিবে॥
রামা চণ্ডীদাস দুহে তারে আজ্ঞা দিলা।
মহানিশাকালে তুমি আসিবে একলা॥
সম্ভোগ সাধন তোমায় দেখাব শিখাব।
মহাঅপ্রাকৃত নিত্যকুলেতে উঠাব॥
আশ্বাসিএ নকুলেরে বিদাই করয়।
তরুণীরমণ কহে শুন ভক্তচয়॥

প্রথম স্তবক॥

নকুল বিদাই হই বৃত্তান্ত কহিল।
কুটুম্বাদি রাজা শুনি আনন্দ পাইল॥
দিবসান্তে হৈল তবে অধিক রজনী।
একলা আইলা যথা চণ্ডীদাস রামিণী॥
অষ্টাঙ্গ হইল তবে নকুল ঠাকুর।
দহে অনুকূল তারে হইলা প্রচুর॥

কামরতি গায়ত্রীবীজে করিলা আশ্রয়।
আশ্রয় করি রতিকামতত্ত্ববস্তু কয়॥
প্রথমে কহেন তারে কাম রতি ভেদ।
জাহা শুনি মানসের ঘুচে ধন্ধ খেদ॥
কাম কৃষ্ণ রতি রাধা শুন হে নকুল।
অহিংসা হইলে দুহে হয় অনুকূল॥
স্থাবর জঙ্গম আদি জত দেহ হয়।
রতি কাম সর্ব্বদেহে বিলাস করয়॥
সর্ব্ব আদি বৃত্তান্ত শুনহ একমনে।
সর্ব্ব আদি নিত্য বস্তু আছে মর্ম্মস্থানে॥
মহারস নিত্যবৃন্দাবন সেই ধাম।
মহা অপ্রাকৃতে রমে সেই স্বয়ং কাম॥
তাহা হৈতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উপজিল।
সেই রজবীজ হৈতে সর্ব্ব সৃষ্টি হৈল॥
প্রাকৃত অপ্রাকৃত আর মহা অপ্রাকৃত।
ত্রিবিধ বিহার তার শুনহ নিশ্চিত॥
সেই রজবীজ হৈতে নিশ্চয় জানিহ।
* * * আর অন্য নহে কেহ॥
সেই কাম রজবীজ রস রতি সত্তা।
সেই সর্ব্বরসময় সর্ব্বময় কর্ত্তা॥
ধারণ পোষণ রস বিনে অন্য নাঞি।
অহিংসা হইলে বস্তু সিদ্ধতত্ত্ব পাই॥
সেই রজবীজ হৈতে সর্ব্ব দেহ হয়।
ঈর্ষা কর্ষা তাপ আদি ছাড়হ নিশ্চয়॥
সেই রস প্রাকৃত অপ্রাকৃত শুন কহি।
রসের হইলে ভক্ত নিন্দা হিংসা নাহি॥
সকল ব্রহ্মাণ্ড রস রস গুরু কয়।
কোথায় করহ নিন্দা গুরুনিন্দা হয়॥
প্রাকৃত রূপেতে তিহু হএন বিস্তার।
মহা অপ্রাকৃত রূপে নিত্যবস্তু সার॥
ইহা শুনি নকুল কহএ শুন প্রভু।
কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে নাহি জানি কভু॥
কৃপা করি সবৃত্তান্ত কহিবে আমায়।
এই নিবেদন আমি কৈলু তব পায়॥
ইহা শুনি চণ্ডীদাস নকুলেরে কয়।
সেই রস এই দেহে বর্ত্তমান হয়॥
দেখ জেন ইক্ষুরস দ্রবের সমান।
অনলের যোগে দেখ হয় বর্ণ আন॥
দেখ জেন ইক্ষুদণ্ড নিষ্পীড়ন করি।
অগ্নি আবর্ত্তন করে অতি যত্ন করি॥
অনলের জ্বালেতে বিরাগ জে উঠয়।
বিরাগ নির্ম্মল হএ রজগুড় হয়॥
সেই গুড় মোদকেতে পুন লৈয়া জায়।
গাঞ্জ যোগ দিঞা পুন বিকার ঘুচায়॥
গাঁজযোগ সাঙ্গ হৈলে ভুরা তার নাম।
সূর্য্যাগ্নিতে পুনরপি করএ শুখান॥
অনলে চাপায় পুন দিএ দুগ্ধ যোগ।
নির্ম্মলতা হয় তার জায় গাদ রোগ॥
শুভ্রবর্ণ হয় রস নাম তার চীনি।
তথ্য পর ভিআনেতে ওলা লাড্ডুখানি॥
পুন দুগ্ধ যোগ দিএ তাহার ভিয়ান।
অখণ্ড লড্ডুকা হয় মিশ্রী তার নাম॥
তারপর দুগ্ধ যোগে ভিআন করয়।
সিতামিশ্রী নাম তার নির্ব্বিঘ্নে তা হয়॥
অখণ্ড মধুর রস সিতামিশ্রী নাম।
হেমবর্ণ বরিষণ হয় অবিরাম॥
সর্ব্বাদ্য সে নিত্যরস নিত্যেতে রময়।
গোপনেতে দুহা অঙ্গে বরিষণ হয়॥
সেই রস মহাঅপ্রাকৃত তার নাম।
বিহারে বরিষে রস সদা অবিশ্রাম॥
দুহু দোহ বিশ্রাম সেই উজ্জ্বল বিকার।
ডগমগ দুহু অঙ্গ শত শুদ্ধ সার॥
রাধাকৃষ্ণ রসপ্রেম একুই সে হয়।
নিত্য নিত্য ধ্বংস নাই নিত্য বিরাজয়॥

মধুর হইলে রস জরা মৃত্যু নাই।
রাধাকৃষ্ণ বিহরএ দেহে সর্ব্বথাই॥
মৃত্যুকে করিএ জয় জায় নিত্যস্থান।
নিত্য সহ (?) প্রায় তার হয় অবস্থান॥
মধুর শৃঙ্গার রস দেহে জনমিলে।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যবস্তু প্রাপ্তি সেই কালে॥
মধুর শৃঙ্গাররসে বর্ত্তমান হয়।
মহা মহাপ্রলয়াদি নাহি তার ভয়॥
তরুণীরমণ কহে ভক্তগণপায়।
প্রেমসমাধি সিদ্ধ হৈলে নিত্য সিদ্ধে জায়॥*॥

মহাকৃপাবান নেত্রে (?) করিএ আশ্বাস।
সাধন উপায় তবে কহে চণ্ডীদাস॥
এই দেহে প্রাকৃত রস দ্রব দুগ্ধ হয়।
অগ্নি আবর্ত্তন হৈতে হৈতে শুদ্ধ হয়॥
এই রস কর তুমি অগ্নি আবর্ত্তন।
অখণ্ড মধুর হবে শুদ্ধ হৈলে মন॥
ইহার অনল হয় প্রকৃতির সঙ্গ।
ক্রমে ক্রমে বিরাগ জাইএ হবে রঙ্গ॥
প্রকৃতি অনলে রস কর আবর্ত্তন।
স্বভাব ধীরতা হএ গুরুকে স্মরণ॥
সম্বৎসর দিন আগে ধৈর্য্য হৈলে মন।
গাঢ় রতি দিনে দিনে হইবে তখন॥
চারি মাস আগে তার চরণ সেবিআ।
পদতলে স্থিতি রবে স্বভাব লইআ॥
পুন আর চারি মাস চরণ সেবিআ।
বামভাগে স্থিতি রবে স্বভাব লইআ॥
পুনরপি চারি মাস সর্ব্বাঙ্গ সেবিআ।
ছন্দে বন্দে স্থিতি রবে স্বভাব লইআ॥
আর চারি মাস তার চরণ সেবিএ।
হৃদএ রাখিবে তারে স্বভাব লইএ॥
পুন আর চারি মাস যন্ত্রে যন্ত্র দিএ।
সুস্থির হইএ রবে গুরু স্মঙরিএ॥
আর চারি মাস হয় সর্পের শৃঙ্গার।
চন্দ্রঘরে নিঃশ্বাসেতে শোষণ তাহার॥
এই মত করণেতে রতি স্থির হবে।
সাবধান হোএ চন্দ্র চালন করিবে॥
সুজাতি সর্পের হয় জেমন গমন।
তেন মতে নিজ যন্ত্র করিবে চালন॥
তাহাতে যদ্যপি রতি শূন্য হোতে চায়।
চন্দ্রঘরে গুণিএ লইবে উর্দ্ধ বায়॥
কামগায়ত্রী কামবীজ মনে স্মঙরিবে।
ক্রোড়াগত বন্দেতে শৃঙ্গারসুখ দিবে॥
তারপর হৃদে রাখি করিবে শৃঙ্গার।
তাহাতে অধিক সুখ হইবে দুহার॥
আসিতে চাহিলে বস্তু স্থিরতা হইবে।
চন্দ্রের ঘরেতে উর্দ্ধে নিঃশ্বাসে তুলিবে॥
ঈশ্বরের ঘর এই ঈশ্বরের শৃঙ্গার।
মানুষের ঘর আছে সকলের পার॥
তরুণীরমণ কহে শুন ভক্তগণ।
সভে কৃপা করি দেহ মধুরস্ব ধন॥*॥

ইবে কহি মানুষসাধনতত্ত্বকথা।
তাহার আস্বাদে জায় হৃদয়ের বেথা॥
আপনার স্বভাব সপিবে তার স্থানে।
তাহার স্বভাব নিবে করিএ যতনে॥
শৃঙ্গার ছাড়িএ তার স্থিতি রবে বামে।
তাহাকে আপনা মানি রবে শুদ্ধমনে॥
তাহারে নাএক রসরাজ মনে করি।
তাহারে আপন জ্ঞানে হইবে সুন্দরী॥
তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধ্যান করি ভাবে রবে।
মন্ত্রবিদ্যা আদি করি আপনা ভুলিবে॥

আপনে উঠিএ তিহু করিবে শৃঙ্গার।
সেই দিনে শুদ্ধ হবে মানুষশৃঙ্গার॥
শৃঙ্গার সাক্ষাৎ রসরাজ রাধাকৃষ্ণ।
বর্ত্তমান সদত থাকিবে হোএ তুষ্ট॥
মধুর মাধুর্য্য রাধা হৃদয়ে রহিবে।
মহাঅপ্রাকৃত রস বরিষণ হবে॥
নাএকস্বভাব রস যাবৎ থাকয়।
মধুর মাধুর্য্য রস তাবৎ না হয়॥
অপ্রাকৃত প্রকৃতি স্বভাবসিদ্ধ হৈলে।
কৃষ্ণ বশী হয় সদা শুনহ সকলে।
সাক্ষাৎ শৃঙ্গার কৃষ্ণ রস অফুরান॥
সে জন হইবে বশ শুনহ বিধান॥
কেমনে হইবে শুন কহিএ বিধান।
নিজনারী সহ কর সাধন ধিআন॥
আগেতে পক্বতা হআ নিজনারী সহ।
সিদ্ধ হআ কর পরকীয়া প্রেম লেহ॥
পুন কহি শুন ভাই সাধন পত্তন।
অপক্কেতে পরকীয়া নরকে গমন॥
শৃঙ্গার সাধন তাহার করণ
শুনহ করিএ মন।
স্বকীয়ার সহ বাড়াইএ নেহ
কর রসআবর্ত্তন॥
স্বকীয়ার রাগে ষড় ঋতু আগে
সুস্থির করিএ মন।
যন্ত্রে যন্ত্র পুরি গুরুকে স্মঙরি
কর নামের জপন॥
হৃদএ রাখিবে হৃদএ থাকিয়ে
স্থিরতা করিএ মতি।
গুমরি গুমরি পক্বতা হইবে
অপক্ক এ দেহরতি॥
ষড় ঋতু পুন করিবে সাধন
গুরুমন্ত্র জপনেতে।
আপনা ভুলিবে গুরুদেহ নিবে
জীবরতি জাবে তাথে॥
শুন মহাভাগ পুন ষড় রাগ
জপন জে মূলমন্ত্র।
গুরু কৃষ্ণ হবে সে দেহ পাইবে
স্থকিত চালন যন্ত্র॥
পুন ষড় ঋতু সাধন করিবে
কামগায়ত্রী কামবীজে।
তিনে এক করি একতে রহিবে
সে দেহ ধরিএ নিজে॥
প্রতি জপনেতে উভয় যন্ত্রেতে
মন্থন সাধিবে ভাই।
সপ্ত এক করি সে বস্তু মাধুরী
পক্বতা হইবে তাই॥
স্বভাব ছাড়িএ স্বভাবাদি লৈএ
পুন ষড় ঋতু রবে।
মধুর আনন্দ গোপনে বর্ষণ
দুহু অঙ্গ না লড়িবে॥
পিআ নিত্য রস মধুরবিলাস
উজ্জ্বল দুহারি অঙ্গ।
তরুণীরমণ কহএ সঘন
অপার রসের রঙ্গ॥ * ॥
স্বকায়াতে জাবদেহ সাধন করিআ।
পক্বতা হইএ সাধন কর পরকীয়া॥

পদং॥

পক্বতা না হএ পীরিতি করে।
দুকুল হারায়ে পড়এ ফেরে॥
মহা কষ্ট পাএ নরকে রয়।
পীরিতি ভজন কভু না হয়॥
ব্রজ অনুসার জেমন রীত।
না বুঝি করএ সকাম প্রীত॥

সকাম কামেতে কামুকী নারী।
লোএ ফিরএ সঙ্গেত করি ॥
তাহাতে জগৎ নিন্দিত হয়।
ভ্রষ্টাচারী বলি সকলে কয় ॥
প্রেম প্রীত চিন্তা তাহাতে নাই।
সামান্য চিন্তাতে ভ্রমে সদাই ॥
হিংসা নিন্দা আদি বেড়এ আসি।
কুক্রিয়া কুভাষা সদত ঘুষি ॥
দেখহ এ পথ বিচার করি।
কেবা ভ্রমিঞাছে লোইএ নারী ॥
ব্রজের সহজ জেমন রীত।
নিজঘরে রহি করিল প্রীত ॥
সংযোগে পীরিতি ভজন করে।
অসংযোগে প্রেম মনন ধরে ॥
গুরু দুরজন গঞ্জএ জত।
প্রেমানন্দ রাগ বাঢ়এ তত ॥
গুরুজনা আদি ভএতে রহে।
দেখি দেখি প্রাণ সদত চাহে ॥
কভু বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ কভু।
সদাই চিন্তএ পীরিতি প্রভু ॥
জলাদি ছলনে চলিএ জায়।
নির্জ্জনে জাইএ মিলে দুহায় ॥
কহএ তরুণীরমণ তাই।
কত প্রেম বাঢ়ে ওর না পাই ॥ * ॥
এই ত কহিনু শুদ্ধ সহজ বিধান।
ইবে কহি প্রেমরতির লক্ষণানুষ্ঠান।

পদং ॥

রাধার লক্ষণ ধরএ জে জন।
এমন নায়িকা দেখি।
তনু মন প্রাণ করি সমর্পণ
সে রূপ হৃদয়ে রাখি ॥
বয়স কৈশোর চাঁচর চিকুর
সুদীর্ঘ হইব অতি।
বঙ্কিম চাহুনী হাস্য সুবদনী
বচন মধুর জিতি ॥
কমল চরণ স্থলপদ্ম জেন
সুকোমল সারাসার।
জবার কলিকা জিনি অঙ্গুলিকা
অতি সুশোভন আর ॥
প্রেমপুলকিত সে দেহ সদত
পীরিতি জানএ সার।
নআন বাহিয়া পুলক হইআ
পড়ে প্রেমজলধার ॥
সুমৃদু বচন কহে সর্ব্বক্ষণ
অতি সুরোদন মিলে।
সদানন্দময় সদা বিহরয়
কৃষ্ণপ্রেমের হিল্লোলে ॥
কিশোরীর ভাব আর অনুরাগ
সেই সুবদনী ধরে।
নাহি জানে আন প্রিয় অঙ্গ ধ্যান
সদা বিরহ অন্তরে ॥
এই ত নায়িকা তত্ত্বের অধিকা
সপ্তগুণাশ্রিত সেই।
তরুণীরমণ * *
* ॥

স্বামীর সেবাতে জে ধনী রত।
সেই প্রেমবতী জানএ প্রীত ॥
সে ধনী যদ্যপি পীরিতি করে।
তনু মন প্রাণ সঁপিবে তারে ॥
পীরিতি ভজন হইবে পূর্ণ।
প্রেমে প্রেমধন পাইবে তূর্ণ ॥

নিজস্বামী নিন্দা জে নারী করে।
প্রেমী নহে কামী বলিএ তারে॥
পীরিতি করয় না তাহার সনে।
সে নারী মারিতে পারএ প্রাণে॥
তরুণীরমণ কহএ ভাই।
এমন পীরিতি করিহ নাই॥ * ॥

রসিক রমণী মিলাবে জে।
তাহারি চরণে সঁপিবে দে॥
মিলাইএ দিএ সুখ জে পায়।
সেই প্রাণবন্ধু বিকাবে পায়॥
অন্যের আলাপে ক্রোধ জে করে।
স্পর্শ না করিএ তেজিবে দুরে॥
ভকতি করিএ সকাম কামে।
কত ছল করি সকামে রমে॥
বৃন্দা আদি করি সকামী নারী।
ভুলায় নাগর ভকতি করি॥
তার রস রতি মন্থিআ নিএ।
চিকণ করএ আপন গাএ॥
জেমন জোখেতে শোণিত খায়।
তেমন সে নারী জানিবে তায়॥
তাহার আদরে জে জনা ভুলে।
সে জনা আপনা হারাল হেলে॥
বহু কান্তভোগী রোগে হয়।
শুনহ চতুর রসিকচয়॥
তার ঋতুপদ্মে জনমে কীটে।
বীর্য্য না পাইএ পদ্মকে কাটে॥
তাহার কামড়ে বাউলী প্রায়।
যথা তথা সদা শৃঙ্গার চায়॥
শৃঙ্গারেতে জত বীর্য্য সে পায়।
পদ্মে বসি তাহা কীটেতে খায়॥

জাতের বিচার নাহিথ করে।
রমণ লাগিএ সদত ফিরে॥
তরুণীরমণে এই সে কয়।
বিচারিএ প্রেম করিতে হয়॥ * ॥
এই ত কহিনু তোমায় শুনহে নকুল।
পীরিতিসাধনতত্ত্ব বিধান এই মূল॥

পয়ার॥

সহজ শৃঙ্গার রূপ মদনতরঙ্গ।
শৃঙ্গার সহজ রূপ আপনি অনঙ্গ॥
মদন অনঙ্গ কৃষ্ণ শৃঙ্গার আকৃতি।
সাক্ষাৎ শৃঙ্গার কৃষ্ণ মদনমূরতি॥
জিহু শৃঙ্গার তিহু কৃষ্ণ বুঝহ মরমে।
সহজ রসিক হৈলে জানএ যতনে॥
সহজ মানুষ হৈলে জানএ শৃঙ্গার।
তবে সে দেখিতে পারে শৃঙ্গার আকার
শৃঙ্গারমাধুরী কৃষ্ণ জে জন জানিবে।
সহজ মানুষতত্ত্ব সে জনা পাইবে॥
বিশ্বাস হইব জার পাইবা সে জনা।
অবিশ্বাস হৈলে হবে নরকযাতনা॥
মর্ম্ম না জানিলে কেহ না জানে ভজন।
ভজন না জানিলে হয় বৃথাই জনম॥
মায়াবশে বন্দী হয় নানা যোনি ফিরে।
ঈশ্বর মায়ার বশে জানিতে না পারে॥
কদর্য্য ভক্ষণ করে নাহি জানে দুঃখ।
আপনার দেহে সেহ মানে মহা সুখ॥
মহাসুখ নির্ম্মল শৃঙ্গার না জানিঞা।
নানা যোনি ভ্রমণ করএ ভ্রান্ত হয়া॥
নির্ম্মল শৃঙ্গার সামরস অফুরান।
ইহা না জানিঞা মাত্র অধঃপাতে জান।
প্রকৃতি পুরুষ হয় রমণ কারণ।
রমণ না জানিলে কেহ না জানে মরম॥

অতঃপর কহি শুন আশ্রয় নির্ণয়। প্রকৃতি পুরুষ এই দুই দেহ হয়।
কে কার আশ্রয় হয় শুনহ নিশ্চয়॥ উভয়েতে দুহে দুহার হএন আশ্রয়॥

অথ কথা॥ পুরুষ কার আশ্রয়। প্রকৃতির আশ্রয়॥ প্রকৃতি কার আশ্রয়। পরকীয়ার আশ্রয়॥ পরকীয়া কার আশ্রয়। দেহরতির আশ্রয়॥ দেহরতি কার আশ্রয়। কামরতির আশ্রয়॥ কামরতি কার আশ্রয়। শৃঙ্গাররতির আশ্রয়॥ শৃঙ্গাররতি কার আশ্রয়। সুখ-রতির আশ্রয়॥ সুখরতি কার। ভাবরতির॥ ভাবরতি কার। প্রেমরতির॥ প্রেমরতি কার। কৃষ্ণরতির॥ কৃষ্ণরতি কার। শ্রীরাধার॥ শ্রীরাধা কার। প্রেমরসের॥ প্রেমরস কার। মানুষের॥ মানুষ কার। সহজের॥ সহজ কার। রসিকের॥ রসিক কার। সামান্য মানুষের॥

পদং॥

সামান্য মানুষ কে।
সহজে পশেছে জে॥
সহজে পশিল জারা।
কেমনে সামান্য তারা॥
কেমনে সামান্য হয়।
সামান্য আচারময়॥
উত্তম সামান্য হয়া।
সহজে পশিল জায়া॥
সহজ বুঝিবে কে।
আপনা জানিল জে॥
আপনা জেমন জানে।
সহজে রাখিল প্রাণে॥
সহজ মদন রতি।
শৃঙ্গার ভাবক নিতি॥
শৃঙ্গার বিলাসময়।
সদাই আনন্দে রয়॥
বুঝিআ আনন্দ রস।
সদাই তাহার বশ॥
কে তাহা কহিতে পারে।
পীরিতি লাগিয়া ঝুরে॥
নয়ানে নয়ানে রাগ।
সেই সে প্রেমেরি দাগ॥
পহিল নয়ানে প্রীত।
হিয়ায় হিয়ায় চিত॥
প্রীতিএ হানিল বাণে।
রসিক সঁপিল প্রাণে॥
চতুর্থে মরমে ভোর।
পঞ্চমে রসেরি চোর॥
শৃঙ্গার রতিতে ভোরা।
তিলে শতবার হারা॥
তরুণীরমণে কয়।
শুনহ রসিকচয়॥ *॥

পয়ার

সহজ পরকীয়া রস পরম উল্লাস। উজ্জ্বল পরকীয়া রস সর্ব্বোত্তমোত্তম।
ব্যক্ত করি লিখিলে হইব সর্ব্বনাশ॥ বেদবিধি অগোচর শুনহ বচন॥
অতি গুহ্য এই সব ব্যক্ত কভু নয়। রসিকের মনে সদা পরকীয়া স্থিতি।
ব্রহ্মাণ্ডের অগোচর কহিল নিশ্চয়॥ তরুণীরমণে কহে শুনহ যুকতি॥ *॥

অথ স্থায়ী ১। স্থিতি ২। বিলাস ৩। স্থায়ী শৃঙ্গার ১। স্থিতি পীরিতি ২। বিলাস সম্ভোগ ৩। যথা স্বয়ং ১। রূপ ২। প্রকাশ ৩। স্বয়ংপ্রেম ১। রূপ রস ২। প্রকাশ শৃঙ্গার ৩।

অথ আশ্রয় ১। আলম্বন ২। উদ্দীপন ৩। আশ্রয় প্রকৃতি ১। আলম্বন বিলাস ২। উদ্দীপন শৃঙ্গার ৩॥

অতি গুহ্য এই কথা নির্দ্ধার কহিল।
রসিক এ কথা শুনি আনন্দ পাইল॥
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
মদনতরঙ্গ মূর্ত্তি আনন্দ অপার॥
বসিকের দেহ হয় রসের আকৃতি।
রসময় মর্ত্তি সেই আনন্দমূরতি॥
জিহু রস তিহু কৃষ্ণ আনন্দ আখ্যান।
সেই রস এই দেহে আছে মূর্ত্তিমান॥
মূর্ত্তিমন্ত হএ রস বিহরে আপনি।
রসিকে জানএ ইহা অন্যে নাই জানি॥
সমগ্র (?) মানুষ জারা এই তত্ব জানে।
রস মূর্ত্তিমন্ত আছে রসিকের মনে॥

পদং

রসিক মূরতি শৃঙ্গার আকৃতি
সহজ মানুষ কে।
রমণ শৃঙ্গার রসিক ভাবন
হইলে হইব সে॥
দুহে দুহা ভাব স্বভাব সঙ্গতি
* * রস।
দুহু দুহাঁ রসে শৃঙ্গার আবেশে
দুহে দুহাকার বশ॥
জে জনা হইবে সে জনা পাইবে
সহজ মানুষ রীত।
অনুরাগ মন রাগের ভাবন
সদা * * প্রীত॥
মধুর শৃঙ্গার সদাই * *
* মধুর মনে।
সহজ প্রকৃতি * * *
* * * *॥
* * * সহজই প্রীত
সদাই সহজ মন।
সদাই সহজ হাস পরিহাস
সহজ * জন॥
সহজ দিশেতে সহজ বসতি
সহজ মানুষ সনে।
সহজ * সহজ পীরিতি
তরুণীরমণ ভণে॥ * ॥
এই সব সাধ্যাদি কহিলা চণ্ডীদাস।
ইহা শুনি নকুল মনে হইলা উল্লাস॥
সহজ উপাসনাতত্ব কহিল নির্দ্ধারি।
অতি গোপনীয় কথা কহিতে না পারি॥
জাতি বিজাতি নাই এই প্রেমের হাটে।
সহজ মানুষ তার এক জাতি বটে॥
মানুষে মানুষ আছে রসিকের গণ।
নিশ্চয় জানিহ তারা নিত্যসিদ্ধ জন॥
চণ্ডীদাস নকুলে জাহা শ্লোকে শিক্ষা দিলা।
আপন বুঝিতে কিছু প্রচার করিলা॥
তরুণীরমণ কহে শুন সর্ব্বজন।
বিশ্বাস করিএ সভে করহ গ্রহণ॥ * ॥

বিবিধ রাগাত্মিক পদে, নানা সহজিয়া পুথিতে এবং প্রচলিত প্রবাদে আমরা পাইতেছি, মহাকবি চণ্ডীদাস একজন শ্রেষ্ঠ সহজ-সাধক ছিলেন (সহজ-সাধনা বলিতে অধুনা লোকে যাহা বুঝে) ও রজকিনী রামী তাঁহার প্রধান অবলম্বন। বাস্তবিকই কি তাই? ইহাতেও কি সংশয়ের অবসর আছে? আমরা বলি, নাই কেন? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবসন্ত রায়

জৈন-মূৰ্ত্তিতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ *

এ দেশের মূর্ত্তি-তত্ত্ব (Iconography ও Iconology) সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিদ্বানেরা যেরূপ গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিতেছেন, তাহার তুলনায় আধুনিক কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত এ বিষয়ের এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য কোন শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস বা বিবরণ এ দেশে প্রকাশিত হয় নাই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর মহাশয়, যিনি এই সম্মিলনীর ইতিহাস-শাখার সভাপতির স্থান অলঙ্কৃত করিতেছেন, তিনি আমাকে জৈন-মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিবার জন্য কয়েকবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। এবার তাঁহারই আগ্রহে আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি। আমার এই প্রথম উদ্যমের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

যে দেবতাকে ভক্তি ও পূজা করা আবশ্যক, সেই দেবতার প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করাই মূর্ত্তিতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। জৈনেরা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতার ও ধর্ম্মাচার্য্যাদির প্রতিমা ব্যতীত চরণ ও চরণ-চিহ্নেরও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সাধারণতঃ যে কয়প্রকার জৈন দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইবে।

জৈন মূর্ত্তি-তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে জৈন দেবতত্ত্ব জানা আবশ্যক। তজ্জন্য আশা করি, তাঁহাদিগের উপাস্য তীর্থঙ্কর অর্থাৎ অর্হন্ত দেবগণ ব্যতীত জৈন মতে দেব ভেদ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জৈন শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বপ্রকার দেবগণের বিভাগ এইরূপ বর্ণিত আছে,—ঊর্দ্ধলোকে—১। বৈমানিক বার প্রকার, ২। কিল্‌বিষ তিন প্রকার, ৩। লোকান্তিক নয় প্রকার, ৪। গ্রৈবেয়ক নয় প্রকার, ৫। অনুত্তরবিমান পাঁচ প্রকার। অধোলোকে— ১। ভুবনগতি দশ প্রকার, ২। পরমাধামিক পনের প্রকার, ৩। ব্যন্তর ও বানব্যন্তর ষোল প্রকার। তির্য্যক্‌লোকে—১। জ্যোতিষ্ক দশ প্রকার ও তির্য্যক্‌ জৃম্ভক দশ প্রকার, মোট ৯৯ প্রকার এবং পর্য্যাপ্ত ও অপর্য্যাপ্ত-ভেদে সর্ব্ব-সমষ্টি ১৯৮ প্রকার দেববিভাগ আছে। উপরি উক্ত দেববিভাগের ব্যন্তর বিভাগে যক্ষ ও যক্ষিণীরাই তীর্থঙ্কর-দেবের বিশেষ ভাবে সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া জৈনমন্দিরে ঐ সেবক ও সেবিকা দেব-দেবীদিগের মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক পূজা হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত দেব-বিভাগের মধ্যে বৈমানিক দেবগণের নাম যথাক্রমে এই :—(১) সৌধর্ম্ম, (২) ঈশান, (৩) সনৎকুমার, (৪) মাহেন্দ্র, (৫) ব্রহ্ম, (৬) লান্তক, (৭) মহাশুক্র, (৮) সহস্রার, (৯) আনত, (১০) প্রাণত, (১১) আরণ, (১২) অচ্যুত।

ভুবনপতি দেবগণের বিভাগ যথাক্রমে এইরূপ :—(১) অসুরকুমার, (২) নাগকুমার, (৩) সুবর্ণকুমার, (৪) বিদ্যুৎকুমার, (৫) অগ্নিকুমার, (৬) দ্বীপকুমার, (৭) উদধিকুমার, (৮) দিক্‌কুমার, (৯) বয়ুকুমার ও (১০) স্তনিতকুমার।

---

* ১৩৩১ বঙ্গাব্দে রাধানগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

ব্যন্তর দেবগণের নাম যথাক্রমে এইরূপ :—(১) পিশাচ, (২) ভূত, (৩) ঋষিবাদী, (৪) ভূতবাদী, (৫) কন্দী, (৬) মহাকন্দী, (৭) কোহণ্ডি, (৮) পয়ঙ্গি।

উপরি উক্ত পিশাচ, ভূত ও যক্ষাদিরও অনেক প্রকার বিভাগ আছে। যথা,—পিশাচ পনের প্রকার, ভূত নয় প্রকার, যক্ষ তের প্রকার, রাক্ষস সাত প্রকার, কিন্নর দশ প্রকার, কিম্পুরুষ দশ প্রকার, মহোরগ দশ প্রকার, গন্ধর্ব্ব বার প্রকার।

জ্যোতিষী দেবতাগণের—(১) সূর্য্য, (২) চন্দ্র, (৩) গ্রহ, (৪) নক্ষত্র ও (৫) তারকা, এই পাঁচটী প্রধান বিভাগ পাওয়া যায়।

উপরি উক্ত দেবগণের বিস্তৃত বিবরণ "সংগ্রহণীসূত্রে" বর্ণিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ জৈন মন্দিরে উপরি উক্ত সামান্য দেবগণের মূর্ত্তি থাকে না। যে সমস্ত মূর্ত্তি সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাই নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

জৈনশাস্ত্রোক্ত বর্ণনানুসারে মূর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করাইয়া, দেবালয় অথবা অপর পবিত্র স্থানে বিধিমত স্থাপন করিয়া, শ্রাবক ও শ্রাবিকারা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও উপাসনা করিয়া থাকেন। সচরাচর জৈনমূর্ত্তিগুলি স্ফটিক, মরকত ইত্যাদি রত্নের ও নানাপ্রকার পাষাণ, ধাতু ও কাষ্ঠ ইত্যাদি উপাদানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। জৈনমন্দিরে বর্ত্তমান যুগের ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে যে কোন এক জন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি "মূলনায়ক" করিয়া বেদির সর্ব্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করা হয় ও অন্যান্য তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি বেদির অন্যান্য স্থানে স্থাপন করা হয়। হিন্দুদিগের দেব-মূর্ত্তি প্রধানতঃ চল, অচল ও চলাচল, এই তিন ভাগে বিভক্ত। কিন্তু জৈনমূর্ত্তির এরূপ বিভাগ নাই। তাহাদের মধ্যে আবশ্যক হইলে সমস্তগুলিই চল এবং অনুষ্ঠান দ্বারা সেই ভাবে স্থাপনা করিলে সর্ব্বপ্রকার বিগ্রহই অচল হইতে পারে।

জৈন তীর্থঙ্কর অর্থাৎ অর্হন্তমূর্ত্তিগুলি প্রধানতঃ পদ্মাসন-মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থঙ্করদিগের কায়োৎসর্গমুদ্রার বিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ডায়মান মূর্ত্তিও প্রচলিত আছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের জৈন মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, দিগম্বর জৈন-দিগের তীর্থঙ্করমূর্ত্তিগুলি বস্ত্রহীন অর্থাৎ দিগম্বর, শ্বেতাম্বর মূর্ত্তিগুলির কটিদেশে সূত্রচিহ্ন ও কৌপীনের চিহ্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের কোন কোন জৈনমন্দির তীর্থঙ্করের "অর্দ্ধপদ্মাসন" মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের জৈনমন্দিরে তীর্থঙ্করগণের আর এক প্রকার "চতুর্ম্মুখ" বিগ্রহ পূজা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে এই চতুর্ম্মুখের, অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে, দক্ষিণে ও বামভাগে চারিটী তীর্থঙ্করদেবের মূর্ত্তিগুলির মধ্যভাগে একটী অশোকবৃক্ষ স্থাপন করা হয়। শ্বেতাম্বর মন্দিরে সহস্র কূটমূর্ত্তি অর্থাৎ একটি ফলকে শতাধিক তীর্থঙ্করমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। দুই পার্শ্বে দুইটী কায়োৎসর্গ-মুদ্রার উপরিভাগ ২টী পদ্মাসন ও মধ্যে আর একটী পদ্মাসন, এই পাঁচটী মূর্ত্তি সাধারণতঃ অষ্ট ধাতুতে প্রস্তুত করা হয়, ইহার নাম পঞ্চতীর্থ। এই ২৪টী তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি অষ্ট ধাতুতে থাকিলে তাহাকে চওবিশী পট্ট অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি পট্ট বলা হয়। প্রায় সমস্ত জৈনমন্দিরে

"সিদ্ধচক্র" বা নবপদেরও পূজা হইয়া থাকে। ইহাতে (১) অর্হন্ত ও সিদ্ধের দুইটী "পদ্মাসনমুদ্রার" মূর্ত্তি (২) আচার্য্য, উপাধ্যায় ও সাধু, এই তিনটী "উপদেশমুদ্রার" মূর্ত্তি ও (৩) চারিটী প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে যথাক্রমে দর্শন, জ্ঞান, চারিত্র্য ও তপ,—এই চারিটীর স্থাপনা থাকে। প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি মধ্যে কল্পবৃক্ষ সহ পূর্ব্বযুগের "যুগলিক" মূর্ত্তিও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটী বা ততোধিক ইন্দ্রদেবের বা ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি, মূল মন্দির-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিগুলির হস্তে সচরাচর চামর থাকে। কোন কোন স্থলে দ্বাররক্ষক দেবতাদিগের হস্তে স্থূল যষ্টিও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক শ্বেতাম্বর জৈনমন্দিরে এক বা ততোধিক ভৈরব বা দ্বারপালের স্থাপনা থাকে। দ্বারপাল চারি প্রকার,—পূর্ব্বে কুমুদ, দক্ষিণে অঞ্জন, পশ্চিমে বামন ও উত্তর দিকে পুষ্পদন্ত। সাধারণতঃ কেবল একটী নারিকেল বসাইয়া তৈল ও সিন্দূরদ্বারা ক্রমে ক্রমে আয়তন বর্দ্ধিত করা হয়। দিগম্বর সম্প্রদায়েরা তাঁহাদিগের মন্দিরে ভৈরবের স্থাপন কি পূজা করেন না; তীর্থঙ্করের মাতাগণের মূর্ত্তিও কোন কোন মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত হিন্দুমূর্ত্তিগুলির ন্যায় জৈনমন্দিরে সরস্বতী ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তিপূজাও দেখিতে পাওয়া যায়। "অষ্ট মাঙ্গলিক" (স্বস্তিক, নন্দ্যাবর্ত্ত, মৎস্যযুগল, দর্পণ, সিংহাসন, কুম্ভকলস, শ্রীবৎস ও সম্পুট) অধিকাংশ শ্বেতাম্বর মূল-মন্দিরের দ্বারের শিরোভাগে খোদিত থাকে। কোথাও বা এই দ্বারের মধ্যভাগে একটী পদ্মাসনের জিনমূর্ত্তিও থাকে—যাহাকে "মঙ্গলমূর্ত্তি" বলা হয়। চতুর্দ্দশ শুভ ও উৎকৃষ্ট স্বপ্ন (যাহা তীর্থঙ্করের মাতারা গর্ভরাত্রে দেখিয়া থাকেন, যথা—হস্তী, বৃষভ ইত্যাদি) প্রায় শ্বেতাম্বর-মন্দিরে উপযুক্ত স্থানে অঙ্কিত পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত কেবলী, শ্রুত-কেবলী, প্রাচীন ও আধুনিক প্রাভাবিক আচার্য্যগণের কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা চরণ রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। জৈন উপাস্য দেবীদিগের মধ্যে ষোড়শ বিদ্যাদেবীরও পূজা হইয়া থাকে। তাঁহারা ভুবনপতি দেবজাতীয়, কিন্তু তির্য্যক্‌লোকে বাস করেন ও তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে,—(১) রোহিণী, (২) প্রজ্ঞপ্তি, (৩) বজ্রশৃঙ্খলা, (৪) বজ্রাঙ্কুশা, (৫) চক্রেশ্বরী, (৬) পুরুষদত্তা, (৭) কালী, (৮) মহাকালী, (৯) গৌরী, (১০) গান্ধারী, (১১) সর্ব্বাস্ত্রমহাজ্বালা, (১২) মানবী, (১৩) বৈরোট্যা, (১৪) অচ্ছুপ্তা, (১৫) মানসী, (১৬) মহামানসী। বলা বাহুল্য, হিন্দুদিগের মত জৈন পূজাদিতেও নবগ্রহ ও ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্ম ও নাগ, এই দশ দিক্‌পাল ও সোম, যম, বরুণ, কুবের, এই চারিটী লোকপালেরও স্থাপনা করিয়া পূজা হইয়া থাকে। দিক্‌পালগণও ভুবনপতি দেবশ্রেণীর অন্তর্ভূত। এতদ্ব্যতীত ৯টী নিধান-দেবতা ও ৪টী বীর দেবতার পূজা দেওয়া হয়। নবনিধান ও বীর-দেবগণ ব্যন্তর শ্রেণীভুক্ত। নবনিধান দেবগণের নাম যথাক্রমে—(১) নৈসর্প, (২) পাণ্ডুক, (৩) পিঙ্গল, (৪) সর্ব্বরত্ন, (৫) মহাপদ্ম, (৬) কাল, (৭) মহাকাল, (৮) মানব ও (৯) শঙ্খ। বীর-দেবগণের নাম (১) মানভদ্র, (২) পূর্ণভদ্র, (৩) কপিল ও (৪) পিঙ্গল।

প্রসিদ্ধ Indian Antiquary নামক পত্রিকার Vol. XIIIএর ২৭৬ পৃষ্ঠায় ডাঃ বার্জেস সাহেব লিখিয়াছেন যে, জৈনদিগের প্রত্যেক তীর্থঙ্করের দুইটী করিয়া সেবিকাদেবী (একটী যক্ষিণী ও একটী দেবী) থাকে, ইহা ঠিক নহে। এ বিষয়ে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরসম্প্রদায়ের মতভেদ নাই। কেবলমাত্র কয়েকটী নামের ও চিহ্নের ইতরবিশেষ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় মতে প্রত্যেক তীর্থঙ্করের একটী করিয়া যক্ষ ও একটী করিয়া যক্ষিণী থাকে, যক্ষিণী ও দেবী পৃথক্ নহে। ইহাঁদিগকে শাসন-যক্ষ ও শাসন-যক্ষিণী বা দেবী বলা হয়।

পরিশেষে জৈনদিগের একখানি প্রামাণিক ও প্রসিদ্ধ "প্রবচনসরোদ্ধার" নামক গ্রন্থ হইতে তীর্থঙ্করগণের শাসন, যক্ষ-যক্ষিণীর বিবরণ, মূল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ সহ পাঠকগণের গোচরার্থ উদ্ধৃত করা হইল।

উক্ত গ্রন্থের ষড়্বিংশতি ও সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদে এই বর্ননা আছে। এতদ্ব্যতীত জৈনমূর্ত্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বারান্তরে তাহা প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

(১)

গোমুখোযক্ষঃ স্বর্ণবর্ণো গজবাহনশ্চতুর্ভুজো বরদাক্ষমালিকাযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো মাতুলিঙ্গ-পাশান্বিতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১ ॥

গোমুখযক্ষ,—স্বর্ণবর্ণ, হস্তিবাহন, চতুর্ভুজ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষমালা এবং বাম করদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ (ফলবিশেষ, হিন্দী নাম "বিজোরা", অনেকটা মোচার মত) ও পাশ শস্ত্র।

(২)

মহাযক্ষশ্চতুর্ম্মুখঃ শ্যামবর্ণঃ করিবাহনোঽষ্টপাণির্বরদমুদ্গরাক্ষসূত্রপাশান্বিতদক্ষিণপাণিচতুষ্কো মাতুলিঙ্গাভয়াঙ্কুশশক্তিযুক্তবামকরচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২ ॥

মহাযক্ষ —চতুর্ম্মুখ, শ্যামবর্ণ, হস্তিবাহন ও অষ্টপাণি, ইঁহার দক্ষিণের চারিটী হস্তে ক্রমান্বয়ে বরমুদ্রা, মুদ্গর, অক্ষসূত্র ও পাশ আছে। চারিটী বাম হস্তে ক্রমশঃ মাতুলিঙ্গ, অভয়মুদ্রা, অঙ্কুশ (শস্ত্রবিশেষ) ও শক্তি (অস্ত্র)।

(৩)

ত্রিমুখোযক্ষস্ত্রিবদনস্ত্রিনেত্রঃ শ্যামবর্ণো ময়ূরবাহনঃ ষড়্ভুজো নকুলগদাভয়যুতদক্ষিণকরত্রয়ো মাতুলিঙ্গনাগাক্ষসূত্রযুতবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ৩ ॥

ত্রিমুখ যক্ষ,—ত্রিমুখ, ত্রিনেত্র, শ্যামবর্ণ, ময়ূরবাহন, ষড়্ভুজ। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে নকুল (অস্ত্রবিশেষ), গদা ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করত্রয়ে মাতুলিঙ্গ, নাগ ও অক্ষসূত্র।

(৪)

ঈশ্বরোযক্ষঃ শ্যামকান্তির্গজারূঢ়শ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলাঙ্কুশান্বিত-বামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৪ ॥

ঈশ্বর যক্ষ,—শ্যামকান্তি, হস্তিবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণকরদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অক্ষসূত্র এবং বামপাণিদ্বয়ে নকুল ও অঙ্কুশ ॥ ৪ ॥

(৫)

তুম্বুরুঃ শ্বেতবর্ণো গরুড়ারূঢ়শ্চতুর্ভুজো বরদশক্তিযুতদক্ষিণকরদ্বয়ো গদানাগপাশযুতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৫ ॥

তুম্বুরু যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, গরুড়বাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ ভুজ দুইটিতে বরমুদ্রা ও শক্তি অস্ত্র এবং বাম হস্ত দুইটীতে গদা ও নাগপাশ।

(৬)

কুসুমোযক্ষঃ নীলবর্ণকুরঙ্গবাহনশ্চতুর্ভুজঃ ফলাভয়যুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৬ ॥

কুসুম যক্ষ,—নীলবর্ণ, কুরঙ্গবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ করদ্বয়ে ফল ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করদ্বয়ে নকুল ও অক্ষসূত্র।

(৭)

মাতঙ্গোযক্ষঃ নীলবর্ণো গজারূঢ়শ্চতুর্ভুজো বিল্বপাশযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাঙ্কুশযুতো বামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৭ ॥

মাতঙ্গ যক্ষ,—নীলবর্ণ, গজবাহন, চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করদ্বয়ে বিল্ব (ফলবিশেষ) ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুল এবং অঙ্কুশ।

(৮)

বিজয়োযক্ষঃ হরিদ্বর্ণস্ত্রিলোচনো হংসারূঢ়ো দ্বিভুজঃ সচক্রদক্ষিণহস্তঃ সমুদ্গরবামহস্তশ্চ ॥ ৮ ॥

বিজয় যক্ষ,—হরিদ্বর্ণ, ত্রিলোচন, হংসবাহন, দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে চক্র এবং বাম হস্তে মুদ্গর।

(৯)

অজিতোযক্ষঃ শ্বেতবর্ণঃ কূর্ম্মারূঢ়শ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলকুম্ভকলিতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ৯ ॥

অজিত যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, কূর্ম্মবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুল ও কুম্ভশোভিত।

(১০)

ব্রহ্মা যক্ষশ্চতুর্ম্মুখস্ত্রিনেত্রঃ সিতবর্ণঃ পদ্মাসনাষ্টভুজো মাতুলিঙ্গমুদ্গরপাশকাভয়যুতদক্ষিণপাণিচতুষ্টয়ো নকুলগদাঙ্কুশাক্ষসূত্রযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, সিতবর্ণ, পদ্মাসন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে মাতুলিঙ্গ, মুদ্গর, পাশ ও অভয়মুদ্রা এবং বামপাণিচতুষ্টয়ে নকুল, গদা, অঙ্কুশ ও অক্ষসূত্র।

(১১)

মনুজোযক্ষো মতান্তরেণেশ্বরো ধবলবর্ণস্ত্রিনেত্রো বৃষভবাহনশ্চতুর্ভুজো মাতুলিঙ্গগদাযুতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুতবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১১ ॥

মনুজযক্ষ, মতান্তরে ঈশ্বর যক্ষ,—শুভ্রকান্তি, ত্রিনেত্র, বৃষভবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ করদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও গদা এবং বাম পাণিদ্বয়ে নকুল ও অক্ষসূত্র।

(১২)

অসুরকুমারো যক্ষঃ শ্বেতবর্ণোহংসবাহনশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকবীণান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলকধনুর্যুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১২ ॥

অসুরকুমার যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, হংসবাহন, চতুর্ভুজ। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও বীণা এবং বাম হস্তদ্বয়ে নকুলক ও ধনু।

(১৩)

ষণ্মুখোযক্ষ শ্বেতবর্ণঃ শিখিবাহনো দ্বাদশভুজঃ ফলচক্রবাণখড়্গপাশাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণপাণিষট্‌কো নকুলচক্রধনুঃফলকাঙ্কুশাভয়যুতবামপাণিষট্‌কশ্চ ॥ ১৩ ॥

ষণ্মুখ যক্ষ,—শ্বেতবর্ণ, ময়ূরবাহন, দ্বাদশভুজযুক্ত। দক্ষিণ ছয়টী হাতে ফল, চক্র, বাণ, খড়্গ, পাশ ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্ত ছয়টীতে ক্রমশঃ নকুল, চক্র, ধনু, ফলক, অঙ্কুশ ও অভয়মুদ্রা।

(১৪)

পাতালোযক্ষস্ত্রিমুখো রক্তবর্ণো মকরবাহনো ষড়্‌ভুজঃ পদ্মখড়্গপাশযুক্তদক্ষিণপাণিত্রয়ো নকুলফলকাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ১৪ ॥

পাতাল যক্ষ,—ত্রিমুখ, রক্তবর্ণ, মকরবাহন, ষড়্‌ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে ক্রমান্বয়ে পদ্ম, খড়্গ ও পাশ এবং বাম হস্তত্রয়ে নকুল, ফলক ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৫)

কিন্নরোযক্ষস্ত্রিমুখো রক্তবর্ণঃ কূর্ম্মবাহনঃ ষড়্‌ভুজো বীজপূরকগদাভয়যুক্তদক্ষিণপাণিত্রয়ো নকুলপদ্মাক্ষমালাযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ১৫ ॥

কিন্নর যক্ষ,—ত্রিমুখ, রক্তবর্ণ, কচ্ছপবাহন, ষড়্‌ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তত্রয়ে বীজপূরক, গদা ও অভয়মুদ্রা এবং বাম হস্তত্রয়ে নকুল, পদ্ম ও অক্ষমালা আছে।

(১৬)

গরুড়োযক্ষো বরাহবাহনঃ ক্রোড়বদনঃ শ্যামরুচিশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকপদ্মান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়ো নকুলাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিদ্বয়শ্চ ॥ ১৬ ॥

গরুড় যক্ষ,—বরাহবাহন, বরাহবদন, শ্যামরুচি (শ্যামবর্ণ), চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করদ্বয়ে বীজপূরক ও পদ্মফুল এবং বামকরদ্বয়ে নকুল ও অক্ষমালা আছে।

(১৭)

গন্ধর্ব্বোযক্ষঃ শ্যামবর্ণো হংসবাহনশ্চতুর্ভুজো বরদপাশকান্বিতদক্ষিণপাণিদ্বয়ো মাতুলিঙ্গাঙ্কুশাধিষ্ঠিতবামকরদ্বয়শ্চ ॥ ১৭ ॥

গন্ধর্ব্ব যক্ষ—শ্যামবর্ণ, হংসবাহন, চতুর্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ক্রমান্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম পাণিদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অঙ্কুশ আছে।

(১৮)

যক্ষেন্দ্রোযক্ষঃ ষণ্মুখস্ত্রিনেত্রঃ শ্যামবর্ণঃ শিখিবাহনো দ্বাদশভুজো বীজপূরকবাণখড়্গ-মুদ্গরপাশকাভয়যুক্তদক্ষিণকরষট্কো নকুলধনুশ্চর্ম্মফলকশূলাঙ্কুশাক্ষসূত্রযুক্তবামপাণিষট্কশ্চ ॥ ১৮ ॥

যক্ষেন্দ্র যক্ষ,—ষণ্মুখ, ত্রিনেত্র, শ্যামবর্ণ, ময়ূরবাহন, দ্বাদশ হস্তযুক্ত। দক্ষিণ ছয় হস্ত ক্রমান্বয়ে বীজপূরক, বাণ, খড়্গ, মুদ্গর, পাশ ও অভয়মুদ্রাযুক্ত; বাম ছয় হস্তে নকুল, ধনু, চর্ম্মফলক (ঢাল), শূল, অঙ্কুশ ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৯)

কূবরো যক্ষশ্চতুর্ম্মুখ ইন্দ্রায়ুধবর্ণো গজবাহনোঽষ্টভুজো বরদপরশুশূলাভয়যুক্তদক্ষিণপাণি-চতুষ্টয়ো বীজপূরকশক্তিমুদ্গরাক্ষসূত্রযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ১৯ ॥ (কূবরস্থানে কুবেরমাহুঃ)।

কূবর যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ইন্দ্রায়ুধবর্ণ, গজবাহন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে ক্রমশঃ বরমুদ্রা, পরশু (অস্ত্রবিশেষ), শূল ও অভয় এবং বাম পাণিচতুষ্টয়ে বীজপূরক, শক্তি, মুদ্গর ও অক্ষসূত্র আছে।

(২০)

বরুণোযক্ষশ্চতুর্ম্মুখস্ত্রিনেত্রোঽসিতবর্ণো বৃষভবাহনো জটামুকুটভূষিতোঽষ্টভুজো বীজপূরকগদা-বাণশক্তিযুক্তদক্ষিণকরকমলচতুষ্কোনকুলপদ্মধনুপরশুযুতবামপাণিচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২০ ॥

বরুণ যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, কৃষ্ণবর্ণ, বৃষভবাহন, জটামুকুটভূষিত, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে বীজপূরক, গদা, বাণ ও শক্তি, এবং বাম হস্তচতুষ্টয়ে নকুল, পদ্ম, ধনু ও পরশু আছে।

(২১)

ভৃকুটিযক্ষশ্চতুর্ম্মুখস্ত্রিনেত্রঃ সুবর্ণবর্ণো বৃষভবাহনোঽষ্টভুজো বীজপূরকশক্তিমুদ্গরাভয়যুক্ত-দক্ষিণকরচতুষ্টয়ো নকুলপরশুবজ্রাক্ষসূত্রযুক্তবামকরচতুষ্টয়শ্চ ॥ ২১ ॥

ভৃকুটি যক্ষ,—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, সুবর্ণবর্ণ, বৃষভবাহন, অষ্টভুজযুক্ত। দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে বীজপূরক, শক্তি, মুদ্গর ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে নকুল, পরশু, বজ্র ও অক্ষসূত্র আছে।

(২২)

গোমেধোযক্ষস্ত্রিমুখঃ শ্যামকান্তিঃ পুরুষবাহনঃ ষড়্ভুজো মাতুলিঙ্গপরশুচক্রান্বিতদক্ষিণকরত্রয়ো নকুলশূলশক্তিযুক্তবামপাণিত্রয়শ্চ ॥ ২২ ॥

গোমেধ যক্ষ,—ত্রিমুখ, শ্যামকান্তি, পুরুষবাহন (নরবাহন), ষড়্ভুজযুক্ত। দক্ষিণ করত্রয়ে মাতুলিঙ্গ, পরশু ও চক্র, এবং বাম করত্রয়ে নকুল, শূল ও শক্তি আছে।

(২৩)

বামনোযক্ষো মতান্তরেণ পার্শ্বনামা গজমুখ উরগফণামণ্ডিতশিরঃ শ্যামবর্ণঃ কূর্ম্মবাহনশ্চতুর্ভুজো বীজপূরকোরগযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়ো নকুলভুজগযুক্তবামপাণিযুগশ্চ ॥ ২৩ ॥

বামন, মতান্তরে পার্শ্ব যক্ষ,—গজমুখাকৃতি, সর্পফণাশির, শ্যামবর্ণ, কচ্ছপবাহন ও চতুর্ভুজ-যুক্ত। দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে বীজপূরক ও সর্প এবং বাম বাহুদ্বয়ে নকুল ও সর্প আছে।

(২৪)

মাতঙ্গো যক্ষঃ শ্যামবর্ণো গজবাহনো দ্বিভুজো নকুলযুক্তদক্ষিণভুজো বামকরধৃতবীজ-পূরকশ্চেতি ॥ ২৪ ॥

মাতঙ্গ যক্ষ,—শ্যামবর্ণ, গজবাহন, দ্বিভুজযুক্ত, দক্ষিণ হস্তে নকুল এবং বাম হস্তে বীজপূরক আছে।

চতুর্ব্বিংশতি যক্ষিণী

(১)

আদিজিনস্য চক্রেশ্বরী দেবী মতান্তরেণাপ্রতিচক্রা সুবর্ণবর্ণা গরুড়বাহনা অষ্টকরা বরদবাণ-চক্রপাশযুক্তদক্ষিণপাণিচতুষ্টয়া ধনুর্বজ্রচক্রাঙ্কুশযুক্তবামপাণিচতুষ্টয়া চ ॥ ১ ॥

চক্রেশ্বরী দেবী, মতান্তরে অপ্রতিচক্রা দেবী,—সুবর্ণবর্ণা, গরুড়বাহনা, অষ্টভুজা। দক্ষিণ পাণিচতুষ্টয়ে বরমুদ্রা, বাণ, চক্র ও পাশ এবং বাম করচতুষ্টয়ে ধনু, বজ্র, চক্র ও অঙ্কুশ আছে।

(২)

শ্রীঅজিতজিনস্যাজিতাঽজিতবলা বা দেবী গৌরবর্ণা লোহাসনাধিরূঢ়া চতুর্ভুজা বরদ-পাশকাধিষ্ঠিতদক্ষিণকরদ্বয়া বীজপূরকাঙ্কুশালঙ্কৃতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ২ ॥

অজিতা দেবী বা অজিতবলা দেবী,—গৌরবর্ণা, লোহাসনাধিরূঢ়া, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও অঙ্কুশ আছে।

(৩)

শ্রীসম্ভবস্য দুরিতারিদেবী গৌরবর্ণা মেষবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রভূষিতদক্ষিণভুজদ্বয়া ফলা-ভয়ান্বিতবামকরদ্বয়াচ ॥ ৩ ॥

দুরিতারি দেবী,—গৌরবর্ণা, মেষবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে ফল ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৪)

শ্রীঅভিনন্দনস্য কালীনামা দেবী শ্যামকান্তিঃ পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদপাশাধিষ্ঠিতদক্ষিণকর-দ্বয়া নাগাঙ্কুশালঙ্কৃতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৪ ॥

কালী দেবী,—শ্যামকান্তি, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে নাগ ও অঙ্কুশ আছে।

(৫)

শ্রীসুমতের্মহাকালী দেবী সুবর্ণবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদপাশাধিষ্ঠিতদক্ষিণকরদ্বয়া মাতুলিঙ্গাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৫ ॥

মহাকালী দেবী,—স্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বামকরদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও অঙ্কুশ আছে।

(৬)

শ্রীপদ্মপ্রভস্যাচ্যুতা মতান্তরেণ শ্যামাদেবী শ্যামবর্ণা নরবাহনা চতুর্ভুজা বরদবাণান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়া কার্ম্মুকাভয়যুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৬ ॥

অচ্যুতা, মতান্তরে শ্যামা দেবী,—শ্যামবর্ণা, নরবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও বাণ এবং বাম করদ্বয়ে ধনু ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৭)

শ্রীসুপার্শ্বস্য শান্তা দেবী সুবর্ণবর্ণা গজবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া শূলাভয়যুক্তবামহস্তদ্বয়া চ ॥ ৭ ॥

শান্তা দেবী,—সুবর্ণবর্ণা গজবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম হস্তদ্বয়ে শূল ও অভয়মুদ্রা আছে।

(৮)

শ্রীচন্দ্রপ্রভস্য জ্বালা মতান্তরেণ ভৃকুটির্দেবী পীতবর্ণা বরালকাখ্যজীববিশেষবাহনা চতুর্ভুজা খড়্গামুদ্গরভূষিতদক্ষিণকরদ্বয়া ফলকপরশুযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৮ ॥

জ্বালা, মতান্তরে ভৃকুটিদেবী,—পীতবর্ণা, বরালক (জীব বিশেষ) বাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করযুগলে খড়্গা ও মুদ্গর এবং বাম করযুগলে ফলক ও পরশু আছে ॥

(৯)

শ্রীসুবিধেঃ সুতারাদেবী গৌরবর্ণা বৃষভবাহনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুতদক্ষিণকরদ্বয়া কলশাঙ্কুশান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ৯ ॥

সুতারা দেবী,—গৌরবর্ণা, বৃষভবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ ভুজদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম ভুজদ্বয়ে কলশ ও অঙ্কুশ আছে ॥

(১০)

শ্রীশীতলস্যাশোকাদেবী নীলবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা, বরদপাশযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া ফলকাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১০ ॥

অশোকা দেবী,—নীলবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ বাহুযুগলে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম বাহুযুগলে ফলক ও অঙ্কুশ আছে।

(১১)

শ্রীশ্রেয়াংসস্য শ্রীবৎসাদেবী মতান্তরেণ মানবী গৌরবর্ণা সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বরদপাশযুক্ত-দক্ষিণকরদ্বয়া কলশাঙ্কুশযুক্তবামপাণিদ্বয়াচ ॥ ১১ ॥

শ্রীবৎসা দেবী, মতান্তরে মানবী দেবী—গৌরবর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে কলশ ও অঙ্কুশ আছে।

(১২)

শ্রীবাসুপূজ্যস্য প্রবরাদেবী মতান্তরেণ চণ্ডা শ্যামবর্ণা তুরগবাহনা চতুর্ভুজা বরদশক্তিযুতদক্ষিণ-করযুগা পুষ্পগদাযুতবামকরদ্বয়া চ ॥ ১২ ॥

প্রবরা বা চণ্ডা দেবী,—শ্যামবর্ণা, তুরগবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও শক্তি এবং বাম করদ্বয়ে পুষ্প ও গদা আছে।

(১৩)

শ্রীবিমলস্য বিজয়া মতান্তরেণ বিদিতাদেবী হরিতালবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বাণপাশযুক্ত-দক্ষিণকরদ্বয়া ধনুর্নাগযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৩ ॥

বিজয়া, মতান্তরে বিদিতা দেবী,—হরিতালবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বাণ ও পাশ, বাম হস্তদ্বয়ে ধনু ও নাগ আছে।

(১৪)

শ্রীঅনন্তজিনস্য অঙ্কুশাদেবী গৌরবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা খড়্গপাশযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া ফলকাঙ্কুশযুক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ১৪ ॥

অঙ্কুশা দেবী,—গৌরবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও পাশ এবং বাম হস্তদ্বয়ে ফলক ও অঙ্কুশ আছে।

(১৫)

শ্রীধর্ম্মস্য পন্নগাদেবী মতান্তরেণ কন্দর্পা গৌরবর্ণা মৎস্যবাহনা চতুর্ভুজা উৎপলাঙ্কুশযুক্তদক্ষিণ পাণিদ্বয়া পদ্মাভয়াযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৫ ॥

পন্নগা দেবী, মতান্তরে কন্দর্পা দেবী,—গৌরবর্ণা, মৎস্যবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও অঙ্কুশ এবং বাম পাণিদ্বয়ে পদ্ম ও অভয়মুদ্রা আছে।

(১৬)

শ্রীশান্তিনাথস্য নির্ব্বাণীদেবী কনকরুচিঃ পদ্মাসনা চতুর্ভুজা পুস্তকোৎপলযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া কমণ্ডলুকমলকলিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ১৬ ॥

নির্ব্বাণী দেবী,—স্বর্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম এবং বাম করদ্বয়ে কমণ্ডলু ও কমল আছে॥

(১৭)

শ্রীকুন্থোরচ্যুতাদেবী মতান্তরেণ বলাভিধানা কনকচ্ছবির্ময়ুরবাহনা চতুর্ভুজা বীজপূরক-শূলাহিতদক্ষিণপাণিদ্বয়া মুষুণ্টিপদ্মান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৭ ॥

অচ্যুতা, মতান্তরে বলা দেবী,—কনকছবি, ময়ুরবাহনা, চতুভু জা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বীজপূরক ও শূল এবং বাম পাণিদ্বয়ে মুষুণ্টি ও পদ্ম আছে।

(১৮)

শ্রীঅরজিনস্য ধারণীদেবী নীলবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা মাতুলিঙ্গোৎপলযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া পদ্মাক্ষসূত্রান্বিতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৮ ॥

ধারণী দেবী,—নীলবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে মাতুলিঙ্গ ও পদ্ম এবং বাম পাণিদ্বয়ে পদ্ম ও অক্ষসূত্র আছে।

(১৯)

শ্রীমল্লিজিনস্য বৈরোট্যাদেবী কৃষ্ণবর্ণা পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বরদাক্ষসূত্রযুক্তদক্ষিণপাণিদ্বয়া বীজপূরকশক্তিযুতবামপাণিদ্বয়া চ ॥ ১৯ ॥

বৈরোট্যা দেবী,—কৃষ্ণবর্ণা, পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ করদ্বয়ে বরমুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম করদ্বয়ে বীজপূরক ও শক্তি আছে।

(২০)

শ্রীমুনিসুব্রতস্য অচ্ছুপ্তাদেবী মতান্তরেণ নরদত্তা কনকরুচির্ভদ্রাসনারূঢ়া চতুর্ভুজা বরদাক্ষ-সূত্রযুক্তদক্ষিণভুজদ্বয়া বীজপূরকশূলযুক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ২০ ॥

অচ্ছুপ্তাদেবী, মতান্তরে নরদত্তা,—কনকবর্ণা, ভদ্রাসনারূঢ়া, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বর-মুদ্রা ও অক্ষসূত্র এবং বাম করদ্বয়ে বীজপূরক ও শূল আছে।

(২১)

শ্রীনমিজিনস্য গান্ধারীদেবী শ্বেতবর্ণা হংসবাহনা চতুর্ভুজা বরদখড়্গযুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া বীজ-পূরককুন্তকলিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ২১ ॥

গান্ধারী দেবী,—শ্বেতবর্ণা, হংসবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরমুদ্রা ও খড়্গ এবং বাম হস্তদ্বয়ে বীজপূরক ও কুন্ত (বর্ষাবিশেষ) আছে।

(২২)

শ্রীনেমিজিনস্য অম্বাদেবী কনককান্তিরুচিঃ সিংহবাহনা চতুর্ভুজা। আম্রলুম্বিপাশযুক্ত দক্ষিণ-করদ্বয়া পুত্রাঙ্কুশাসক্তবামকরদ্বয়া চ ॥ ২২ ॥

অম্বাদেবী,—স্বর্ণবর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে আম্রলুম্বি ও পাশ এবং বাম-করদ্বয়ে পুত্র ও অঙ্কুশ আছে।

(২৩)

শ্রীপার্শ্বজিনস্য পদ্মাবতীদেবী কনকবর্ণা কুর্কুটসর্পবাহনা চতুর্ভুজা পদ্মপাশান্বিতদক্ষিণকরদ্বয়া ফলাঙ্কুশাধিষ্ঠিতবামকরদ্বয়া চ ॥ ২৩ ॥

পদ্মাবতীদেবী—কনকবর্ণা, কুর্কুটসর্পবাহনা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ করদ্বয়ে পদ্ম ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে ফল ও অঙ্কুশ আছে।

(২৪)

শ্রীবীরজিনস্য সিদ্ধায়িকাদেবী হরিদ্বর্ণা সিংহবাহনা চতুর্ভুজা পুস্তকাভয়যুক্তদক্ষিণকরদ্বয়া বীজপূরকবীণাভিরামবামকরদ্বয়া চেতি ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধায়িকা দেবী,—হরিদ্বর্ণা, সিংহবাহনা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ করযুগলে ক্রমান্বয়ে পুস্তক ও অভয়মুদ্রা এবং বাম করযুগলে বীজপূরক এবং বীণাযন্ত্র আছে।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার

পূজায় বৈচিত্র্য

আমরা আফ্রিকার সর্প দেবতার গল্প শুনে কৌতুক অনুভব করি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক গৃহে, প্রতিমাসে কত প্রকার জীব, জন্তু, বৃক্ষ বা গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের যে কত ভাবে আমরা পূজা করে থাকি, তার ইতিহাস সংগ্রহ করলে একটী বিরাট্ পুস্তকের আকার ধারণ করে।

পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, যা কিছু প্রয়োজনীয় বা যার দ্বারা আমরা কণামাত্র উপকার পাই, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভগবানের সত্তা বিরাজমান, ইহাই হিন্দুদিগের ধারণা। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুদের প্রত্যেক জাতি তাঁহাদের জীবিকা অর্জ্জনের সরঞ্জাম বা উপাদান-গুলিকে ভক্তি সহকারে পূজা করে থাকেন। ইহা ব্যতীত এই সকল পূজার উপচারের বা দেবতার বিভিন্নতার বা তাঁহাদের বরদানের প্রণালীর বিচিত্রতাও অসংখ্য রকমের।

কুমারেরা পূজা করেন—তাঁহাদের চাক, ময়রারা গণেশ পূজার দিন পূজা করেন গুড়ের পায়া; হাড়ি বলিয়া মোদনীপুরে এক জাতি বাস করেন তাঁরা সরস্বতী পঞ্চমীর দিন রঙ্কিণী দেবীর যে পূজা করেন তাতে দেবতার আসনে বসানো হয় একটি লোহার হাতা ও একটি লোহার ছুরিকে। ধোপারা তাদের কাপড় কাচবার পাথরকে পূজা করে ও তার মান্যের জন্য একদিন বিশ্রাম বার পালন করে। এখানে পশ্চিমদেশীয় জাতি যাঁরা বাস করেন তাঁদের দেখতে পাই, গাত্রহরিদ্রার দিন মেয়েরা গান করতে করতে মাঠে যেয়ে মাঠের পূজা করেন। তার নাম—"মাঠ কোড়া"। তাঁদের কার্ত্তিক মাসে ষষ্ঠীর দিন যে ব্রত হয়, তাতে সূর্য্যপূজা করে ফেরবার সময় ব্রতধারিণীরা রাস্তায় পতিত গোবরের উপর সিন্দুর ও চাল-গোলা জল দিতে দিতে যান। এও ব্রতের অঙ্গবিশেষ।

সোণার বেণেদের মধ্যে একটি বার্ষিক পূজা প্রচলিত আছে। উহার নাম "সুয়ো দুয়ো"। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন বেণেদের ঘরে ঘরে এই পূজা হয়। পূজার জন্য কলাগাছ কেটে তার ডিঙ্গি করতে হয়। কোন কোন বংশে মালিবাড়ী হতে সোলার ডিঙ্গি কিনে আনে। তাতে দিতে হয়—পোরো একটা, জোড়া কুল, জোড়া সিম, বেতো শাক, মুলো, লাউফুল, ক্ষীরের পুতুল দুইটি, ঘৃতের প্রদীপ দুইটি ও গাঁদা ফুল প্রভৃতি। অপরাহ্ণ দুইটা তিনটার সময় পুরোহিত এসে ডিঙ্গা পূজা করেন। বাড়ীর গৃহিণী সারাদিন উপবাস করে থাকেন। পুরোহিতের বাড়ীর গৃহিণী এসে "সুয়ো দুয়ো" ব্রতকথা শুনিয়ে যান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভৃত্য ডিঙ্গা ভাসাইবার নিমিত্ত পুকুরে বা নদীতে নিয়ে যায় ও ছেলে মেয়েরা কাঁসী বাজাতে বাজাতে বলে,—

"সুয়ো দুয়ো যায় ভেসে।
সাত ভাই আসে হেসে॥"

এখানে সুয়ো দু'য়ো পূজার ব্রতকথা সংক্ষেপে বলতে ইচ্ছা করি।—

---

* ১৩৩৫।২৩এ ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

একজন সদাগর ছিল। তার সাত পুত্র ও এক কন্যা। ঐ সাত পুত্র পিতার বৃদ্ধ বয়সে ডিঙ্গা নিয়ে সদাগরিতে যাত্রা করে ও পথিমধ্যে নৌকা লাগিয়ে এক ডাকাতের বাড়ীতে পাকশাকের আয়োজন করে। ঘটনাক্রমে ঐ বাড়ীটি তাদের ভগ্নীর ও ডাকাতের। ডাকাতের মা ঐ সাত ভাইকে আদর করতে লাগল ও পুত্রদের আসার অপেক্ষায়, দেরী করিবার জন্য তাহাদিগকে ভিজা কাঠ, ভিজা উনান ও ছেঁড়া কলাপাত দিল। ভগ্নীর কৌশলে ভাইয়েরা যখন জানতে পারল যে, তারা ডাকাতের বাড়ীতে এসেছে, তখন তারা একে একে নৌকা খুলে পালিয়ে যায়। ডাকাতেরা চেষ্টা করেও যখন ধরতে পারল না, তখন সাত ভাইকে বলল,—"যারে বেটা যা, তোর মা কলা দিয়ে পূজেছিল, গলা এড়িয়ে গেলি; যারে বেটা যা, তোর মা সিম দিয়ে পূজেছিল, সিমসিমিয়ে গেলি; যারে বেটা যা, তোর মা কুল দিয়ে পূজেছিল, কুলকুলিয়ে গেলি; যারে বেটা যা, তোর মা ক্ষীর দিয়ে পূজেছিল, বীর হয়ে গেলি; যারে বেটা যা, তোর মা বেতো দিয়ে পূজেছিল, কলা দেখিয়ে গেলি। তোর মা মুল দিয়ে পূজেছিল, মুলমুলিয়ে গেলি। যারে বেটা যা, তোর মা সুয়ো দুয়োর পূজা করেছিল, তাই বেঁচে গেলি", ইত্যাদি।

মন্থনষষ্ঠী পূজায় পূজা করা হয়—একখানি পাখা ও একটি বংশনির্ম্মিত মন্থন-দণ্ডের। ঘণ্টাকর্ণ পূজায় গোবরের নাড়ু ও কড়ি চাই। সাবিত্রী ব্রতে লাঙ্গল পূজা না করিয়া উপবাস ভঙ্গ করা যায় না। বিয়ের আগে ঢেকি বরণ করে, পরে গায়ে হলুদের হলুদ কোটা চাই। ষষ্ঠী পূজায় শিল মাতারূপে ও নোড়া তার পুত্ররূপে পূজা পেয়ে থাকেন। অরন্ধনের দিন পূজা করতে হবে হাঁড়ির ও উনুনের। বিয়ের পরে বাসর-ঘরে ঢোকবার সময় ঝাঁটা দেবীকে ষষ্ঠীরূপে দেখতে পাওয়া যায়। কালী পূজার দিন শেষ রাত্রে মেদিনীপুরের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকের বাড়ীতে "মশা তাড়ানো" ব'লে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে কুলোকে আখের ডগা দিয়া বাজাতে বাজাতে ছেলেরা গান করে,—"এ পাড়ার মশারা ও পাড়ায় যা, অমুক দাদা বা দিদির গায়ে বসে খা। এ পাড়ার মশারা ও পাড়ায় যা, অমুক দাদা বা দিদির গায়ে বসে খা", ইত্যাদি। সেখানে কুলোকে বাদ দিলে উৎসবই চলবে না।

এবারে এখানকার কতকগুলি রকমারি জন্তু পূজার কথা বলব। আপনারা গোমাস্তা ও হনুমান্ জীউ ঠাকুরের পূজার কথা শুনেছেন। কিন্তু লালগড় অঞ্চলে ধান পাকার পর কয়েকটি ঠাকুরের পূজা হয়, তাদের নাম যথাক্রমে "বেঘাশিনি বা বাঘাৎ, বরাশিনি ও নেকড়াশিনি।" এগুলি ব্যাঘ্ররাজ বা বরাহপুঙ্গবের দেব-নাম। তারা দয়া করে যাতে মানুষের বা ধান্যের অনিষ্ট না করে, তার জন্য গ্রামবাসীরা পাঁঠা ও মদ মানসিক করে থাকে। ঐ পূজার দিন উপবাস করে থাকতে হয় ও এক শনি বা মঙ্গলবার গাঁয়ের বাইরে, বনের ধারে এক গাছের তলায় মদ ও পাঁঠা নৈবেদ্য সহযোগে পূজা দিতে হয়। পূজার পর সকলে ঠাকুরের প্রসাদ পায় ও সারা রাত ধরে নাচগান চলতে থাকে।

জিতাষ্টমীর ব্রতে শিয়াল ও চিলের মূর্ত্তি গড়তে হয় ও ব্রতধারিণী তাহাদিগকে সকালে দন্ত-

মার্জ্জনী ও জলখাবার দিয়ে আবাহন করেন ও রাত্রে পিঠে পায়স দিয়ে ভোগ দেন। ব্রতের পরদিন তাহাদিগকে পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন দিয়ে এসে, পরে ব্রতভঙ্গ করতে পান। বড়ামের পূজার সময় মাটির ঘোড়া ও মাটির হাতীর পূজা হয়। জেলেরা কোনও বড় পুকুরে মাছ ধরতে নামবার আগে, কুমীরের পূজা না দিলে জলে নামতে সাহস করে না। মেদিনীপুরে আর একটি জন্তুর পূজা দেখতে পাই। গ্রীষ্মকালে যে বৎসর ইন্দ্রদেব বারিদানে অযথা বিলম্ব বা কার্পণ্য করেন, সেই সময় এ দেশের এক শ্রেণীর লোক বৃষ্টি হবার জন্য "ব্যাং"এর পূজা করে থাকে। এরা একটি কোলা ব্যাং ধরে, তাকে হলুদ মাখায় ও তার মাথায় সিন্দূর দিয়ে একটি হল্‌দে নেকড়া গায়ে পরিয়ে দেয়। পরে তাকে একটি থালায় বসিয়ে দল বেঁধে, সুর করে এই গানটি গাইতে গাইতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে,—"ব্যাং পড়া পড় পানি দে, নদী নালা ভাসিয়ে দে। ব্যাং পড়া পড় পানি দে, নদী নালা ভাসিয়ে দে" ইত্যাদি। আর চাল-পয়সা যা ভিক্ষা পায়, তা নিয়ে এক পুকুরের ধারে উপস্থিত হয়। সেখানে ব্যাংটির পূজা করে, তার মাথায় সকলে অনবরত জল ঢালতে থাকে। তাদের ধারণা, আকাশ হতে ঐরূপ অজস্রধারে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। পরে ভিক্ষালব্ধ চাল প্রভৃতি রন্ধন করে ভোগের উৎসব চলতে থাকে। তমলুক মহকুমার দোরো অঞ্চলে "বদর" পূজা হয়। নৌকা প্রভৃতি জলযানের নিরাপদের জন্য এ পূজার অনুষ্ঠান। বৎসরের সব সময় সকলেই এ পূজা করতে পারেন।

এইবারে গাছের পূজার কথা। ইতু বা মিত্রপূজায় কত রকম ওষধির আবশ্যক হয়, তা আপনাদের জানা আছে। মহিষাদলে গাছতলায় "পঞ্চ দেবতা" বলে এক রকম ঠাকুরের পূজা দেওয়া হয়; বাড়ীর ছেলে মেয়েদের অসুখ নিরাময়ের জন্য মানৎ করে। তাতে পূজার আগের দিন নিরামিষ খেয়ে থাকতে হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পান গাছের বরোজে পূজা দিতে হয়। আম কাঁটাল গাছের পূজা না দিলে অনেকে সেই গাছের উৎপন্ন ফল খান না। জগদ্ধাত্রী পূজার দিন ধাত্রী বা আমলা বৃক্ষের পূজা দিতে দেখেছি। মেয়েরা ঐ গাছতলায় নৈবেদ্য নিয়ে যেয়ে নিজেরা পূজা করে আসেন। আর একটি গাছ আপনারা খুব চেনেন—'শেওড়া গাছ'। দুইবার বিপত্নীক হবার পর এ গাছের সঙ্গে বরের বিয়ে হলে, তবে বিয়ে করতে যাবার প্রথা চলে আসছে।

শেষে আর একটি পূজার কথা বলে আমার প্রবন্ধ শেষ করব। এ উৎসবটি প্রত্যেক চাষীর। এর নাম নলডাকা। আশ্বিন সংক্রান্তির দিন এই অনুষ্ঠান হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্ব-দিন চাষীরা নল বা অভাবে শর কেটে এনে পুকুরে ভিজিয়ে রাখে। পরে আদা, হলুদ, মান, ওল, শষা ডাঁটা, কাঁটানটে, শিয়াল কাঁটা, শাল ঝাটি, আথপানি, পুরাতন ধান, সরিষা প্রভৃতি দ্রব্যকে কাটারি করে কেটে, গাওয়া ঘি ও মধু মাখিয়ে, বড়ের কুড়ি গাছের পাতায় রেখে ঐ নলের গাঁটে সন্ধ্যা বেলা বাধে। পরে ভোর বেলা সূর্য্য উঠবার আগে ঐ নলগুলি মাঠে নিয়ে যায়। ধানের ক্ষেতে কতকগুলি ছড়া আছে, সেগুলি ব'লে ঐ নলগুলি মাঠে পুততে হয়। এরূপ করলে ধান শীঘ্র ফুলবে বলে প্রবাদ। পরে আড়াই হালা (মুঠো) ঘাস কেটে একটি নলের সঙ্গে

বেঁধে, কাপড় চাপা দিয়ে, কাঁধে করে বাড়ী আসতে হবে। সে সময় যাতে ঐ কাপড়টি পেছন দিকে ঝুলে থাকে, সে রকম করে আনতে হয়। বাড়ীতে ফিরে এলে মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে ও জলের ধারা দিয়ে তাকে বরণ করে নেবে ও সে ঐ নল নিয়ে বাড়ীর সামনের চালে তিন বার ছোঁয়াবে। তারপর ভেতর থেকে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করবে,—"লক্ষ্মী ঠাকুর কি বললেন ?" সে বলবে,—"আইবুড় বরের বিয়ে দিতে বললেন।" আবার জিজ্ঞাসা করবে,—"লক্ষ্মী ঠাকুর কি বললেন ?" "ডাইনে বাঁয়ে হামার মরাই দিতে বললেন।" আবার প্রশ্ন,—"লক্ষ্মী ঠাকুর কি বললেন ?" "সামনে খামার টানতে বললেন।" এইগুলি বলে ভেতরে ঢুকবে। যে নল ডেকে আসবে, তাকে সে দিন তালশাঁস খেতে হয়। এইবারে ছড়াগুলি বলব,—

রাই সরিষা পাকট খাড়ি,
ঝুট পাট কাঁকুর নাড়ি।
এতে আছে শুকতা,
ধান হবে গজমুক্তা।
এতে আছে পুরাণো বড়,
মাচা করবে কড়্ কড়্।
এতে আছে সিন্দূর,
বিল থাকতে পালাবে ধেড়া ইন্দুর।
এতে আছে কেঁউ,
ধান হবে সাত বেঁউ।
এতে আছে শুকা,
পোকা মাকড় লুকা।
নলে আছেন নিম,
ধান ফুলবেন ভীম।
নলে আছে হলদি,
মহাজনকে ঝোল দি।
ওল ওল মহাদেবের বোল,
ছোট বড় ধান কোল। (ফুলে ফুলে)
আকাশের জল পাতালের নল,
ধান ফুলে গল গল।
ওল শুল শুল মান পাত,
ভজ গোঁসাই শুধু ভাত।
হয়ো ধান ভাল থাল,
ধান হয়ো শুধু চাল।

ছোট বড় ধান ফুলে ফুলে।

আশ্বিন গেল কার্ত্তিক হল সব ধানের গর্ভ হলে।

নল পড়ল ভুয়ে, যা চাষি তুই উত্তর মুয়ে॥

এই দিনে মুসলমান চাষীরা মাঠে যায়, কিন্তু তাদের এরূপ কোনও ছড়া নেই। তারা বলে,—

হিন্দুকা যা বোল, মুসলমানকা ঐ বোল ;

ছোট বড় ধান ফোল ফোল ফুলে ফুলে।

বলে, একটি তাড়া নিয়ে মাঠে পিটতে আরম্ভ করে। এমন কোনও চাষীবাড়ী নেই, যাদের এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত না হয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র আঢ্য

প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ

[দ্বিতীয় অংশ]

কিছু দিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে প্রাচীন পুথি এবং মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে গানের ধুয়া সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেগুলি ভিন্ন আরও নানা স্থান হইতে ধুয়া পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আরও কিছু সংগ্রহ করা গেল।

ধুয়া সম্বন্ধে সাধারণ কথাগুলি পূর্ব্বের প্রবন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। এ প্রবন্ধে আর বেশী কিছু বলিবার নাই। দু একটি কথা মাত্র এখানে বলা যাইতেছে।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার গানে ধ্রুবপদ আছে, কিন্তু আমাদের দেশে ধুয়া যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য প্রদেশে উহা সেরূপভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে যে ভাব জাগে, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থকারের নিজের রচিত সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ের গ্রন্থ হইতে ধুয়াগুলি আসরে গান করা হয়। যথা, শ্রীমন্তের বাণিজ্য যাত্রার সময়ে রামের বনবাসের কথা ধুয়া দ্বারা মনে করাইয়া দেওয়া হয়। আমাদের প্রাচীন সমাজে যে সব গ্রন্থ বা উপন্যাস চলিত ছিল, তাদের মধ্যে ভাবসাম্যের দ্বারা শ্রোতাদের মনে শুধু রসের সঞ্চার হয় না, উহা নানা নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের কাহিনীকে যেন নূতন একটা জীবন দান করে। একজনের সুখে আর এক জনের সুখকে মনে করায় এবং একজনের দুঃখে আর একজনের দুঃখের চিত্র দ্বারা যেন সাহিত্য-রাজ্যে একটা সামাজিকতার আভাস পাওয়া যায়। এই কাজ ধুয়া দ্বারা যেরূপভাবে সম্পন্ন হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। এই দিক্ হইতে দেখিলে ধুয়ার প্রচলন দ্বারা বাঙালীর সাহিত্য-বুদ্ধির একটা নূতন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়।

গানের আসরের জন্য ধুয়া রচিত হইত। সুতরাং হস্তলিখিত পুথি নকল করিবার সময় অনেক লিপিকার ধুয়াগুলিকে অনাবশ্যক মনে করিয়া, সেগুলিকে একেবারে বর্জ্জন করিতেন। ইহার ফলে অনেক সুন্দর সুন্দর ধুয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ধুয়ার গঠন সম্বন্ধেও আগে বলিয়াছি। এবার পরধুয়া সম্বন্ধে একটু বলিব। যখন ভাব খুব ঘন হইয়া উঠে, তখন ধুয়ার পরে আবার পরধুয়া গাওয়া হইত।

কান্দ্য না কান্দ্য না বাছা আর কান্দ্য না ॥ ধুয়া।
তোমা ধন বই, আর কেহ নাই,
আর আমায় দুঃখ দিও না ॥ পরধুয়া ॥

—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কৃষ্ণদাস (রতন লাইব্রেরী)।

বাঙলা পুথিতে এখনও বহু ধুয়া, বোষা, ঠাট প্রভৃতি লুকাইয়া রহিয়াছে। এমন অনেক পুথি আছে, যেগুলি সাহিত্য হিসাবে মামুলী ধরণের এবং মূল্যবান্ নহে, কিন্তু সেগুলির কোন

কোনটির মধ্যে অতি সুন্দর ধুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ভাল পুথিও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় সেগুলি হইতে ধুয়া সংগ্রহের উপায় নাই। মুনশী আব্‌দুল করিম সাহেব বলিয়াছেন যে, দ্বিজ জয়নারায়ণ-রচিত "রাধাকৃষ্ণবিলাস" গ্রন্থে এবং রামজীবন বিদ্যাভূষণ-রচিত "মনসামঙ্গল" গ্রন্থে বহু সুন্দর ধুয়া আছে। বর্ত্তমানে সেগুলি পাইবার কোন উপায় নাই।

ধুয়ার প্রাথমিক স্তরের নমুনা।

(ক) সুর-প্রধান,—

আরে ভাল।—মৈমনসিংহ-গীতিকা।
কি মোর জীবন রে !—লোরচন্দ্রাণী, দৌলত কাজী।
দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ।—ফাতেমার ছুরতনামা, শাহ বদিয়ুদ্দিন (পুথি)।
নিতান্ত বলি হে।—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
আরে ও।—ঐ
ও বাছা নিমাই রে।—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
ও কাল নিদ্রাণী রে।—ঐ
ও নদ্যাবাসী রে।—ঐ
ও গৌরাঙ্গ হে।—ঐ
হরি হরি হরি রে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

(খ) কথা-প্রধান,—

ভাল হইল মোরে পরিচয় দে।—ঐ
বড়াই করগো মিছা কাজে।—ঐ
আনন্দে চলিয়া যায় রে।—ঐ
(আমার) মনে কি হইল ভাবনা রে।—ঐ
আজু আনন্দের সীমা নাই।—ঐ
এ না দুঃখ কাহারে কহিব।—ঐ
এ ছার পেটের জন্য পরের বোঝা মাথায় করি বই।
পথের উদ্দেশ কহিবা হে মোরে।—ঐ
এ কোন চাতুরী ভাই রে।—ঐ
আমার মনের দুঃখ মনে র'ল রে।—ঐ

কৃষ্ণ

কাহ্নাই লইয়া কি আনন্দ হইল গোকুলে ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

(কৃষ্ণের জন্মের পর)

ঘোষা। যাদব আমার মুকুন্দ মুরারি ॥—ঐ

দেখ সখি নন্দের নন্দন কাহ্নু ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
দেখরে সখি নন্দের নন্দন চলি জাএ।
কামিনীমোহন বাঁশী বাহে ॥—ঐ

দিশা। দেখ রে চান্দের হাট কদম্বের তলে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
আনন্দে গোপাল চলিল বৃন্দাবন।—ঐ
আজু নিশি স্বপনে দেখিনু নন্দলালা।—ঐ
সাজ হে শ্যাম নাগর কানাই।—ঐ

দিশা। দেখনি কানুরে বাহির হইয়া সজনী।—ঐ
দেখসিয়া নন্দের সুন্দর হরি।—ঐ
দৈবকী উদরে জন্মিল দামোদর।—ঐ
চলরে গোপাল আনন্দ দেখি গিয়া
(কৃষ্ণের জন্মের পর) —ঐ
আনন্দে নন্দিত নন্দের নন্দন। —ঐ
আমি জীব না রে আমি জীব না।
নন্দের গোবিন্দ বিনে আর জীব না ॥—ঐ
যাদব সোনা ধন বাছারে কানাই। —ঐ
জন্মিল রে শ্রীহরি তুলিয়া লও কোলে।—ঐ
রমণীমোহন বেশ ধর হে শ্যাম। —ঐ
জয় আনন্দ গোপাল গোবিন্দ রাম। —ঐ
যমুনার তীরে ফিরয়ে শ্যাম রায়।
সোনার পাঞ্জনী হাতে মুরলী বাজায় ॥—ঐ
সখি গো চল দেখি গিয়া।
সাজিছে বিনোদ শ্যাম রাধার লাগিয়া ॥—ঐ
কাল কালিন্দীর তীরে হে শ্যাম।—ঐ
চল গোপবধূ দেখি যদুমণি। —ঐ

রূপ

দিশা। চান্দ মুখ দেখি নয়ন জুড়ায়।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
বন্ধু কালিয়া সোণা রে। —ঐ
রাধার বন্ধুয়া রে কাজল বরণ। —ঐ
দেখিতে নন্দের বালা নয়ন জুড়ায়। —ঐ

বংশী

ও সখি শুনহ শ্রবণে,
কোন বিপিনে মুরারি বাজাএ কোনে।
জেছা মৃগী হানে ব্যাধ কি বনে,
এহা হানে মোর মনে। ঘোষা। —দূতী-সংবাদ (পুথি)।

দিশা। বৃন্দাবনের মাঝে কানু বাঁশরী বাজায়।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
শ্রবণমঙ্গল শ্যাম মুরলী বাজায়। —ঐ
ওহে মুরলীধর মুরলী বাজাও। —ঐ
বংশীবদনের বদনে।
বাঁশী জানে রাধা নাম কেমনে॥ —ঐ
ওহে রসিয়া নাগর মুরলী বাজাও। —ঐ
বাঁশী বাজাও না শ্যাম।
ঘরে রৈতে না লয় মোর প্রাণ হে॥ —ঐ
বৃন্দাবন মাজে কানাই বাঁশরী বাজায়।—ঐ
বাঁশী হইল কাল যাইতে যমুনার জলে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

রাধা

ঘোষা। বোল হে বড়াই কে চল্যাছে যমুনার কূলে।
কাহার সুন্দরী নারী গোপীগণ সঙ্গে করি
চলিয়াছে মন কুতূহলে॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

দিশা। চল বিনোদিনী রাই।
মধুবনে চল যাই॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
সাজিল সুন্দরী গোবিন্দ ভেটিবার।
নানা মতে সাজ করে দধির পসার॥ —ঐ

রাধা ও কৃষ্ণের লীলা-বিলাস

সই দেখ রে রঙ্গকেলি।
নাটমন্দিরে নাচে রাধা বনমালী॥—তালমালা (পুথি)।

ঘোষা। চলিল কানু রাধিকার মন্দির মাঝে॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
" (কানু দরশনে) বৃন্দাবনে চল বিনোদিনী॥ —ঐ
" (জাও রে দুতি) বৃন্দাবনে আন বিনোদিনী॥ —ঐ

রাধা কাহ্নু কুঞ্জবনে কেলি করে।
দেখিয়া সকল গোপী ফিরি গেল ঘরে ॥
সখিগণ সম্বোধিয়া বলিল শ্রীমতী।
হরি লইয়া কেলি করে রাধা ভাগ্যবতী ॥
আহ্মারা সভারে হরি দিল ফিরাইয়া।
কুঞ্জবনে কেলি করে রাধিকারে লৈয়া ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
চল যাই ওএ সখি রস-বৃন্দাবনে।
আশু ব্রজ কর রাধা কৃষ্ণ দরশনে ॥—ঐ
ওরে রাধে আশু চল রস-বৃন্দাবনে।
আহ্মারে পাঠাই দিছে নন্দের নন্দনে ॥
শুন রাধে তোর ভাগ্য কহন না জাএ।
তোহ্মা ভাবে ব্যাকুল হৈয়াছে শ্যামরাএ ॥
দূতীর বাক্য শুনি রাধে আনন্দিত মনে।
অঙ্গবেশ করি জাএ কাহ্নু দরশনে ॥—ঐ
কি আনন্দ হইল সই গো রস-বৃন্দাবনে।
শ্যাম নাগরে খেলায় পাশা মনমোহিনীর সনে ॥—কথা-রামায়ণ, চন্দ্রাবতী।

দিশা। অঞ্চলে না ধর নাগর কানাই।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
কাল কাজল মোর কানাই রে।
কেলি করে কাল কানু রাধা লৈয়া উরে ॥—ঐ
রাধা কোলে করি কানাই ভাসে।
কোলে থাকিয়া রাধা খল খল হাসে ॥—ঐ
চল ধনী কুঞ্জ নিকুঞ্জ-বিলাসিনী।—ঐ

ব্রজলীলার নানা-কথা

ঘোষা। রাখোয়াল কান্দে বিপিনেতে ধেনু হারাইয়া ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
কাহ্নু আজু তোরে করিমু প্রহার ॥—ঐ
আমার কানাঞা ভাই গা তোল ॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাস।
তোর ভয়ে নৈকা নাই চলে রে গোপালিনি।—সৃষ্টিপত্তন, (সঙ্গীতগ্রন্থ) পুথি।

দিশা। আজি কি আনন্দ হইল মধুপুরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
কৈন রে বৃন্দাবনে আইল বড়াই।
নীপ তরুমূলে দেখিয়া কানাই ॥—ঐ
দেখ রে চান্দের হাট কদম্বের তলে।

অখিল ভুবনপতি রাখালের দলে ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

দিশা। নাচে সুন্দর কৃষ্ণ রাসের মণ্ডলে।

ভুবনের পতি হরি গোপিনী মেলে ॥—ঐ

„ কে যাবা যমুনা জলে ভরিবারে পানী।—ঐ

„ বাথানে বলাইর শিঙ্গা বাজে রে।—ঐ

„ রমণীমোহন বেশ ধর হে রাম।—ঐ

ও গোপীরা তোমরা মোরে বোল কি।

আমি সোনার কমল ছাড়্যাছি।—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

আমি কৃষ্ণপ্রেমে জখন মরি।

তখন সবে বৈল হরি হরি ॥—দূতীসংবাদ (পুথি)।

প্রাণ সই রে, কালা কলঙ্কিনী আর ব'লো না মোরে।—রাধাকৃষ্ণ-বিলাস,

দ্বিজ জয়নারায়ণ (পুথি)।

তুমি বহি কে মোর আছে।

কৈব দুঃখ কার কাছে ॥—শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন, চণ্ডীদাস (পুথি)।

ঘোষা। বন্ধু বুঝিলাম তোর সর্ব্ব মর্ম্ম ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

মোহন বাঁশীর স্বরে

আর না ডাকিয় মোরে।

আর না আসিয় মোর ঘরে।

আপনে বঞ্চহ যথা

আমিহ না জাবো তথা

ভণে দাস ভবানীশঙ্করে ॥—ঐ

ঘোষা। দূতী কি হবে উপাএ।

বাঁশী-রবে রাধা বলি ডাকে শ্যামরাএ ॥

তাহাতে নিষেধ করে দারুণ ননদী।

শান্ত মোর নহে স্বান্ত কিরূপে প্রবোধি ॥

দূতী বোলে লজ্জাভীতি ত্যাগিলে সে পারি।

যদি ভয় কর আর না পাবে মুরারি ॥

হেরিয়া রৈয়াছে পন্থ ওই নীলমণি।

চাতক রৈয়াছে জেন হেরি কাদম্বিনী ॥—ঐ

আমার প্রাণ কেমন করে না দেখি তাহারে ॥—কালিকামঙ্গল, ভারতচন্দ্র।

দিশা। সই আজি নিশি দেখিনু স্বপন।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

„ আজি নিশি স্বপনে দেখিনু নন্দলালা।—ঐ

দিশা। শ্যাম নাগরে কি বলিয়া গেল মোরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" কে নিল কোথায় রৈল শ্যাম চিকণ কালা।
বনে বনে ফিরি আমি হইয়া অবলা॥—ঐ

" কেন হে প্রাণের নাথ কাতর দেখি।
কোথায় আছিলা কেন টলমল আঁখি॥—ঐ

রাধানাথ কি না হইল মোরে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

মিতা রে স্বরূপে কহিবে মোরে সাব।—ঐ

মিতা রে তুমি এ কি করিলে আমারে।—ঐ

যাইছে নবীন পীরিতের প্রেম বাড়াইয়া।
কামিনী মোহিত করিয়া॥—ঐ

সেই সে মরম জানে।
যার সনে নবীন পীরিতি॥—ঐ

মাথুর

ঘোষা। জাও উদ্ধব, গোকুলেতে কাহ্নু আন গিয়া॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

" রাম কাহ্নাই চলিল মথুরাতে॥—ঐ

" রাম কাহ্নাই কেমনে রহিব পাসরিয়া॥—ঐ

" গোপাল নন্দ গোবিন্দ ছারিয়া দেয় কেনে॥—ঐ

দিশা। রসের মাধুরী রাধার বিনোদ শ্যাম কে কৈল চুরি॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" উদ্ধব চলরে জন্মভূমে যাই।—ঐ

" রথ রাথ রে খানিক।
নয়ন ভরিয়া দেখি ওই কাল মাণিক॥—ঐ

মধুপুরী যাইতে কেন মানা।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

আর কথা বল্য পাছে।
রাধা নি কুশলে আছে॥

শ্রীবৃন্দাবন পড়িল মনে।
প্রেমধারা দুই নআনে॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

মাতার সুখ-দুঃখ

কান্দ্য না কান্দ্য না বাছা আর কান্দ্য না॥ ধ্রু॥
তোমা ধন বই　　আর কেহ নাই
আর আমার দুখ্‌খ দিও না॥ পরধুয়া॥—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কৃষ্ণদাস।

দিশা। গোপাল বনে যায় রে (অহোরে) মায়ের প্রাণ লৈয়া।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" এথা নাই রে যাদুমণি। না শুনি তার মুরলীর ধ্বনি॥ { যাদব এথা নাই রে মায় না শুনে মুরলীর ধ্বনি। }—ঐ

" বাছা কোলে আয় রে।
হিয়ার মাজারে তোরে রাখি॥—ঐ

" গোপাল ধীরে ধীরে চল পথ নিরখিয়া।
উঝট লাগিব পায় পাষাণ ঠেকিয়া॥—ঐ

" ও দুগ্ধের নীলমণি।
মা বলিয়া কোলে আয় রে॥—ঐ

" নিমাই, কে ভাঙ্গিল আমার নদীয়ার বসতি।—ঐ

" যাবে নাকি গো মা,
যাবে নাকি অনাথা করিয়া।—ঐ

" আমার জীবন ধন কে লইয়া যায়।
কি দেখি বঞ্চিব ঘরে অভাগিনী মায়॥—ঐ

কোথায় যাও রে আমার নন্দদুলাল।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

বাছা মোরে ছাড়ি যাবে।
মাএর বধের ভাগী হবে॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

আহ্মা সম অভাগিনী নাই গো নন্ধা দেশে।
কিনা জানি ঘটে বাছার লোকমুখে(র) দোষে॥—ঐ

ওগো নিমাই কি বোলিলে।
মাএর প্রাণটি হর‍্যা নিলে॥
এহ্মনি কথা বল্য না।
বধভাগী হইঅ না॥—ঐ

বাছা নাচ্যা নাচ্যা কোলে আএ।
পদধূলি মাএর লাগুক গাএ॥
(বাছা) নাচ্যা নাচ্যা গলে ধর।
দোলন হৈআ মাএর গলে দোল॥—ঐ

বাছা মা বল্যা ডাক তুমি।
খাইতে ননী দিব আমি॥
তুহ্মি জাকে বল মা।
ওহার জন্ম হবে না॥—ঐ

বাছা ঘরে বসি ননী খাও।

বিধু-মুখে বোল মাও ॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

আএ বাছা কি বোলিলে।

বজ্রঘাত বুকে দিলে ॥—ঐ

গৌর আহ্মার নয়ানের তারা।

প্রাতঃকালে হইলাম হারা ॥

নিমাই মোকে ছাড়ি গেল।

শচীর কোল শূন্য হইল ॥ ঠাঁঠ।—ঐ

অমূল্য রতন ছিল।

কোন বিধি হর‍্যা নিল ॥—ঐ

(ও নদ্যাবাসী রে) তুমি আমাকে ছাড়ি

যাইয় না রে ও বাছা।—ঐ

ইষ্টদেবতা

তুহ্মি সে অনাথের বন্ধু।

আমি দুষ্কৃতির উপায় নাহি আর,

ত্রাণ কর ভবসিন্ধু ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

কমল-চরণ ছার‍্যা আহ্মি দিবো না।

সদাএ হেরিব শিরেতে ধরিব

হেনামূল্য রত্ন পাবো না ॥—ঐ

দিশা। না হৈলাম নাথ সংসার পার।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" মোরে পার কর ওহে দিননাথ।

ভব-সাগরে ডুবিয়া রহিলু।—ঐ

দীননাথ কি না হইল মোরে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

ব্রহ্ম

দিশা। ভাব রে ও মন প্রভু নিরঞ্জন।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

অভেদ-তত্ত্ব

ভজো ওরে মন সেই কাণ মাধুরী।

কালী বল কিম্বা কৃষ্ণ বলো সমান দঝা উভএরি।

শুন মন তোরে বলি, কালী কৃষ্ণ কৃষ্ণ কালী,

অভেদে জে ভাবে ভবে সেই জাএ তরি ॥—রাধাকৃষ্ণবিলাস, দ্বিজ জয়নারায়ণ (পুথি)।

ঘোষা। অভেদ গৌরী শিব সীতা রাম।

দীনদাস জানে মোর পুরাও মনস্কাম ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

(একবার আহ্মার পুরাও মনস্কাম)

ঘোষা। কালী হরি হর বদ।
তিন এক ব্রহ্ম হএ অপি নহে ভেদ ॥
হর-কালী বনমালী জপে জেই নরে।
তারে দেখি ভীতি বাসে বৃজিন্তধিকারে ॥
জগ জীবে ত্রাস ভাবে শমনের ভএ।
দুর্গাভক্তের কি মহিমা শমনে ডরাএ ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

সংসার ও মানব-জীবন

ঘোষা। দারুণ বিধি হেন তোর না হএ উচিত।
শুভ-যাত্রা কেনে মোর কৈলে বিপরীত ॥
কি করিব কথা জাব কোন উপাএ হবে।
আহ্মার লাঞ্ছন প্রাণী কত দিনে জাবে ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
„ দারুণ বিধি কি লেখিল আহ্মার কপালে।—ঐ
দিশা। ডুবি রইলাম ভব-নদী মাঝে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
„ অসার জীবন ধন সব মিছা মায়া।
জলের বিম্ব যেমন দর্পণের ছায়া ॥—ঐ
„ আমার কি হৈব বল উপায়।—ঐ
„ বিধি বাম হইল রে।
নিদয় নিঠুর বিধি বঞ্চিত কৈল রে ॥—ঐ
„ ডুবি রৈলু ভবনদী মাঝে।—ঐ
„ নাথ কবে জানি মোকে হবে দয়া।
বুঝিতে না পারি তব কি বিষম মায়া ॥—ঐ
„ কিবা রে দেবের মায়া বুঝন না যায়।—ঐ

হরি

অএ প্রভু ত্রিবিক্রম অনাথ দেখিয়া মোরে
অপরাধ ক্ষেম।
অএ ঠাকুর লাগহু চরণ ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
হরি বোল রে গোবিন্দ বোল রে
ভাই গোবিন্দ বোল রে ॥ দিসা ॥—ঐ
আএ প্রভু ভগবান
মোর পানে কর অবধান।

কর জোড় শিরে করি দণ্ডবত ভূমিগত পড়ি

তোহ্মার চরণে পরণাম ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।

হরি বোল রে গোবিন্দ বোল ভাই রে

হেলাএ তরিয়া জাইবা বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ দিশা ॥—ঐ

দিশা। হরি মোরে দেও হে অই পদছায়া।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" আনন্দে বল হরি ভব তরিবারে।—ঐ

" হরি কেশব বল, বল হরি রাম।—ঐ

" হরি ভজিবার সময় যায় বহিয়া।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

আমি বৃন্দাবনে কবে জাব।

হরির নামটি কবে পাব ॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

দিশা। ভজ রে গোবিন্দ মন, দিন যায় রে বৈয়া।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" জগন্নাথ ভজ রে ছাড় রে কুমতি।—ঐ

আমি কেন আসিলাম রে,

না ভজিলাম গোবিন্দচরণ।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

শিব

কৈলাশ জিনিয়া শিব (শ্বেত) দেহের বরণ।

প্রতি অঙ্গে শোভিয়াছে নানা অভরণ ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।

করুণাস্কুরু সঙ্কটে শম্ভু শিব।

ভবার্ণবে আছি মুগ্ধ উক্কার (উদ্ধার ?) জীব ॥—দুর্গামঙ্গল (নলদময়ন্তী),

রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার (পুথি)।

ঘোষা। কি বর্ণিব শম্ভুনাথ স্থান ॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

" হর অর্চ্চা কর হরষিতে ॥—ঐ

" ভজ দীনজনের বন্ধু হর ॥—ঐ

হিমালয়ে চলিলেন শঙ্কর ॥—ঐ

ঘোষা। হর কালী বলহ বদনে ॥—ঐ

" হর, তুহ্মি অনাথের বন্ধু।

ভয় পাইহি গুরু, মাং করুণাং কুরু,

ত্রাণ কর ভীতিসিন্ধু ॥—ঐ

দিশা। কেনে দয়া না হইল ভোলা মহেশ্বরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" ও সদাশিব তুয়া বিনে আর লক্ষ্য নাই।—ঐ

নাচে রে ভোলানাথ আপনে বিভোর।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

দুর্গা ও কালী

নীলকমলদলখঞ্জননয়নী।
আর কত দিনে দয়া করিবে ভবানী ॥—যোগাদ্যা-বন্দনা, কৃত্তিবাস (পুথি)।

ঘোষা। দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

" বন্দম নারায়ণী দেবী আদ্যাশক্তি।
জন্মে জন্মে তুয়া পদে রৌক মোর ভক্তি ॥—ঐ

" অভয়া ভবানি হে তুহ্মি সে ভরসা।
বালক প্রতি ভগবতী পূর্ণ কর আশা ॥—ঐ

" দুর্গে! পশ্য পশ্য নরাধম ॥—ঐ

" চরণারবিন্দে ভক্তি দেহি ॥ দুর্গানাম ॥—ঐ

" দুর্গানাম ভিক্ষা দেহি মোরে ॥—ঐ

মানসে মাএর রূপ হের।
কি কহবো সেই রূপ কেবল ত্রিজগতান্তর ॥—ঐ

ঘোষা। মা অভয়া ভবানী হে পশ্য নয়ন-কোণে।
দুষ্কৃতির নাহি স্থান তবাঙ্ঘ্রি বিহনে ॥—ঐ

" কি কহবো ভবানীর রূপের মহিমা।
বেদাগমে জে রূপের করিতে নারে সীমা ॥
ভকতবৎসলা দেবী পাতিতপাবনী।
ভক্তজন পুত্র তুল্য দেখেন নারায়ণী ॥
রত্নময় মন্দিরেতে হএ জার স্থান।
ভক্ত হেতু ভগ্নালয়ে হইলা অধিষ্ঠান ॥—ঐ

" ভজ এক ব্রহ্ম নারায়ণী ॥—ঐ

" দুর্গে পুনঃ পুনঃ কার নিবেদন ॥—ঐ

" জগদম্বে অবলম্ব স্থান দোহ মোরে।
সরোরুহাঙ্ঘ্রিতে জেন পাংশু প্রাএ রহে মন
কৃপাং কুরু মরাধম তরে ॥—ঐ

" জননী জননী বলে ডাকে ॥
দুর্গানামাক্ষরদ্বয় বদ নিরবধি ॥
কৃতান্তের যন্ত্রণা হোন্তে নিস্তার হবে যদি ॥—ঐ

" দুর্গে আজ্ঞা পশ্য সকরুণে ॥
দুর্গামন্ত্র বদ বক্ত্র নিতান্ত নির্ভ্রমে।

আশুক্রমে কালান্তে জাইবে নগোত্তমে ॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

ঘোষা। দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জান মহামন্ত্র।
জাহা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে বেদাগম তন্ত্র॥—ঐ

ভজ ত্রাহি শঙ্কর শঙ্করী॥
দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর জেই জন বদে।
তাহার বিপদ নাই বোলিয়াছে বেদে॥—ঐ

ঘোষা। দুর্গানাম যুগ্মাক্ষর বদ মূঢ় চিত্ত।
বক্ত্র-যন্ত্রে রসনা-দণ্ডে বাদ্য কর নিত্য॥—ঐ

„ দুর্গানাম-লিপি যদি পঠে গদগদ।
শ্রোতা পাঠয়িতার আর নাহিক বিপদ॥—ঐ

„ দুর্গানামাক্ষরদ্বয় হৈয়াছে তরণী।
দুষ্কৃতি নিস্তার হেতু অর্ণব ধরণী॥—ঐ

„ দুর্গানামযুগ্মাক্ষরের মহিমা অপার।
দুরিতেরে ছেদ করে হৈয়া তীক্ষ্ণধার॥—ঐ

„ ভো মন ভব তরিতে ভবানীর চরণ ভজ।
কালী ভজ কালী পূজ অন্য কাজ সকলি তেজ॥—ঐ

„ হে মা ডাকি কাকু করি।
মোরে ত্রাণ কর মা শঙ্করি॥—ঐ

দিশা। আগে বন্দম্ ভবানীর চরণ।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস বার।

„ ভবানী মোরে ছাড়িও না।
অধম জানিয়া কেন দয়া কৈলা না॥—ঐ

„ কেনে নিদয়া হইলা শঙ্কর ভবানী।—ঐ

„ জয় ভবানী গো মা।
অধম বালকে ডাকে দয়া কৈলা না॥—ঐ

„ দেখিলাম সকল চাইয়া।
যা করে ওই কাল মাইয়া॥—ঐ

„ যা কর জগৎ মাতা। } যা করে জগতমাতা } —ঐ
যা ছিল মোর করমে॥ } যা আছে মোর করমে। }

„ ওগো মা জানিলাম জানিলাম।
পতিতপাবনী তোমার নাম গো॥—ঐ

„ মা এইবার জানিব তব নামের মহিমা।—ঐ

„ ভবানী পূজিব গো ওই গঙ্গাজলে।—ঐ

দিশা। মা আর কে আমার আছে।
তুমি বিনে যাব কার কাছে ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" এইবার তরায়ে নেও শঙ্কর ভবানী।—ঐ
" আনন্দে ভবানীপদ সেবিব।—ঐ
জগৎ গৌরী জগতের মাতা।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
জয় ভবানী গো মা
মুই তোমার চরণ করিলাম সার।—ঐ
সেবক উদ্ধারিণী।—ঐ

শিব-দুর্গার লীলা

দিশা। ও ভাই রে সদাশিব ছাড়িলা গৌরীরে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" ভাই রে শিবপুরে কি আনন্দ হইল।—ঐ
সেই ভগবতী দেবী সবারে কর দয়া।
শঙ্কর ভৎসিয়া ঘরে গেলা দেবী মহামায়া ॥—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
কান্দে গৌরী শিবের মুখ চাহিয়া।—ঐ

রাম

ঘোষা। বদ মন রাম নাম সুধাবাণী ॥—মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
রাম নাম জপ একবার ॥—ঐ
ঘোষা। বদ মন রাম নাম বাণী।
অএ মন দুরাচার ভবে বন্ধু নাহি আর
রাম বলি ত্যাগ কর প্রাণী।—ঐ
" রাম-পদে কহো নিবেদন ॥—ঐ
" কান্দে রাম সীতা না দেখিয়া ॥—ঐ
" বোল মনে রাম নাম বাণী।
বিষ তুল্য বিষয়েত কেহে মন হৈল রত
রাম বলি ত্যাগ কর প্রাণী ॥—ঐ
" (মহীরাবণায়ে) রাম লক্ষ্মণ ধরি লৈয়া জাএ ॥—ঐ
বোল রাম রঘুমণি।
অন্তকালে বন্ধু কেবল রাম নামখানি ॥—রাবণের কবিতা (অঙ্গদ রায়বার পুথি)
দিশা। আমি আর না জানি। } আমি আর না জানি } —পদ্মাপুরাণ,
রাম রাঘব বিনে আর না জানি ॥ } রাম রাঘব বিনে। } বংশীদাস রায়।

দিশা। দেখ লো সই রঘুকুলমণি।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

" জানকীজীবন হরি।

কবে দেখিব নয়ন ভরি॥—ঐ

" রাম বল নিরবধি।

এ ভব তরিবা যদি॥—ঐ

" এবার তরাও মোরে সীতাপতি রাম।—ঐ

" রাম পরম ধন রে, আর সব মিছা।—ঐ

" হরি রাঘব মোরে ছাড়িও না।—ঐ

" জানকীজীবন হরি।

যাহাকে ভাবিলে ভব তরি॥—ঐ

" দোহাই রঘুনাথের লাগে।

মৈলে কেহ না যায় লগে॥—ঐ

" কি হৈল কি হৈল মোরে দিয়া রে, ও রাম।—ঐ

রাম পরম ধন সদা কর জপ।—ঐ

" ব্রহ্মার শিরোমণি রাঘব রাম।

ভুবনমোহন রামনাম॥—ঐ

ও রাম রঘুনন্দন রে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত

গঙ্গা

আরে ভগীরথ চল ঝাঁটে গঙ্গা আরাধনে।

তোরে উপদেশ দি শুভক্ষণে॥—গঙ্গা মঙ্গল, দ্বিজ মাধব।

অএ ভগীরথ গঙ্গা দিলাম তোহ্মারে।

লই জাইবা দক্ষিণ সাগরে॥—ঐ

নম নমো নমো বন্দম গঙ্গার চরণে।

কোটি কোটি দণ্ডবত করিয়া প্রণামে॥—ঐ

অএ ভগীরথ পৃথিবী জাইমু কোন পথে।

আহ্মারে লইয়া জাইবা কথাতে॥—ঐ

জয় জয় জয় গঙ্গা জয় শুভধনি।

মহা পরাক্রমে গঙ্গা করিলা উঠানি॥ দিশা॥—ঐ

মুই ত না জানো গঙ্গা রহিব হরজটে।

তবে কেনে আসিতু মুই এতেক সঙ্কটে॥

তিন দেবের সেবা করি তবে পাইনু বর।

তপোবলে গেলু মুই সুমেরুশিখর॥

কান্দে কান্দে ভগীরথ করিয়া বিষাদ।
দেবের সমাজে আছে এথ পরমাদ ॥—গঙ্গা-মঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
না কর আরতি হর না কর আরতি।
জাইব সাগরে তোমা করিব পিরিতি ॥—ঐ
ভগীরথ হিমালয় বড়হি গহন।
এহাতে কারো নাহিক গমন ॥
উভে শত যোজন পাথর।
কেনতে গড়িয়া জাইব জল ॥
কোন দিগে দক্ষিণ সাগর।
সম্মুখে দেখি পর্ব্বত সিথর ॥—ঐ
মাতল ঐরাবত হিমগিরিরাজে।
রতন-জড়িত ঘণ্টা উরু মাল বাজে ॥—ঐ
পৃথিবী পড়িলা গঙ্গা জল নির্ম্মল।
সেই হোতে পৃথিবীর হৈল মঙ্গল ॥—ঐ
বৈস্যা জাএ গো মাতা মকরবাহিনী ভাগীরথী।
বরুণ পবন ইন্দ্র করি সংহতি ॥ দিশা ॥—ঐ
মুনিরাজ দেয় গঙ্গা কেম অপরাধ।
মোর কি লাগিয়া এথ পরমাদ ॥—ঐ
গঙ্গা লইয়া জাএ কি আর ভাল ভগীরথ নাএ ॥ দিশা ॥—ঐ
পতিত-পাবনী গো দেবী সুরধুনী (সুর সুবদনী)।
তোমার চরণ বিনে আন নাহি জানি ॥ দিশা ॥—গঙ্গামঙ্গল, দ্বিজ মাধব।
শুন দেবি ত্রিদশ ঈশ্বরি।
তোমার মহিমা গুণ জে জনে স্মরে পুন
ভব বাসে না আইসে বাহুরি ॥—ঐ
জয় জয় সুরধুনি নমো দেবি গঙ্গে।
গহন গম্ভীর নীর তরল-তরঙ্গে ॥—ঐ
ঘোষা। ত্রাহি ত্রাহি বরদাই গঙ্গে তরঙ্গিণি।
দাস জানে ভব হোনে ত্রাহি মাং তারিণি ॥ —মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস

রামায়ণ

দিশা। রাম না যাইব অযোধ্যা ভুবন।
কৌশল্যা মায়েরে কৈও ভাই লক্ষ্মণের মরণ ॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়

মহাভারত

ওহে রাজা [পরীক্ষিৎ] কৃষ্ণকথা শুনিবা
যদি বৈষ্ণব রাখ দ্বারে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।

কমলে কামিনী

ঘোষা। কমল উপরে নাচে (পঙ্ক) বামা।
নূতন যৌবনী ষোল কলা পূর্ণ রামা॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা।
" কালীদহে সৃজিলা কমল॥—ঐ

পদ্মাপুরাণ, মনসা-মঙ্গল এবং বেহুলা

দিশা। ও মুনি না ছাড়িও মোরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে॥—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" ভাসিল রে বেউলা সুন্দরী সাগরে।—ঐ
" অহো আরে দেশে চল ভাই,
মরা পতি লৈয়া আমি ভাসিয়া বেড়াই।—ঐ
" বেউলা নৃত্যকী তুই নাচে মোহিলে দেবপুরী।—ঐ
" আরে গরল বিষ নাম তুমি ধারে।
আগম উদ্দেশে বসি পদ্মাবতী ঝাড়ে॥—ঐ
" প্রভু কহি তব ঠাঁই।
নাও হনে না নামিও পদ্মার দোহাই॥—ঐ
" সনাই বাহির হৈয়া চাও।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘরে লৈয়া যাও॥—ঐ
আসিলা মনসা দেবী গো না করি বিচার।
ঊনকোটি নাগে ধরে রথের পাটোয়ার॥—মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
আসিলা মনসা দেবী গো।—ঐ
বলে আইলাম মনসা দেবী গো।—ঐ
অকান্দনে কান্দেন কান্দেন মনসা।—ঐ
কান্দে সাধু হইয়া বিষাদ।—ঐ
পদ্মা কিসেরে সাজাইলা বিষ-দধি।—ঐ
মনসা চলিল সহেলার বেশে।—ঐ
কান্দে চান্দ ধোনার মুখ চাহিয়া।—ঐ
পদ্মার সনে বিবাদে নাহি গুণ।—ঐ
পূজা লও গো পূজা লও।—ঐ

বর লও ওগো সোনাই গো।—মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
মা মঙ্গলা একবার চাও না ফিরি গো। —ঐ
প্রাণনাথ নারীর বচনে কর হিত।
এবার পাটনে গেলে বড় অনুচিত॥—ঐ
ডিঙ্গা বাহ রে কাণ্ডারী ওরে ভাই
আজর পিচিয়া ডিঙ্গা বাহ না রে।—ঐ
বড় বিবাদী বিষহরী।—ঐ
দুলাই রে দড় করি ধরিও কাণ্ডার।—ঐ
সাধু রে এবার জীবনে রক্ষা নাই।—ঐ
কান্দে সাধু বলে হরি হরি।—ঐ
শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সাড়া।
নাচে ধাই দিয়া বাহুলাড়া॥—ঐ
কান্দে সোণা করিয়া কাকুতি।—ঐ
চান্দর করুণার সীমা নাই।
বাকল খাইল চোরা গাই॥—ঐ
মিছা শাপ দিলা গো ব্রাহ্মণি।—ঐ
মুকাই রে দেশে গেলে তোমার মরণ।—ঐ
সোনা লো নিকটে ঘনাইয়া শুন।—ঐ
ধনী দেখ গো আসিয়া।
স্নান করে লক্ষীন্দর বিরলে বসিয়া॥—ঐ
ছাড় কামার জীবনের আশা।—ঐ
সাধু সাধু মনসা কুমারী।—ঐ
মায়ের ঠাঁই মেলানী মাগে রে যাইতে উজানী।—ঐ
আ গো নেতা চল গো উজানী রাজ্যে যাই।—ঐ
বেহুলা বলে মারিয়াছ মোর পতি
বিষে জর জর তনু।—ঐ
কিসের ক্রন্দন প্রভুর চারি পাশে।—ঐ
মালী রে বাপ বারেক বেহুলার হিত
কর রে ওরে ও বাপ মালী রে।—ঐ
কাক, স্বরূপে কহিও মোরে সার।—ঐ
পদ্মা, তোর কপটের নাহি ওর।—ঐ
বসিল মনসা লখাই জীয়াইতে।—ঐ

ও বিষ নাই নাই রে।
লখাইর শরীরে বিষ নাই রে॥—মনসা মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত
পূজা লও গো মা পূজা লও।—ঐ
মাগো জয় বিষঅরি।
বাঞ্ছিত পূরাও মাগো শিবের ঝিয়ারী॥—গ্রাম্য গান।

শ্রীচৈতন্য

ঘোষা (দেখ রে) গৌরাঙ্গ নাচে করে করতালি দিয়া॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।
প্রাণ কান্দে গৌরাঙ্গ না দেখি॥—চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাস।
দিশা ও প্রাণ শচীর দুলাল গৌর কিশোর রে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
গৌরাঙ্গ নাচে নবদ্বীপের মাঝে।—ঐ

শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস (বাসুদেব ঘোষ) হইতে

১। আইস প্রেমের মহাজন।
প্রেম কর বরিষণ॥
২। গৌরাঙ্গ অবনীতে।
হরিনাম জীবেরে দিতে॥
৩। কি বলিলে গৌরাং রায়।
শুন্যা বুক ফাট্যা জাএ॥
৪। জয় রাধে শ্রীরাধে বল্যা।
গৌরাং চান্দ উঠ্যাছে কান্দ্যা॥
৫। কবে পাব সাধুসঙ্গ।
জাব কবে রাধাকুণ্ড॥
৬। বৃন্দাবন পড়িল মনে।
প্রেমধারা দুই নআনে॥ ঠাঠ।
৭। কান্দ্য না গো শচী মা।
আহ্মা রাখা জাবে না॥
৮। নূতন কোকিলার স্বরে।
গুরু গুরু কেবা বোলে॥
৯। ওগো ভারতী গোসাঞি।
আমি ব্রজের কাঙ্গাল আস্যাছি।
১০। গুরু তুমি এথা কর কি।
আমি ব্রজের কাঙ্গাল আস্যাছি॥
১১। শচী মাতা জাগ তুমি।
ব্রজের বিদায় মাগি আমি॥ ঠাঠ।
১২। অখন না বল্যা ডাকি আহ্মি।
পুত্র বল্যা ডাক তুমি॥
১৩। জাগ জাগ শচী মাই।
জাইবার কালে চরণ দেখ্যা জাই॥
১৪। গৌর গদগদ চল্যা ছন্দে।
ফির্য়া নদ্যার পানে চাহে॥
১৫। সুরধুনীতীরে গোরা।
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা॥ ঠাঠ।
১৬। জে দেখি সোনার ভেশ।
না মুড়াঅ চাচর কেশ॥
১৭। তোমার মাএর কঠিন হিআ।
ছাড়্যা দিল কি লাগিআ॥
১৮। জাও রে গৌর আপন দেশে।
তোকে সাজে না সন্ন্যাসী ভেশে॥

১৯। আমাকে উদ্ধার করি।
পছে হও দণ্ডধারী ॥ ঠাঠ।

২০। ডোর কপীন দেঅ মোরে।
বিলম্ব না সয় শরীরে॥

২১। যার শ্রীচরণে নেপুর বাজে।
তার কি কপীনে সাজে॥

২২। ব্রজপুরে যাইও না।
নথ্যা আন্ধার করিঅ না॥

২৩। অল্প বয়সে বাছা হইছ সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসী না হইয় বাছা মাএর গৃহ নাশি

গুরু-তত্ত্ব

ভাব্য না রে মন গুরু কেমন ধন।—গুরুভক্তি শ্লোক (পুথি)।

সন্তানের জন্য মায়ের সুখ-দুঃখ

আমার কপালে বিধি এমত লিখিয়াছিল
কলমে না ছিল কালি।
কার হরিলাম ধন জন লখাই ম'ল তেকারণ
পুত্রশোকী বলে মোরে কেবা দিল গালি॥—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

বেহুলা লো, ওগো প্রাণের বেহুলা,
জীয়ন্ত শরীরে তুমি মড়ার সঙ্গে গেলা।—ঐ

ওহে প্রভু, ঘরে ঘরে কেন্দে ফেরে
তোমার জননী।—ঐ

পুত রে, এনা বুদ্ধি দিল তোরে কে।—ঐ

মায় ছেড়ে যেও না রণে
মায় ছেড়ে যেও না।—ধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলি।

মায়ের জন্য সন্তানের আকুলতা

ওগো বেহুলা,
মায় নি মোর আছেন কুশলে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

অকারণে কান্দ তুমি।
তোহ্মার কোলে আছি আমি॥
নয়নে মুদিআ দেখ তুমি।
তোহ্মার কোলে আছি আমি॥—শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

স্বামীর সুখ-দুঃখ

তুহ্মি ডাক প্রাণনাথ বোল্যা।
আহ্মি ডাকি প্রাণের প্রিয়া বল্যা॥—শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।

ডাকিলাম প্রিয়া শুন না।
কান্দ্যাহ পাছে পাবে না ॥—শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
মন আমার কথা রাখ।
একবার প্রাণপ্রিয়া বোল্যা ডাক ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ তুহ্মি।
নগ্যা ছাড়া হইব আহ্মি ॥ - ঐ

নারী-জীবনের সুখ-দুঃখ

খেল রে প্রেমের খেলা রসের কামিনী।
খেলে হেলে দিন গেলে আর পাবে নি ॥—রসরঙ্গের বারমাস (পুথি)।
দিশা। মঙ্গলবাদ্য বাজে রে জোকারধ্বনি পড়ে।—পদ্মাপুরাণ, বংশীদাস রায়।
" কান্দিও না লো কমলা সুন্দরী।—ঐ
" আমার মনের দুঃখ পরাণে সে জানে।—ঐ
" আহা রে প্রাণের নাথ কি হইল মোরে।—ঐ
" বিধি বাম হইল রে।
নিদয় নিঠুর বিধি বঞ্চিত কৈল রে ॥—ঐ
মুই না জানিতাম এমন হবে রে মোরে।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
নাথ বিনা কে মোর আছে আর।—ঐ
আমি বড় জনমদুঃখিনী।—ঐ
কান্দে সোণা বিষাদ ভাবিয়া।—ঐ
কান্দে কমলা প্রভুর মুখ চাহিয়া।—ঐ
গা তোল ওগো অভাগিনী প্রিয়ে কমলা।
কেন প্রিয়ে হেন বুদ্ধি করিলা ॥—ঐ
নাগরী ওগো বেহুলা
সুন্দর করিয়া বরিও লখাইরে।—ঐ
ও গো বেহুলা তোমার আঁচলের নিধি নিল চোরে,
কত নিদ্রা যাও গো সুন্দরী।—ঐ
ওহে জাগিতে চাপিল কালঘুমেরে
প্রাণবন্ধুয়ার লাগি।—ঐ
আরে প্রভু কি হইল মোরে।
বজ্র ভাঙ্গিয়া প'ল অভাগিনীর শিরে ॥—ঐ
প্রাণনাথকে বিষে ছাইল রে।—ঐ

আজু কেন মোরে বঞ্চিত হইল রে
দারুণ বিধাতা।—মনসা-মঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।
আমি কোন দেশেরে যাব ও যাব রে।—ঐ
ও রে মোর কি হইল কি হইল প্রভুর রে।— ঐ
অভাগিনী কার মুখ চাহিবে।—ঐ
দাতা আরে শিব তুমি পুণ্যবান্।
আঁচল পাতিয়া বেহুলা মাগে স্বামিদান॥—ঐ
মাল্যানী সই কি বোলিলে।
হৃদের আনল জ্বাল্যা দিলে॥ ধুআ (করুণ) —শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস, বাসুদেব ঘোষ।
শ্রীচরণ কমল পাশে।
নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে॥
কমল চরণ হৃদে থুইআ।
বান্ধে ভুজলতা দিআ॥—ঐ
আহ্মা ছাড়ি যদি জাবে।
প্রভু বধের ভাগী হবে॥—ঐ
গৌর তোরে ছাড়ি জাবে।
দিবসে আন্ধার হবে॥—ঐ
আহ্মার মন দেখ্যা ভারি।
ছাড়্যা গেল ব্রজের গৌরহরি॥—ঐ
কেবা চুরি প্রাণনাথ কৈল।
আমার মন্দির শূন্য হইল॥
পুষ্পের পালঙ্গ পড়্যা রইল।
প্রাণনাথ কথাএ গেল॥—ঐ
প্রাণনাথ আঞ্চলে মাণিক্য ছিল।
কোন বিধি হর‍্যা নিল॥
গৌরাঙ্গ জাগএ মনে।
নিদ্রা নাই দুই নআনে॥—ঐ

সাংসারিক ব্যাপার

গাজিল হাসেন হোসেন।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

বিবিধ

কামিনী কামিনী সরবর মাজে।—প্রাচীন গীতাবলী (পুথি)।

ঘোষা। রাজা এবে তোর কি হবে উপায়॥—মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, ভবানীশঙ্কর দাস।

চিত্ত স্থির নহে নিত্য বৎস হে॥—ঐ

সেয়ামি সোয়াগলি আনন্দে আন বালি
কতুক রঙ্গে রে।

ফুল লই আজু খেল সাহা সঙ্গে॥—রঙ্গমালা (মুসলমানী গান) (পুথি)।

রাজা রে না খাইও নারিকেল।—মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

ধাই লো মিতার সঙ্গে কহ গিয়া কথা।—ঐ

আরবার আনিব মিতা মান্দারের ফুল।—ঐ

মিতা রে কত কব দুঃখের কথা।—ঐ

আরে অবোধ ধামু রে।—ঐ

ওলো মালিনী ঘর তোমার কোন্ নগরে।—ঐ

তরণি প্রচণ্ড ধরণী খণ্ড খণ্ড
গগন খণ্ড খণ্ড রাজেউ।
বাহির দিনকর বিরহ অন্তর
নিদাঘ সময় কঠিনে॥—লোরচন্দ্রানী, সৈয়দ আলাওল।

গ্রাম্য

আর না যাইরম্ বুড়ীর ভাঙ্গা ঘরে
রে কালিয়া সোণা॥—প্রাচীন হেঁয়ালি।

আমার মন বাল না,
অ রে সাদন পন্তে গেলি না,
চৌক থুইয়া ঐলি রে কানা।—ত্রিপুরা জেলার গান।

কুকিল ডাইক না রে
ঐ মহুর সুরে।
গুল্লা অবলার পরাণ
বাইরম্ বাইরম্ করে॥—ঐ

রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিলাস

রাধিকার মানভঙ্গ (নরোত্তম ঠাকুর) হইতে,—

১। দুই রূপ সমতুল।
কালা জলে জবা ফুল॥
২। যেন শোভে শ্যামর কোলে।
চান্দের মালা মেঘের গলে॥
৩। মোর রূপ শশিকলা।
যেন শোভে মেঘমালা॥
৪। ঘাটের নৌকা ঘাটে আছে।
কাণ্ডারী পলাইয়া গেছে॥
৫। জা রে নাগর মান ভিতে।
জথা তোমার লএ চিতে॥
৬। যার প্রাণধন যে।
তারে মান করে কে॥
৭। রবির প্রকাশ দেখি।
প্রফুল্ল কমলামুখী॥
৮। তুমি যদি মায়া কর।
জগৎ ভুলাইতে পার॥
৯। তোমার ভকতো যেই।
তব মায়া বুজে সেই॥
১০। ললাটে সিন্দুর ফোটা।
যেন রবি করে ছটা॥
১১। তোমার কঠিন হিয়া।
দয়া নাই চান্দমুখ চাইয়া॥
১২। যদি মরে নীলমণি।
কেমনে বাঁচিবে ধনী॥
১৩। মান করে কি করিলি।
পাইয়া নিধি হারাইলি॥
১৪। তব মানে এই হবে।
কান্দিতে জনম জাবে॥
১৫। তৃণের আনল যেন।
নারী লোকের মান তেন॥
১৬। শুন রসবতী গোরী।
তোমার অন্তরে হরি॥
১৭। তোমার মান অহি হয়্যা।
দংশিবে তোমার হিয়া॥
১৮। তুমি বল কাল কাল।
যার কাল তার ভাল॥
১৯। শ্যাম অঙ্গ যদি দেখে।
রাই নয়ান মুদিয়া থাকে॥
২০। চান্দে মেঘে হইল দেখা॥
২১। মধুভরে ভাঙ্গে কলি।
তথাপি না য়াইসে অলি।

শ্রীরমেশ বসু

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চত্রিংশ খণ্ডের

নির্ঘণ্ট

উ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

গ

ঘ

চ

ভ

ম

য

র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট্, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, এল এল ডি, সি আই ই

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ

সহকারী সম্পাদকগণ

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণি

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস্-সি, এফ জেড্ এস্

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এইচ ডি

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, বি এল, এড্ভোকেট

গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; ২। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ ; ৪। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; ৫। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ ; ৬। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ; ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ ; ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম এ. পি-এচ ডি ; ৯। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন) ; ১০। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস ; ১১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ; ১২। ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ ; ১৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; ১৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই ; ১৫। শ্রীযুক্ত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি ; ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল ; ১৭। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ১৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি-এচ ডি ; ১৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ ; ২০। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ; ২৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বংস ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল ; ২৫। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

১২।১ বলাই সিংহ লেন, এরিয়ান প্রেসে শ্রীচুনীলাল দাস কর্তৃক মলাট ও বিজ্ঞাপন, এবং সিদ্ধেশ্বর প্রেসে প্রবন্ধ মুদ্রিত।